বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা

বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা

(প্রথম খণ্ড)

(Foreign Governments)

PART—I

শ্রীঅক্ষয় কুমার ঘোষাল,

এম্.এ (কলি:), পি এইচ. ডি (লণ্ডন) ডব্লু, বি. এস. ই, এস্ (অবসর প্রাপ্ত)
হুগলী মহশীন কলেজ, দার্জিলিং গভর্ণমেণ্ট কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথ
সান্ধ্য কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা ও কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক,
ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির প্রাক্তন সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

DECEMBER, 1975

Published by Shri Abani Mitra, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, Arya Mansion (Eighth floor), 6/A, Raja Subodh Mullick Square, Cal-700013, under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi and printed by Doorga Prosad Mitra, at the Elm Press, 63, Beadon Street, Cal-700006.

উৎসর্গ

স্বর্গত পরমারাধ্য পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর
স্মৃতির উদ্দেশে

যুক্তরাজ্য

ভূমিকা

আমরা যখন স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে বা কলেজে পড়িয়াছি তখন সংস্কৃত বা বাংলা ছাড়া অন্য কোন বিষয় মাতৃভাষায় পঠনপাঠন আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। এমন কি 'সংস্কৃতের' প্রশ্নপত্রে নির্দ্দেশগুলিও ইংরাজীতে দেওয়া হইত। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে দেশীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবিও ঐ আন্দোলনের একটি লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, যেমন সরকারী কাজকর্ম্মের ক্ষেত্রে সর্ব্বভারতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজীর স্থলে হিন্দীকে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি করা হয় এবং প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করারও দাবি ওঠে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ব্ব পর্যন্ত আমাদের বিদেশী শাসকগণ এগুলি সম্বন্ধে কোন দৃক্‌পাত করেন নাই। স্বাধীনতার পরে জাতীয় সরকারের আমলে এগুলি রূপায়ণের উদ্যোগ পর্ব্বে বহু আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয় যাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে প্রতিটি রাজ্যেই স্থানীয় ভাষাই যে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত এ বিষয়ে বিতর্কের অবসান হইয়াছে এবং সরকার উহা নীতিগতভাবে গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য উহার রূপায়ণ ধাপে ধাপে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। মাধ্যমিক স্তরে এবং পাশ (Pass) স্নাতকস্তরে ইতিপূর্ব্বেই পশ্চিমবঙ্গে বাংলাকে এবং অন্যান্য রাজ্যেও স্থানীয় ভাষা শিক্ষার মাধ্যম করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাম্মানিক স্নাতকস্তরে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিবার জন্য স্নাতক স্তরে সকল বিষয়ে স্থানীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য একটি প্রকল্প চালু হইয়াছে যাহার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রতিটি রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য পুস্তক পর্ষদ স্থাপিত হইয়াছে।

এই প্রকল্পেরই আওতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের নির্দেশক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাম্মানিক স্নাতক পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত "বিদেশী রাষ্ট্রব্যবস্থা" পত্রের একটি অংশের উপর এই পুস্তকখানি রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। দুইটি বিদেশী রাষ্ট্রের (যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েট ইউনিয়ন) শাসনব্যবস্থা বর্ত্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। দৈবক্রমে যে দুইটি রাষ্ট্রের

[illegible] । পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে, সমাজব্যবস্থা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শাসনতন্ত্র—সকল দিক হইতেই উহাদের প্রকৃতি প্রায় বিপরীতধর্মী। যুক্ত-রাজ্য পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সূতিকাগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্মস্থান বলা যায়। কাজেই দুইদেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে যে প্রচুর বৈসাদৃশ্য থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য; আবার কোন কোন বিষয়ে যে অন্তত: কিছুটা বাহ্যিক সাদৃশ্য নাই তাহা নহে। পুস্তকে প্রয়োজনমত তুলনামূলক আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতটা সফল হইয়াছি তাহা ছাত্র ও শিক্ষকসমেত পুস্তকটির পাঠকগোষ্ঠীর বিচার্য। পুস্তকটি মূলত: সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য হিসাবে লিখিত হইলেও বিষয়টির আবেদন উক্ত সমাজের বাহিরেও বিদগ্ধ সমাজের নিকটও আছে। পুস্তকটি যদি তাঁহারা উপযোগী মনে করেন তবেই আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও শ্রম সার্থক মনে করিব। পুস্তকটি প্রণয়নে প্রচলিত বহু গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইয়াছে যাহার যথাস্থানে স্বীকৃতি জানান হইয়াছে। বর্ত্তমান লেখক গ্রন্থকারদের নিকট গভীর ঋণ স্বীকার করিতেছে। যতদূর সম্ভব পুস্তকের তথ্যগুলিকে সম-সাময়িক (up to date) করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অবশ্য সাং-বিধানিক পরিবর্ত্তন এতই গতিশীল যে কোন পুস্তককে সম্পূর্ণ সমসাময়িক তথ্যসমৃদ্ধ (up to date) দাবি করা খুবই দুষ্কর, কেননা লেখা ও প্রকাশের মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যেখানে বাংলায় পুস্তক রচনা খুব সাম্প্রতিক কালেই শুরু হইয়াছে লেখককে যে একটি বিশেষ বাধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা হইল উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। যাঁহারা এই সব বিষয় ইংরাজীতে অধ্যয়ন ও আলো-চনা করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে বিষয়গত বিশেষ (technical) শব্দগুলির সঠিক পরিভাষা চয়ন করা খুবই দু:সাধ্য। তবে বিভিন্ন লেখক বিষয়গুলি বাংলায় কিছুদিন ধরিয়া চর্চা করিলে প্রয়োজনীয় পরিভাষা আপনা আপনি ক্রমশ: গড়িয়া ওঠে। কোন শব্দ প্রথম ব্যবহারে হয়তো কিছুটা শ্রুতিকটু লাগিতে পারে। কিন্তু পুন: পুন: ব্যবহারের ফলে চলিত হইয়া যায়। এইভাবেই পরিভাষা গড়িয়া ওঠে। পুস্তকের আলোচ্য বিষয়েও এইভাবেই কিছু কিছু পরিভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। যেখানে উপযুক্ত পরিভাষা পাই নাই যতদূর সম্ভব অর্থ বজায় রাখিয়া নূতন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি এবং বন্ধনীতে ইংরাজী বিশেষ শব্দটি লিখিয়াছি যাহাতে পাঠকদের বুঝিতে অসুবিধা না হয়। শ্রুতিকটু সংস্কৃতঘেঁষা শব্দ যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়াছি। পুস্তকটিকে

বিশেষ করিয়া সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু নিজ সাধ্যের সীমা সম্বন্ধে আমি বিশেষ ভাবেই অবহিত। পরিহার করার যথেষ্ট প্রয়াস সত্ত্বেও অবশ্যই বহু ত্রুটি থাকিয়া গিয়া থাকিবে। সেজন্য পূর্ব্বাহ্নেই পাঠকবৃন্দের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। সেগুলি আমার গোচরে আনিলে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করিব। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পুস্তকটিতে কিছু কিছু মুদ্রণঘটিত ভুল রহিয়া গিয়াছে। সেগুলি সংশোধন করিয়া শেষের দিকে একটি শুদ্ধিপত্র যুক্ত করা হইল।

পুস্তকটি রচনার ব্যাপারে অনেকের কাছেই নানাভাবে সহায়তা পাইয়াছি যাহা এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা কর্ত্তব্য মনে করি। প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় বন্ধুবর ও প্রাক্তন সহকর্মী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ও সুরেন্দ্রনাথ অধ্যাপক ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায়ের নাম। তিনিই পর্ষদ কর্ত্তৃক এই পুস্তকটির পাণ্ডুলিপির সমীক্ষক (Reviewer) মনোনীত হন। তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য অতীব নিষ্ঠা ও যত্নের সহিত পালন করিয়া বহু মূল্যবান উপদেশ ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে গুলির অধিকাংশই আমি গ্রহণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অধ্যাপনা জীবনে বহু কৃতী ছাত্রের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা পাইবার সৌভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পুস্তকটি প্রণয়নের ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীসুকুমার দাম শুধু যে পুস্তকটির একটি খসড়া সংশোধিত অনুলিপি (fair copy) করিয়া দিয়াছেন তাহাই নয়, অনেক সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট লেখকের ঋণ অপরিমেয়। তাছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সমীরেন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রীডার ডঃ বঙ্গেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রয়োজনীয় উপদেশ ও মন্তব্যাদি এবং প্রামাণিক গ্রন্থাদি সরবরাহ করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। অধ্যাপক ডঃ অশোক-কুমার মুখোপাধ্যায় ব্রিটেনের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সদ্যলব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কিছু তথ্যমূলক প্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র সরবরাহ করিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক শ্রীযুক্ত অবনী মিত্র মহাশয়ের

পুস্তকটি রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে অকুণ্ঠ সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। মুদ্রণ ব্যাপারে এল্‌ম প্রেসের পরিচালক শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মিত্রের কর্ম্মনৈপুণ্যের জন্যই পুস্তকটি অতি অল্পসময়ের মধ্যে ছাপা সম্ভব হইয়াছে। সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

1, ফকির ঘোষ লেন,
কলিকাতা-35
20. 12. 75

অক্ষয় কুমার ঘোষাল

সূচীপত্র

অধ্যায় | পৃষ্ঠা

অধ্যায় পৃষ্ঠা

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র
(ইউ, এস্, এস, আর)

অধ্যায় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা
(Introduction)

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ধারা :

একটি দেশ বা রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় কতকগুলি নিয়মকানুনের সমষ্টি যাহা সরকারের কর্ম্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করে, সরকারের সঙ্গে নাগরিক-দের সম্পর্ক নিরূপণ করে, নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল অধিকারসমূহ নির্ণয় করে ইত্যাদি। এক কথায় বলিতে গেলে শাসনতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের নিজস্ব সত্তা, উহার প্রকৃতিও বিশেষ লক্ষ্য-বস্তুর বহিঃপ্রকাশ। বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি প্রতিভাত হইবে। যেমন ভারতের শাসনতন্ত্রে একটি গণতান্ত্রিক সমাজবাদী কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের শাসনতন্ত্রে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিফলন দেখা যায়। আবার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে একটি শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ গঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ইহার অর্থ এই নয় যে শাসনতন্ত্র শুধু সুপরিকল্পিতভাবে প্রণয়নের ফলেই উদ্ভূত হয়। যাহাদের লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয় সেগুলি অবশ্য সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। আবার কোথাও কোথাও কতকগুলি মূলগত আইনের (Basic laws) ভিত্তিতে গড়িয়া ওঠে। আবার যুক্তরাজ্যের মত শাসনতন্ত্রে যাহাকে অলিখিত আখ্যা দেওয়া হয়, অলিখিত স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রথা ও রীতি-নীতিরই প্রাধান্য, যদিও তাহাতেও লিখিত আইন বা দলিল, বিচারকের রায় প্রভৃতিও শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত তথাকথিত লিখিত শাসনতন্ত্রেও যে অলিখিত নিয়ম একেবারে নাই তাহা নহে। লিখিত ধারাগুলি কালক্রমে পারি-পার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন হইয়া পড়ে যদি না নূতন নূতন প্রথার প্রভাবে সেগুলির পরিবর্ত্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান হয়। কাজেই তথাকথিত লিখিত শাসনতন্ত্রেও অলিখিত প্রথার স্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তুতঃ লিখিত ও অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে

শাসনতন্ত্রের বিভাজন অর্থহীন। প্রতিটি শাসনতন্ত্রেই লিখিত ও অলিখিত দুই প্রকারের নিয়মই কার্য্যকরী। দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য গুণগত নয়, শুধু পরিমাণগত। যে শাসনতন্ত্রে অলিখিত নিয়মের প্রাধান্য বেশী এবং যাহা মুখ্যতঃ স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত তাহাকে অলিখিত বলা হয়। আর যে শাসনতন্ত্র চিন্তা ও আলোচনার পর কতকগুলি ধারায় লিপিবদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু পরে অলিখিত নিয়মের মাধ্যমে প্রসার পায় তাহাকে লিখিত বলা হয়। এখানে লিখিত অংশের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে অলিখিত শাসনতন্ত্রের অপেক্ষা অধিকতর কিন্তু দুই শ্রেণীর শাসনতন্ত্রেই লিখিত ও অলিখিত নীতির মিশ্র সমাবেশ বা সহাবস্থান অপরিহার্য্য। তাহার কারণ যে কোন সভ্যজাতি প্রগতিশীল, স্থাণু নহে। মানবসভ্যতা অব্যাহত ধারায় অগ্রসর হইতেছে এবং প্রতিটি সভ্য জাতিকেই তাহার সহিত পা মিলাইয়া চলিতে হয়, নতুবা তাহাকে জীবন সংগ্রামে পিছাইয়া পড়িতে হইবে। জাতির কর্ম্মপ্রচেষ্টা রাষ্ট্রের মাধ্যমেই প্রধানতঃ সাধিত হয়, বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে। শাসনতন্ত্রকেই রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের যন্ত্র বলা চলে। সুতরাং জাতির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্রের যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন বা সামঞ্জস্য বিধান একান্ত প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান যখন গৃহীত হইয়াছিল তখন ঘোড়ার গাড়ীর যুগ ছিল, সেই সংবিধান আজিকার জেটবিমান যুগে একেবারেই অচল। সেই সংবিধানের ধারাগুলি আজও বহাল থাকিলেও সেগুলির নূতন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, শব্দের নূতন অর্থ আরোপ করা হইয়াছে, যাহাতে তাহারা বর্ত্তমান সমাজের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। অনেক সময় এই পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তন সম্ভব না হইলে সংবিধানে লিখিত পরিবর্ত্তনের পদ্ধতির মাধ্যমে ধারাগুলির পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু ঐ পদ্ধতি আয়াস ও সময়সাধ্য অধিকাংশ পরিবর্ত্তনই আসিয়াছে নূতন নূতন প্রথার উদ্ভব বা বিচারকদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। প্রতিটি লিখিত সংবিধানই প্রধানতঃ এই ভাবেই যুগের প্রয়োজনে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেহেতু ব্রিটেনে এইরূপ কোন লিখিত সংবিধান নাই সেখানে মুখ্যতঃ এইভাবেই, যেন অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই এবং লোকের অজ্ঞাতসারেই শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মূলতঃ পরিবর্ত্তনের ধারাটা উভয় ক্ষেত্রেই এক, যদিও বাহ্যতঃ কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটেনে গুরুতর পরিবর্ত্তন লিখিত আইনের সাহায্যে খুব কমই হইয়াছে প্রথাগত পরিবর্ত্তনের তুলনায়। বাহ্যতঃ দেখিলে বিগত সাত শতাব্দী ধরিয়া ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই মনে হইবে, শাসনতন্ত্রের

প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান (institutions) বা আবশ্যিক অঙ্গ—যেমন রাজতন্ত্র, হাউস্ অব্ কমন্স ও হাউস্ অব্ লর্ডস লইয়া পার্লামেণ্ট, প্রিভিকাউন্সিল, ক্যাবিনেট, বিচারসংস্থা প্রভৃতি অব্যাহতভাবে চালু আছে মনে হইবে, কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং সেটা যেন লোকচক্ষুর অন্তরালেই হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এইখানেই। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে যথা ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালি, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে পূর্ব্বের শাসনতন্ত্র নাকচ করিয়া একাধিকবার নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে, সুতরাং অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র বহুযুগ ধরিয়া একটানা ভাবে ক্রমবিকাশের পথ ধরিয়া চলিয়াছে, একমাত্র সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কয়েক বৎসরের জন্য ছাড়া* তাহার যাত্রাপথে কোন ছেদ দেখা যায় নাই। এই শাসনতন্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশকে অনেকটা উদ্ভিদ বা প্রাণীজগতের বিবর্ত্তনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। একটি প্রাণী যেমন শৈশব অবস্থা হইতে স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িয়া ওঠে এবং তাহার শৈশবের ও পরিণত বয়সের প্রতিকৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও মৌলিক সাদৃশ্য দেখা যায়, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধেও সেকথা বলা চলে। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বর্ত্তমান প্রকৃতি ও স্বরূপ বুঝিতে হইলে তাহার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের পটভূমি জানা একান্ত প্রয়োজন। এখন আমরা সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিবর্ত্তন :

বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার বিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা উহাকে মোটামুটিভাবে তিনটি যুগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম যুগ—এঙ্গল্, স্যাক্সন, জুট প্রভৃতি য়ুরোপীয় উপজাতিগুলির অভিযান হইতে 1485 খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ; দ্বিতীয় যুগ—1485 হইতে 1689 খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় যুগ—1689 খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত। প্রথম যুগকে শাসনতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপনের যুগ বলা যায়, দ্বিতীয়কে শাসনতন্ত্র সুদৃঢ়-

* এই সময়টি হইল যে বার বৎসর (1649—1660) অলিভার ক্রমওয়েল ইংল্যাণ্ডকে সাধারণতন্ত্র (Commonwealth) ঘোষণা করিয়া একটি নূতন সংবিধান চালু করিয়া নিজে উহার রাষ্ট্রপতি (Protector) অধিষ্ঠিত থাকেন এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল দুই বৎসর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 1660 সনে রিচার্ড পদত্যাগ করিলে রাজতন্ত্রের পুনরানয়ন হয়।

ভাবে গড়িয়া তোলার যুগ বলা যায় এবং তৃতীয় যুগকে ত্রুটীমুক্ত করিয়া আধুনিকীকরণের যুগ বলা যায়। আমরা যদিও এই তৃতীয় বা বর্ত্তমান যুগের সহিতই মুখ্যতঃ সংশ্লিষ্ট তবুও আগের দুই যুগের ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রথম যুগ—শাসনতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপন :

ব্রিটেনের ইতিহাসের প্রত্যূষে আমরা দেখিতে পাই ব্রিটেনে য়ুরোপ হইতে আগত কয়েকটি পরস্পর বিবদমান সেল্টিক (Celtic) উপজাতি বাস করিত। ইহাদের এক একজন পৃথক উপজাতীয় নেতা ছিল। এছাড়া তাহাদের রাজনৈতিক সংগঠনের বিশেষ কিছুই জানা যায় না। খৃঃ পূর্ব্ব 54 অব্দে রোম হইতে জুলিয়াস সীজার গ্যাল জয়ের পর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া ইহাদের পরাভূত করিয়া ব্রিটেন অধিকার করেন ও উহাকে রোমক সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অবশ্য তাহাদের আধিপত্য স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস্ ও আয়ার্লাণ্ড ছাড়া ব্রিটেনের বাকী অংশে নিবদ্ধ ছিল। রোম্যানরা যদিও তাহাদের প্রায় চার শতাব্দীব্যাপী শাসনকালে বহু নগরের পত্তন, বহু সড়ক নির্ম্মাণ ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিল তাহারা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে নাই এবং পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন তাহারা ঐ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় এখানকার অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ কোন প্রভাব রাখিয়া যায় নাই। বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর রোম্যান বা দ্বীপস্থ আদিবাসী সেল্ট, আইরিশ বা ওয়েলস উপজাতিদের প্রভাব প্রায় নাই বলিলেই চলে, বরং দীর্ঘকাল বৈদেশিক শাসনের পর এখানকার আদিম উপজাতিগুলি দুর্ব্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়ে এবং ইহার অব্যবহিত পরে যখন উত্তর সাগরের অপর পার হইতে এঙ্গলস্, ডেনস, স্যাক্সন ও জুট প্রভৃতি যুদ্ধবাজ জাতি আসিয়া ব্রিটেনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহারা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। ফলে ঐসব উপজাতিগুলিকে পশ্চিমদিকে তাড়াইয়া দেয় এবং ইংল্যাণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের বসতি স্থাপন করে। প্রথমে তাহারা সাতটি রাজত্ব স্থাপন করে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক নেতার অধীনে। ইহারা হইল যথাক্রমে ইষ্ট এঙ্গলিয়া, মর্সিয়া, নর্দাম্বিয়া, কেণ্ট, সাসেক্স, এসেক্স ও ওয়েসেক্স। কিছুদিন অন্তঃসংঘর্ষের ফলে শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের সংখ্যা প্রথমে তিনটি পরে দুইটিতে দাঁড়ায়। শেষ পর্য্যন্ত একটি রাজত্ব ওয়েসেক্স অপর সকলকে গ্রাস করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করে এবং নবম শতাব্দী বরাবর এইভাবে একটি ইংরাজ জাতির পত্তন হয়। অবশ্য অপর উপজাতিগুলির

অস্তিত্ব বিলোপ হয় নাই, তাহারা একজন রাজার অধীনে এক একজন অধিনায়কের (আর্ল*) কর্ত্তৃত্বাধীন তাঁবেদার উপরাজ্যে পরিণত হয়। এই-গুলিই পরে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের অঙ্গ শায়ারে রূপান্তরিত হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের (Institutions) প্রথম উদ্ভব (nucleus) এই সময়েই হয়—যেমন রাজ-তন্ত্র, মন্ত্রিসংসদ, পার্লামেন্ট, আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা (local Government) ইত্যাদি। অবশ্য তখন এগুলির আকার খুবই অস্পষ্ট। স্যাক্সন রাজার ক্ষমতা সুনির্দ্দিষ্ট ছিল না, মুখ্যতঃ তিনি যুদ্ধের সময় প্রজাদের অধিনায়কত্ব করিতেন। অন্য সময় ক্ষমতা তাঁহার আপন ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করিত। রাজার উত্তরাধিকার সাধারণতঃ বংশগত ছিল, কিন্তু উইটান (Witan) ইচ্ছা করিলে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজা না করিয়া অন্যকে করিতে পারিত। রাজা উইটানের সম্মতি লইয়া আইন করিতেন। রাজা চার্চ্চের সম্মেলনেও পৌরোহিত্য করিতেন।

নবম ও দশম শতাব্দী নাগাদ উইটান বা উইটানাগেমট (Witan or Witenagemot) বা বিজ্ঞজনের সভা (Council of wise men) শাসনকার্য্য পরিচালনায় রাজার সহকারী এবং অনেক ব্যাপারে তাঁহার নিয়ন্ত্রক ছিল। ইহার সংগঠন ও ক্ষমতা সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। সাধা-রণতঃ রাজপরিবারের প্রধান রাজপুরুষবৃন্দ, বিশপ, শায়রের অল্ডারম্যান ও রাজার মনোনীত রাজ্যের নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞজনদের লইয়া ইহা গঠিত হইত। রাজাই ইহার সভাপতিত্ব করিতেন। ইহার ক্ষমতাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হইত। সাধারণতঃ আইন প্রণয়ন, করধার্য্য করা, সৈন্যনিয়োগ, যুদ্ধশান্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চার্চ্চ সংক্রান্ত কার্য্য, কোন কোন সময়ে প্রধান বিচারালয়রূপে কার্য্য করা ইত্যাদি ইহার আওতায় পড়িত। সুতরাং দেখা যায় ইহার কার্য্যাবলী খুবই ব্যাপক ছিল এবং একাধারে প্রশাসনিক (administrative) , আইন প্রণয়ন (Legislative) ও বিচারবিষয়ক সর্ব্বক্ষেত্রেই বিস্তীর্ণ ছিল। যেহেতু রাজকার্য্য পরি-চালনায় রাজাকে ইহার পরামর্শ লইতে হইত স্যাক্সন রাজারা স্বেচ্ছাচারী নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান যুগের নিয়ম-তান্ত্রিক রাজতন্ত্রের (Constitutional monarchy) উন্মেষ এখানেই দেখা যায় এবং উইটানের মধ্যে আমরা বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই, যদিও ইহা প্রতিনিধিমূলক ছিল না। এংলো স্যাক্সনযুগে

---

* আর্ল হইল "অলডারম্যানের" (Alderman)এর পূর্ব্বসূরি।

বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরে বিন্যস্ত, টাউনশিপ, হানড্রেড, শায়ার প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে যাহাকে বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ (political devolution) প্রথার ভিত্তি বলা চলে। হানড্রেড ও শায়ারে প্রতিনিধিমূলক সংস্থার প্রথম পত্তন দেখা যায়। ব্রিটিশ দ্বীপ-পুঞ্জের ইতিহাসে এই যুগেই ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রথম পত্তন হয় বলা যায়। বর্ত্তমান ব্রিটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে "এংলো-স্যাক্সন" বলিয়া অভিহিত করা হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা একটি মিশ্র সংস্কৃতি এবং বর্ত্তমান যুগের ইংরাজ বা ব্রিটিশজাতি সেল্টিক, স্যাক্সন, নর্ম্যান প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছে।

এরপর ব্রিটেনে আসিল নর্ম্যান-এঞ্জেভিন যুগ। স্যাক্সন রাজাদের শাসন কাঠামোর বনিয়াদ শক্ত হয় নাই, তাহার কারণ আঞ্চলিক শাসকরা শক্তিশালী ছিলেন। ইঁহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া দিনেমার (Danish) উপ-জাতিরা ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া রাজ্যের অধিকাংশ জয় করিয়া লয় এবং দিনেমার রাজ্য স্থাপন করে। কিন্তু ইহা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। ক্রমাগত সংঘর্ষ, হানাহানি ও রক্তপাতের পর স্যাক্সন রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই 1066 খৃঃ অব্দে এডোয়ার্ড দি কনফেসরের (Edward the Confessor) মৃত্যুর পর নর্ম্যাণ্ডির শক্তিশালী বিজয়ী উইলিয়মের (William the Conqueror) আক্রমণের মুখে দুর্ব্বল স্যাক্সন রাজা হ্যারল্ড (Harold) নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং এই সময় হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশে একটি নূতন যুগ শুরু হইল। উইলিয়াম ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নর্ম্যাণ্ডির জমিদারিতেই রাজনৈতিক প্রতিভা ও সুদক্ষ প্রশাসন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিজিত রাজ্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিভার স্ফূরণের আরও সুযোগ পাইলেন। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় তাঁহার দুইটি প্রধান অবদান হইল রাজার কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা পত্তন ও জনগণের সদিচ্ছা অর্জ্জনের প্রয়াস। প্রথমটির জন্য তিনি রাজ্যের সমস্ত জমি তাঁবেদার অনুচরদের মধ্যে সামন্তপ্রথার ভিত্তিতে অর্থাৎ রাজার প্রতি আনুগত্য ও যুদ্ধের সময় সৈন্য সরবরাহের ভিত্তিতে, বিতরণ করিলেন। দ্বিতীয়টির জন্য তিনি জনগণকে তাহাদের প্রাচীন আইনকানুন, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান-সমূহ বজায় রাখিতে দিলেন, অবশ্য নিজের কর্ত্তৃত্ব রক্ষার প্রয়োজন সাপেক্ষে। নিজের নিরঙ্কুশক্ষমতা বহাল করিবার জন্য তিনি নিজেকে চার্চ্চেরও প্রধান হিসাবে ঘোষণা করিলেন। এখানেই ব্রিটেনের রাষ্ট্র সমর্থিত চার্চ্চ (Established Church) এর উৎপত্তি বলা যায়। উইলিয়াম ও তাঁহার উত্তরপুরুষরা রাজনৈতিক দিক হইতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথার প্রবর্ত্তন

করিলেন। সেটি হইল কাউন্টিতে ভ্রাম্যমান বিচারকদের বিবাদ নিষ্পত্তি ও বিচারকার্য্য করিয়া ঘোরার পদ্ধতি। বিচারকরা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রথাগত নীতি অনুসারে বিচারকার্য্য করিতেন, যেগুলি হইতে ব্রিটেনের "কমন ল"এর (Common law) সৃষ্টি হয় যাহাকে ব্রিটিশ জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উৎস বলা যায়।

নর্ম্যান রাজারা আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার উপরও নিজেদের কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিলেন। শায়ারগুলির প্রধান শেরিফদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ও তাঁহাদের নিয়োগ ও বরখাস্ত ক্ষমতার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিজেদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীতে রূপান্তরিত করিলেন। এককথায় বলা যায়, উইলিয়াম ও অন্যান্য নর্ম্যান এঞ্জেভিন রাজাদের মধ্যে আমরা আগের যুগের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী 'রাজার' প্রতিফলন দেখিতে পাই।

মহা পরিষদ (Magnum Concilium) :

নিজের হাতে প্রচুর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা সত্বেও উইলিয়াম ও তাঁহার উত্তরপুরুষ রাজারা রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে Magnum Concilium বা মহা পরিষদ নামে একটি সভার প্রবর্ত্তন করেন। এই পরিষদটি স্যাক্সন রাজাদের উইটানেরই নূতন সংস্করণ বলা যায়। অবশ্য ইহাতে রাজার প্রাধান্য অতিরিক্ত প্রকট ছিল যেহেতু ইহার সভ্যগণ সকলেই রাজার তাঁবেদার ভূস্বামী, তাঁহার প্রতি আনুগত্যই যাঁদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ছিল। রাজ্যের নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের, যেমন উচ্চ শ্রেণীর যাজক (Arch Bishops, Bishops and Abbots) ও উচ্চবর্গের ভূস্বামী ("earls, thegns and knights")—এঁদের লইয়াই পরিষদটি গঠিত হইত। জনপ্রতিনিধিদের কোন স্থান ছিল না। ইহার কার্য্যাবলী খুবই ব্যাপক ছিল, প্রশাসনিক ব্যাপারে, আইনরচনা ও কর বসান বিষয়ে পরামর্শদান, সর্ব্বোচ্চ আদালত হিসাবে কার্য্য করা ইত্যাদি। ইহাকে পরের যুগের অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যথা, পার্লামেন্ট, প্রিভি কাউন্সিল, ক্যাবিনেট ও হাইকোর্টের বিভিন্ন বিভাগের উৎস বলা চলে।

ক্ষুদ্র পরিষদ বা রাজসভা (Curia Regis or the Small Council)

মহা পরিষদ বা Magnum concilium হইতে আর একটি ছোট পরিষদ জন্মগ্রহণ করে। ইহা ক্ষুদ্র পরিষদ (Curia Regis) বলিয়া অভিহিত হয়। মহা পরিষদের অধিবেশনের অন্তর্বর্ত্তী কালে ইহা রাজকার্য্য পরিচালনায় রাজাকে পরামর্শ দিত। Chamberlain, Steward, Chancellor

ও রাজ পরিবারের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের লইয়া সাধারণতঃ ইহা গঠিত হইত। প্রশাসনের নীতি নির্দ্ধারণ, অর্থসংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি গুরুতর ব্যাপারগুলি মহা পরিষদের বিবেচনার জন্য রাখা হইত। এই সভা সাধারণতঃ দৈনন্দিন কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিত। তবে কোন্ বিষয় কোন্ পরিষদের নিকট উপস্থাপিত হইবে বা আদৌ হইবে কিনা এবং হইলেও কোন পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে কিনা সবই সম্পূর্ণ রাজার মর্জ্জির উপর নির্ভর করিত। স্যাক্সন আমলের উইটানের মত রাজার ক্ষমতা খর্ব্ব করার কোন অধিকার ইহাদের ছিল না। তবে যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির ন্যায় গুরুতর ব্যাপারে রাজা এই দুইটির কোন না কোন সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পরবর্ত্তীকালে এই প্রথা আরও গুরুত্বপূর্ণ রূপ নেয়। এ সময়ে এই সব প্রশ্নে কোন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে নাই। রাজা নিজের ও রাজপুরুষদের সুবিধামত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। মহা বা ক্ষুদ্র পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেও রাজা বাধ্য ছিলেন না; আইন প্রণয়ন বা পরিবর্ত্তন ব্যাপারে বা করধার্য্য করার ব্যাপারে বা রাজার নিজস্ব ভূমির খাজনা ধার্য্য করার ব্যাপারে বা বিচার কার্য্যের ব্যাপারে রাজার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই সব ব্যাপারে দুইটি পরিষদের অন্ততঃ একটির পরামর্শ গ্রহণ করা রাজার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া ছিল। বর্ত্তমানে যে কোন সরকারী আদেশনামা সপরিষদ রাজার (King-in-Council) নামে বাহির হইবার যে রীতি দেখা যায় এখানেই তাহার উৎপত্তি বলা যায়।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রথাগুলির কার্য্যকারিতা বিচক্ষণ এঞ্জেভিন বংশের প্রথম রাজা দ্বিতীয় হেনরীর আমলে আরও সুস্পষ্ট ও সুষ্ঠু রূপ গ্রহণ করে। তিনি অনেক কিছু সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করেন। 1164 খৃঃ অব্দে তাঁহার রচিত "ক্লেরেণ্ডনের নীতিসমূহ" (Constitutions of Clarendon) ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের লিপিবদ্ধ দিক্‌নির্দ্দেশক নীতিসমূহের মধ্যে অন্যতম* । তাঁহার আমলেই পরিষদের প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে একটা পার্থক্য করিবার প্রথম প্রয়াস হয় যাহা হইতে একদিকে প্রিভি কাউন্সিল ও অন্যদিকে হাইকোর্টের বিভিন্ন বিভাগ যথা, এক্সচেকার, কিংস বেঞ্চ, কমন প্লীজ প্রভৃতির উদ্ভব হয়। যদিও এখনও পর্য্যন্ত পরিষদের আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত কার্য্যকলাপের স্বতন্ত্রীকরণের

---

* রাজা হেনরী ভ্রাম্যমান বিচারকদ্বারা বিচারকার্য্য পরিচালনার প্রথা আরও ব্যাপক ও উন্নত করেন এবং জুরি প্রথারও প্রবর্ত্তন করেন; শেরিফপদে সুযোগ্য লোকদের নিয়োগের ফলে শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

দিকে কোন প্রবণতা দেখা যায় নাই, কিছুদিনের মধ্যেই 1213 খ্রীষ্টাব্দে রাজা জনের সময় ঘটনাপ্রবাহে এই প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়। রাজা জন একজন নির্ব্বোধ, অযোগ্য ও অত্যাচারী রাজা ছিলেন। যদৃচ্ছা ব্যয়-বাহুল্যের ফলে তাঁর প্রায়ই অর্থের প্রয়োজন ঘটিত। বিপুল অর্থসংগ্রহের তাগিদে তাঁহাকে সকল শ্রেণীর লোককেই পরিষদে আহ্বান করিতে হয় তাহাদের করপ্রদানে সম্মতি আদায়ের জন্য। তিনিই প্রথম শেরিফদের প্রত্যেক কাউন্টি হইতে, চারজন সৎ নাইটকে (four good knights) অক্সফোর্ডে মহা পরিষদের অধিবেশনে পাঠাইতে নির্দ্দেশ জারী করেন। তখন হইতেই মহা পরিষদের আয়তন বর্দ্ধিত হয় এবং অভিজাত শ্রেণীর লোক ছাড়াও প্রত্যেক কাউন্টির সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিদেরও ডাকার সচনা হয়। এই ঘটনাটি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের শুরু নাগাদ নিয়মতান্ত্রিক শাসনের একটি মূল নীতি—"যাহা সকলকে স্পর্শ করে তাহা সকলেরই অনুমোদন সাপেক্ষ" ("What touches all should be approved by all") অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। তাছাড়া এই সময় হইতে পরিষদের আয়তনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলেই, ইহার আইন প্রণয়ন ও শাসনসংক্রান্ত কার্য্যাবলীর পৃথকীকরণের প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

সে যুগে অবশ্য পরিষদে হাজির হবার নির্দ্দেশকে কেহ একটা আকাঙ্ক্ষিত সম্মান বা সুযোগ মনে করিতেন না, বরং একটি দায় হিসাবে গ্রহণ করিতেন যেটা কাটাইতে পারিলে সুখী হইতেন। তার কারণ তখনকার দিনে যাতায়াত আয়াস ও ব্যয়সাধ্য ছিল এবং যেহেতু অধিবেশনে হাজির হওয়ার জন্য তাঁহারা কোন বেতন বা ভাতা পাইতেন না, যাতায়াতের ব্যয় নিজেদেরই বহন করিতে হইত এবং নিজেদেরও রুজি-রোজগারের ক্ষতি হইত। তাছাড়া এই অধিবেশনের একমাত্র কার্য্য ছিল রাজার প্রস্তাবিত করে সম্মতি দেওয়া অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজেদের স্কন্ধে করের বোঝা চাপান। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে আর একটা কার্য্যের প্রথা শুরু হয়, সেটা হইল এই অধিবেশনে সভ্যদের রাজার কাছে নানাবিধ অভাব অভিযোগের আর্জ্জি পেশ করা। ক্রমে এই সব অভাব অভিযোগ দূরীকরণের জন্য বিল রচনার মাধ্যমে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন শুরু হয়।

ইহার অল্পদিনের মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিল। যথেচ্ছাচারের ফলে রাজা জন প্রজাবৃন্দের সমর্থন হারাইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং প্রায়ই জননায়কদের কাছে নতিস্বীকার করিতে

বাধ্য হইতেন। 1215 খ্রীষ্টাব্দে 15ই জুন লণ্ডন ও উইণ্ডসরের মধ্যবর্ত্তী রাণীমিডের ময়দানে ব্যারণরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের দাবী সম্বলিত একটি মহাসনদ (Magna Carta বা Great Charter) স্বীকার করিয়া লইতে রাজাকে বাধ্য করেন। রাজা জন নিরক্ষর থাকায় এই সনদে রাজার শীলমোহর অঙ্কিত করিয়া তাঁহার সম্মতি জানান। ইহার কতকগুলি ধারায় রাজার ক্ষমতার উপর এমন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় যাহা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional monarchy) কায়েম করার সূচনা বলা যায়। এটাকে ঠিক জনগণের অধিকারের সনদ বলা যায় না। ইহা উচ্চবর্ণের যাজক ও অভিজাত ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে এই সনদই ব্রিটিশ জাতির ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষা কবচে পরিণত হয় এবং সেইখানেই ইহার শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব। দৃষ্টান্তস্বরূপ সনদের 39 ধারার উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহাতে বলা হইয়াছে –

"No freeman should be arrested or imprisoned or dispossessed of his land, or outlawed, or exiled, or in any other way harassed, nor will we impose upon him, nor send him our commands, save by the lawful judgment of his peers or by the law of the land,"

অর্থাৎ "আইনের নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে বা সমকক্ষ লোকদের আইনসঙ্গত বিচারছাড়া কোন 'স্বাধীন মানুষ' গ্রেপ্তার, বন্দী, সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত বা আইনের আশ্রয়ভ্রষ্ট বা নির্ব্বাসিত বা অন্য কোনভাবে নিপীড়িত হইবে না," ইত্যাদি। সনদে আর একটি নীতি বিবৃত হয় যে রাজা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী নন এবং তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য। তাছাড়া বলা হয়, কতকগুলি কর বসাইতে হইলে মহা পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। মহাসনদ বা Magna Carta ও পরবর্ত্তী Petition of Rights and Bill of Rights—এই সনদগুলিকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল বলা হইয়া থাকে।

পার্লামেন্টের উৎপত্তি :

পার্লামেন্টের উৎপত্তি ঠিক কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে নির্দ্ধারিত করা যায় না। নর্ম্যান রাজাদের মহা পরিষদ হইতেই ধীরে ধীরে ইহা জন্ম লয়। Parler (অর্থাৎ কথা বলা) শব্দ হইতে পার্লামেন্ট কথাটির উৎপত্তি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই পরিষদ সম্বন্ধে এই শব্দটি চালু

হয় যেহেতু এখানে অনেক কিছু আলোচনা হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রথমে এখানে শুধু অভিজাত শ্রেণীর যাজক ও সমস্ত জমিদাররাই রাজার ব্যক্তিগত আহ্বানে আসিতেন এবং প্রথম 1213 খ্রীষ্টাব্দে রাজা জন প্রত্যেক কাউন্টি হইতে শেরিফদের 4 জন করিয়া নাইটকে মনোনীত করিয়া পাঠাইতে বলেন। রাজা তৃতীয় হেনরীও মহা পরিষদে (তখন ইহা পার্লামেণ্ট নামে অভিহিত) কাউন্টি হইতে দুইজন করিয়া নাইট পাঠাইতে বলেন। তখনও কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের (burgess) কোন প্রতিনিধি পার্লামেণ্টে স্থান পায় নাই। 1265 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম তদানীন্তন রাজপ্রতিভূ (Regent) সাইমন ডি মন্টফোর্ড তাঁহার প্রসিদ্ধ পার্লামেণ্টে ঐসব শ্রেণীর সভ্য ছাড়াও কয়েকটি নগর হইতে দুইজন করিয়া নাগরিককে (burgess) আহ্বান করেন। এই প্রথম পার্লামেণ্টে সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থান পাইল, সেজন্য সাইমন ডি মন্টফোর্ডকে "পার্লামেণ্টের জনক" বলা হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এই আখ্যা সম্পূর্ণ সার্থক বলা যায় না। প্রথমতঃ এই পার্লামেণ্ট সমস্ত জাতির প্রতিনিধিমূলক বা আধুনিক অর্থে গণতান্ত্রিক হয় নাই, কেননা সাইমন এমন 21টি নগর (borough) হইতে প্রতিনিধি আহ্বান করেন যাদের সমর্থন সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় ছিল না। রাজাদের মতই পার্লামেণ্ট ডাকার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থ সংগ্রহে সম্মতি পাওয়া।

এরপর রাজা প্রথম এডোয়ার্ড পার্লামেণ্টকে প্রতিনিধিমূলক করার পথে আরও এক পদ অগ্রসর হইলেন। অবশ্য যুদ্ধচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের তাগিদেই তাঁহাকে ইহা করিতে হইয়াছিল, যাহাতে সহজেই সর্ব্বশ্রেণীর নিকট হইতে কর আদায় হয়। 1295 খ্রীষ্টাব্দে আহূত তাঁহার পার্লামেণ্টে (যাহাকে model Perliament বা "আদর্শ সংসদ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে) সামন্ত ভূস্বামী, যাজকগণ, নাইটগণ ও পৌর প্রতিনিধিগণ (burgesses) সর্ব্বশ্রেণীর মানুষকেই ডাকা হয়, সংখ্যায় প্রায় 400। কিন্তু রাজা তাঁহার করের প্রস্তাব পেশ করার জন্য তিনটি বিভাগে (three estates) তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হন—সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণী (nobles), যাজক শ্রেণী (clergy) ও পৌর প্রতিনিধিগণ (commons)। তখন হইতে বেশ কিছুদিন এই তিন শ্রেণীর পৃথকভাবে অধিবেশনের একটি প্রথা চালু হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে একপ্রকার অজ্ঞাতসারেই এই প্রথার পরিবর্ত্তন হইয়া পার্লামেণ্ট দুইভাগে বসিতে শুরু করে। উচ্চ বর্ণের যাজকগণ ও সামন্ত ভূস্বামীরা স্বার্থের সমতা হেতু একত্রিত হন, আবার ছোট ছোট ভূস্বামীরা এবং পৌর প্রতিনিধিরা (burgesses) ঐ একই কারণে একত্র

বসেন। নিম্নবর্ণের যাজকরা পার্লামেণ্টে যোগ দিতে বিরত হন এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক সম্মেলন (convention) গঠন করেন। এইভাবেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেণ্টের উদ্ভব হয়, উচ্চকক্ষ লর্ডসভা ও নিম্নকক্ষ কমন্সসভা বলিয়া অভিহিত হয়। এইভাবে কোন প্রকার পূর্ব্ব পরিকল্পনা ছাড়াই স্বাভাবিক কারণেই দ্বিকক্ষ সংসদ প্রথার (bicameralism) সৃষ্টি হয় এবং এই প্রথা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে "সংসদ জননী" নামে অভিহিত করা হয়। এইভাবে শুধু পার্লামেণ্টের কাঠামোরই নূতন রূপায়ণ নয়, ইহার ক্ষমতারও সম্প্রসারণ হয়। কর প্রদানে সম্মতি আদায়ের জন্য পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান প্রথার প্রচলনে রাজারা এই নীতিই পরোক্ষে স্বীকার করিয়া লন যে কাহারও উপর করের বোঝা চাপাইতে হইলে তাহার সম্মতি লইতে হইবে অর্থাৎ "প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর প্রদান নয়"। 1407 খ্রীষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ হেনরী আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া করমঞ্জুরি ব্যাপারে কমন্স সভার অগ্রাধিকার (initiative) স্বীকার করেন। বর্ত্তমানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নকক্ষের প্রাধান্যের স্বীকৃতির উৎপত্তির এখানেই সূচনা।

আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কমন্সসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে পৌর প্রতিনিধিরা শুধু অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য রাজার নিকট আবেদনই করিতে পারিতেন: এগুলি দূর করিবার জন্য যে আইন রচনা হইত লর্ডদের সম্মতি লইয়া তাহা অনেক সময় আবেদনের অনুরূপ হইত না। কিন্তু ক্রমে আইন প্রণয়ন ব্যাপারে লর্ডস ও কমন্সের ক্ষমতা সমপর্য্যায়ে আনা হইল। আইনের মুখবন্ধের ভাষা হইল "বর্ত্তমান পার্লামেণ্টে সমবেত লর্ডস ও কমন্সদের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে ও তাহাদের ক্ষমতাবলে মহামান্য রাজা কর্ত্তৃক রচিত।" অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে লর্ডস ও কমন্স সভার সমকক্ষতা স্বীকৃত হইল; বর্ত্তমান শতকে এবিষয়ে কমন্স সভারই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে "গোলাপের যুদ্ধে" (War of Roses) অভিজাত ভূম্যধিকারিদের আত্মঘাতী সংঘর্ষের ফলেই এই শ্রেণী দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় কমন্স সভার শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ ঘটে।

দ্বিতীয় যুগ—শাসনতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের যুগ :

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের প্রথমযুগেই (যাহার সমাপ্তি বলা যায় 1485 খ্রীষ্টাব্দে) শাসনতন্ত্রের মোটামুটি কাঠামো সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া

যায়। রাজতন্ত্র, প্রিভি কাউন্সিল, পার্লামেণ্ট, বিচার সংস্থা প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। ইহার পরের যুগ যাহা টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট রাজাদের রাজত্বকালে বিন্যস্ত এবং পিউরিট্যান বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্র (Commonwealth) যাহার মধ্যে সংঘটিত হয়, সেই যুগে শাসনতন্ত্রের পুনর্বিন্যাস সাধিত হয় বলা যায়। টিউডর নৃপতিরা বিচক্ষণ ও দক্ষ শাসক ছিলেন। রাজ্যে তখনকার দিনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু শান্তি-শৃঙ্খলা তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন যার ফলে রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। টিউডর রাজারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও পার্লামেণ্টকে যথাযথ মর্য্যাদা দিতেন, কিন্তু ষ্টুয়ার্ট রাজারা পার্লামেণ্টকে দাবাইয়া রাখিতে যাইয়া সংঘর্ষে লিপ্ত হন, এবং এই সংঘর্ষের ফলশ্রুতি হিসাবে রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ হয় এবং কয়েক বছর রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ও কমনওয়েলথ প্রবর্ত্তিত হয়। এই সংঘর্ষের পরিণতি ঘটে 1688 খ্রীষ্টাব্দে রক্তপাত বর্জ্জিত গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায়। পার্লামেণ্টেরই আহ্বানে সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত রাজা দ্বিতীয় জেমসের কন্যা মেরী ও জামাতা উইলিয়াম (William of Orange) যুক্তভাবে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহাদের সিংহাসন আরোহণ পার্লামেণ্টের সম্মতিক্রমেই হয়। পার্লামেণ্ট চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পাইল। ষ্টুয়ার্ট রাজাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টের নেতাদের বিরোধের মূল প্রশ্নটি পার্লামেণ্টের অনুকূলেই নিষ্পত্তি হইয়া গেল। রাজারা দাবী করিয়াছিলেন তাঁহাদের ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত, সুতরাং তাঁহাদের ক্ষমতার ব্যবহারে তাঁহারা কাহারও নিকট দায়ী নন এবং রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। পার্লামেণ্ট রাজশক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরোধিতা করিয়াছিল, অনেক ব্যাপারেই রাজাকে পার্লামেণ্টের সম্মতি লইয়া কাজ করিতে হইবে এবং জনগণের চিরন্তন অধিকারসমূহ রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে বলিয়া দাবী করিয়াছিল। যাহাতে ভবিষ্যতে আর ষ্টুয়ার্ট রাজাদের যথেচ্ছাচারের পুনরাবৃত্তি না হইতে পারে পার্লামেণ্ট ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল রচনা করিয়া আইন হিসাবে গ্রহণ করিল। ইহারই নাম অধিকার বিল বা Bill of Rights। ইহাতে ষ্টুয়াট রাজাদের নানাবিধ বেআইনী আচরণের উদ্ধৃতি করিয়া যাহাতে এগুলির পুনরাবৃত্তি না হইতে পারে এমন সব মূলনীতি লিপিবদ্ধ হইল। কতকগুলি ব্যাপারে রাজার ক্ষমতা প্রয়োগ অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইল,—যেমন রাজার খেয়াল খুসীমত কোন আইন স্থগিত রাখা বা বাতিল করা, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া কর ধার্য্য করা,

রাজার খুসীমত রাজকীয় কমিশন বা বিচারালয় স্থাপন করা, পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত শান্তির সময় স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রাখা ইত্যাদি। এছাড়া জনগণের কয়েকটি অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল—যেমন রাজার কাছে প্রজাদের আবেদন করার অধিকার, প্রোটেষ্ট্যান্টদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখিবার অধিকার, পার্লামেণ্টের সদস্যদের বক্তৃতা ও বিতর্ক করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং নাগরিকদের কয়েক বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ইহাও স্বীকৃত হয় যে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচন রাজার প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ হইবে এবং পার্লামেণ্টের অধিবেশন দীর্ঘদিন অন্তর হইবে না। এককথায় পার্লামেণ্টই যে চরম ক্ষমতার অধিকারী এবং রাজা পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন ইহা স্থির হইয়া গেল। এরপর 1701 খ্রীষ্টাব্দের সেটলমেন্ট আইন (Act of Settlement) যাহাতে রাণী এ্যানের মৃত্যুর পর একজন ক্যাথলিক রাজা হইতে না পারে রাজ-উত্তরাধিকার নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া পার্লামেণ্টের সার্ব্বভৌমত্বের নূতন নজির স্থাপন করিল। হ্যানোভার বংশের রাজারা পার্লামেণ্টের মঞ্জুরিবলেই রাজত্ব চালাইবার অধিকার লাভ করেন। এই আইনে শাসনতন্ত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিও স্বীকৃত হয়। তাহা হইল বিচারকদের অখণ্ড স্বাধীনতা যাহাকে নাগরিকদের মৌল অধিকারসমূহের রক্ষাকবচ বলা হয়।

অধিকার বিল প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মৌল নীতিগুলিরও মোটামুটি রূপরেখা স্থির হইয়া গেল বলা যায়। এই ঘটনাটি পূর্ব্ববর্ণিত শাসনতন্ত্র বিবর্ত্তনের তৃতীয় যুগে সংঘটিত হইলেও শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য্য ও চরিত্রের দিক হইতে ইহাকে দ্বিতীয় যুগের মধ্যে ধরাই বোধহয় সঙ্গত।

তৃতীয় যুগ—শাসনতন্ত্রের আধুনিকীকরণের যুগ :

পরবর্ত্তী যুগে আজ পর্য্যন্ত সাংবিধানিক দিক হইতে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রগতি সংঘটিত হইলেও সেগুলিকে এ পর্য্যন্ত যে সব নীতি ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদেরই পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশে ক্রমবিকাশ বা স্ফূরণ বলা যায়। এগুলির বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে করা হইবে। এখানে শুধু তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইতেছে। এগুলি হইল :—

(1) রাজার ক্ষমতার ক্রমান্বয়ে সঙ্কোচন (2) দলীয় প্রথার উদ্ভব, (3) ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং সংসদীয় শাসনব্যবস্থার **প্রবর্ত্তন, (4) পার্লামেণ্টের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার ক্রমবিকাশ, (5) কমন্স-**

সভার ধারাবাহিক গণতন্ত্রীকরণ, (৬) ক্রমান্বয়ে লর্ডস্ সভার ক্ষমতা হ্রাস ও কমন্স সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

Suggested Readings

G. B. Adams, &
R. L. Schuyler : "Constitutional History of England" (1951).

H. Hallam : "Constitutional History of England", (1850). Vol. I, chaps. I, VI—X

D. L. Keir : "The Constitutional History of Modern Britain since 1485", (1960), chaps I, III—V.

F. A. Ogg : "English Government and Politics. (1947), chapters I & II.

F. A. Ogg &
H. Zink : "Modern Foreign Governments, (Revised Edition. 1953), chapter I.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি :

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি কিভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে কতকগুলি প্রথা, রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার সমাবেশকে আমরা এককথায় ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি। এখন আমরা ইহার প্রকৃতি ও স্বরূপ নিবিড়ভাবে অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র বলিতে আমরা কিন্তু কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ও ধারাবদ্ধভাবে লিখিত নিয়ম বা রীতিনীতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে পারিনা, যেমন পারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারত বা ক্যানাডার সংবিধানের ক্ষেত্রে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সদাই চলমান, কখনও স্থিতিশীল নয়, কাজেই ইহা যেন মরীচিকার মত ধরাছোঁয়ার বাহিরে। রাজার বা ক্যাবিনেটের বা প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে আজ যাহা লেখা হইবে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে তাহা অবাস্তব ও অচল হইয়া যাইবে এবং ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোন গ্রন্থেই উহার সম্পূর্ণ ও অখণ্ড রূপের বর্ণনা পাওয়া যাইবে না।

একটি গল্প আছে, একজন আমেরিকান ছাত্র একদা লণ্ডনের কোন গ্রন্থাগারে যাইয়া এককপি ব্রিটিশ সংবিধান দেখিতে চাহিয়া গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু ছাত্রটির অভিজ্ঞতার দিক হইতে দেখিলে সে অস্বাভাবিক কিছুই করে নাই। কেননা তাহার দেশে শৈশব হইতেই সংবিধান বলিতে যে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি লিখিত পুস্তিকা দেখিয়া আসিয়াছে এবং বিদ্যালয়ে অধ্যয়নও করিয়াছে যাহার ধারাগুলিতে শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং যাহাতে শাসনব্যবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাহার ধারণা অনুযায়ী ব্রিটেনেও অনুরূপ একটা শাসনতন্ত্র থাকিবে এটা আশা করা খুবই স্বাভাবিক। আবার ব্রিটেনে এই ধরনের পুস্তিকালিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র না থাকায় ঐ গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদেরও ছাত্রটির প্রশ্নে বিস্মিত হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক নয়।

এই বিভ্রান্তির আসল কারণ হইল শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে দুপক্ষের ধারণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। ব্রিটেনে, যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্স বা ভারতের ন্যায়

সংবিধান রচনার জন্য কোন পরিষদ বসে নাই। বলা হইয়া থাকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে। কেহ তৈয়ারি করে নাই। যে বিরামহীন প্রক্রিয়ার ফলে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে আছে বিভিন্ন যুগে পুঞ্জীভূত সনদ সমূহ, বিধিবদ্ধ আইন (Statutes), বিচারকের ব্যাখ্যা, নজির, প্রচলিত রীতি, দীর্ঘ ঐতিহ্যপূর্ণ প্রথা ইত্যাদি। সার উইলিয়াম এ্যানসনের (Anson) ভাষায়, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র হইল একটি পূর্ব্ব পরিকল্পনা-বিহীন সৌধ যাহার বহুবার মালিকানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং বিভিন্ন মালিক যাহাতে নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে সংযোজন বা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই সৌধটি একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া নূতনভাবে পরিকল্পনামত গড়িয়া তোলেন নাই। কাজেই ইহার মধ্যে সৌষ্ঠব ও সঙ্গতির অভাব লক্ষ করা যায়।

অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শাসনতন্ত্র বলিতে বোঝায় একটি গণপরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত কতকগুলি মূলনীতির ভিত্তিতে সুপরিকল্পিতভাবে বিধিবদ্ধ সুঠাম একটি দলিল। ব্রিটেনে এই রকমের কিছু না দেখিয়া ফরাসী লেখক ডি. টক্‌ভিল (De Tocqueville) অসহিষ্ণুভাবে ঘোষণা করেন,—"ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই।" অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রের টম পেনও (Tom Paine) বার্কের ফরাসী বিপ্লবের সমালোচনা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের গুণকীর্তনের জবাবে বলিয়াছেন, "মিঃ বার্ক কি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র হিসাবে প্রত্যক্ষ কিছু দেখাইতে পারেন? না পারিলে ন্যায্যভাবেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে এ সম্বন্ধে যত কথাই বলা হইয়া থাকুক এরূপ কোন বস্তু নাই, বা কখনও ছিলনা।"

কিন্তু বার্ক বা ডি, টক্‌ভিল—দুইজনের কাহারও উক্তিই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাঁহারা "শাসনতন্ত্র" শব্দটি অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা অনুসারে শাসনতন্ত্র শুধু একটি বিশেষ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদ কর্ত্তৃক রচিত কতকগুলি লিপিবদ্ধ নীতি যাহার পরিবর্ত্তন একটি বিশেষ পদ্ধতি সাপেক্ষ এবং শাসনতন্ত্র সেগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'শাসনতন্ত্র' শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং লিখিত বা অলিখিত সমস্ত নিয়মের সমষ্টিকে বুঝায় যাহার দ্বারা শাসনযন্ত্রের সমূহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অর্থে এমন কোন রাষ্ট্র থাকিতে পারে না যাহার শাসনতন্ত্র নাই। যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্স যেখানে তথাকথিত লিখিত সংবিধান প্রচলিত, সেখানেও এই অর্থে শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নিয়মাবলীর মধ্যেই বিধৃত নয়, সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যেসব প্রথা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, বিচারকের ব্যাখ্যা, মূল লিখিত শাসনতন্ত্রকে সম্প্রসারিত

ও কার্য্যকরী করিয়া তোলে সে সমস্তই শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থে ব্রিটেনেও যেমন শাসনতন্ত্র আছে, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও সেই রকমই শাসনতন্ত্র আছে। পার্থক্য শুধু পদ্ধতিগত ও বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণগত, নীতিগত বা গুণগত নয়। তথাকথিত লিখিত শাসনতন্ত্রেও অলিখিত নিয়ম গড়িয়া উঠে, আবার ব্রিটেনের মত অলিখিত শাসনতন্ত্রেও অনেক লিখিত সনদ, বিধিবদ্ধ আইন (Statute) প্রভৃতি বিক্ষিপ্তভাবে বর্ত্তমান। তবে ব্রিটেনে শাসনতান্ত্রিক বিধিগুলি একত্রে একটি দলিলে সমন্বিত করার কোন প্রয়াস হয় নাই। কিন্তু সেজন্য ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু :

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলেই অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের সহিত ইহার মৌলিক সাদৃশ্য সম্বন্ধে আরও সুনিশ্চিত হওয়া যাইবে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান বিষয়বস্তুগুলি নিম্নোক্ত-ভাবে উল্লেখ করা যায়—

প্রথমতঃ আইনসভা বা পার্লামেন্টের গঠন ও কার্য্যপদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী। পার্লামেন্টের বর্ত্তমান সংগঠন কিভাবে ক্রমবিকাশের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রথা, নজির, বিধিবদ্ধ আইন প্রভৃতি কার্য্যকরী হইয়াছে। কার্য্যপদ্ধতি সংক্রান্ত বিধি-গুলিও একইভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাছাড়াও স্পীকারদের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ শাসনবিভাগ যাহা আইন অনুসারে প্রশাসন চালু রাখে তাহার সংগঠন ও কর্ম্মতৎপরতা সংক্রান্ত নীতিসমূহ। ব্রিটেনে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার কিভাবে উদ্ভব হইয়াছে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা প্রধানতঃ কতকগুলি অলিখিত প্রথাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন ক্যাবিনেটের ক্রিয়াকলাপ, প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা, পার্লামেন্টের সঙ্গে ক্যাবিনেটের সম্পর্ক, ক্যাবিনেটের সঙ্গে স্থায়ী কর্ম্মচারীদের (Civil Service) পারস্পরিক সম্বন্ধ, ইত্যাদি। স্থানীয় শাসনব্যবস্থাও, যাহার মধ্যে পৌর (Municipal) এবং গ্রামীন (rural) শাসনব্যবস্থাও ধর্ত্তব্য, এই বিভাগেরই অন্তর্গত। এ সম্পর্কে ও কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন কতকটা লিখিত আইন ও কতকটা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সমস্তই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অংশ।

তৃতীয়তঃ বিচারবিভাগের সংগঠন, কর্ম্মপদ্ধতি, বিচারকদের স্বাধীনতা—এ সমস্ত বিষয়ই শাসনতন্ত্রের আওতায় পড়ে।

এছাড়া তিন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণ, নাগরিক অধিকার নির্ণয় প্রভৃতি ব্যাপারও শাসনতন্ত্রের আলোচনার অন্তর্গত।

যে কোন দেশের শাসনতন্ত্র বিশ্লেষণ করিলেই এই বিষয়বস্তুগুলিই দেখা যাইবে, যদিও তাহাদের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উপাদানসমূহ :

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার পর আমরা এখন ইহার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা করিব। তাহাতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে। এই উপাদানগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে পড়ে—(1) শাসনতান্ত্রিক আইন (Law of the constitution), ও (2) শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (Conventions of the constitution)। এখানে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য এই নয় যে প্রথমটি লিখিত এবং দ্বিতীয়টি অলিখিত, যদিও কতকাংশে তাহা সত্য কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়; কেননা এগুলি ভালভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে এমন অনেক শাসনতান্ত্রিক আইন আছে যাহা লিখিত হয় নাই, আবার শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির কিছু অংশ লিখিত হইয়াছে। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করিব। এখানে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইতেছে, শাসনতান্ত্রিক আইন বলিতে বুঝায় শাসনতন্ত্রের সেই অংশটি যাহা বিচারালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত এবং বিচারালয় যাহা কার্য্যকরী করে, অপরপক্ষে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বলিতে বুঝায় শাসনতন্ত্রের সেই অংশ যাহা বিচারালয় বিচারকার্য্যে স্বীকৃতি দেয় না বা কার্য্যকরী করে না, যদিও কার্য্যতঃ সেগুলি চালু থাকিতে পারে। শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যেও আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীর শাসনতান্ত্রিক আইনের উল্লেখ করা হইতেছে।

1. গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্বলিত কতকগুলি ঐতিহাসিক দলিল যাহা বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধানে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহাদের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে—1215 সালের মহাসনদ (Magna Carta), 1628 সালের অধিকারের আবেদন (Petition of Rights), 1689 সালের অধিকারের বিল (Bill of Rights), ইত্যাদি।

2. দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়ে পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধভাবে রচিত আইন (Statutes)। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে হেবিয়াস কর্পাস আইন (1679)—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে; সেটল্‌মেণ্ট আইন (1701)—সিংহাসনে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে; 1832, 1867, 1884-85 রিফর্ম আইনসমূহ—ভোটাধিকার সম্প্রসারণ সম্বন্ধে; মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন (1835)—নাগরিক পৌর শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে; 1873-76 জুডিকেচার আইন—বিচার সংস্থা সংগঠন সম্বন্ধে; ষ্টাটিউট অব্ ওয়েষ্টমিনষ্টার (1931)—ডোমিনিয়নগুলির রাজনৈতিক সংস্থান সম্বন্ধে, ইত্যাদি।

3. তৃতীয় পর্য্যায়ে পড়ে পূর্ব্বোক্ত সনদ ও বিধিবদ্ধ আইনসমূহের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বিচারকদের ব্যাখ্যা। এইগুলিতে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকিয়া যায় যার চূড়ান্ত ভাষ্য করার অধিকার আদালতের উপর বর্ত্তায়। যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও সংবিধানে ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যাংশসমূহের গ্রহণযোগ্য চূড়ান্ত ব্যাখ্যার ভারও বিচারকদের উপরই ন্যস্ত। তবে সেখানে আইনসভা কর্তৃক রচিত আইনকে সংবিধান বহির্ভূত বলিয়া অবৈধ ঘোষণা করিয়া নাকচ করিবার ক্ষমতা বিচারকদের আছে; ব্রিটেনে কিন্তু বিচারকদের সেই ক্ষমতা নাই। কিন্তু বিচারকদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য বলিয়া গৃহীত হয় এবং এগুলি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট অংশ বলিয়া পরিগণিত।

4. ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের আইনগত অংশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হইল চিরাচরিত বিধানের (Common Law) নিয়মকানুন সমূহ। এগুলি আইন বলিয়া গণ্য হইলেও কখনও পার্লামেণ্ট কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় নাই এবং অলিখিতই রহিয়াছে। এগুলির উৎপত্তির মূলে রহিয়াছে চিরাচরিত প্রথা ও বিচারকগণ কর্তৃক তাহাদের প্রয়োগ। কালক্রমে এরূপ বহু নিয়মকানুন পার্লামেণ্টের আইন হিসাবে পাশ হইয়াছে, তখন তাহারা বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখনও বহু এরূপ চিরাচরিত বিধান শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজার প্রেরগেটিভ ক্ষমতা (পুরাকাল হইতে রাজার নিজস্ব ক্ষমতা যাহা পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় নাই), ফৌজদারি মামলায় জুরির বিচার প্রথা, বাক্ স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা প্রভৃতি নাগরিক অধিকার ইত্যাদি উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববর্ণিত তিনটি উপাদানের মত এইটি কিন্তু লিখিত নয়, যদিও ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই উপাদানটির ভিত্তিতে প্রোথিত।

5. শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (Conventions) : সর্ব্বশেষে আমরা দেখি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান এবং বিশিষ্ট উপাদান—শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বা 'কনভেনসন' যাহা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ডাইসিই (Dicey) প্রথম এই শব্দটিকে চালু করেন এবং শাসনতন্ত্রের আইন হইতে ইহাদের পার্থক্যের উপর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কনভেনসনগুলি শাসনতন্ত্রের একটি অচ্ছেদ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। এগুলি শুধু যে শাসনতান্ত্রিক আইনের চেয়ে কোন অংশে কম নয় তাহাই নহে, অধ্যাপক আইভর জেনিংসের ভাষায়, "তাহারা আইনের শুষ্ক অস্থিতে মাংসের প্রলেপ লাগায়। তাহারাই শাসনতন্ত্রের আইনগত অংশকে কার্য্যকরী করে এবং নূতন নূতন উদীয়মান চিন্তাধারার সহিত উহার সামঞ্জস্য বিধান করে।"*

শুধু শাসনতন্ত্রের আইনগত অংশ জানিলে, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ধারণা অথবা ভুল ধারণাই হইবে। আইনগত ভাবে রাজার বহু ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে রাজার নামে মন্ত্রিসভাই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আইনগতভাবে কমন্স সভায় পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করিবার আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই, কিন্তু আসলে এ অবস্থায় মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে নৈতিক দিক হইতে বাধ্য। অবশ্য না করিলে আদালত কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবে না বা কোন প্রতিবিধান করিবে না। 'কনভেনসনস্' বলিতে বোঝায় কতকগুলি প্রথা, ঐতিহ্য বা প্রচলিত অভ্যাস বা নজির যাহার ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র চালু থাকিয়াছে এবং যেগুলি বাতিল করিলে শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া যাইবে। ডাইসি এগুলিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে নৈতিক বিধিনিষেধ (rules of political morality) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন যাহা গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী কর্ত্তৃত্বস্থানীয় রাজপুরুষদের অধিকাংশ কার্য্যকলাপ এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু এগুলি লিপিবদ্ধ নয় ইহাদের নিশ্চিত অর্থ পাওয়া খুবই দুরূহ। ঠিক কোন্ সময় যে একটি প্রথা শাসনতান্ত্রিক রীতিতে পরিণত হইয়াছে বলা খুবই দুরূহ। দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। পূর্ব্বে রাজা মন্ত্রিসভায় উপস্থিত থাকিতেন এবং সভার নেতৃত্ব করিতেন। প্রথম জর্জ্জ ইংরাজী না জানায় মন্ত্রিসভায় যোগ দিতেন না। দৈবচক্রে ব্যাপারটা ঘটে, পরিকল্পিত ভাবে নয়। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জ্জও ঐ নিয়ম অনুসরণ করিতে থাকেন, ক্রমে

---

* Ivor Jennings, "The Law and the Constitution" (5th Edition), 1967, p. '81-82.

বর্ত্তমানে মন্ত্রিসভায় রাজার অনুপস্থিতিই একটা শাসনতান্ত্রিক নিয়ম বা রীতিতে দাঁড়াইয়াছে যাহা রাষ্ট্রকার্য্যে মন্ত্রিসভার পূর্ণ দায়িত্ব এবং রাজার দায়িত্বহীনতার নীতির সঙ্গে খুবই সঙ্গত হইয়াছে। কোন বিল পার্লামেণ্টের দুই কক্ষে পাশ হওয়ার পর রাজার সম্মতি লাগে। ঐ সম্মতি ব্যতিরেকে উহা আইনে পরিণত হয় না। আইনতঃ সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া সম্পূর্ণ রাজা বা রাণীর ইচ্ছাধীন। কিন্তু রাণী এ্যানের পর এপর্যন্ত কোন রাজা বা রাণী এই অসম্মতির ক্ষমতা প্রয়োগ করেন নাই। বর্ত্তমানে রাজার সম্মতি প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা লোপ একটি সুদৃঢ় কনভেনশনে পরিণত হইয়াছে। কোন রাজা বা রাণী পার্লামেণ্টে গৃহীত বিলে সম্মতি না দেওয়ার কথা এখন কেহ চিন্তাই করিতে পারেন না।

অন্য একটি রীতির কথা ধরা যাক। পূর্ব্বে প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ লর্ড বা কমন্স সভা হইতে নির্ব্বিচারে হইত কিন্তু 1902 সালে লর্ড সলস্‌-বেরির (Lord Salisbury) পদত্যাগের পর লর্ডসভা হইতে আর কোন ব্যক্তিকে স্থায়ীভাবে প্রধানমন্ত্রীপদে মনোনীত না করায় ইহা প্রায় একটি শাসনতান্ত্রিক রীতিতে দাঁড়াইয়াছে যে প্রধানমন্ত্রীকে কমন্সসভার সভ্য হইতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 1923 সনে যদিও লর্ড কার্জ্জন লর্ডসভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ না করিয়া কমন্সসভায় রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা ব্যাল্ডুইনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কমন্স সভাতেও অষ্টেন চেম্বারলেন ঐ দলের অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতা ছিলেন। তারপর হইতে এ পর্য্যন্ত আর লর্ডসভার কোন সভ্য প্রধানমন্ত্রী হন নাই। একবার মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়; তাহাও নিয়মটিকেই প্রমাণিত করে। 1966 সনে হ্যারল্ড ম্যাক্‌মিলান প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিবার পর লর্ড হিউম (Lord Home) ঐ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি লর্ডসভার সদস্যপদ তথা লর্ড উপাধি ত্যাগ করিয়া কমন্সসভার একটি উপনির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জয়ী হইয়া কমন্সসভার সভ্য হিসাবেই প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং লর্ড হিউমের এই কার্য্যে প্রথাটিরই স্বীকৃতি পাওয়া যায়।(১) এটা একটা কনভেনশনে দাঁড়াইয়া যাইতেছে যদিও আরও কিছুদিন না যাইলে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। এই অনির্দ্দিষ্টতা কনভেনশনের আর একটি বিশেষত্ব যাহা উহাকে শাসনতান্ত্রিক আইন হইতে চিহ্নিত করিয়া দেয়।

(১) 'Home' নামটির বানানগত উচ্চারণ যদিও "হোম" হওয়া উচিত; কিন্তু সাময়িক পত্রপত্রিকায় নামটী "হিউম" বলিয়াই লিখিত দেখা গিয়াছে।

কিন্তু কতকগুলি কনভেনসন এতই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বজনবিদিত যে তাহাদের সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই এবং প্রায় আইনের মতই সর্ব্বশ্রেণীর লোক স্বীকার করিয়া লয়। যেমন, পার্লামেণ্টের দুই অধিবেশনের মধ্যে এক বছরের বেশী ব্যবধান হইবে না; পার্লামেণ্টের আস্থা হারাইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে, অথবা পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন করাইতে হইবে এবং নূতন নির্ব্বাচনে শাসকদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করিলে তখনই পদত্যাগ করিতে হইবে; কমন্স-সভার স্পীকারকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হইবে এবং স্পীকার নির্ব্বাচিত হওয়া মাত্র তাঁহাকে তাঁহার রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিতে হইবে; ইত্যাদি।

কনভেনসনের প্রকারভেদ :

কনভেনসনগুলিকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(1) ক্যাবিনেটব্যবস্থা সম্পর্কীয় রীতিনীতি, (2) পার্লামেণ্ট সম্পর্কীয় রীতিনীতি, (3) কমনওয়েলথ সম্পর্কীয় রীতিনীতি।

(1) প্রথম শ্রেণীর রীতিনীতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যেমন, ক্যাবিনেটের সভ্যগণকে অর্থাৎ মন্ত্রীগণকে পার্লামেণ্টের কোন এক কক্ষের সভ্য হইতে হইবে। পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠদল হইতেই মন্ত্রীরা নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের এই দলের নির্ব্বাচিত নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাজ করিতে হইবে। মন্ত্রিসভা সকল কার্য্যকলাপের জন্য পার্লামেণ্টের কাছে জবাবদিহি করিতে বাধ্য এবং উহার নিকট দায়ী থাকিবে। এই দায়িত্ব একাধারে একক ও যৌথ। অর্থাৎ যদি পার্লামেণ্ট কোন মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা ভোট পাশ করে কোন ক্ষেত্রে শুধু সেই মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা যৌথভাবে পদত্যাগ করিবে অথবা যদি তাঁহাদের ধারণা হয় যে পার্লামেণ্টের আস্থা হারাইলেও নির্ব্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদের প্রতি আস্থাভাজন আছে তবে তাঁহারা রাজাকে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করিবার পরামর্শ দিবেন এবং নূতন নির্ব্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী কাজ করিবেন। অর্থাৎ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর রায় যদি তাঁহাদের পক্ষে যায় এবং তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন তবে তাঁহারাই আবার মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন, অন্যথায় তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন ও বিরোধীদলকে যাঁহারা পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মন্ত্রিসভা গঠন করিতে দিবেন। যদি সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে কোন একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তবে শাসকদল

নবনির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকিয়া ভোটে নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করিতে পারে, যেমন 1924 সনে রক্ষণশীল দল করিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার রাজাকে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করিবেনা। পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া যুদ্ধ বা শান্তি ঘোষণার ব্যাপারে মন্ত্রিসভাকে পার্লামেণ্টের অনুমোদন লইতে হইবে। এই শ্রেণীর কনভেনশনগুলির অন্তর্নিহিত ভাব হইল আইনগত সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী (legal sovereign) রাজা সমেত পার্লামেণ্ট এবং রাজনৈতিক সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী (Political sovereign) নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সমন্বয় স্থাপন। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মূলনীতি হইল দৈনন্দিন শাসনব্যাপারে মন্ত্রিসভার মুখ্য ভূমিকা অবশ্য পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষে; কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষমতা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী নির্ব্বাচকমণ্ডলী। উপরোক্ত শ্রেণীর কনভেনশনগুলি এই মূল নীতিকে সুষ্ঠুরূপে কার্য্যকর করিতে সাহায্য করে।

(2) দ্বিতীয় শ্রেণীর কনভেনশনগুলি পার্লামেণ্টের কার্য্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সহায়ক। যেমন, পার্লামেণ্টের অধিবেশন এক বছরের মধ্যে অন্ততঃ একবার আবশ্যিক। রাজা বা মন্ত্রিসভা যাহাতে স্বৈরাচারী না হইতে পারে, এটা তার রক্ষাকবচ বলা যায়। হাউস অব্ কমন্সের স্পীকার দলীয় রাজনীতি বর্জ্জন করিবেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে তিনি যতদিন ঐ পদে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহার নির্ব্বাচনে কেহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না। যেহেতু সংসদীয় শাসনব্যবস্থা দলীয় রাজনীতিভিত্তিক পার্লামেণ্টের কার্য্যপরিচালনার জন্য একজন দলনিরপেক্ষ সভাপতির একান্ত প্রয়োজন এবং এজন্যই স্পীকারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত কনভেনসনের উদ্ভব। কিন্তু তাঁহাকে যদি নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় তবে তাঁহাকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, সেজন্যই আর একটি পরিপূরক কনভেনসনের উৎপত্তি যে যতদিন তিনি পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে চাহিবেন তাঁহার আসনে কেহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে না। আর একটি কনভেনসন অনুযায়ী হাউস অব্ লর্ডস্ যখন সর্ব্বোচ্চ আপিল আদালত হিসাবে কার্য্য করে তখন "ল লর্ড" (অর্থাৎ লর্ডসভার কয়েকজন আইন বিশারদ মনোনীত সদস্য) ব্যতীত অন্য কেহ এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করিবেন না। এছাড়া আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রভৃতি ও সেই সম্পর্কে দুই কক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে নানা কনভেনশন প্রচলিত হইয়াছে যেগুলি দ্বারাই মূলতঃ এব্যাপারে দুই কক্ষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হইত 1911 সন পর্য্যন্ত। কিন্তু ঐ বছর এ

সম্পর্কে পার্লামেণ্টে এ্যাক্ট (Parliament Act) নামে একটি আইন পাশ হয়, যাহাতে আইনের দ্বারা দুই কক্ষের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনটি আবার 1949 সনে কিছু পরিবর্ত্তিত হয় যাহার ফলে হাউস অব্ লর্ডসের ক্ষমতা আরও খর্ব্ব করা হয়। বর্ত্তমানে এই ব্যাপারে এই আইন দুইটি পূর্ব্বের কনভেনসনগুলির স্থান লইয়াছে। এছাড়া পার্লামেণ্টের কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় অনেক নিয়মই কনভেনসনগত। যেমন, পার্লামেণ্টে বিতর্কে শাসকদলের একজন বক্তার বক্তৃতার পর বিরোধীদলের একজনকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইবে যাহাতে দুই দলই সমান সুযোগের অধিকারী হয়। আর একটি কনভেনসন অনুযায়ী পার্লামেণ্টের কার্য্যসূচী প্রণয়ন ব্যাপারে বিভিন্ন দলের নেতাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। এইরূপ আরও বহু কনভেনসন আছে যাহাতে বিরোধী দল বা দলগুলিকে তাহাদের বক্তব্য রাখিবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। শাসনকার্য্যে বিরোধী দলের সক্রিয় ভূমিকার স্বীকৃতি কনভেনসনের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(3) পূর্ব্বেকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসনভোগী রাজ্যগোষ্ঠী ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক ও তাহাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 1931 সাল পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর কনভেনশনের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছিল যেগুলি বিভিন্ন সাম্রাজ্য সম্মেলনের (Imperial Conference) আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু 1931 সালে পার্লামেণ্ট এগুলির অধিকাংশই 1931 সনের ষ্ট্যাটিয়ুট অব্ ওয়েষ্ট-মিনষ্টার (Statute of Westminister) আইনে একত্র সম্বলিত করিয়া পাশ করে। সেগুলি এখন আইনেই পরিণত হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি বিষয়,—যেমন ডোমিনিয়ন গভর্ণর—জেনারেলের সাংবিধানিক ভূমিকা, কমনওয়েল্থ-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পদ্ধতিগত নিয়মকানুন বা কোন ডোমিনিয়নের অন্য দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক পদ্ধতি—এসব বিষয় এখনও কনভেনসনের উপরই নির্ভর করে। এগুলি প্রধানতঃ কিছুদিন অন্তর অনুষ্ঠিত পূর্ব্বেকার সাম্রাজ্য সম্মেলনে (Imperial Conference) ও অধুনা কমনওয়েল্থ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদি (যাহা ঐসব সম্মেলনের কার্য্যবিবরণীতে পাওয়া যায়)—তাহাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। বস্তুতঃ এই রাজ্যগোষ্ঠীর নামের ক্রমপরিবর্ত্তন যাহা ইহার ক্রমবিবর্ত্তনেরই প্রতীক্ মুখ্যতঃ বিভিন্ন কনভেনসনের মাধ্যমেই সাধিত হইয়াছে। প্রথম পর্ব্বে নাম ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। দ্বিতীয় পর্ব্বে নাম হয় ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ অব্ নেশনস এবং বর্ত্তমান নাম কমনওয়েল্থ অব্ নেশনস্। এই নামান্তরের মধ্য দিয়া রূপান্তরও সূচিত হইয়াছে, সদস্য রাজ্যগুলি ব্রিটেনের উপনিবেশ

হইতে, ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমান স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।* কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রিটেনের রাজা বা রানী সাধারণ যোগসূত্র ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে কমনওয়েল্থে প্রজাতন্ত্রেরও স্থান রহিয়াছে এবং সদস্য থাকা বা না থাকা সদস্যদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। এই বিবর্ত্তনের ধারাটি তৃতীয় শ্রেণীর কনভেনসন দ্বারাই সাধিত হইয়াছে।

আইন ও কনভেনসনের পার্থক্য :

আইন ও কনভেনসনগুলির মধ্যে তিন প্রকারের পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ আইন আদালত কর্ত্তৃক স্বীকৃত এবং আদালত আইনের প্রয়োগ করে, কিন্তু আদালত কোন কনভেনসনকে স্বীকার বা প্রয়োগ করে না। ইতিপূর্ব্বেই কনভেনসনের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই পার্থক্য লক্ষ করিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ কনভেনসনগুলি প্রচলিত প্রথা হইতে উদ্ভূত। এগুলি আইনবিরুদ্ধ নয় তবে আইন বহির্ভূত (extralegal)। একটি ব্যাপারে প্রচলিত রীতিই ইহার রূপ নির্দ্ধারণ করে।

উপরোক্ত দুইটি লক্ষণ হইতেই ইহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি, তাহা হইল ইহার অনির্দ্দিষ্টতা ও অস্পষ্টতা। আইনের মত কনভেনসন স্পষ্ট ভাষায় লিখিত নয়। যেহেতু প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া ইহা গড়িয়া উঠে ইহা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা দুরূহ। পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতির সহিত ইহা ক্রমাগত রূপ পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। কাজেই কোন একটি বিষয়ে ঠিক কি কনভেনসন সঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারে না, মত পার্থক্যেরও যথেষ্ট অবকাশ থাকে। আবার সময়ের সঙ্গে কনভেনসনের ধারাও পাল্টায়। কাজেই ইহার আইনের মত নির্দ্দিষ্টতা থাকে না। কিন্তু এইসব পার্থক্য থাকা সত্বেও প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দিক হইতে আইন ও কনভেনসনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নাই। এ সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

কনভেনসনগুলি নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়া হয় কেন ?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শাসনতন্ত্রের রীতিনীতিগুলি আইনের পর্য্যায়ে পড়ে না। সুতরাং এগুলি না মানিলে আইন ভঙ্গের অপরাধ হয় না,

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পূর্ব্বে এই রাজ্যগোষ্ঠীর সম্মেলন শুধুমাত্র লণ্ডনেই অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে উহা বিভিন্ন সভ্য রাষ্ট্রে পালাক্রমে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

সুতরাং আদালতে এজন্য বিচার হয় না বা শাস্তি বিধান হয় না। শাস্তির ভয়ে লোক আইন ভঙ্গ করে না। প্রশ্ন হইতেছে এক্ষেত্রে সে ভয় না থাকা সত্ত্বেও কি কারণে কনভেনসনগুলি লঙ্ঘিত হয় না। ডাইসি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে এইসব রীতিনীতির সহিত আইন এমনই ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট যে কোন কনভেনসন লঙ্ঘন করিলে আইন ভঙ্গে জড়াইয়া পড়িতে হয়। দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি ইহা দেখাইয়াছেন। যেমন প্রতিবৎসর পার্লামেণ্ট ডাকার কনভেনসন যদি ভঙ্গ করা হয় তবে এমন একটা পরিস্থিতি উপস্থিত হইবে যাহাতে আইন ভঙ্গ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না। ব্রিটেনে যে আইনের উপর সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা নির্ভর করে তাহা হইল সেনাবাহিনী আইন (Army Act) এবং এই আইনের মেয়াদ মাত্র এক বছর এবং প্রতি বছর নূতন করিয়া পাশ করিতে হয় ; সুতরাং একটানা এক বছরের বেশী পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ থাকিলে এই আইনের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবে। তাহার ফলে সৈন্যবাহিনী রক্ষণ করা ও নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষাও বেআইনী হইয়া যাইবে। কেননা এ অবস্থায় কোন অধস্তন সৈনিককে পদস্থ অফিসারদের নির্দ্দেশ জারি করার আইনগত ক্ষমতা থাকিবে না। এ ক্ষেত্রে দেশরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী রাখা অবৈধ হইবে। এছাড়া আরও একভাবে আইন লঙ্ঘন অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। ব্রিটেনের সরকারী অর্থব্যবস্থায় কিছু কর ধার্য্য এবং কিছু সরকারী ব্যয়ের মঞ্জুরী বার্ষিক আইনে প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রতি বছর নূতন করিয়া এই আইন পাশ করিতে হয়। এক বছরের বেশী পার্লামেণ্টের অধিবেশন না ডাকিলে এই আইনের মেয়াদ ফুরাইয়া যাওয়ায় ঐসব কর আদায় করা বা ঐসব খাতে ব্যয় করা বেআইনী হইয়া পড়িবে। অথচ প্রশাসন চালাইতে হইলে কর আদায় বা ঐসব খাতে ব্যয় না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং আইন লঙ্ঘন এড়াইতে হইলে এক বছরের মধ্যে পার্লামেণ্ট ডাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আরও দুই একটি কনভেনসনের দৃষ্টান্ত দিয়া ডাইসি দেখাইয়াছেন কিভাবে ঐসব কনভেনসন ভঙ্গ করিলে আইন ভঙ্গের মুখোমুখী হইতেই হইবে।

কিন্তু ডাইসির সমালোচকগণ খুব সঙ্গতভাবেই বলিয়াছেন যে ডাইসি এমন নিপুণভাবে তাঁহার দৃষ্টান্ত নির্ব্বাচন করিয়াছেন যাহা তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে যাইবে। কিন্তু এমন অনেক কনভেনসন উল্লেখ করা যায় যে ক্ষেত্রে উহা লঙ্ঘন করিলে আইন ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না। দৃষ্টান্ত দিলেই এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাইবে। যেমন হাউস অব্ কমন্সের স্পীকার যদি ঐ পদে নির্ব্বাচনের পরও দলীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

করেন তাহাতে তাঁহাকে অনিবার্য্যভাবে কোন আইনভঙ্গের সম্মুখীন হইতে হয় না। অনুরূপভাবে লর্ডসসভা যখন সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে কার্য্য করে সেই অধিবেশনে যদি 'ল লর্ড' ব্যতীত অন্য কোন সদস্য যোগ দেন তবে তাঁহাকে সেজন্য কোন আইন লঙ্ঘনের সম্মুখীন হইতে হইবে না। আরও বহু কনভেনসন সম্বন্ধেই একথা খাটে। সুতরাং দেখা যায় কনভেনসনগুলি কেন সকলক্ষেত্রে অনুসৃত হয় এ সম্বন্ধে ডাইসির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নয়, অতএব ইহা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট লাউয়েল দেখাইয়াছেন পার্লামেণ্ট যেহেতু সার্ব্বভৌম সংস্থা ইহা ইচ্ছা করিলে আর্মি এ্যাক্ট বা ফাইন্যান্স এ্যাক্ট বার্ষিকের পরিবর্ত্তে চিরস্থায়ী করিয়া দিতে পারে; তাহা হইলে পার্লামেণ্টের অধিবেশন প্রতি বছর অনুষ্ঠান করিবার কোন আইনগত দায় থাকিবে না। তাছাড়া কোন কনভেনসনই অকাট্য বা অপরিবর্ত্তনীয় নয়। আইভর জেনিংস বলিয়াছেন, "কনভেনসনগুলি শুধু নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই থাকে না, উহাদের অস্তিত্ব উহাদের থাকার বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে"*।

পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক প্রচলিত রীতি বর্জ্জন করার নজির দেখা যায়। পূর্ব্বে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে শাসকদল নির্ব্বাচনে পরাজিত হইলে নবনির্ব্বাচিত পার্লামেণ্ট ডাকিয়া ভোট লইয়া তবে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিত। কিন্তু 1868 সালে ডিস্‌রেলী (Disraeli) সে রীতি অনুসরণ না করিয়া নির্ব্বাচনে দলের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাখিল করিলেন। আবার 1929 সালে বল্ডুইন অনুরূপ অবস্থায় পূর্ব্ব প্রথামত পার্লামেণ্ট ডাকিয়া ভোট গ্রহণের পর তবে পদত্যাগ করেন। কনভেনসনগুলি মানিয়া চলার ব্যাপারে অনমনীয় ভাব কিছু নাই। লাউয়েলের মতে কনভেনসন মানিয়া চলা হয় এগুলি লঙ্ঘন করিলে আইন ভঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে এই বোধের জন্যই নহে, তার অতিরিক্ত আরও কিছু আছে। তিনি বলিয়াছেন, কনভেনসন মানিয়া চলার আসল কারণ এগুলি মানা শাসকশ্রেণীর অনেকটা ইজ্জতের প্রশ্ন (Code of honour)। এগুলি ক্রীড়াজগতে ক্রীড়ার নিয়মকানুনের মত (rules of the game), যেগুলি মানার জন্য বাইরের কোন চাপের দরকার হয় না, খেলোয়াড়রা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই মানিয়া চলে। ইংল্যাণ্ডে যে

---

* The conventions "do not exist for their own sake ; they exist because there are good reasons for them," —(Jennings—Cabinet Government, p. 7)

সামাজিক শ্রেণীর হাতে এপর্য্যন্ত শাসনকার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব বর্ত্তাইয়াছে সেই শ্রেণীর মানুষরা এই নৈতিক দায়িত্বের ব্যাপারে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। তাঁহারা মনে করেন তাঁহারা সারা জাতির প্রতিভূ বা অছি হিসাবে কতকগুলি অলিখিত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং তাঁহারা এই নীতিগুলি যাতে লঙ্ঘিত না হয় সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। লাউয়েলের মতে এই সচেতনতাই কনভেনসন মানিয়া চলার নিগূঢ় অর্থ। শাসনযন্ত্র চলে বহু লোকের সহযোগিতার মাধ্যমে। সাধারণ মানুষ প্রত্যাশা করে যে এই কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত সকলেই যে যাহার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবে। এই সহযোগিতা সম্যক্‌ভাবে সক্রিয় করিতে কতকগুলি রীতিনীতি প্রয়োজনের তাগিদেই গড়িয়া উঠে। এগুলি শাসনকার্য্যে লিপ্ত সকল পক্ষই মানিয়া চলিবে এটা জনসাধারণের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা ভঙ্গ করিতে কেহই সাহস করেনা, কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে উপেক্ষা করিয়া কেহই ক্ষমতাসীন থাকিতে পারে না। এই দিক্ হইতে দেখিলে শাসনতান্ত্রিক আইন ও কনভেনসনের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। লোকে আইন ভঙ্গ করেনা প্রত্যক্ষভাবে আদালতের ভয়ে হইলেও পরোক্ষভাবে জনমতেরই চাপে। আইন জনমতের প্রতিফলন। কনভেনসনও শাসক সম্প্রদায় লঙ্ঘন করে না পরোক্ষভাবে জনমতেরই দাবীতে। কোন প্রধানমন্ত্রী যদি কমন্সসভার অনাস্থা ভোট উপেক্ষা করিয়া পদত্যাগ করিতে বা নূতন নির্ব্বাচন করিতে অস্বীকার করেন তবে সারা দেশে তাঁহার বিরুদ্ধে এই অসাংবিধানিক কাজের জন্য জনমতের এমনই বিস্ফোরণ ঘটিবে যে তাঁহার নতি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। কিন্তু ইহা হইল কনভেনসন মানিয়া চলিতে বাধ্য করিবার চরম অস্ত্র। প্রতিদিন ইহার প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না। মানিয়া চলার দৈনন্দিন স্যাংশন (sanction) হইল শাসকসম্প্রদায়ের সহজ অভ্যাস বা সংস্কার যাহা স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই তাঁহারা মানিয়া চলেন। কোন বাহিরের চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। আইনের ব্যাপারেও প্রায় একই কথা খাটে।

অধ্যাপক জেনিংসের মতে কনভেনসনগুলিও কোন সংবিধানের মৌল নীতিসমূহেরই অনুরূপ এই অর্থে যে উভয়ই মূলতঃ জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি লিখিত সংবিধান আইনের মর্য্যাদা পায় কেহ ইহাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রচনা করিয়াছে বলিয়া নহে, ইহা সকলে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই। আইনের মত কনভেনসনগুলির বাধ্যবাধকতা জনগণের সেগুলি মানিবার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা হইতেই উদ্ভূত। উভয়েই পরস্পরের অনুরূপ এই কারণেই যে উভয়েই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে নিয়োজিত—

তাহা হইল জনগণের কল্যাণের স্বার্থে সরকারের কাঠামো ও কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত করা। অতএব জেনিংসের মতে কোন্‌টি আইন আর কোন্‌টি কনভেনসন এটা শুধু একটা পরিভাষার প্রশ্ন। কোন নিয়ম আদালত কর্ত্তৃক স্বীকৃত কিনা ইহাতে সাধারণ মানুষের কিছু আসে যায়না। এ প্রশ্ন শুধু সরকারি বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দিক হইতে দুইএর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যসমুহ :

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং তাহার বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা আলোচনা করা হইল তাহা হইতে উহার কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিম্নে এগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

(1) **অলিখিত চরিত্র :**—ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ছাত্রদের প্রথমেই যে লক্ষণটি চোখে পড়ে তাহা হইল ইহার অলিখিত চরিত্র, অথবা 'আংশিকভাবে লিখিত' বলিলেই বোধহয় সঠিক বলা হইবে। যুক্তরাষ্ট্র বা ভারত, ফ্রান্স বা সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রের মত পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী খসড়া প্রস্তুত করিয়া বিচার বিবেচনা করিয়া তাহার সংশোধন করিয়া ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদ দ্বারা গৃহীত হয় নাই। আগেই বলা হইয়াছে ইহা বহু উৎস হইতে উৎসারিত, তাহার মধ্যে দৈব-ঘটনা (chance) ও পূর্ব্ব পরিকল্পনা (design) উভয়েরই স্থান আছে। সুতরাং ইহার মূল নীতিগুলি একটি দলিলে একত্র সম্বলিত হয় নাই বা সেইরূপ করিবার চেষ্টাও হয় নাই। সেগুলি অবিন্যস্তভাবে নানা উপাদানের মধ্যে বিক্ষিপ্ত, গবেষণা দ্বারা সেগুলি আবিষ্কার করিতে হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি হয়ত পার্লামেন্টের আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশই হয় নাই এবং নানা নজির, সংস্কার, প্রথা ও রীতিনীতি ইত্যাদির মধ্যে ছড়াইয়া ছিটাইয়া রহিয়াছে। সুতরাং শাসনতন্ত্রটিকে সুসংবদ্ধভাবে লিখিত একটি দলিল বলা যায় না। এই সীমিত অর্থেই ইহা অলিখিত, এমন নয় যে ইহার কোন অংশই লিখিত নয়, বরং আংশিকভাবে লিখিত বলিলেই যথাযথ বর্ণনা হইবে। কোন শাসনতন্ত্রকেই পুরাপুরি লিখিত বা অলিখিত বলা যায় না। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যেসব দেশের শাসনতন্ত্রকে লিখিত বলিয়া উল্লেখ করা হয় সেগুলিরও অনেক অংশই অলিখিত থাকে। বস্তুতঃ শাসনতন্ত্রগুলির লিখিত ও অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ ঠিক বিজ্ঞান-

সম্মত বলা যায় না, যেহেতু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণগত, গুণগত নয়।

(2) **নমনীয় চরিত্র** :—পূর্ব্বের লক্ষণটির সহিত সমগোষ্ঠীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার নমনীয় বা সহজে পরিবর্ত্তনীয় (flexible) চরিত্র। তথাকথিত লিখিত শাসনতন্ত্রগুলি প্রায়ই দুস্পরিবর্ত্তনীয় বা অনমনীয় (rigid) হইয়া থাকে। এই সব শাসনতন্ত্রে সাধারণতঃ সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিবার একটি বিশেষ এবং দুরূহ পদ্ধতি নির্দ্ধারিত থাকে এবং সংশোধন করিবার জন্য সাধারণ আইনসভা হইতে স্বতন্ত্র একটি বিশেষ শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সংস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়, কাজেই এই সব শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করা দুষ্কর, আয়াসসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হইয়া উঠে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান পরিবর্ত্তন পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে এই তথ্যটি উপলব্ধি করা যাইবে। অপরপক্ষে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র আপনা হইতেই অহরহ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে কেননা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি শাসনতন্ত্রের বৃহৎ অংশই পরিবর্ত্তনশীল কনভেনসন ভিত্তিক, যেগুলি ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়া চলে। তাছাড়া যে অংশ পার্লামেণ্টের আইন বা আদালতের সিদ্ধান্ত বা প্রাচীন সনদ ইত্যাদি লইয়া গঠিত যে কোন সময় অতি সহজেই এবং অনায়াসে পার্লামেণ্ট নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া সংশোধন বা সংযোজন করিতে পারে ; তাহার জন্য কোন বিশেষ বা জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয় না, কেননা পার্লামেণ্ট আইনগত সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী।

পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে রাজতন্ত্র (monarchy) বিলোপ করার মত অতি গুরুত্বপূর্ণ আইনও পাশ করিতে পারে, আবার দন্তচিকিৎসকদের পেশাগত নিয়মকানুন সম্বলিত অতি তুচ্ছ আইনও পাশ করে এবং উভয়বিধ আইনই একই পদ্ধতিতে প্রণয়ন করে। সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য থাকে না। এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আইনগতভাবে যে কোন আইন রচনা করিবার বা সংশোধন করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে বলিয়া পার্লামেণ্ট অহরহই শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি পরিবর্ত্তন করে না ; পার্লামেণ্ট এই গণতন্ত্রের যুগেও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে নাই, বা প্রতিক্রিয়াশীল লর্ডসভার বিলোপ করে নাই, বা ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে নাই, যদিও এগুলি করিবার পথে তাহার কোনই বাধা নাই বা কখনও ছিলনা। ইহার কারণ পার্লামেণ্টের সদস্যগণ ঐ দেশেরই মানুষ, সুতরাং যে সমাজে তাঁহারা বাস করেন তাহার ঐতিহ্য, সংস্কার, ধ্যানধারণা, ধর্ম্মবিশ্বাস, নীতিজ্ঞান

ইত্যাদির তাঁহারাও সরিক। পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবেও তাঁহারা এগুলি উপেক্ষা বা অতিক্রম করিতে পারেন না। সুতরাং আইনের দিক হইতে না হইলেও বাস্তব দিক হইতে তাঁহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এইজন্য দেখা গিয়াছে পার্লামেণ্ট শাসনতান্ত্রিক গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে আইন পাশ করিবার পূর্ব্বে সেই ব্যাপারটিকে বিচার্য্য বিষয় (issue) করিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন মাধ্যমে মন্ত্রিসভা পরোক্ষভাবে জনগণের রায় (mandate) লইয়া থাকে; যেমন ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা লর্ডসভার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার পূর্ব্বে উদারনৈতিক সরকার করিয়াছিল বা কতকগুলি ভারি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা এবং ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশকে স্বাধীনতা দেওয়ার পূর্ব্বে শ্রমিক সরকার করিয়াছিল। বর্ত্তমানে একটা রেওয়াজই দাঁড়াইয়াছে যে কোন দলীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্ত্তন করিতে আইন করিবার পূর্ব্বে ঐ ইস্যুতে সাধারণ নির্ব্বাচন করিয়া তাহার সপক্ষে রায় গ্রহণ করে; রাজ-নৈতিক পরিভাষায় বলা হয় নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মত যাচাই (mandate) করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে শাসনতন্ত্রের নমনীয়তা বা সুপরিবর্ত্তনীয়তা শুধু পরিবর্ত্তন পদ্ধতির সুকরতার উপরই নির্ভর করে না, জাতির ঐতিহ্যানু-রাগ ও মানসিকতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এজন্যই যেহেতু ব্রিটিশ জাতি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন এত সহজসাধ্য হওয়া সত্বেও শাসনতন্ত্রের মূল প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন রাজতন্ত্র, লর্ডসভা, ক্যাবিনেটপ্রথা প্রভৃতি) মৌলিক কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই, শাসন-তন্ত্রের মূল কাঠামো যুগ যুগ ধরিয়া অব্যাহত রহিয়াছে বলা যায়। অপর-পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অতীব জটিল ও দুষ্কর হওয়া সত্ত্বেও সেখানে বহু সাংবিধানিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, কারণ আমেরিকানরা ব্রিটিশ জাতির মত অত রক্ষণশীল নয়। তাছাড়া সংবিধানের বিভিন্ন ধারার সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যার ফলেও নানা কনভেনসনের উৎপত্তির কারণেও বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সুতরাং সংবিধান পরিবর্ত্তনের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির সরলতা বা জটিলতার ভিত্তিতে সংবিধানগুলির নমনীয় ও অনমনীয় শ্রেণীবিভাগ একপ্রকার অর্থহীন। পরিবর্ত্তনের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির নিরিখে তথাকথিত নমনীয় সংবিধানও বাস্তবে দুস্পরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে, আবার তথাকথিত অনমনীয় সংবিধানও সুপরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

(3) **ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও বিবর্ত্তনশীলতা :**—ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ধারাবাহিকতা ও বিবর্ত্তনপ্রবণতা। ইহা প্রায় গত হাজার বৎসর ব্যাপী ধীর

গতিতে বিবর্ত্তন ও সম্প্রসারণের ফলশ্রুতি। অনেকটা জৈব প্রক্রিয়ার মতই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে, কেহ ইহাকে তৈয়ার করে নাই। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র তাহার অতীত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ইহার সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র একবার ছাড়া—তাও মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য,—অতীত কাঠামোকে চূর্ণ করিয়া তাহার স্থলে সম্পূর্ণ নূতন একটি ইমারত গড়িয়া তোলার চেষ্টা হয় নাই। একটিবার শুধু 1653 সালে ইংল্যাণ্ডে ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে একটি সাধারণতন্ত্র (Commonwealth) স্থাপনের প্রয়াস হইয়াছিল, কিন্তু সেটা ব্রিটিশ জাতির এতই প্রকৃতিবিরুদ্ধ হয় যে ইহা ব্রিটেনের মাটিতে শিকড় গাড়িতে পারে নাই। ইহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী একটি পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় পর্য্যবসিত হয়। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হিংসাত্মক বিপ্লবের ফলে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি সমূলে উৎপাটন করিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান রোপন করিয়া নয়, তাহা হইয়াছে লোকচক্ষুর অন্তরালে শান্তিপূর্ণ বিবর্ত্তনের ফলে। এই ভাবেই ব্রিটেনে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ধাপ ধাপে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। এইভাবেই ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, এইভাবেই পার্লামেণ্টে কমন্সসভার প্রাধান্য বিস্তার হইয়াছে এবং আরও অনেক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এই সব পরিবর্ত্তন আসিয়াছে ধীরমন্থর গতিতে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়, অতীতের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া এবং সেই সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রাখিয়া। এজন্য বলা হইয়াছে ব্রিটেনে বিপ্লবের আকৃতিও রক্ষনশীল। অনেক প্রতিষ্ঠানের পুরাতন নাম ও প্রকরণ বজায় রাখা হইয়াছে যদিও তাহাদের ভাবসত্তার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এমনই একটা অখণ্ডতা দেখা যায় যাহা অন্য কোন দেশে পরিলক্ষিত হয় না। এখানেই ইহার বিশেষত্ব।

(4) **শাসনতন্ত্রের তত্ত্বগত ও বাস্তব রূপের মধ্যে পার্থক্য :—** উপরে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে বিশেষ করিয়া শাসনতন্ত্রের ধারাবাহিক বিবর্ত্তন হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা হইল ইহার তত্ত্বগত ও বাস্তবরূপের মধ্যে পার্থক্য। বলা হইয়াছে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে কোন বস্তুই বাহ্যতঃ যাহা মনে হয় আসলে তাহা নয়। আবার উহা আসলে যাহা বাহ্যতঃ তাহা মনে হয় না। বিদেশীদের চোখে ব্রিটেন একটি রাজতন্ত্ররূপেই প্রকট, কিন্তু আসলে ইহা ছদ্মবেশী প্রজাতন্ত্র (veiled republic)। আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে বলা যায় চূড়ান্ততত্ত্বে একটি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং ইতিহাসের

প্রথম পর্ব্বে ইহা সত্য সত্যই তাহা ছিল, আনুষ্ঠানিক আকৃতিতে সীমিত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং বর্ত্তমানে বাস্তব সত্যে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। তত্ত্বের দিক হইতে এবং আইনের চক্ষে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় রাজার অসীম ক্ষমতা এবং রাজাই শাসনব্যাপারে সর্ব্বময় কর্ত্তা। রাজারই সরকার, রাজার বিরোধীদল (His Majesty's Opposition) ,রাজকীয় সেনা-বাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী; রাজকীয় পোষ্ট অফিস, ষ্টেসনারি অফিস ইত্যাদি। মন্ত্রীসমেত সকল রাজকর্ম্মচারীকে রাজাই নিয়োগ ও বরখাস্ত করিবার অধিকারী। রাজাই সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ, রাজার নামেই যুদ্ধ বা শান্তি ঘোষিত হয়। রাজাই সমস্ত আইন ও ন্যায়-বিচারের উৎস। রাজাই পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকারী। পার্লামেণ্টে গৃহীত বিল তাঁহার সম্মতি ছাড়া আইনে পরিণত হইতে পারে না, ইচ্ছা করিলে তিনি সম্মতি না দিতেও পারেন। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কার্য্যের মেয়াদ তাঁহার সন্তুষ্টির (pleasure) উপর নির্ভর করে। এককথায় এমন কোন সরকারী কাজ নাই যাহা শেষ পর্য্যন্ত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজার ইচ্ছাধীন নয়। কিন্তু এ সবই তত্ত্বের কথা। বাস্তব সত্য হইল রাজ্য একটি মহামহিম শূন্যে (magnificent cipher) পরিণত হইয়াছেন। সরকারী সকল কাজের সহিত রাজার নাম যুক্ত থাকিলেও আসলে রাজা কিছুই করেন না। 1688 সালের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইহা চূড়ান্তভাবে স্থির হইয়া গিয়াছে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজার নিজস্ব ইচ্ছা কার্য্যকরী হইবে না। তখন হইতে ক্রমাগত রাজার সমস্ত ক্ষমতা ব্যক্তিগত রাজা হইতে প্রতিষ্ঠানগত রাজতন্ত্রে (Crown) হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং মন্ত্রিসভাই এই প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষমতা কার্য্যকরী করার অধিকারী হইয়াছে। রাজা এই সকল ক্ষমতার প্রতীক্ মাত্র আছেন। তাঁহার নামে সমস্ত সরকারী কার্য্য সম্পন্ন হইলেও কোন কার্য্যই তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় হয় না, মন্ত্রীদের ইচ্ছায় হইয়া থাকে। এটাই হইল শাসনতন্ত্রের বাস্তবরূপ। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেখানে শাসনতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক রূপ হইতে বাস্তব রূপের যথেষ্ট প্রভেদ।

(5) **পার্লামেণ্টের আইনগত সার্ব্বভৌমত্ব** :—ব্রিটিশ শাসন-তন্ত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল আইনের দিক হইতে পার্লামেণ্টের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা (legal omnipotence) । এখানে পার্লামেণ্ট বলিতে রাজা সমেত পার্লামেণ্ট (King in Parliament) বুঝিতে হইবে। পার্লামেণ্টের দুই কক্ষ যে কোন বিল যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে পাশ করিলে ও রাজা তাহাতে সম্মতি দিলেই উহা আইন বলিয়া

গণ্য হইবে। এমন কোন বিষয় নাই যে সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট আইন করিতে পারে না এবং পার্লামেণ্ট ছাড়া আর কোন সংস্থার আইন প্রণয়ন করিবার সার্ব্বিক ক্ষমতা নাই। পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা কোন সংস্থাকে, যেমন আঞ্চলিক শাসনকর্ত্তৃপক্ষ বা কোন রেল কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাদের নিজ গণ্ডীর মধ্যে নিয়মকানুন রচনার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে এবং ঐ আইনের আওতায় এগুলিও আইনের মর্য্যাদা পাইবে। তাহাদের ক্ষমতা কিন্তু পার্লামেণ্টের ঐ আইনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পার্লামেণ্টের আইন করিবার ক্ষমতার উপর কেহই কোন বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারে না। একজন ফরাসী লেখক বলিয়াছেন, পুরুষকে স্ত্রীলোকে পরিণত করা বা স্ত্রীলোককে পুরুষে পরিণত করা ছাড়া অর্থাৎ যাহা বাস্তবজগতে অসম্ভব তাছাড়া পার্লামেণ্ট আইনগতভাবে সবই করিতে পারে। পার্লামেণ্ট যাহাই পাশ করিবে তাহাই আইন। তাহার আইনগত বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। পার্লামেণ্টের আইন নীতিজ্ঞান বিরোধী হইতে পারে, ধর্ম্মসংস্কার বিরোধী হইতে পারে, চিরাচরিত প্রথা, ঐতিহ্য ও সংস্কার বিরোধী হইতে পারে। তবুও কোন আদালত ইহার আইনগত বৈধতার প্রশ্ন বিচার করিতে পারিবে না। ডাইসি একটি চরম দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাপারটি প্রাঞ্জল করিয়াছেন। পার্লামেণ্ট যদি এমন একটি আইন করে যে রাজ্যে নীলচক্ষু বিশিষ্ট সব শিশুকে হত্যা করা হইবে, বা ষাট বছরের উপর বয়স্ক ব্যক্তিদের হত্যা করা হইবে এবং আইনটি যদি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পাশ হয় তবে এই আইন বলে কেহ ইহাদিগকে হত্যা করিলে তাহাকে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ করা যাইবে না, করিলেও আদালত অভিযোগ গ্রহণ করিবে না বা এজন্য কোন দণ্ড দিবে না। কেননা পার্লামেণ্টের আইন আদালতকেও মানিতে হইবে। অবশ্য এটা তত্ত্বের কথা। বাস্তবে পার্লামেণ্টের আইনগত সর্ব্বগ্রাসী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তাহার ক্ষমতার উপর সীমানির্দ্দেশ আছে, কিছু ভিতরের দিক হইতে, কিছু বাহিরের দিক হইতে। পার্লামেণ্টের সদস্যরাও সমাজ-ভুক্ত মানুষ। সামাজিক আচারব্যবহার, নীতিবোধ, ধর্মসংস্কার, ঐতিহ্য এসমস্তের তাঁহারাও শরিক। সুতরাং নীতিবিরোধী বা ধর্ম্মবিরোধী বা জাতির ঐতিহ্য বিরোধী আইন করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা নিজেদের তাগিদেই তাহা করিতে পারেন না। এগুলি ভিতরের দিক হইতে সীমানির্দ্দেশ। আবার অনেক আইন পার্লামেণ্ট পাশ করিতে পারে না জনমতের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে। যদি রাজতন্ত্র বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলোপ করিয়া পার্লামেণ্টে কোন বিল

পেশ হয় সারা দেশে এমনই বিক্ষোভ, হয়তো বা বিদ্রোহ দেখা দিবে যাহাতে পার্লামেণ্ট ঐ বিল প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু আইনগত দিক হইতে এগুলি কোন বাধা নয়। পার্লামেণ্ট যদি এসব আইন প্রণয়ন করে তাহাকে আদালত অবৈধ বলিবে না। "অসংবিধানসম্মত" (unconstitutional) শব্দটির এ্যাটলান্টিক মহাসাগরের দুই পার্শ্বে দুই রকম তাৎপর্য্য। ইংল্যাণ্ডে যখন কোন আইনকে "অসংবিধানসম্মত" বলিয়া অভিহিত করা হয় তখন বুঝিতে হইবে বক্তার মতে উক্ত আইন চিরাচরিত শাসনতান্ত্রিক রীতি নীতি বা নীতিজ্ঞান বা আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী, কিন্তু কেহই বা আদালত পার্লামেণ্টের কোন আইনকে উহার এক্তিয়ার বহির্ভূত, সুতরাং অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন না, কেননা পার্লামেণ্টের আইনগত সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রশ্নাতীত।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থা ভিন্ন। সেখানে কেন্দ্রে কংগ্রেসের বা রাজ্যগুলিতে রাজ্য আইনসভার আইন করিবার ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা সীমিত এবং সুনির্দ্দিষ্ট। সুতরাং আদালতের কাছে কোন মামলা দায়ের হইলে প্রধান ও প্রথম বিচার্য্য বিষয় হইল—যে আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে উহা সংবিধানসম্মত কিনা, অর্থাৎ আইনসভা সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে আইনটি প্রণয়ন করিয়াছে কিনা। যদি না করিয়া থাকে তবে আদালত আইনটি অসংবিধানসম্মত, সুতরাং অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিবে, কারণ আইনটি যথাযথভাবে পাশ না হওয়ায় আইন বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না। ভারত বা ক্যানাডা বা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও "অসংবিধানসম্মত" শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট আইনগত পূর্ণ সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়ায় শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে আগেই বলা হইয়াছে। এখানেই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিশেষত্ব।

(6) **আইনের শাসন ও নিরপেক্ষতা:** নাগরিক স্বাধীনতার নিরাপত্তা—ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি বিশেষত্ব হইল আইনের শাসন ও নিরপেক্ষতা (Rule of law and impartiality), এখানে আইনের শাসন—চিরাচরিত প্রথায় যাহা আদালত স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সুতরাং আইনের পর্য্যায়ভুক্ত এবং যাহাকে Common Law বলা হয় তাহারই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা কোন সংবিধানে লিখিত বিধি নয় বা পার্লামেণ্টের আইনেও বিবৃত নয়, কিন্তু তবুও ইহা সুনিশ্চিত ভাবে অনুসৃত হয়। এখন প্রশ্ন—আইনের শাসন বলিতে কি বোঝায়? সংক্ষেপে ইহার

অর্থ—ব্যক্তির অধিকার নির্দ্ধারণে কোন ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালখুশী বা এই জাতীয় অন্য কিছুর পরিবর্ত্তে দেশের আইনের চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব। ব্রিটেনে ইহার অভিব্যক্তির তিনটি বিশেষ দিক আছে।

(a) ব্রিটেনে একমাত্র আইনেরই শাসন প্রতিষ্ঠিত, কোন ব্যক্তিবিশেষের এমন কি রাজারও নয় (Rule of law against rule of person)। ব্রিটেনে কোন ব্যক্তিই সাধারণ আদালতে সাধারণ পদ্ধতিতে কোন আইন-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। অর্থাৎ কোন রাজপুরুষের কোন কারণে বিরাগভাজন হইলেই, অথবা কাহারও বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলেই, বা অপরাধ করার সন্দেহবশেই কাহাকেও শাস্তিভোগ করিতে হইবে না। অপরাধ সাধারণ আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইলে তবেই নিরপেক্ষ বিচারকের রায়ে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যায় অর্থাৎ স্বাধীনতা বা সম্পত্তিচ্যুত করা যায়।

(b) আইনের সমক্ষে সাম্যের নীতি (equality before law)—আইনভঙ্গের জন্য ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ, শাসক শাসিত নির্ব্বিশেষে সবারই সমান দায়িত্ব। ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী হইতে রাস্তার ভিক্ষুক পর্যন্ত কেহই আইনের উর্দ্ধে নয়; যে কেহই আইন ভঙ্গ করুক তাহাকে সাধারণ আদালতে একই পদ্ধতিতে বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে। ফ্রান্স এবং অন্য অনেক দেশে সরকারী কর্ম্মচারী সরকারী কাজের গতিকে কোন অপরাধ করিলে তাঁহার বিশেষ আদালতে বিশেষ আইনে (administrative Law) বিচার হয় যাহাতে তাঁহারা সাধারণ আইনের কঠোর ব্যবস্থা হইতে কিছুটা অব্যাহতি পান এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। ব্রিটেনে কিন্তু কেহই কোন কারণে আইনভঙ্গের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা দাবী করিতে পারে না। সকলকেই একই আইনে একই আদালতে ও সাধারণ পদ্ধতিতে বিচারের সম্মুখীন হইতে হয়। তাছাড়া যে কেহ কাহারও দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সাধারণ আদালতে প্রতিবিধানের জন্য বিচারপ্রার্থী হইতে পারে।

উক্ত দুইটি নীতির ফলেই ব্রিটেনে সকল নাগরিকের মৌল অধিকারগুলি সুরক্ষিত হয়। আইন ভঙ্গ না করা পর্য্যন্ত কেহ ব্যক্তি স্বাধীনতা বা বাক্ স্বাধীনতা বা সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইবে না।

(c) আর একটি বিশেষত্ব হইল অন্যদেশে যেমন এইসব অধিকারের

উৎস হইল লিখিত সংবিধান, ব্রিটেনে তাহা নয় ; বরং এইসব অধিকার সংক্রান্ত মামলায় প্রদত্ত আদালতের রায়ের ভিত্তিতেই সংবিধানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। লিখিত সংবিধানে সম্বলিত না থাকিলেও ব্রিটেনে এইসব অধিকার কোনভাবে অন্যদেশের অপেক্ষা কম সুনিশ্চিত নয়। কারণ আইনের শাসন ব্রিটিশ জাতির অস্থিমজ্জায় প্রোথিত।

(7) **ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য** :—এগুলি হইল ইহার এককেন্দ্রিক (unitary) চরিত্র ও সীমিত ক্ষমতা বিভাজন (limited Separation of Powers)। এই দুই ব্যাপারেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইহার বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ব্রিটেনে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। অপর পক্ষে মার্কিন দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ব্রিটেনেও আঞ্চলিক শাসন সংস্থা আছে। কিন্তু ইহাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই, যেমন আছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যগুলির। আঞ্চলিক সংস্থার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ। এই সংস্থাগুলি পার্লামেণ্টেরই সৃষ্টি বলা যায়। পার্লামেণ্ট যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট আইন রদবদল করিয়া ইহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি বা সঙ্কোচ করিতে পারে, এমন কি ইহাদের অস্তিত্বও বিলোপ করিতে পারে। তাহারা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা আছে। কেন্দ্রের ন্যায় তাহাদেরও ক্ষমতার উৎস হইল জাতীয় সংবিধান এবং সংবিধানই উহাদের উভয়েরই স্রষ্টিকর্তা ও উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেয়। কাজেই কেন্দ্র বা রাজ্য কেহ কাহারও অধীন বা মুখাপেক্ষী নয়। এজন্যই যুক্তরাষ্ট্রের একটি লিখিত সংবিধানের বিশেষ প্রয়োজন, অপরপক্ষে ব্রিটেনে তাহার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রায় পূর্ণ প্রয়োগ হইয়াছে, ব্রিটেনে ইহার সীমিত প্রয়োগ দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা লক্, মঁতেস্কো প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের প্রভাবে পড়িয়া সচেতন ভাবেই ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্বের প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং মজার কথা এই যে মঁতেস্কো ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের একজন ভক্ত হইয়াছিলেন এই বিশ্বাসে যে উহাতে এই তত্ত্ব কার্যকরী ছিল, অর্থাৎ সরকারের তিনটি বিভাগ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র এবং তাঁহার মতে ইহাই ব্রিটিশ জাতির ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগের উৎস।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা তাঁহার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের রচিত সংবিধানে তত্ত্বটি প্রয়োগ করেন। কিন্তু মঁতেস্কো যে সময়ের ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন সে সময় কিন্তু সেখানে ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হইয়াছে এবং ক্যাবিনেট প্রথা ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্বকে অস্বীকার করে। যেহেতু ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট শুধু আইনসভার নিকট দায়িত্বশীলই নয়, ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব নির্ভর করে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজনতার উপর এবং প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রীর আইনসভার সদস্য হওয়া আবশ্যিক। মন্ত্রীদের প্রত্যহ আইনসভায় উপস্থিত হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, বিল, বাজেট পাশ করাইতে হয়। সংক্ষেপে সভার নেতৃত্ব করিতে হয়। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা বিভাজনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মঁতেস্কোর ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কিন্তু একটি ব্যাপারে ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে হয়, সেটি হইল বিচার-বিভাগের স্বাতন্ত্র্য। ব্রিটেনে বিচারবিভাগ, আইনবিভাগ বা শাসনবিভাগ কাহারও অধীন নয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন। 1701 সালের নিষ্পত্তি আইন (Act of Settlement) অনুযায়ী বিচারকদের তাঁহাদের কার্য্যকালে বেতন পরিবর্ত্তন করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই এবং যতদিন তাঁহারা কোন অসদাচরণে লিপ্ত না হন ততদিন তাঁহাদের কার্য্যকালের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ বলবৎ থাকে। তাঁহাদের অপসারণ করিতে হইলে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের আবেদনক্রমে রাজার নির্দেশ জারি প্রয়োজন, যেটা খুব সহজসাধ্য নয়। বিচারকদের এই স্বাধীনতা রাষ্ট্রপরিচালনায় লিপ্ত সকলেরই ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিষেধক হিসাবে সকলেই স্বাগত জানায়। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে মাত্র এই বিষয়েই ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রয়োগ দেখা যায়।

Suggested Readings

Walter Bagehot : "The English Constitution" (1888).

A. V. Dicey : "Law of the Constitution," (1962). Chapters—XIV & XV.

Sir Ivor Jennings : "Cabinet Government" (1951), —Chapter I.

Do : "The Law and the Constitution", (1948), Chapters II & III.

A. L. Lowell : The Government of England" (1926), Vol. I. Introductory Note.

H. J. Laski : "Parliamentary Government in England" (1938), chapter I.

F. A. Ogg : "English Government and Politics" (1961), Chapter III.

H. Finer : "Governments of Greater European Powers, (1956), Chapter II.

F.A. Ogg & H. Zink : "Modern Foreign Governments (Revised Edition. 1953), Chapter II.

J. A. R. Marriot : "English Political Institutions (1938), Chapter II.

W. B. Munro & M. Ayearst : "The Governments of Europe", (1954), Chapter II.

J Harvey & L. Bather "The British Constitution", 2nd Edn., (1968), Chapter II.

———

তৃতীয় অধ্যায়

শাসন বিভাগ (১)

(Executive)

রাজা বা রাণী ও রাজতন্ত্র—আনুষ্ঠানিক শাসক (King or Queen and Crown or Monarchy—Formal Executive) :

ইতিপূর্ব্বে আমরা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ধারা ও উহার প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমেই আমরা রাজা ও রাজতন্ত্র লইয়া আলোচনা শুরু করিতেছি, কারণ আমরা দেখিয়াছি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের আদিকাল হইতেই এই প্রতিষ্ঠানটি চলিয়া আসিতেছে এবং ইহাকে শাসনতন্ত্রের মধ্যমণি বলা অত্যুক্তি হইবে না। অবশ্য ইতিহাসের যাত্রাপথে অন্যান্য সব জিনিষের মতই ইহারও যথেষ্ট রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু বাহ্যতঃ সে পরিবর্ত্তন বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না।

'রাজা বা রাণী ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য :

এই অধ্যায়ের শিরোনামায় আমরা দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, রাজা বা রাণী এবং রাজতন্ত্র। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার ব্রিটেনের শাসনবিভাগের শীর্ষে যিনি বিরাজ করেন তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে বসিবার ও রাজমুকুট ধারণের অধিকারী, পুরুষ বা স্ত্রীলোক অর্থাৎ রাজা বা রাণী উভয়ই হইতে পারেন। কিন্তু আমরা এরপর 'রাজা' শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যবহার করিব। 'রাজতন্ত্র' শব্দটি ইংরাজী 'Crown', 'monarchy' বা 'throne' এই শব্দগুলির প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করিব। 'রাজা' ও 'রাজাতন্ত্র' এই দুইটি শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুধাবনযোগ্য। এই পার্থক্য পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তত্ত্বগত ও বাস্তব রূপের মধ্যে পার্থক্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণভাবে 'রাজা' বলিতে একজন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি রাজ্যের শীর্ষে অবস্থিত থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন এবং 'রাজতন্ত্র' বা 'Crown' বলিতে বুঝায় একটি প্রতিষ্ঠান (institution) বা পদ (office) যাহা শাসন-

বিভাগের শীর্ষে বিরাজ করে (chief executivc) এবং যাহাতে ঐ পদের সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার কেন্দ্রীভূত। এমন এক সময় ছিল এবং সেটা খুব বেশী দিন আগে নয় বলা যায়—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধেও—এই দুইটি শব্দের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। রাজার পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ক্ষমতা, অধিকার ও সুযোগ ঐ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিই নিজের ইচ্ছা বা বিচার বিবেচনা অনুসারেই প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু 1688 সালের পর হইতে একথা বলা যায় না। বস্তুতঃ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিবর্ত্তন ক্রমাগত ব্যক্তিগত রাজা হইতে রাজতন্ত্র বা রাজপদ প্রতিষ্ঠানে রাজকীয় যাবৎ ক্ষমতার হস্তান্তর দ্বারা চিহ্নিত। পার্লামেণ্ট ব্যক্তি হিসাবে রাজাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এখনও আইনের উর্দ্ধে সামাজিক মর্য্যাদায়, মহিমায় ও জাঁকজমকে পূর্ব্বের ন্যায়ই অপ্রতিহত। কিন্তু রাজক্ষমতার প্রতীক্ রাজমুকুট (crown) নামে প্রতিষ্ঠানটিকে নানা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও পদ্ধতির দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়াছে। যাহার ফলে ব্যক্তি রাজার প্রত্যেকটি সরকারী কাজই আইন ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে এবং পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসিয়াছে। রাজকীয় ক্ষমতার উপর পার্লামেন্টের এই নিয়ন্ত্রণ আরোপের ইতিহাস দীর্ঘায়ত; রাজা জনের সময় হইতে শুরু হইয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা চলিয়াছে। স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা রাজার অথবা পালামেণ্টের এই প্রশ্নে একটি শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দানা বাঁধিয়া উঠে এবং 1688-89 সালে পার্লামেণ্টের অনুকূলে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যায়। সেজন্য বলা হয় 1688 সালের মহান্ বিপ্লব শুধু এক রাজার স্থলে আর এক রাজার অভিষেকই নয়, ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য হইল রাজকীয় ক্ষমতার ব্যক্তি রাজার হস্ত হইতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর। এই প্রতিষ্ঠানটিকে শাসনবিভাগের প্রধান (chief executive) বা জাতীয় ইচ্ছা বা জাতির প্রতীক্ও বলা যাইতে পারে। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি পার্লামেণ্ট ও পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার অভিভাবকত্বের আওতায় স্থাপিত হইয়াছে। Crown বা রাজতন্ত্রের ক্ষমতা-সমূহ কিভাবে, কখন প্রয়োগ হইবে তাহা ইহারাই সিদ্ধান্ত করিবে, যদিও নির্দ্দেশনামা জারি হইবে রাজার নামে বা রাজার স্বাক্ষরে। ব্যক্তি হিসাবে রাজা ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই যে সূক্ষ্ম প্রভেদ এটা বিদেশী পর্যবেক্ষকদের এমন কি ইংরাজদেরও দৃষ্টি এড়াইয়া যায় এবং প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতাগুলি রাজারই ক্ষমতা বলিয়া মনে করা হয়। ইহার কারণ দেশের

আইনে এই প্রভেদের কোন স্বীকৃতি নাই। কিন্তু এই প্রভেদটি অনুধাবন করিলে রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে স্বাভাবিক বিভ্রান্তির কারণ দূর হইবে।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে পাঠ্যপুস্তক পড়িলে রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি বিরাট তালিকা পাওয়া যাইবে। রাজা যাবতীয় সরকারী সামরিক ও বেসামরিক কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন, বরখাস্তও করিতে পারেন। তিনি স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেন, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। আবার সন্ধিও করিতে পারেন। রাষ্ট্রদূত প্রেরণ ও অন্যদেশের রাষ্ট্রদত গ্রহণ করিতে পারেন, পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। পার্লামেণ্টে গৃহীত বিলে সম্মতি দিয়া আইন করিতে পারেন, অপরাধীদের দণ্ডমকুব করিতে পারেন, যে কোন লোককে সম্মানসূচক খেতাব দিতে পারেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সবই সত্য কথা। কিন্তু আবার এটাও সমানই সত্য যে রাজা নিজের ইচ্ছামত এগুলির কিছুই করিতে পারেন না, তাঁহাকে সরকারী কাজে সব সময় প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে চলিতে হয়। ওয়ালটার ব্যাজহট (Walter Bagehot) 1872 সালে প্রকাশিত "ইংলিশ কনষ্টিটিউসন" নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে তদানীন্তন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ উক্তি করিয়াছিলেন—"পার্লামেণ্টের পরামর্শ না লইয়াই রাণী ব্রিটিশ সেনা-বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, নৌবহর বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন। যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন, যে কোন ব্রিটিশ ভূখণ্ড দান করিতে পারেন। প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজাকে পিয়ার (Peer) বানাইতে পারেন, সরকারী কর্ম্মচারীদের বরখাস্ত করিতে পারেন, রাজ্যের সব কয়েদীর দণ্ড মকুব করিতে পারেন, ইত্যাদি।" কোন সভাসদ্ এই উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বলিয়াছিলেন, "কি দুষ্টু লোকটা, যে এই রকম গল্প প্রচার করিতেছে। নিশ্চয় আমার প্রজারা তাহার কথা বিশ্বাস করে না।" এই ঘটনার দশ বৎসর পরে মহারাণীর প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনও তাঁহার বিশাল ক্ষমতা-বলীর অনুরূপ একটি তালিকা বর্ণনা করেন। কিন্তু ইহাদের দুইজনের উক্তি শুধু তখনকার দিনেই নয় এখনও আইনগতভাবে সত্য। কিন্তু তাঁহারা যদি নিছক আইনের দৃষ্টিতে না দেখিয়া বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা হইলে বলিতেন এই কাজগুলি রাজা নিজে করিতে পারেন না; পারেন 'রাজতন্ত্র' নামে প্রতিষ্ঠান বা রাজপদ এবং এই নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠানটি চালিত হয় পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে।

এই প্রতিষ্ঠানটি (Crown) কি, এই প্রশ্নের এক কথায় জবাব দেওয়া সহজ নয়। একটু ঘুরাইয়া জবাব দেওয়া যায় ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া। বহু পূর্ব্বে এংলো-স্যাক্সন আমলে রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন এবং একজন রাজার মৃত্যুর পর অন্য রাজা নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাজপদ শূন্য থাকিত, কিন্তু নর্ম্যান আমলে বিশেষ করিয়া রাজা জনের পর হইতে রাজপদ বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ণ হইতে লাগিল। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বা পরপর নিকট আত্মীয় রাজার উত্তরাধিকারী হইবেন এই প্রথা চালু হইল। ইহারই ফলশ্রুতি হিসাবে রাজার পদ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল যাহার অস্তিত্বে আর কোন ছেদ পড়ার সম্ভাবনা রহিল না। যে মুহূর্ত্তে রাজার মৃত্যু হয় সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবেন এবং ঐ পদের সব দায়দায়িত্ব তাঁহাতেই বর্ত্তায়। পদ এবং পদাধিকারীর মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইল। পদ একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, একটা প্রতিষ্ঠান যাহার কোন ছেদ নাই, যাহাতে পদের আনুষঙ্গিক সব ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত। পদাধিকারী একজন জীবন্ত মানুষ কিন্তু নশ্বর, যিনি সাময়িকভাবে পদের দায়িত্ব পালন করেন, আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আইনগতভাবে। সেই সময় হইতেই রাজা একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। কালক্রমে ব্যক্তি রাজার সমস্ত ক্ষমতা আইনগত ভাবে না হইলেও বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত হইল এবং এই প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকত্ব বর্ত্তাইল পার্লামেণ্টে ও পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থিত মন্ত্রিসভায়। মন্ত্রিসভাই রাজার নামে এবং রাজার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন এবং যেহেতু পার্লামেণ্ট এবং পরোক্ষভাবে মন্ত্রিসভা জনগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত এবং জনমত মুখাপেক্ষী ব্রিটেনে রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিকতায় সিঞ্চিত হইয়াছে। অবাধ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। রাজা, মন্ত্রীগণ ও পার্লামেণ্ট এই ত্রয়ীর সূক্ষ্ম সমন্বয়ে যে শক্তিটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই রাজপদ বা রাজতন্ত্র (Crown) বলা হইয়া থাকে এবং ইহাই ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ইমারতের কেন্দ্রবিন্দু (Keystone)।

রাজা ও রাজপদ বা রাজতন্ত্র এই দুইটি শব্দের ভাবগত প্রভেদ ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক সাহিত্যে প্রচলিত কয়েকটি সূত্রে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি হইল,—'King never dies', বা 'the king is dead : long live the king"—অর্থাৎ 'রাজা কখনও মরে না', বা 'রাজা মরিয়াছেন : রাজা দীর্ঘজীবী হউন।" ইহার অর্থ হইল ব্যক্তি

রাজা মরণশীল হইলেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মত্যু নাই বা ছেদ নাই, 'রাজা' শব্দটি একবার ব্যক্তি রাজা অর্থে আবার প্রতিষ্ঠান অর্থেও ব্যবহৃত হইতেছে। একজন রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজ-পদের সব ক্ষমতা, সুযোগ ও দায়দায়িত্বের অধিকারী হন। রাজপদ বা সিংহাসন কখনও শূন্য হয় না। উহার কর্ম্মতৎপরতা নিরবচ্ছিন্ন। অভিষেক শুধু একটা আনুষ্ঠানিক উৎসব যাহা রাজদায়িত্ব গ্রহণের জাঁকজমকপূর্ণ, বর্ণাঢ্য স্বীকৃতিমাত্র, আইনের দিক হইতে ইহার বিশেষ মূল্য নাই।

আর অকটি সূত্র হইল,—"the king reigns, but does not govern", অর্থাৎ "রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না।" এই সূত্রে রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যপারে রাজার ভূমিকার তত্ত্বগত ও বাস্তব দিকের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হইয়াছে। আইনগত দিক হইতে রাজাই শাসনবিভাগের শার্ষস্থানীয় এবং রাজপদের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু বাস্তবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ও নামে মাত্র রাজকার্য্য পরিচালনা করেন, মন্ত্রিসভার ইচ্ছানুযায়ী ও তাঁহাদের পরামর্শ-ক্রমে এবং পরোক্ষভাবে জাতির ইচ্ছানুসারে।

আর একটি সূত্র হইল—"the king can do no wrong"—"রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না।" আপাতঃদৃষ্টিতে উক্তিটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর। কেননা কোন মানুষই ন্যায় অন্যায়ের উর্দ্ধে নয় এবং রাজা যখন মানুষ তিনিও তাঁহার কার্য্যের নৈতিক দায়িত্ব এড়াইতে পা[illegible]ট
কিন্তু উক্তিটি মুখ্যতঃ রাজার সরকারী কার্য্যসংক্রান্ত (Pu[illegible] গ্রহণ
রাজ্যের প্রথাগত আইন (Common Law) অনুসা[illegible] পরাজিত
কার্য্যের জন্য তাঁহাকে আদালতে বিচার করা যায় না [illegible]মেণ্ট ভাঙ্গিয়া
রাজকীয় ক্ষমতাবলেই বিচার করে। উক্তিটির বি[illegible]নে প্রধান বিচার্য
কোন সরকারী কাজ সম্বন্ধে রাজার কো[illegible]ত মন্ত্রিসভা বা পার্লামেণ্ট
কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীই দায়ী থা[illegible]র্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে
দলিল বা নির্দেশনামায় রাজার স্বাক্ষ[illegible] ফলে শাসক দলেরই বিপুল
প্রতিস্বাক্ষর আবশ্যিক। কিন্তু ইহা হই[illegible]রাজাকে পদত্যাগ করিতে
আবির্ভাব হইয়াছে যে কোন সরকারী[illegible]রে বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং
মন্ত্রীর পরামর্শ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন [illegible]বেন না। রাজার বিলে
ব্রিটেনে আইনের অনুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত[illegible] বর্ণাঢ্য ব্যাপারে পর্যবসিত
অজুহাতে কোন বেআইনী কার্য্যের
তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলিতে সম্[illegible]ভাবেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।
অধীনে মন্ত্রিত্ব করিতে রাজী হইবেন [illegible], স্থগিত করেন। ভাঙ্গিয়া

এই প্রতিষ্ঠানটি (Crown) কি, এই প্রশ্নের এক কথায় জবাব দেওয়া সহজ নয়। একটু ঘুরাইয়া জবাব দেওয়া যায় ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া। বহু পূর্ব্বে এংলো-স্যাক্সন আমলে রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন এবং একজন রাজার মৃত্যুর পর অন্য রাজা নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাজপদ শূন্য থাকিত, কিন্তু নর্ম্যান আমলে বিশেষ করিয়া রাজা জনের পর হইতে রাজপদ বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ণ হইতে লাগিল। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বা পরপর নিকট আত্মীয় রাজার উত্তরাধিকারী হইবেন এই প্রথা চালু হইল। ইহারই ফলশ্রুতি হিসাবে রাজার পদ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল যাহার অস্তিত্বে আর কোন ছেদ পড়ার সম্ভাবনা রহিল না। যে মুহূর্ত্তে রাজার মৃত্যু হয় সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবেন এবং ঐ পদের সব দায়দায়িত্ব তাঁহাতেই বর্ত্তায়। পদ এবং পদাধিকারীর মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইল। পদ একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, একটা প্রতিষ্ঠান যাহার কোন ছেদ নাই, যাহাতে পদের আনুষঙ্গিক সব ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত। পদাধিকারী একজন জীবন্ত মানুষ কিন্তু নশ্বর, যিনি সাময়িকভাবে পদের দায়িত্ব পালন করেন, আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আইনগতভাবে। সেই সময় হইতেই রাজা একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। কালক্রমে ব্যক্তি রাজার সমস্ত ক্ষমতা আইনগত ভাবে না হইলেও বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত হইল এবং এই প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকত্ব বর্ত্তাইল পার্লামেণ্টে ও পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থিত মন্ত্রিসভায়। মন্ত্রিসভাই রাজার নামে এবং রাজার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন এবং যেহেতু পার্লামেণ্ট এবং পরোক্ষভাবে মন্ত্রিসভা জনগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত এবং জনমত মুখাপেক্ষী ব্রিটেনে রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিকতায় সিঞ্চিত হইয়াছে। অবাধ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। রাজা, মন্ত্রীগণ ও পার্লামেণ্ট এই ত্রয়ীর সূক্ষ্ম সমন্বয়ে যে শক্তিটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই রাজপদ বা রাজতন্ত্র (Crown) বলা হইয়া থাকে এবং ইহাই ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ইমারতের কেন্দ্রবিন্দু (Keystone)।

রাজা ও রাজপদ বা রাজতন্ত্র এই দুইটি শব্দের ভাবগত প্রভেদ ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক সাহিত্যে প্রচলিত কয়েকটি সূত্রে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি হইল,—'King never dies', বা 'the king is dead : long live the king"—অর্থাৎ 'রাজা কখনও মরে না', বা 'রাজা মরিয়াছেন : রাজা দীর্ঘজীবী হউন।" ইহার অর্থ হইল ব্যক্তি-

রাজা মরণশীল হইলেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু নাই বা ছেদ নাই, 'রাজা' শব্দটি একবার ব্যক্তি রাজা অর্থে আবার প্রতিষ্ঠান অর্থেও ব্যবহৃত হইতেছে। একজন রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজপদের সব ক্ষমতা, সুযোগ ও দায়দায়িত্বের অধিকারী হন। রাজপদ বা সিংহাসন কখনও শূন্য হয় না। উহার কর্ম্মতৎপরতা নিরবচ্ছিন্ন। অভিষেক শুধু একটা আনুষ্ঠানিক উৎসব যাহা রাজদায়িত্ব গ্রহণের জাঁকজমকপূর্ণ, বর্ণাঢ্য স্বীকৃতিমাত্র, আইনের দিক হইতে ইহার বিশেষ মূল্য নাই।

আর অকটি সূত্র হইল,—"the king reigns, but does not govern", অর্থাৎ "রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না।" এই সূত্রে রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যপারে রাজার ভূমিকার তত্ত্বগত ও বাস্তব দিকের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হইয়াছে। আইনগত দিক হইতে রাজাই শাসনবিভাগের শীর্ষস্থানীয় এবং রাজপদের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু বাস্তবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ও নামে মাত্র রাজকার্য্য পরিচালনা করেন, মন্ত্রিসভার ইচ্ছানুযায়ী ও তাঁহাদের পরামর্শক্রমে এবং পরোক্ষভাবে জাতির ইচ্ছানুসারে।

আর একটি সূত্র হইল—"the king can do no wrong"—"রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না।" আপাতঃদৃষ্টিতে উক্তিটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর। কেননা কোন মানুষই ন্যায় অন্যায়ের উর্দ্ধে নয় এবং রাজাও যখন মানুষ তিনিও তাঁহার কার্য্যের নৈতিক দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। কিন্তু উক্তিটি মুখ্যতঃ রাজার সরকারী কার্য্যসংক্রান্ত (Public Act)। রাজ্যের প্রথাগত আইন (Common Law) অনুসারে রাজার কোন কার্য্যের জন্য তাঁহাকে আদালতে বিচার করা যায় না। কারণ আদালত রাজকীয় ক্ষমতাবলেই বিচার করে। উক্তিটির বিশেষ তাৎপর্য রাজনৈতিক। কোন সরকারী কাজ সম্বন্ধে রাজার কোন দায়িত্ব নাই, তাঁহার প্রত্যেকটি কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীই দায়ী থাকেন। সেজন্য প্রতিটি রাজকীয় দলিল বা নির্দেশনামায় রাজার স্বাক্ষরের সঙ্গে কোন না কোন মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর আবশ্যিক। কিন্তু ইহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়মের আবির্ভাব হইয়াছে যে কোন সরকারী ব্যাপারে রাজা কোন না কোন মন্ত্রীর পরামর্শ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মা। যেহেতু ব্রিটেনে আইনের অনুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কেহই রাজার আজ্ঞাপালনের অজুহাতে কোন বেআইনী কার্য্যের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না, রাজা তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলিতে সম্মত না হইলে কোন মন্ত্রী তাঁহার অধীনে মন্ত্রিত্ব করিতে রাজী হইবেন না। ইহা গেল আইনগত দায়িত্বের

দিক। রাজনৈতিক দিক হইতেও যেহেতু রাজা পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল নন, এমন কি পার্লামেন্টে বিতর্কের মধ্যে রাজার সমালোচনা করা বা তাঁহার নাম নেওয়াও রীতি বিরুদ্ধ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই রাজার সমস্ত সরকারী কাজের দায়িত্ব লইতে হয়। এই অবস্থায় রাজা যদি নিজের খেয়ালখুশীমত কাজ করেন কোন মন্ত্রীই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন না। কাজেই রাজার রাজনৈতিক দায়িত্বহীনতা ও মন্ত্রীর পূর্ণ দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রাজকীয় ক্ষমতার বাস্তব পরিচালনা মন্ত্রীদের হাতেই চলিয়া গিয়াছে' যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজার নামে সব কিছু চলে। বাস্তবে রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে রাজা একটি মহামহিম শূন্যে (magnificent cipher) পরিণত হইয়াছেন। একসময় ছিল যখন রাজকীয় সমস্ত ক্ষমতাই ব্যক্তি রাজা নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী প্রয়োগ করিতেন। মন্ত্রীরা তাহাকে পরামর্শ দিতেন বটে কিন্তু তাহা গ্রহণ করা বা না করা তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। তখন রাজা ও রাজতন্ত্র বা রাজপদের মধ্যে কার্য্যতঃ কোন প্রভেদ ছিল না।

রাজার ক্ষমতাবলী ঃ

এই প্রভেদটি স্মরণ রাখিয়া আমরা এখন রাজার বহুমুখী ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমেই রাজকীয় ক্ষমতার দ্বিবিধ উৎসের কথা বলা দরকার —(a) রাজার নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতা (prerogative) এবং (b) পার্লা-মেণ্টের আইনপ্রদত্ত (statutory) ক্ষমতা। প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা রাজার নিজস্ব, যাহা রাজ্যের চিরাচরিত প্রথা (common law) হইতে উদ্ভূত এবং যাহা পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে নাই। ডাইসি এইভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"রাজার নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতা (prerogative) হইল সেই সব অবাধ ও স্বেচ্ছায় প্রযোজ্য ক্ষমতা যাহা পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণের পর উদ্বৃত্ত আছে।" তবে এগুলি যে পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে তা বলা যায় না। যে কোন সময় পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা এগুলিকেও খর্ব্ব করিতে বা সংশোধন করিতে পারে। রাজার বহু প্রেরগেটিভ ক্ষমতাই পার্লামেণ্ট হরণ করিয়াছে, আবার কিছু কিছু বহুদিনের অব্যবহারের ফলে লোপ পাইয়াছে, যেমন পার্লামেণ্টে পাশ করা কোন বিলে সম্মতি না দেওয়ার ক্ষমতা। এইভাবে লোপ বা খর্ব্ব হইবার পরও কতকগুলি প্রেরগেটিভ এখনও রাজার রহিয়া গিয়াছে। যেমন, পার্লামেণ্টের অধি-বেশন আহ্বান করার বা ভাঙিয়া দিবার, যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন করিবার, বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করিবার, রাজভৃত্যদের নিয়োগ বা

বরখাস্ত করিবার, দণ্ড মকুব করিবার বা কাহাকেও লর্ড বানাইবার অধিকার-সমূহ। এই ক্ষমতাগুলি রাজা পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়াই প্রয়োগ করিতে পারেন এবং তাহা আদালতও মানিয়া লয়। কিন্তু বর্ত্তমানে রাজার অধিকাংশ ক্ষমতাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পার্লামেণ্টের আইনে প্রদত্ত রাজার ক্ষমতাবলেই প্রধানতঃ বিভিন্ন সরকারী দপ্তর কাজ করে। তাছাড়া পার্লামেণ্টের আইনে অর্পিত ক্ষমতাবলেও মন্ত্রীরা অনেক নিয়মকানুন রচনা করিয়া প্রশাসন চালান। এগুলি orders-in-Council অর্থাৎ প্রিভি কাউন্সিল সমেত রাজার নির্দেশ বলিয়া খ্যাত এবং পার্লামেণ্টের মূল আইনের বিরোধী না হইলে আইনের মতই কার্য্যকরী হয়। আধুনিক যুগে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র পত্তনের আদর্শ যতই জনপ্রিয় হইতেছে জন-সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য রাষ্ট্রের কর্ম্মতৎপরতা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইসব কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রশাসনের এই রকমের নিয়মকানুনের প্রয়োজন হয়। পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা এই ধরণের নিয়মকানুন রচনা করিবার জন্য রাজাকে প্রচুর অর্পিত ক্ষমতা দিয়াছে। এজন্যই বলা হইয়াছে,—"গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজার ক্ষমতা আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে।" উক্তিটি আপাতঃবিরোধী হইলেও খুবই সত্য।

শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (Executive Powers) :

রাজার ক্ষমতা বিভিন্ন দিকে বিস্তীর্ণ। প্রথমে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সরকারের কর্ম্মতৎপরতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজার ক্ষমতাও বৃদ্ধির দিকে। শাসন-বিভাগের প্রধান হিসাবে রাজার বহু কিছু করণীয় এবং তাহার জন্য সকল ক্ষমতাই তাঁহাতে ন্যস্ত। যেমন, রাজ্যের আইনসমূহ পালিত হয় এবং বলবৎ করা হয় এটা দেখা তাঁহার কর্ত্তব্য। সকল প্রশাসন বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার উপর। এজন্য বিভিন্ন বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারীর ও সেনাবাহিনীর কর্ম্মীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার এবং তাহাদের চাকুরির শর্ত্তাদি নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা তাঁহার আছে। বিচারকদের নিয়োগও তিনিই করেন, কিন্তু বরখাস্ত করিতে পারেন না বিশেষ পদ্ধতিতে ছাড়া। আইন অনুযায়ী কর আদায় ও সরকারী কাজে ব্যয় করিবার ক্ষমতাও রাজারই। স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে তাহাদের উপর সকল কর্তৃত্ব তাঁহারই। বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক শাসন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাঁহারই। সনদ দ্বারা

কর্পোরেশন স্থাপন করিবার ক্ষমতা তাঁহার। কয়েদীদের দণ্ড হ্রাস বা মকুব করিবার ক্ষমতা তাঁহার, খেতাব বা অন্যান্য সম্মান বিতরণ ক্ষমতাও তাঁহার আছে। এছাড়া স্থানীয় শাসন, গৃহনির্ম্মাণ, ত্রাণকার্য, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যাপারে পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা প্রভূত ক্ষমতা তাঁহার উপর অর্পিত হইয়া থাকে।

পররাষ্ট্র সম্পর্ক ব্যাপারে রাজার ব্যাপক ক্ষমতা। বিদেশে যাবতীয় রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসেও কর্ম্মচারীবৃন্দ রাজার নামেই নিযুক্ত হয়, আবার বিদেশের রাষ্ট্রদূতগণ তাঁহার নিকট পরিচয়পত্র পেশ করেন ও স্বীকৃতি পান। কূটনৈতিক ব্যাপারে যাবতীয় নির্দ্দেশ তাঁহারই নামে প্রেরিত হয়। জাতিসংঘে বা অন্য সব আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সম্মেলনে প্রতিনিধিরা তাঁহার দ্বারাই মনোনীত ও তাঁহার নামেই নির্দ্দেশ গ্রহণ করেন। রাজার নামেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, আবার রাজার নামেই শান্তি স্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন ব্যাপারেও রাজার প্রভূত ক্ষমতা। রাজার নামেই চুক্তি শর্ত্ত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলে এবং রাজাই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়া তাহা চূড়ান্ত করেন। অবশ্য অনেক সময়েই চুক্তিগুলি অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই, অবশ্য যেহেতু চুক্তিগুলি আসলে ক্যাবিনেটই সম্পাদন করে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন ধরিয়া লওয়া যায়। পূর্ব্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশগুলির ও রাজাই রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন এবং এখনও অবশিষ্ট ক্রাউন কলোনিগুলির প্রধান তিনি। কমনওয়েল্‌থভুক্ত স্বশাসিত ডোমিনিয়ন-গুলির গভর্ণর—জেনারেলরা এখনও রাজার দ্বারাই নিযুক্ত হন, অবশ্য ডোমিনিয়ন ক্যাবিনেটের পরামর্শে। বর্ত্তমানে রাজাই ব্রিটেনের সঙ্গে কমনওয়েল্‌থভুক্ত দেশগুলির একমাত্র যোগসূত্র।

আইনবিভাগীয় ক্ষমতা (Legislative Powers) :

এখন আইন প্রণয়ন ও পার্লামেণ্টের ক্ষেত্রে রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। যদিও শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবেই রাজার মুখ্য ভূমিকা, আইনপ্রণয়ন ব্যাপারেও রাজার ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য নয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে আইনপ্রণেতা শুধু পার্লামেণ্ট নয়, রাজা সমেত পার্লামেণ্ট। প্রত্যেক আইনের প্রস্তাবনার (Preamble) সূত্রেই এ বিষয়ে রাজার অংশ পরিষ্কারভাবে প্রকট হয়—"Be it enacted by His Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords

Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same" অবশ্য যেমন অন্যান্য ব্যাপারে এখানেও রাজার নিজস্ব কর্ত্তৃত্ব সামান্যই, মন্ত্রিসভাই আসলে সক্রিয় তাঁহার নামে, ক্ষমতা ব্যক্তি রাজার পরিবর্ত্তে রাজপদে (crown) ন্যস্ত। পার্লামেণ্টে কোন বিল গৃহীত হইবার পর উহা রাজার কাছে উপস্থাপিত হয় তাঁহার সম্মতির জন্য, কেন না কোন বিলই তাঁহার সম্মতি ছাড়া আইনে পরিণত হইতে পারে না। কিন্তু আইনের দিক হইতে না হইলেও বাস্তবে সম্মতিদানের ব্যাপারে তিনি এখন স্বাধীন নন। 1707 সালের পর এ পর্য্যন্ত কোন রাজা বা রাণী পার্লামেণ্টে পাশ করা বিলে অসম্মতি জানান নি এবং নির্ব্বিচারে সম্মতি দেওয়াই দৃঢ়মূল রীতিতে পরিণত হইয়াছে যাহা উপেক্ষা করা এখন তাঁহার পক্ষে বিপজ্জনক।

যে বিল পার্লামেণ্টে পাশ হয় তাহা নিঃসন্দেহে ক্যাবিনেটের সমর্থিত, যেহেতু ক্যাবিনেটই পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু সর্ব্বেসর্ব্বা। বিল পাশ হইলে ক্যাবিনেট রাজাকে সম্মতি দিতেই পরামর্শ দিবে। এই পরামর্শ উপেক্ষা করিলে ক্যাবিনেটের সহিত এবং পার্লামেণ্টের সহিত রাজার সংঘর্ষ অনিবার্য। এক্ষেত্রে রাজার দুইটিমাত্র পথ খোলা। প্রথম, ক্যাবিনেটকে বরখাস্ত করিয়া বা ক্যাবিনেট পদত্যাগ করায় বিরোধীদলের নেতাকে সরকার গঠন করিতে আহ্বান করা. কিন্তু যেহেতু পার্লামেণ্টে শাসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বর্ত্তমান, বিরোধী নেতা এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না, বা করিলেও পার্লামেণ্টে ভোটে অনিবার্যভাবে পরাজিত হইবেন এবং পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। দ্বিতীয়, পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করা। এরূপ নির্ব্বাচনে প্রধান বিচার্য বিষয় (issue) হইবে রাজা বনাম নির্ব্বাচিত মন্ত্রিসভা বা পার্লামেণ্ট এবং রাজার কার্য্য জনগণের মধ্যে একটি বিতর্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে এবং সম্ভবতঃ তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিবে যার ফলে শাসক দলেরই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইবার সম্ভাবনা। তখন রাজাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে এবং হয়ত রাজতন্ত্রই চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং কোম রাজাই এত বড় ঝুঁকি নিতে সাহসী হইবেন না। রাজার বিলে সম্মতি দান ব্যাপারটা একটা আনুষ্ঠানিক বর্ণাঢ্য ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে।

এছাড়া পার্লামেণ্টের সহিত রাজার অন্যভাবেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। রাজাই পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত করেন। ভাঙ্গিয়া

দিতে পারেন এবং নূতন কমন্সসভা নির্ব্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়া তাঁহার নামেই অনুষ্ঠিত হয়। পার্লামেণ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে রাজার সদিচ্ছাক্রমেই সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে। অবশ্য আসলে ক্যাবিনেটই পার্লামেণ্টকে চালিত করে রাজার নামে। পার্লামেণ্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে রাজা উদ্বোধনী ভাষণ দেন যাহাতে বর্ত্তমান অধিবেশনের যাবৎ কর্ম্মসূচী ঘোষিত হয়, কি কি বিষয়ে বিল উপস্থাপিত হইবে, ইত্যাদি। এই ভাষণ কিন্তু মন্ত্রিসভাই রচনা করে নিজেদের কর্ম্মসূচী সম্বলিত করিয়া। প্রস্তাবিত বিলগুলি মন্ত্রীরাই পার্লামেণ্টে পেশ করেন এবং পরিচালনা করেন। পার্লামেণ্টের সমস্ত কর্ম্মতৎপরতাই মন্ত্রীদের অনুপ্রেরণায় এবং দায়িত্বও মন্ত্রীদের। মন্ত্রীরা অবশ্য পার্লামেণ্টের সদস্য, কিন্তু রাজার আস্থাভাজন মন্ত্রী হিসাবেই তাঁহারা এই সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করেন।

আর একদিক দিয়াও রাজা আইন প্রণয়নে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাহা হইল পূর্ব্বোক্ত Orders-in-Council বা রাজা সমেত প্রিভি কাউন্সিলের নির্দ্দেশের মাধ্যমে। এগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রশাসনিক নিয়মকানুন যাহার বলে বিভিন্ন বিভাগের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনা করা হয়, আবার কতকগুলি পার্লামেণ্টের আইনের আওতায় অর্পিত ক্ষমতাবলে জারি হয়; ইহাদের "ষ্ট্যাটিউটরি অর্ডার" বলা হয়; মূল আইনের সঙ্গে সঙ্গতি থাকিলে ইহারা আইনেরই সমমর্যাদা পায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগে সরকারের ক্রমবর্দ্ধমান কর্মতৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers):

বিচারবিভাগের ক্ষেত্রেও রাজার এখনও কিছু কিছু কর্ত্তব্য আছে। বলা হয় "রাজা সকল ন্যায় বিচারের উৎস" (The King is the fountain of all justice)। এক সময় ছিল যখন বিচারের ক্ষেত্রে রাজার বিবেকই শেষ কথা ছিল। এখন কিন্তু সেদিন নাই। কিন্তু এখনও শাসনতান্ত্রিক ভাষায় রাজার আদালতে রাজার আইন অনুযায়ী বিচার হয়। সকল ফৌজদারী মামলার ফরিয়াদী পক্ষ রাজা। রাজার নামেই আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। রাজার বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা রুজু করা যায় না, কারণ প্রথমতঃ আদালত রাজারই আদালত, দ্বিতীয়তঃ 'কমন ল' অনুযায়ী রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না। রাজাই সকল স্তরের বিচারকদের নিয়োগ করিয়া থাকেন,

যদিও পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের সম্মিলিত আবেদন ব্যতীত তাঁহাদের বরখাস্ত করিতে পারেন না। প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটি যেসব মামলা বিচার করে সেগুলির রায় রাজার নামেই দেওয়া হয়। অর্থাৎ কমিটি রাজার ক্ষমতা বলেই বিচার করে। বর্ত্তমানে বিচার বিভাগের সাধারণ তত্ত্বাবধান করেন লর্ড চ্যান্সেলর যিনি রাজারই একজন মন্ত্রী, তিনি আবার রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ আদালত লর্ড সভারও অধ্যক্ষ। রাজা যে কোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস বা মকুব করিতেও পারেন। অন্য বিভাগের মত রাজার বিচার বিভাগের ক্ষমতাসমূহ আনুষ্ঠানিক মাত্র, আসলে এসব ব্যাপারেও তাঁহাকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে হয় এবং বিচারব্যবস্থা মূলতঃ পার্লামেণ্টের আইন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। 1701 সালের নিষ্পত্তি আইনে বিচারকদের স্বাধীনতার নীতি স্বীকৃত হইবার পর বিচারকদের কার্য্যে মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপের সুযোগ খুবই সঙ্কুচিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতাও।

উপরে শাসনব্যবস্থার প্রধান তিন বিভাগে রাজার ক্ষমতা, অধিকার ও কর্ত্তব্যসমূহ বর্ণিত হইল। এছাড়াও বিবিধ প্রকারের কয়েকটি ক্ষমতা সম্বন্ধে উল্লেখ প্রয়োজন।

ধর্ম্মীয় ক্ষমতা :

ধর্ম্মের ব্যাপারেও রাজার কিছু ক্ষমতা আছে। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠিত চার্চ্চের (established churches) রাজাই শীর্ষস্থানে বিরাজ করেন। ইংল্যাণ্ডের এ্যাংলিক্যান ও স্কটল্যাণ্ডের প্রেস্‌বিট্যারিয়ান চার্চ্চ যাহাদের প্রতিষ্ঠিত বলা হয় এরা ছাড়া অন্যান্য চার্চ্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি তাহারা স্বাধীনভাবেই নির্দ্ধারণ করে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠিত চার্চ্চ কিন্তু অনেক বিষয়ে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত এবং রাজা ও পার্লামেণ্টের, ইহাদের উপর বেশ কিছু কর্ত্তৃত্ব আছে। এ্যাংলিক্যান চার্চ্চের প্রধান হিসাবে রাজাই বিশপ ও আর্চ্চবিশপদের নিয়োগ করেন, এমন কি ডীনদের ও (Dean) কখন কখন ক্যাননদেরও (Canon) তিনি নিয়োগ করেন। এই চার্চ্চের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ক্যাণ্টারবেরি ও ইয়র্কের ধর্ম্মসমাবেশ (convocation) রাজাজ্ঞাতেই আহুত হয় এবং পার্লামেণ্টের আইনের মতই ইহাদের আইনগুলিও রাজার সম্মতিসাপেক্ষ। স্কট্‌ল্যাণ্ডের প্রেস্‌বিট্যারিয়ান চার্চ্চের ক্ষেত্রেও রাজার কর্ত্তব্য অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও নিতান্ত নগণ্য নয়।

সম্মান বিতরণ ক্ষমতা :

বলা হইয়া থাকে,—"রাজাই সম্মানের উৎস", অর্থাৎ রাজা যাহাকে ইচ্ছা সম্মানসূচক খেতাবাদি অর্পণ করিতে পারেন। কয়েকটি বিশেষ উপলক্ষে, যেমন রাজা বা রাণীর জন্মদিন, নববর্ষের প্রথম দিন বা রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি উপলক্ষে রাজা নানা উপাধি ও খেতার বিতরণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে প্রধানমন্ত্রীই সম্মান বিতরণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাজার কাছে পেশ করেন, রাজা উহা অনুমোদন করিলে তাঁহার নামেই তালিকা প্রকাশিত হয়। রাজা সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রীর তালিকাই গ্রহণ করেন। তবে অনেক সময় নিজের প্রস্তাবও রাখেন এবং প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আপত্তি না থাকিলে তাহা গৃহীত হয়।

এপর্যন্ত রাজার ক্ষমতার যে দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইল তাহা বিগত শতকের শেষ পাদে ব্যাজহটের লেখা বা গ্লাডষ্টোনের বর্ণনার মতই বিরাট। কিন্তু পূর্ব্বেও যাহা বলা হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা প্রয়োজন যে এই ক্ষমতাগুলি রাজার শুধু নামে মাত্র। রাজা নিজের ইচ্ছায় কোনটিই প্রয়োগ করেন না। আসলে মন্ত্রীরাই সব কিছু করেন রাজার নামে। সরকারী কাগজপত্রে বা দলিলে ও নির্দ্দেশনামায় রাজার স্বাক্ষরের পাশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর দেওয়া হয় এবং তিনিই উহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, রাজা নয়। কেননা শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে রাজা ন্যায় অন্যায়ের উর্দ্ধে। তাঁহার রাজকীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়ী থাকেন কোন না কোন মন্ত্রী বা যৌথভাবে মন্ত্রিসভা। এই পরিপ্রেক্ষিতে শাসনব্যবস্থায় রাজার শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে যথার্থ ভূমিকা মূল্যায়নের পূর্ব্বে আমরা আর দুই একটি বিষয় আলোচনা করিব। এগুলি হইল সিংহাসনের উত্তরাধিকার ও রাজার উপাধি এবং রাজার ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা, সম্পত্তি, বৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে।

সিংহাসনের উত্তরাধিকার ও রাজার উপাধি :

1688-89 সালের রক্তপাতহীন বিপ্লবে চূড়ান্ত ভাবে রাজতন্ত্রের উপর পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল এবং যেসব শর্ত্তে রাজা রাজত্ব করিবেন ও সিংহাসনের উত্তরাধিকার স্থির হইবে সেগুলি পার্লামেণ্টের আইনেই নির্দ্ধারিত হইবে ইহাও স্বীকৃত হইয়াছিল। 1701 সাল হইতে ঐ বছরের নিস্পত্তি আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্ণয় হইয়া আসিতেছে। এই আইনে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে তদানীন্তন

রাজা উইলিয়াম ও তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী রাণী এ্যানের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী না থাকার সম্ভাবনায় প্রথম জেমসের দৌহিত্রী প্রোটেস্ট্যোণ্ট রাজকুমারী সোফিয়া ও তাঁহার স্বাভাবিক বংশধরদের উপর রাজমুকুট ও রাজকীয় বিশেষ অধিকার সমূহ বর্ত্তাইবে। সোফিয়া তখন জার্ম্মান রাজ্য হ্যানোভারের ইলেক্টরেটের (Electorate of Hanover) বিধবা রাজমহিষী। স্বাভাবিক বংশপরম্পরা সূত্রে তাঁহার অপেক্ষা আরও অনেক নিকটতর সিংহাসনের দাবীদার ছিল, কিন্তু তাঁহারা ক্যাথলিক থাকায় ও আইনে ক্যাথলিকদের সিংহাসন আরোহণ নিষিদ্ধ করায় সোফিয়াই উত্তরাধিকারী নির্নীত হন, অবশ্য রানী এ্যানের জীবিতকালেই তিনি মারা যাওয়ায় তিনি রাজত্ব পান নাই। 1714 সালে তাঁহার পুত্র প্রথম জর্জ্জই উক্ত বংশের প্রথম রাজা হিসাবে সিংহাসন আরোহণ করেন ও ইংল্যাণ্ডে হ্যানোভার বংশের পত্তন হয়, বর্ত্তমান রাণী দ্বিতীয় এলেজাবেথ যে বংশের একাদশতমা রাজ্ঞী। 1837 সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের রাজা হ্যানোভারেরও রাষ্ট্রশাসক থাকিতেন, কিন্তু ঐ বৎসর ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে এই সংযোগ ছিন্ন হয় ; কারণ হ্যানোভারের আইনে কোন স্ত্রীলোক ঐ রাজ্যের রাণী হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেনে জার্ম্মান বিদ্বেষের প্রকোপে এই বংশের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উইণ্ডসর বংশ এই নাম চালু হইয়াছে।

সিংহাসনের উত্তরাধিকার বয়ঃজেষ্ঠের অগ্রাধিকার ও স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের অগ্রগণ্যতা (principle of primogeniture and preference for male over female) এই দুইটি নীতি অনুসারে সাব্যস্ত হইয়া থাকে। কোন রাজার মৃত্যু বা রাজ্যচ্যুতি ঘটিলে বা রাজ্য ত্যাগ করিলে বা অক্ষম হইয়া পড়িলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বা তদানীন্তন জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হন। তাঁহার কোন পুত্র না থাকিলে জীবিত জ্যেষ্ঠ কন্যা রাণী হন। আবার তাঁহার কোন জীবিত সন্তানের অভাবে তাঁহার ঠিক পরের ভ্রাতা বা তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র বা কন্যা উত্তরাধিকারী হইবেন, উল্লিখিত দুইটি নীতি অনুসরণ করিয়া। এইভাবে যদি মৃত রাজার বংশে কোন উত্তরাধিকারী না পাওয়া যায় তবে পার্লামেণ্ট আইন করিয়া নূতন কোন রাজবংশের প্রবর্ত্তন করিতে পারে। যদি কোন নাবালক রাজা হন বা রাজা হঠাৎ অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাজকার্য্য চালনায় অক্ষম হইয়া পড়েন তবে রিজেন্সি আইন (Regency Act) অনুসারে উত্তরাধিকারের লাইনে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট সাবালক ব্যক্তিকে রিজেণ্ট (রাজপ্রতিভূ) নিযুক্ত করা হয়। ইংল্যাণ্ডের বর্ত্তমান রাণী

উপরোক্ত নীতি অনুসারেই রাজ্যলাভ করেন। তাঁহার পিতা ষষ্ঠ জর্জ্জ রাজা হন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড রাজ্যত্যাগ (abdication) করার ফলে এবং তাঁহার কোন বংশধরের অবর্ত্তমানে। আবার ষষ্ঠ জর্জ্জের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় জ্যেষ্ঠা কন্যা হিসাবে এলিজাবেথই রাণী হন। বর্ত্তমান রাণীর উপাধি হইল,—"Elizabeth the Second, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith." মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে এই উপাধিতে "ভারত সম্রাজ্ঞী" (Empress of India), (পুরুষের ক্ষেত্রে "ভারত সম্রাট"), অংশটি যুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু 1947 সালের ভারতের স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act) অনুযায়ী এই অংশটির বিলোপ করা হয়। 1931 সালের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আইন অনুসারে রাজবংশ, উত্তরাধিকার ও রাজার উপাধি ইত্যাদি পরিবর্ত্তন ব্যাপারে কিছুটা আইনগত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজা শুধু ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্যেরই রাজা নন, তিনি ব্রিটিশ কমনওয়েল্থভুক্ত জাতিসমূহের স্বাধীন সংযুক্তির প্রতীকও (The symbol of the free association of members of the British Commonwealth of Nations) বটে। এজন্য ঐ আইনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সিংহাসনের উত্তরাধিকার বা রাজার উপাধি ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বের ন্যায় শুধু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আইনই যথেষ্ট নয়; এবংবিধ কোন আইনে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ছাড়া কমনওয়েল্থের প্রতিটি রাজ্যের আইনসভার সম্মতির প্রয়োজন হয় এবং ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোন আইন কমনওয়েল্থের কোন রাজ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে হইলে এইরূপ ঘোষণা করিতে হইবে যে ঐ আইন সেই রাজ্যের অনুরোধ ও সম্মতিক্রমে পাশ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 1936 সালের (রাজা অষ্টম এডোয়ার্ডের) রাজ্য ত্যাগ আইনে (Abdication Act) কমনওয়েল্থভুক্ত প্রতিটি দেশই স্বতন্ত্রভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে।

রাজার বিশেষ সুযোগ সুবিধা, বৃত্তি, সম্পত্তি ইত্যাদি :

রাজা কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্যক্তিগত আচরণের জন্য কোন আদালতে তাঁহার বিচার চলে না, এমন কি যদি তিনি তাঁহার প্রধানমন্ত্রীকেও হত্যা করেন।

তাঁহাকে গ্রেপ্তার করাও চলে না। তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক্ করা যায় না বা তাঁহার উপর কোন আদালতের পরোয়ানা জারি করা যায় না। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ভূমির মালিক হইতে পারেন এবং যে কোন সাধারণ মানুষের মতই ইচ্ছামত সেগুলির বিলি ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাঁহার নিজের প্রয়োজন ও রাজসংসারের ব্যয়ভার বহনের জন্য রাজ্যের কোষাগার হইতে তাঁহাকে একটি বড় অঙ্কের বার্ষিক ভাতা দেওয়া হয়। ইহার নাম সিভিল লিষ্ট (Civil List)। নূতন রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেণ্ট একটি আইন (Civil List Act) পাশ করিয়া ইহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া মঞ্জুরী দেয় যাহা সেই রাজার রাজ্যকাল যাবৎ বলবৎ থাকে। বর্ত্তমান রাণীর ভাতা প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের মত নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি মূল্যবৃদ্ধি হেতু উহা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহা আয়কর হইতে মুক্ত। এছাড়া তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয় থাকিতে পারে।

শাসনব্যবস্থায় রাজার নিজস্ব ভূমিকা ও স্থান :

পূর্ব্বে আমরা রাজার বিবিধ ক্ষমতাবলীর আলোচনা করিয়াছি। তাহার নিরিখে রাজাকে আপাতঃদৃষ্টিতে একটি প্রতাপশালী প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে হইবে। সামাজিকভাবে এবং উৎসবাদির ব্যাপারে রাজার গুরুত্ব পূর্ব্বের তুলনায় বিশেষ কিছুই কমে নাই। কিন্তু বাস্তবের বিচারে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থান ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের যে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য,— তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে প্রভেদ—তাহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। যে সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাতে দৃশ্যতঃ ন্যস্ত তাহার অধিকাংশই তিনি নিজের ইচ্ছায় (discretion) ব্যবহার করিতে পারেন না। কোন না কোন মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহাকে ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হয় স্বেচ্ছায় বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কারণ রাষ্ট্রকার্য্যের সমূহ দায়িত্ব মন্ত্রীরাই বহন করেন, তিনি নন। এমন কি কোন মন্ত্রী তাঁহার আজ্ঞার অজুহাতে নিজের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। দ্বিতীয় চার্লসের আমলে 1679 সালে আর্ল ড্যানবি (Earl Danby) কয়েকটি গুরুতর অপরাধে পার্লামেণ্টে অভিযুক্ত হইলে (impeached) তিনি এই অজুহাতের আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিন্তু বিচারে তাহা নাকচ করা হয় ও ঐসব অপরাধের জন্য তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হয় এবং উক্ত সূত্রটি দৃঢ়মূল হয়। যেহেতু রাজা কোন আদালতের এক্তিয়ারের বহির্ভূত মন্ত্রীরা বা কোন রাজকর্ম্মচারী রাজার আদেশের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে পারিলে আইনের

অনুশাসন বলিয়া কিছু থাকিবে না এবং নাগরিকদের অধিকার বিপন্ন হইবে। কাজেই রাজার প্রত্যেকটি সরকারী কাজের জন্য কোন না কোন মন্ত্রীকে দায়িত্ব লইতে হয় এবং যেহেতু দায়িত্ব তাঁহার, রাজা তাঁহার পরামর্শমত না চলিলে কোন মন্ত্রীই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। আনুষ্ঠানিকভাবে রাজাই সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিলেও আসলে কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভাই তাঁহাকে পরিচালনা করেন এবং তাঁহার সকল কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহাই হইল সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অবিসংবাদিত নীতি। ইহার একটি চূড়ান্ত নিদর্শন হিসাবে বলা হইয়া থাকে যে রাজার স্বাক্ষরের জন্য মন্ত্রী যদি তাঁহারই নিজের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা উপস্থাপিত করেন তাহাও তিনি স্বাক্ষর না করিয়া পারেন না। এজন্যই প্রেসিডেণ্ট লাউয়েল (Lowell) বলিয়াছেন,—"As a political organ it has receded to the background." অর্থাৎ, "রাজনৈতিক অঙ্গ হিসাবে ইহা (Crown) পিছনে চলিয়া গিয়াছে।" কি আইন প্রণয়ন, কি নিয়োগ বা অপসারণ, যুদ্ধ বা শান্তি, পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ইত্যাদি সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারই তাঁহার আয়ত্তের বাইরে এবং সমস্তই পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী জননির্ব্বাচিত মন্ত্রিসভার আয়ত্তে। রাজা এখন সত্য সত্যই শুধুমাত্র রাজত্ব করেন, শাসন করেন না। "The king reigns but does not govern." রাজার এই করুণ অসহায় অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রায় তিনশত বছরের একটি হাস্য-রসাপ্লুত গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, রাজা দ্বিতীয় চার্লসের শয়নকক্ষের দেওয়ালে তাঁহার একজন সভাসদ্ রহস্যচ্ছলে লিখিয়া রাখেন :

"Here lies our sovereign lord the king
Whose word no man relies on ;
He never says a foolish thing
Nor never does a wise one."

"Very true," retorted the king, "because while my words are my own, my acts are my ministers' "

অর্থাৎ—"এখানে শয়ন করিয়া আছেন আমাদের সার্ব্বভৌম প্রভু রাজা। তাঁহার কথায় কেহই নির্ভর করে না। কেননা নির্ব্বোধের মত কথা তিনি বলেন না বা জ্ঞানবানের মত কাজও তিনি করেন না।" রাজা নাকি ইহাতে মন্তব্য করেনঃ "খুবই সত্যকথা। আমার কথাগুলি আমার নিজের বটে। কিন্তু আমার কাজগুলি আমার মন্ত্রীদের।" এক সময় ছিল যখন রাজাই রাষ্ট্র

পরিচালনা করিতেন, মন্ত্রীরা শুধু পরামর্শ বা মন্ত্রণা দিতেন যাহা রাজা খুসীমত গ্রহণ করিতেও পারিতেন বা নাও পারিতেন। কিন্তু এখন চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। এখন মন্ত্রীরাই রাজ্য চালান এবং রাজা মাত্র পরামর্শ দিতে পারেন, যাহা ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীরা গ্রহণ করিতে পারেন বা নাও পারেন।

এসব সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজার কিছুই করণীয় নাই এমন নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার ক্ষমতা গিয়াছে সত্য কিন্তু প্রভাব কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে বলা যায়। লাউয়েলের কথায় "influence has been substituted for power", অর্থাৎ "প্রভাব ক্ষমতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে।" নিম্নে যাহা বলা হইতেছে তাহা হইতেই এই উক্তির সার্থকতা বুঝা যাইবে।

সাধারণতঃ রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজা নিজের উদ্যোগে বা দায়িত্বে কিছু না করিলেও কোন কোন অবস্থায় রাজাকেই উদ্যোগী হইতে হয়। রাজার এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কার্য্য হইল প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন। ইংল্যাণ্ডে দুই পার্টি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে তাঁহার ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার সুযোগ কমই হয়। সাধারণতঃ নির্ব্বাচনে এক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তাহার নির্ব্বাচিত নেতাকে তিনি সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করেন। অন্য দলটি বিরোধী দল হিসাবে কাজ করে। কার্য্যরত অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হইলে ঐ দলেরই নূতন নেতাকে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতে হইবে। কিন্তু নির্ব্বাচনে যদি কোনও দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করে, যেমন ব্রিটেনে হইয়াছিল এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন নির্ব্বাচিত নেতা না থাকে তবে প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন বা সরকার গঠনের ভার রাজার নিজের স্কন্ধেই পড়ে। এ অবস্থায় রাজা বা রাণীকে খুব সাবধানে অগ্রসর হইতে হয় যাহাতে তাঁহার কার্য্য পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগে রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় না হয় এবং তাঁহাকে বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে না হয়। এ ব্যাপারে তিনি আগের প্রধানমন্ত্রীর বা কোন কোন প্রিভি কাউন্সিলারের পরামর্শ লইবেন কিনা সেটা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। 1923 সালে রক্ষণশীল দলের প্রধানমন্ত্রী ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করিলে রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। রক্ষনশীল দলের কোন নির্ব্বাচিত নেতা ছিল না। লর্ড কার্জ্জন

লর্ডসভায় ঐ দলের নেতা ছিলেন, কমন্সসভাতেও অষ্টেন চেম্বারলেন একজন প্রবীন নেতা ছিলেন, কিন্তু রাজা এ দুজনের দাবী উপেক্ষা করিয়া অপেক্ষাকৃত তরুণ ও অখ্যাত মিঃ বল্ডুইনকেই সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। আবার 1924 সালে কমন্সসভাতে কোন পার্টিরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। এসময়ও রাজা উদারনৈতিক দলনেতা এ্যাসকুইথকে না ডাকিয়া শ্রমিক দলনেতা ম্যাকডোনাল্ডকেই সরকার গঠনের ভার দেন। 1929 সালেও একই অবস্থায় ম্যাকডোনাল্ড রাজার আমন্ত্রণ ক্রমে উদারনৈতিক দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া সংখ্যালঘু সরকার গঠন করেন। 1931 সালে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে সঙ্কটের মোকাবিলা করিবার জন্য রাজা শ্রমিক নেতা ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া একটি জাতীয় সরকার গঠন করিতে বলেন। রাজার এই কাজ বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। শ্রমিক দলের মন্ত্রিসভার বা প্রধান নেতাদের মতামত গ্রহণ না করিয়াই এই কার্য্য করার ফলে শ্রমিকদল দ্বিধাবিভক্ত হয়। অধ্যাপক লাস্কি বলিয়াছেন, ম্যাক্‌ডোনাল্ডের প্রধান-মন্ত্রিত্বে মনোনয়ন সম্পূর্ণ রাজার ব্যক্তিগত কাজ। হারবার্ট মরিসনও তাঁহার "Government and Parliament" নামক গ্রন্থে রাজার এই কার্য্যের উদ্দেশ্য সৎ বলিলেও ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাজার উচিত ছিল কয়েকজন শ্রমিক দলের প্রিভি কাউন্সিলারদের সহিত আলোচনা করা অথবা ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে তাঁহার মন্ত্রিসভার মতামত গ্রহণ করিতে বলা। জাতীয় সরকার গঠন করার প্রয়োজন সম্পর্কেও তিনি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

যখনই শ্রমিকদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে শ্রমিক সদস্যগণ একজন নেতা নির্ব্বাচিত করেন। সরকার গঠনে রাজার কাজ সহজ হয়। কিন্তু রক্ষণশীল দল সাধারণতঃ এটা না করায় রাজাকেই প্রধানমন্ত্রিত্বের বিভিন্ন দাবীদারের মধ্যে নিজ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী একজনকে বাছিয়া লইতে হয়, যেমন আমরা দেখিয়াছি 1923 সালে রাজাকেই বল্ডুইনকে মনোনীত করিতে হইয়াছিল। 1957 সালে যখন এ্যাণ্টনি ইডেন পদত্যাগ করেন রাণীকেই দুজন দাবীদার হ্যারল্ড ম্যাকমিলন ও আর, এস, বাট্‌লার—এঁদের মধ্যে রাণী ম্যাক্‌মিলনকেই মনোনীত করেন। শ্রমিক দলের নেতারা এই ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহাদের মতে এই ব্যবস্থায় রাজা বা রাণীকে অনর্থক দলীয় রাজনীতির আবর্ত্তে টানিয়া আনা হয় এবং তাঁহার কার্য্য রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হইয়া দাঁড়ায় যেটা খুবই অনভিপ্রেত। রক্ষনশীল দল নিজেরাই একজন নেতা নির্ব্বাচন করিলে

রাজা এই অস্বস্তিকর দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারেন। রাজকে দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে রাখাই বাঞ্ছনীয়।*

আর একটি ব্যাপারেও রাজার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে সময়ে অবকাশ আসে। কখনও কখনও বলা হয় রাজা স্বকীয় ক্ষমতা বলে সরকারের সম্মতি ছাড়াই বা মতের বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করিতে পারেন এবং পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য দুই রকম মতই আছে। 1783 সালের পরে এপর্যন্ত কোন রাজা বা রাণী মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন নাই। অভিজ্ঞ শাসনতান্ত্রিক আইনজ্ঞদের মতে রাজার যদি এমন ধারণার কারণ হয় যে মন্ত্রিসভার নীতিগুলি পার্লামেণ্টের মনোমত হইলেও নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মনোমত নয় তবে মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিবার অধিকার তাঁহার আছে। কিন্তু এই অধিকার তিনি তখনই প্রয়োগ করিতে পারেন যখন তিনি পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকেন। প্রকারান্তরে এটা মন্ত্রিসভার বিনা পরামর্শে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবারই অধিকার এবং এটা হবে অনেকটা বাজিখেলার মতই। যদি নির্ব্বাচনে শাসক দলই জয়লাভ করে তবে নিশ্চিতভাবে তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইবে এবং হয়তো রাজতন্ত্রই চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের প্রধান বিষয়বস্তু হইবে 'রাজা বনাম জনগন নির্ব্বাচিত মন্ত্রিসভা'। এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভারই জয় অনিবার্য। রাজা রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়ীভূত হইবেন। এরকম বিপজ্জনক ঝুঁকি কোন সুস্থমস্তিষ্ক রাজা লইবেন বলিয়া মনে হয় না। তবে অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। যেমন ক্যাবিনেটের মধ্যে যদি গুরুতর মতবিরোধ দেখা যায় বা তার ফলে পার্লামেণ্টে ভোটে পরাজিত হয়, অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্বন্ধে ক্যাবিনেট নির্ব্বাচক মণ্ডলীর অনুমোদন কামনা করে এই সব ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রী রাজাকে ঐ পরামর্শ দেন। এ অবস্থায় রাজা

---

* 1964 সনে রক্ষণশীল দল পার্লামেণ্টে দলীয় নেতা নির্ব্বাচনের একটি নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে; পদ্ধতিটি বেশ জটিল। ঐ বছরেই স্যার এ্যালেক্ ডগলাস হিউম নেতার পদে ইস্তফা দিলে মিঃ হিথ সর্ব্বপ্রথম এ পদ্ধতি অনুসারে রক্ষণশীল দলের নেতা নির্ব্বাচিত হন। তখন রক্ষণশীল দল বিরোধীদলের ভূমিকায়। (O. Hood Phillips, "Constitutional and Administrative Law", 4th Edn 1967, pp, 293-4).

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিবেন কিনা এ ব্যাপারে তাঁহার স্বাধীনতা আছে কিনা সে সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ দেখা যায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মতে এ স্বাধীনতা তাঁহার ছিল। অধ্যাপক কীথও অনুরূপ মত পোষণ করেন। আবার অনেকে বলেন মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার রাজার নিজস্ব অধিকার নাই। পদ্ধতিগত বাধাও আছে। তবে অনেক সময় রাজার চাপে মন্ত্রিসভা এরূপ পরামর্শ দিতে রাজী হন। অধ্যাপক জেনিংস দ্বিতীয় মতের পোষক। অধ্যাপক কীথ বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যদি পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার পরামশ দেন রাজা সে পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য কিনা এই প্রশ্নে পণ্ডিতদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট মত হইল রাজার এ অধিকার আছে, তবে চরম প্রয়োজন ছাড়া রাজা এ অধিকাব প্রয়োগ করিবেন না।" তবে একটা বিষয় সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই, তাহা হইল প্রধানমন্ত্রী রাজাকে দিয়া একবার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার পর যদি নির্ব্বাচনে তাঁহার দল পরাজিত হয় তবে দ্বিতীয়বার আর রাজাকে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার পরামর্শ দিতে পারেন না, দিলেও রাজা তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নন।

সম্মান ও খেতাব বিতরণ :

আর একটি ব্যাপারেও অনেক সময় রাজার নিজের কিছু করণীয় থাকে। আগেই বলা হইয়াছে, রাজার একটি বিশেষ অধিকার (prerogative) হইল সম্মান বিতরণ। রাজা যেমন 'ন্যায় বিচারের উৎস', তেমনই 'সম্মানের উৎস'। যুগযুগ ধরিয়া রাজা বা রাণী কৃতী নাগরিকদের সম্মান বিতরণের অধিকারী। পূর্ব্বে রাজা নিজেই সম্মান বিতরণের তালিকা প্রস্তুত করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রধানমন্ত্রী এই তালিকা প্রস্তুত করেন এবং রাজাকে দিয়া অনুমোদন করাইয়া লন। সময়ে সময়ে রাজা কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারেন বা তাঁহার নিজের প্রস্তাবও দিতে পারেন। সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রী এরূপ ক্ষেত্রে রাজার কথা মানিয়া লন, যদি নীতিগতভাবে তাঁহার আপত্তি না থাকে। তাহা থাকিলে রাজাকে নতি স্বীকার করিতে হয়। তবে সাধারণতঃ রাজা ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক এত ঘনিষ্ট থাকে যে তাঁহারা পরস্পরের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উপরে যেসব বিশেষ অবস্থার কথা বলা হইল যাহাতে রাজা নিজ উদ্যোগে কোন কোন ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারেন সে সব স্থলেও

রাজাকে স্মরণ রাখিতে হয় যে তিনি ব্রিটেনের রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক্ ও ধারক মাত্র। 1688-39 সালের রক্তপাতহীন বিপ্লবের পর হইতে রাজশক্তি একটানাভাবে জনগণের প্রতিনিধিসভা পার্লামেণ্টের কাছে হস্তান্তরিত হইয়াছে। দৃশ্যতঃ রাজতন্ত্র হইলেও ব্রিটেন আসলে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই বাস্তব সত্য স্বীকার করিয়া লইলেই তবে রাজতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে এবং এটা সম্ভব হইয়াছে কেবল রাজা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করিয়া রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন বলিয়া। সেজন্য আইনতঃ সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও যখন যে দলকে জনগণ নির্ব্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার আসনে বসায় তিনি তাহারই নেতৃত্বের নির্দ্দেশে তাঁহার ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি মন্ত্রিসভার উপর নিজের ইচ্ছা চাপাইয়া দিবার প্রয়াস করিবেন তখনই তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া পড়িবেন এবং রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বর্ত্তমানে যে সুখের সহাবস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অন্তর্হিত হইবে এবং এ যুগে এই সংঘর্ষে গণতন্ত্রের জয় ও রাজতন্ত্রের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং রাজা কোন অবস্থাতেই তাঁহার ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করিবেন না যাহাতে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়েন। কিন্তু পূর্ণ রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াও তিনি রাষ্ট্রপরিচালনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক মঙ্গলে তাঁহার বিশিষ্ট অবদান থাকিতে পারে। এই সম্পর্কে ব্যাজহটের একটি বহু উদ্ধৃত উক্তি স্মরণীয়। উক্তিটি যদিও তিনি প্রায় এক শতক পূর্ব্বে করিয়াছিলেন তাহার সার্থকতা এখনও ম্লান হয় নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—"The sovereign has three rights—the right to be consulted ; the right to encourage, the right to warn ; and a king of great sense and sagacity would want no others. He would find that his having no others would enable him to use these with singular effect."

অর্থাৎ, "রাজার তিনটি অধিকার আছে,—পরামর্শ দিবার অধিকার, উৎসাহ দিবার অধিকার ও সতর্ক করিয়া দিবার অধিকার। একজন প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিমান রাজার ইহার অধিক আর কিছুর প্রয়োজন নাই। বরং রাজা উপলব্ধি করিবেন যে আর কোন অধিকার না থাকার কারণেই তিনি এইগুলি খুব কার্য্যকর ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন।" এই তিনটি অধিকারের ফলশ্রুতি হইল যে রাজা যদিও স্বকীয় উদ্যোগে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইতে পারেন না এবং সেটা মন্ত্রীদেরই অধিকার তবুও তিনি

সমস্ত ব্যাপারেই মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভাবিত করিয়া থাকেন। অবশ্য তাঁহার পরামর্শ মন্ত্রীদের মনঃপুত না হইলে উহা উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছামত কাজ করিবার অধিকার মন্ত্রীদের আছে। রাজার এই অধিকারের সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি অধিকার হইল মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যাপারে যাহা কিছু করেন সে সম্বন্ধে অবহিত থাকার। রাজা প্রথম জর্জ্জের আমল হইতেই রাজা বা রাণী ক্যাবিনেট মিটিংএ উপস্থিত থাকেন নাই, কিন্তু তবুও ক্যাবিনেটে যাহা কিছু আলোচনা হয় তিনি সব কিছুর বিবরণ পান এবং বলা যায় একজন সাধারণ মন্ত্রীর চেয়েও তিনি সামগ্রিকভাবে বেশী ওয়াকিবহাল। অন্যান্য মন্ত্রী নিজ নিজ দপ্তর সম্বন্ধেই খবর রাখেন, কিন্তু রাজা সমস্ত দপ্তর সংক্রান্ত সব খবরই পান। ক্যাবিনেট মিটিংএর কর্ম্মসূচীও তিনি অনেক আগেই পাইয়া থাকেন এবং আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সহিত আলাপ আলোচনা করিতে পারেন। ক্যাবিনেটের সব কাগজপত্র তাঁহাকে দেখান হয়। ক্যাবিনেটে আলোচনার কার্য্য-বিবরণীও তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং যদি কোন বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বিষয়ে খবরের প্রয়োজন হয় তিনি তাহা চাহিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে জানাইতে বাধ্য। পার্লামেণ্টে যে সব আলোচনা বা বিতর্ক হয় তাহার সরকারী রিপোর্টের মাধ্যমে রাজা পার্লা-মেণ্টের কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হন। তাঁহাকে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সংবাদাদি সরবরাহ করার জন্য রাজার নিজস্ব কর্ম্মচারীবৃন্দ থাকে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী দেশে বা বহির্বিশ্বে যেসব ঘটনা ঘটে বা ক্যাবিনেটে যেসব বিষয় আলোচনা হয় সেসব সম্বন্ধে তাঁহাকে নিয়মিতভাবে জানান এবং উভয়ের মধ্যে এসব বিষয় লইয়া প্রায়ই আলাপ আলোচনা হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে বিশেষ নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশেষ করিয়া বৈদেশিক ও কমনওয়েল্থ সম্পর্কীয় বিষয়ে তিনি অনেক সময় মন্ত্রীদের অপেক্ষাও বেশী অবহিত থাকেন। রাষ্ট্র-পরিচালনা ব্যাপারে এইরূপ প্রভূত তথ্য জানা থাকায় মন্ত্রীগণকে সঠিক পরামর্শ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সুযোগ। কোন কোন বিষয়ে তিনি তাঁহাদের উৎসাহিত করেন আবার কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের নিরস্ত করিবার প্রয়াস পান। মন্ত্রীরা অবশ্য তাঁহার উপদেশ শুনিবেন কিনা সেটা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। সেটা নির্ভর করে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট যে কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাহার সহিত কতটা সঙ্গত ও পার্লামেণ্টের সমর্থন বজায় রাখার পরিপন্থী হইবে কিনা তাহার উপর। তবে স্বাভাবিক ভাবেই রাজার উপদেশের উপর তাঁহারা যথেষ্ট

গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন এবং বিশেষ অসুবিধা না থাকিলে তাহা গ্রহণ করেন।

রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকার কারণ :

ব্রিটেনে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে একটি আপাতঃস্ববিরোধী সত্যের প্রকাশ পায় যে কালক্রমে রাজার ক্ষমতা যতই কমিতেছে ততই রাজতন্ত্র সুদৃঢ় হইতেছে। রাজার নিজস্ব ক্ষমতা যাহা তিনি স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন এমন বলিতে কিছুই নাই বলিলেই হয়। রাজার ক্ষমতা মন্ত্রিসভাই ব্যবহার করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে রাজার পদের সত্যিকারের প্রয়োজন আছে কিনা এবং এ পদ বিলোপ করিলে ক্ষতি কি? বরং রাজার ঠাট বজায় রাখিতে জাতীয় তহবিল হইতে যে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে তাহা বাঁচিয়া যাইবে। এই প্রশ্নের এক কথায় সরলভাবে উত্তর দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ বিদেশীদের কাছে, যাঁহারা ব্রিটিশ জাতির রক্ষণশীল ঐতিহ্য বা ব্রিটিশ সংসদীয় প্রথার মর্যাদা সম্বন্ধে সঠিক অবহিত নন। যে কোন জাতির পক্ষেই একটি প্রতিষ্ঠান যাহা হাজার বছরের বেশী চালু রহিয়াছে তাহা বর্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি হয় না যদি না বর্জ্জনের সপক্ষে বিশেষ কারণ থাকে। ইংরাজদের মত রক্ষণশীল জাতির সম্বন্ধে একথা আরও বেশী খাটে। রাজতন্ত্র ইংরাজ জাতির চিন্তা ও ভাবনায় এতই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে এবং জাতীয় জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াছে যে তাহারা রাজাহীন অবস্থার কথা কল্পনাই করিতে পারে না। কিছুদিন পূর্ব্বে 1957 সালে বর্ত্তমান রাণীর আমলেই লর্ড আলট্রিনচন্ (Lord Altrinchan) রাজতন্ত্রের উপর আক্রমণ করিলে যে বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় বহিয়াছিল তাহা হইতেই ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা কতটা সহজেই বোঝা যায়। সেখানে রাজার প্রতি আনুগত্য দেশপ্রেমেরই সামিল। ইংরাজরা জাতীয় সঙ্গীতে রাজার জয়গান করে। যুদ্ধ করে রাজা ও দেশের জন্য, রাজার বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হয় ইত্যাদি। কিন্তু রাজা যে শুধু ইংরাজদের ভাবপ্রবণতার দিক হইতেই অপরিহার্য এমন নহে। ব্যবহারিক দিক হইতেও রাজার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। জাতীয় জীবনে রাজার এমন সব অবদান আছে যাহা রাজা ছাড়া অন্য কারও দেওয়া সম্ভব নয়।

রাজার টিঁকিয়া থাকার প্রথম এবং প্রধান কারণ বলা যায় বিকল্প ব্যবস্থার অভাব। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় একজন নামেমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান

অপরিহার্য। কেননা সংসদীয় শাসন সুস্থির হইতে হইলে এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজন যাঁহার কার্য্যকাল দলীয় রাজনীতির অস্থির আবর্ত্ত হইতে মুক্ত থাকিবে। রাজার পদ তুলিয়া দিলে তাঁহার স্থলে নির্ব্বাচন, নিয়োগ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে একজনকে বসাইতে হইবে; এবং শাসনকার্য্যের ধারাবাহিকতার স্বার্থে তাঁহার কার্য্যকাল দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন। যদি রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সংসদ বা নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন হইবে। এমত অবস্থায় এই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বিন্যাস একটি দুরূহ সমস্যা। যদি তাঁহাকে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয় তবে ক্যাবিনেট এবং সংসদের ক্ষমতা সেই অনুপাতে হ্রাস পাইবে। তাহার অর্থ হইল ক্যাবিনেট শাসন প্রথা ক্ষুণ্ণ হইবে, যেটা ব্রিটিশ জনসাধারণের কখনও মনঃপূত হইবে না। আবার তাঁহাকে যদি পূর্ব্বেকার ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির মত ক্ষমতাহীন করা হয় তাহা হইলে তিনি রাজরাই প্রতিচ্ছবি হইবেন। সে অবস্থায় রাজার পদ বিলোপ অর্থহীন হইবে। তাছাড়া আর একটা আশঙ্কা হইল যেহেতু তিনি নির্ব্বাচিত তিনি এইরূপ ক্ষমতাহীন অবস্থায় সন্তুষ্ট হইবেন না এবং ক্ষমতালোলুপ হইয়া প্রধানমন্ত্রীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে রাজতন্ত্রের বিলোপ করিলে বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে নানাপ্রকার জটিল সমস্যার উদ্ভব হইবে।

এছাড়া রাজার পদ বজায় রাখিবার সপক্ষে একথা বলা যায় যে শাসনব্যবস্থায় রাজা যে সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া থাকেন সেগুলি তিনি ছাড়া অন্য কেহই করিতে পারে না।

প্রথমতঃ যখনই কোন কারণে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে শাসনবিভাগীয় সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আর একটি মন্ত্রিসভা কার্য্যভার গ্রহণ না করে তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত থাকে। আগেই বলা হইয়াছে কোন কোন বিশেষ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচনের দায়িত্বও তাঁহাতেই বর্ত্তায়। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার কার্য্যকালের অনিশ্চিত স্থায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে একজন স্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন অপরিহার্য, না থাকিলে এই ভূমিকা অন্য কেহ পালন করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ যখনই বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে সংঘর্ষ বাধে তখন রাজা তাঁহার রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা হেতু বিবদমান পক্ষদের আস্থাভাজন সালিসী হিসাবে কার্য্য করিয়া বিরোধের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি

করিতে সমর্থ হন। এই সম্পর্কে আইরিশ স্বায়ত্বশাসন প্রশ্নে বা লর্ডস ও কমন্স সভার মধ্যে বিরোধের প্রশ্নে রাজা পঞ্চম জর্জের ভূমিকা স্মরণ করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ রাজা জাতীয় জীবনে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হিসাবে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ব্রিটেনে সামাজিক মর্যাদা বংশ ও জন্মের উপর নির্ণয় হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই রাজা সমাজ জীবনে শীর্ষস্থান গ্রহণ করেন। শুধু রাজাই নয় রাজ-পরিবারস্থ সকলেই বিশেষ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। শিল্প, সাহিত্য কলা, সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহারাই উৎসাহ দান করিয়া এই সকল প্রচেষ্টার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এবং নূতন যুগের ধারাও প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইংরাজী সাহিত্য বা কলার ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ সমসাময়িক রাজা বা রাণীর নামে চিহ্নিত হইয়া থাকে। যেমন এলিজাবেথান যুগ, রেষ্টোরেশন যুগ ইত্যাদি। নৈতিক শুচিতার ক্ষেত্রেও রাজা এবং রাজপরিবার তৎকালীন সমাজের নৈতিক আদর্শ স্থাপন করেন। তাঁহাদের সকলপ্রকার দুর্নীতির উর্দ্ধে থাকিতে হয়। সমাজের শীর্ষস্থানীয় হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন কোন নূতন উদ্যোগের উদ্বোধনে, বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবং এই জাতীয় নানা অনুষ্ঠানে রাজা বা রাজপরিবারের কোন ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য করিতে ডাকা হয়। কোন লোক হিতকর কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় তাঁহাদের কাহাকেও পৃষ্ঠপোষক করা হইয়া থাকে যাহাতে লোকে মুক্ত হস্তে দান করিতে উৎসাহিত হয়। রাজার স্থানে এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার আর কেহই নাই।

চতুর্থতঃ রাজার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যাহা রাজা ছাড়া অন্য কেহই পূরণ করিতে পারে না। তাহা হইল রাজা একদিকে ব্রিটিশ জাতীয় ঐক্য, অপর দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং কমনওয়েল্থের ঐক্যের প্রতীক্। প্রাচীন রাজবংশের ধারাবাহিকতার ফলে রাজাকে জাতীয় ইতিহাসেরই প্রতিভূ বলা যায়। রাজা কোন বিশেষ দলের নেতা নন বা কোন বিশেষ শ্রেণীরও প্রতিনিধি নন, তিনি দল, শ্রেণী নির্ব্বিশেষে তাবৎ জাতির সর্ব্বসাধারণেরই রাজা। (রাজার প্রতি সকলের এই সমান মনোভাব সমগ্র ব্রিটিশ জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করে)। রাজা জাতির দেশপ্রেমেরই কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত। রাজার সিংহাসনারোহণ বা অভিষেক বা জন্মবার্ষিকী উৎসব প্রভৃতি জনতার মধ্যে অসাধারণ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। রাজা বা রাণী

পার্লামেন্টের অধিবেশন উদ্বোধন করিতে বা অন্য কোন উপলক্ষে রাজকীয় আড়ম্বরে যখন লণ্ডনের পথে বাহির হন পথের দুইধারে সমবেত জনতা তাঁহাদের বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত করে। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের সময় রাজা ও রাজপরিবারের লোকের বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন, বোমা বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিক্রমা সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও সাড়া জাগাইয়াছিল এবং সঙ্কটকালে জাতির নৈতিক মনোবল প্রদীপ্ত রাখিয়াছিল।

অধ্যাপক জেনিংস বলিয়াছেন,—"We can damn the Government, and cheer the king." অর্থাৎ 'আমরা (ব্রিটিশ জনগণ) একই সঙ্গে সরকারকে নিন্দা করিতে পারি আবার রাজাকে অভিনন্দিত করিতে পারি।' কারণ সরকার মাত্র একটি দলের প্রতিনিধি, রাজা সমগ্র জাতির প্রতীক্। রাজা ও সরকারের মধ্যে এই পার্থক্য রাজার গণতান্ত্রিক ভাবমূর্ত্তির দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেছে।

রাজা যে শুধু জাতীয় ঐক্যেরই প্রতীক্ তাহা নহে, রাজা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং বর্ত্তমানে কমনওয়েলথভুক্ত জাতিগোষ্ঠীরও ঐক্যের প্রতীক্। একসময় ছিল যখন একই রাজার বন্ধন ছাড়াও অন্য বন্ধনও সামাজ্যের বিভিন্ন দেশকে একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিত, তাহা হইল ব্রিটিশ পার্লা-মেণ্ট ও উপনিবেশ দপ্তরের ঐ দেশগুলির উপর প্রভুত্ব। কিন্তু সাম্রাজ্যের ডোমিনিয়ন অভিহিত অংশগুলির জাগ্রত জাতীয় চেতনার ফলে 1911 সন হইতে 1931 সনের মধ্যে ব্রিটেন ও ডোমিনিয়নগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন দেখা দেয় যাহার ফলশ্রুতি হইল 1931 সনের ওয়েষ্ট-মিনষ্টার আইন (Statute of Westminister) যাহাতে স্বয়ংশাসিত ডোমিনিয়নগুলিকে ব্রিটেনের সর্ব্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত করিয়া ব্রিটেনের সহিত তাহাদের সমমর্যাদা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ইহার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্রিটেন সমেত এই অংশ যেন একটি পরিবারে পরিণত হইল যাহাতে কেহই কাহারও তাঁবেদার নয়, পরন্তু সকলেই সমান। ইহাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র রহিল রাজা যিনি একই অর্থে ব্রিটেন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদির রাজা। এই বন্ধনমুক্ত গোষ্ঠীর একমাত্র গ্রন্থি রহিল রাজা। এই আইনে রাজাকে "ব্রিটীশ কমনওয়েল্‌থ-ভুক্ত জাতি গোষ্ঠীর মুক্ত সহাবস্থানের প্রতীক্" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,—"A symbol of the free association of the members of the British Commonwealth of Nations." ডোমিনিয়নগুলির রাজার প্রতি আনুগত্যে কোন প্রকার তাঁবেদারির স্পর্শ নাই। রাজা শুধু এই

গোষ্ঠীর ঐক্যের প্রতীক্ মাত্র। বর্ত্তমানে কমনওয়েল্থের কোন কোন সভ্য আবার নিজেদের প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিয়া রাজার প্রতি আনুগত্যও বর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু রাজাকে এই গোষ্ঠীর প্রধান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, যেমন ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা (সিংহল) প্রভৃতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে রাজার অস্তিত্বের উপরই কমনওয়েল্থের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। রাজা বিলুপ্ত হইলে কমনওয়েল্থেরও বিলোপ হইবে। বর্ত্তমান শিথিলবন্ধন কমনওয়েলথের রাজাই একমাত্র যোগসূত্র।

পঞ্চমতঃ মন্ত্রিসভার, বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা হিসাবে রাজার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে রাজার কার্য্যকারিতার উল্লেখ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালাভ করিবার রাজার যত সুযোগ এমন কোন রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীর থাকে না। কেননা মন্ত্রীরা আসেন আবার চলিয়া যান কিছুদিন পরে রাজনীতির আবর্ত্তে, কিন্তু রাজা রাজকার্য্যের সহিত আজীবন যুক্ত থাকেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন যাহা কোন একজন মন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় না। কাজেই সঙ্কটের সময় মন্ত্রিসভা রাজার পরামর্শ চান এবং তাঁহার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও রাষ্ট্রে উচ্চ স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার মতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন এবং নিতান্ত জরুরী কারণ ছাড়া তাহা উপেক্ষা করেন না। তাঁহার মন্ত্রণার উপর গুরুত্ব আরোপ করার বিশেষ কারণ হইল তাঁহার নিরপেক্ষতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি। কোন প্রশ্নই তিনি সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোভাব হইতে বিচার করেন না, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ উন্নয়নই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। কাজেই যে কোন রাজনৈতিক দলের মন্ত্রিসভা বিনা দ্বিধায় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে। রাজা না থাকিলে মন্ত্রিসভা এইরূপ অভিজ্ঞ নিরপেক্ষ মন্ত্রণার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে।

এতক্ষণ রাষ্ট্রের স্বার্থে রাজার যে সমস্ত অবদানের কথা বর্ণিত হইল যাহা একমাত্র রাজার পক্ষেই সম্ভব তাহা ছাড়াও রাজপদ তুলিয়া দিবার বিপক্ষে আর একটি যুক্তি হইল রাজা থাকাতে যেসব সুবিধা পাওয়া যাইতেছে তাহার তুলনায় রাজার ও রাজপরিবারের জন্য রাজ কোষাগার হইতে যাহা ব্যয় হয় তাহা নগণ্য। কিছুদিন আগেও রাণী এলিজাবেথের সিভিল লিষ্ট খাতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ছিল 4,75,000 পাউণ্ড অর্থাৎ রাজ্যের বার্ষিক আয়ের এক শতাংশের ও 1/50 ভাগ। সম্প্রতি অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির দরুণ ইহা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা

অনর্থক ব্যয়ের অজুহাতে রাজপদ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী তাহাদের যুক্তি বিশেষ সমর্থন পায় না।

তাছাড়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রাজা ব্রিটিশ জনসাধারণের ধ্যানধারণায় এত গভীরে বিসর্পিত হইয়াছে যে রাজপদ বিলোপের কথা তাহারা কল্পনাই করিতে পারে না। প্রজাতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে থাকিলেও তাহা সম্প্রসারিত হইবার সুযোগ পায় নাই। বরং যতই রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতার হ্রাস হইয়া রাজা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানে পরিণত হইয়াছেন ততই তাঁহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রিটেনে রাজার অস্তিত্ব গণতন্ত্রের জয়যাত্রার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করে নাই। এজন্যই বলা হয়—যতই গণতন্ত্রের প্রসার হইতেছে ততই রাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে।

তাছাড়া ব্রিটিশ জনগণ উপলব্ধি করে যে রাজপদ বিলোপ করিলে নানা ব্যাপারে সমস্যার সৃষ্টি হইবে এবং তাহা শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংল্যাণ্ডের গির্জ্জা তাহার প্রধানকে হারাইবে, সমাজজীবনের বর্ত্তমান সংগঠনের সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাস করিতে হইবে, ব্রিটেনের সঙ্গে কমনওয়েল্‌থ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর একমাত্র যোগসূত্র ছিন্ন হইবে, জাতীয় ঐক্যেরও দৃষ্টিগ্রাহ্য গ্রন্থি লুপ্ত হইবে। এইসব বিষয় বিবেচনা করিলে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিঁকিয়া থাকিবার কারণ সহজেই বোঝা যায়।

Suggested Readings

W. Bagehot : "The English Constitution," (1888), Chapters II & III.

A. L. Lowell : "The Government of England," (1926) Vol. I, Chapter I.

H. R. G. Greaves : "The British Constitution." (1951), Chapter IV.

Sir Ivor Jennings : "The British Constitution," (1942), Chapter V.

—Do— "Cabinet Government," (1951), Chapter XII.

H. J. Laski : "Parliamentary Government in England," (1938), Chapter 8.

H. Finer : "Governments of Greater European Powers," (1956), Chapter IX.

F. A. Ogg : "English Government and Politics," (1961), Chapter IV.

F. A. Ogg & H. Zink : "Modern Foreign Governments," (1953), Chapter III.

H. Morrison : "Government and Parliament," Chapter V.

W. B. Munro & M. Ayearst : "The Governments of Europe," (1954), Chapter IV.

J. Harvey & L. Bather : "The British Constitution, (1968) Chapter XII.

চতুর্থ অধ্যায়

শাসন বিভাগ (২)

(Executive-2)

প্রিভি কাউন্সিল, মিনিষ্ট্রি ও ক্যাবিনেট—প্রকৃতপক্ষে শাসক (Privy Council, Ministry, Cabinet—Real Executive) :

পূর্ব্বে অধ্যায়ে রাজা ও রাজতন্ত্র সম্বন্ধে আমরা যে আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে রাজা নামে যাবতীয় শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্য্যতঃ এই সকল ক্ষমতা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে—এগুলি হইল প্রিভি কাউন্সিল ও তাহার বিভিন্ন কমিটি, মিনিষ্ট্রি বা মন্ত্রিবর্গ ও তাঁহাদের অধীন দপ্তর সমূহ ও ক্যাবিনেট ; ইহাদের মধ্যে আবার বাস্তবে শাসক হিসাবে ক্যাবিনেটের ভূমিকা প্রধান ও অগ্রগণ্য। ক্যাবিনেটই ব্রিটেনের শাসন বিভাগের মধ্যমণি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা ইহাদের সম্বন্ধে এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রিভি কাউন্সিল :

বর্ত্তমানে প্রিভি কাউন্সিল তাহার একসময়ের গুরুত্ব হারাইয়াছে এবং প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। তবুও আমরা প্রথমেই ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, তাহার কারণ শুধু যে ইহার এখনও কিছু করণীয় আছে বলিয়া নয় বা ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের জন্যও নয়, ক্যাবিনেট বা মিনিষ্ট্রি বা রাজার ভূমিকা বুঝিতে হইলে ইহার সম্বন্ধে আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। ইহাকে ক্যাবিনেট ও মিনিষ্ট্রির জনক বলা যায়।

উৎপত্তি ও বিকাশ :

অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রিটেনে রাজাকে ঘিরিয়া একটি পরিষদ চলিয়া আসিতেছে যাহার প্রধান কার্য্য ছিল রাজাকে রাজকার্য্যে মন্ত্রণা দেওয়া। নর্ম্ম্যান আমলে ইহাকে Curia Regis বা রাজপরিষদ বলা হইত। ইহা হইতেই কালক্রমে প্রিভি কাউন্সিলের উৎপত্তি, পরিষদের কয়েকজন বিশেষ বিশ্বাসভাজন সদস্য লইয়া গঠিত এই সংস্থা

রাজাকে গোপনে পরামর্শ দিত। টিউডর রাজাদের সময় ইহা তাঁহাদের স্বৈরাচারের যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষভাবে রাজার মনোনীত এই সংস্থাটি এসময় খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসন কার্য্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ন্ত্রণ করিত। তাঁহারা কেবল রাজার নিকট দায়ী থাকিতেন, পার্লামেণ্টের নিকট নয়। তাঁহাদের স্পর্শ করিবার পার্লামেণ্টের একমাত্র উপায় ছিল ইমপিচমেণ্ট (বিশেষ বিচার)। কিন্তু ইহার ফলে কোন শাস্তিবিধান করিলে রাজা তাঁহার মকব করার ক্ষমতাবলে নাকচ করিতে পারিতেন। সুতরাং পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ কার্য্যকরী হইত না। এইভাবে ইহার গুরুত্ব, ক্ষমতা ও কলেবরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শেষ পর্যন্ত এত বৃহদাকার হইল যে গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া মন্ত্রণাদাতা হিসাবে ইহার কার্য্যকারিতা লোপ পাইল। দ্বিতীয় চার্লসের সময় হইতেই রাজারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কয়েকজন বিশেষ আস্থাভাজন সদস্যদের সঙ্গে নিভৃতে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এইভাবেই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রিভি কাউন্সিলের যে ছোট চক্রটি রাজার ঘনিষ্ট হইয়া তাঁহাকে মন্ত্রণা দিতে থাকে তাহাকেই লোকে বিদ্রূপের সুরে "ক্যাবিনেট" বলিয়া উল্লেখ করিতে থাকে, কারণ ইহা রাজার গোপন খাস কামরায় মিলিত হইত যাহা অনেকেই প্রসন্ন-দৃষ্টিতে দেখিত না। ক্যাবিনেটই ক্রমে কার্য্যতঃ প্রিভি কাউন্সিলের স্থলাভিষিক্ত হইল এবং প্রিভি কাউন্সিলের গুরুত্ব হ্রাস পাইল। একটি সামগ্রিক সংস্থা হিসাবে প্রিভি কাউন্সিলের কর্ম্মতৎপরতা লোপ পাইল। বর্ত্তমানে কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্পাদন করা ছাড়া ইহার আর বিশেষ কিছু করণীয় নাই। কয়েকটি আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব উপলক্ষে—যথা রাজার সিংহাসনারোহণ বা অভিষেক বা জুবিলি উৎসব ইত্যাদিতে ইহার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ডাকা হয়। এছাড়া ইহার একটি কমিটি অর্থাৎ জুডিসিয়াল কমিটি এখনও চালু আছে এবং কয়েকটি কমিটি—বোর্ড অব্ ট্রেড, বোর্ড অব্ এডুকেশন প্রভৃতি প্রশাসন বিভাগে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ইহার পরামর্শদানের কার্য্য ক্যাবিনেটে বর্ত্তাইয়াছে এবং ইহার প্রধান কার্য্য হইল ক্যাবিনেট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত নীতি আংশিকভাবে রূপায়িত করা।

সংগঠন:

বর্ত্তমানে ইহার সদস্যসংখ্যা সাধারণতঃ 300 হইতে 350 এর

মধ্যে থাকে। নিম্নলিখিত পদস্থ ব্যক্তিগণ ইহার সদস্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত—

ক্যাণ্টারবেরি ও ইয়র্কের আর্চবিশপ, লণ্ডনের বিশপ, নয়জন আপীল লর্ড সমেত কয়েকজন উচ্চপদস্থ বিচারক, বহিঃরাষ্ট্র ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতগণ ও কমন্সসভার স্পীকার ইত্যাদি। এছাড়া ডোমিনিয়নগুলির প্রতিনিধি হিসাবে ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রীদের ও রাজনীতি, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান বা আইন প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথিতযশাঃ ব্যক্তিদের সম্মানিত করিবার জন্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যপদে ভূষিত করা হয়। ইহার সদস্য তালিকার একটি বিরাট অংশই ব্রিটেনের বর্ত্তমান ও প্রাক্তন মন্ত্রীগণ দ্বারা অধিকৃত। কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য করা হয়, যদি না পূর্ব্বেই তিনি সদস্য হইয়া থাকেন। ইহার কারণ খুব সম্প্রতিকালের পূর্ব্ব পর্যন্ত মন্ত্রিসভা আইনের চক্ষে স্বীকৃতি না পাওয়ায় কোন মন্ত্রীর সরকারী কাজকর্ম্ম আইন সিদ্ধ হইত না বা তিনি মন্ত্রগুপ্তির শপথও লইতে পারিতেন না—রাজার পরামর্শদাতা হিসাবে যা লওয়া একান্ত প্রয়োজন—যতক্ষণ না তিনি প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হইতেন। একবার সদস্য হইলে আজীবন সদস্যপদ বহাল থাকে। বিশেষ সম্মানের চিহ্ন হিসাবে প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্যগণ 'রাইট-অনরেবল' (Right-Honourable) এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।

অধিবেশন :

ক্যাবিনেট প্রথার প্রচলনের কারণে প্রিভি কাউন্সিলের কর্ম্মতৎপরতা প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক ও মামুলি হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নূতন রাজার রাজ্যাভিষেক বা এই জাতীয় অন্যান্য উৎসব ছাড়া সমগ্র-কাউন্সিলের অধিবেশন আহুত হয় না। কিন্তু সাধারণভাবে প্রিভি কাউন্সিল দুই তিন সপ্তাহ অন্তর বাকিংহাম প্রাসাদে বসিয়া থাকে এবং তাহাতে রাজা উপস্থিত থাকিতে পারেন, কিন্তু একজন ক্যাবিনেট সদস্য—লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব্ দি কাউন্সিল সভাপতিত্ব করেন। কাউন্সিলের নথিপত্রের রক্ষক হিসাবে ক্লার্ক অব্ দি কাউন্সিল উপস্থিত থাকেন আর তিন চারজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী উপস্থিত হন। কোরামের জন্য তিন জনের উপস্থিতিই যথেষ্ট হওয়ায় অধিক সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ সভার আলোচ্য বিষয় যেসব মন্ত্রীর দপ্তর সংক্রান্ত তাঁহারাই উপস্থিত হন। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সাধারণতঃ

সরকারী আদেশনামা বা অর্ডার ইন্ কাউন্সিল (রাজা সমেত প্রিভি কাউন্সিলের আদেশ) রূপে নথিভুক্ত ও ঘোষিত হয়। অধিকাংশ সময়েই পার্লামেণ্টের আইনে মন্ত্রীদের উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এগুলি রচিত হয় এবং পার্লামেণ্টের আইনের মর্যাদা লাভ করে। সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট দপ্তর এগুলির খসড়া রচনা করে এবং কাউন্সিলে সেগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়। এছাড়াও যুদ্ধ ঘোষণা, পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আদেশনামা। উপনিবেশের শাসন সম্পর্কিত আদেশ, স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত আদেশ প্রভৃতি অর্ডার-ইন-কাউন্সিলের মাধ্যমেই জারি হয় এবং কাউন্সিল ছাড়া অন্যত্র গৃহীত হইতে পারে না। আরও কতকগুলি ব্যাপারও একমাত্র কাউন্সিলেই হইতে পারে,—যেমন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ, এবং কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে শীলমোহর গ্রহণ, শেরিফদের তাঁহাদের পদের প্রতীক্ চিহ্ন গ্রহণ ইত্যাদি। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কাউন্সিলে যেসব কার্য্য হয় সদস্যদের নিজ ইচ্ছামত কিছু করার বিশেষ সুযোগ নাই, শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কয়েকজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছাড়া অন্য কেহ উপস্থিত থাকেন না।

জুডিসিয়াল কমিটি :

কিছু কিছু কার্য্য প্রিভি কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে হইয়া থাকে, যেমন অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কমিটি ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে জুডিসিয়্যাল কমিটিকে অগ্রগণ্য বলা যায়। 1833 সালে আইনের বলে এই কমিটি স্থাপিত হয়। অভিজ্ঞ বিচারকদের লইয়া—যেমন প্রাক্তন লর্ড চ্যান্সেলারগণ, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ—ইহা গঠিত হয়। আধা আদালতভাবে ইহা কার্য্য করে; গির্জ্জার আদালতসমূহ, এডমিরাল্‌টি আদালতসমূহ, উপনিবেশগুলির আদালত ও যেসব ডোমিনিয়ন এখনও নিজেদের সর্ব্বোচ্চ আদালত স্থাপন করে নাই এমন ডোমিনিয়ন আদালত হইতে আপীলের শুনানী এই কমিটিতে হইয়া থাকে এবং ইহার রায়ই চূড়ান্ত হয়। এই রায় কিন্তু রাজার নিকট সুপারিশের আকারে দেওয়া হয়, রাজার আদেশে তাহা কার্য্যকরী হয়।

মিনিষ্ট্রি ও ক্যাবিনেট :

উপরে রাজা ও প্রিভি কাউন্সিল সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বোঝা যাইবে যে সরকার পরিচালনার আসল যন্ত্রের সন্ধান করিতে হইলে রাজা

বা প্রিভি কাউন্সিল ছাড়াইয়া অন্যত্র দেখিতে হইবে এবং ক্যাবিনেট ও মিনিষ্ট্রিতেই তাহার প্রকৃত সন্ধান মিলিবে। যদিও অনেক সময় শব্দ দুইটি এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক দিক হইতে তাহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। এই প্রভেদ গঠনগত এবং ভূমিকাগতও বটে। প্রিভি কাউন্সিল, মিনিষ্ট্রি ও ক্যাবিনেটের মধ্যে গঠনগত প্রভেদ "বৃত্তের মধ্যে বৃত্তের" উপমা দ্বারা বোঝান যায়। প্রথমটি যেন সর্ব্ববৃহৎ বৃত্ত, দ্বিতীয়টি উহার মধ্যেকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৃত্ত এবং তৃতীয়টি তাহার মধ্যেকার আরও ক্ষুদ্র বৃত্ত। অনেক সময় ক্যাবিনেটের মধ্যেও আর একটি ভিতরকার আরও ক্ষুদ্র (inner cabinet) ক্যাবিনেটের আবির্ভাব দেখা যায়। প্রত্যেক মন্ত্রীকেই প্রিভি কাউন্সিলার হইতে হয়, কিন্তু প্রত্যেক প্রিভি কাউন্সিলার মন্ত্রী হন না। আবার প্রত্যেক ক্যাবিনেট সদস্যকে মন্ত্রী হইতে হয়। কিন্তু সকল মন্ত্রীই ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত হন না। যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী পার্লামেণ্টের সভ্য এবং কমন্সসভার নিকট রাজনৈতিক দিক হইতে দায়ী এবং যাঁহাদের কার্য্যকাল কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ এই সমর্থন হারাইলেই যাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য এমন কর্ম্মচারীদের সমষ্টিকেই মিনিষ্ট্রি বলা হয়। ইহাদের পদের 'রাজনৈতিক' ধাঁচ একদিকে তাঁহাদের ক্যাবিনেট সদস্যদের সমপর্যায়ভুক্ত করে অন্যদিকে বিরাটসংখ্যক স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীদের যাঁহাদের 'সিভিল সার্ভেণ্ট' আখ্যা দেওয়া হয় তাঁহাদের হইতে পৃথক পর্যায়ভুক্ত করে। মন্ত্রীরা পদাধিকারী হন রাজনৈতিক মতের কারণে আবার পদত্যাগ করিতে বাধ্যও হন রাজনৈতিক কারণে। সিভিল সার্ভেণ্টরা পদে বহাল হন এবং অধিষ্ঠিত থাকেন রাজনীতির নিরপেক্ষতার কারণে।

সাধারণতঃ চার শ্রেণীর সদস্য লইয়া মিনিষ্ট্রি গঠিত হয় এবং নূতন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে এই চার শ্রেণীর মন্ত্রীর পদের জন্য লোক নির্ব্বাচন করিতে হয়। ইহাদের সমষ্টিকেই মিনিষ্ট্রি বলা হয়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ, যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এবং সাধারণতঃ এক বা একাধিক প্রশাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন এবং দায়িত্ব বহন করেন। ইহাঁরাই যৌথভাবে রাষ্ট্রের নীতি নির্দ্ধারণ করেন এবং সরকারের নেতৃত্ব করেন। নিম্নলিখিত মন্ত্রীরা সাধারণতঃ এই পর্যায়ে থাকেন,—যেমন অর্থমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর অব্ দ্য একস্‌চেকর, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী, কয়েকজন সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট—পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, উপনিবেশ ও কমনওয়েল্‌থ প্রভৃতি দপ্তরের সেক্রেটারি

অব্ ষ্টেট। ইহাঁদের সংখ্যা সাধারণতঃ 15 হইতে 20র মধ্যে থাকে। ইহাঁরা সকলেই যে প্রশাসন দপ্তরের ভার নেন তাহা নয়, যেমন লর্ড প্রিভি কাউন্সিল (Lord Privy Council) বা লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব্ দ্য কাউন্সিল (Lord President of the Council)। সাধারণতঃ প্রবীণ বয়স্ক মানুষরা যাঁহারা বেশী বয়সের জন্য অনীহা হেতু কোন দপ্তরের ভার লইতে চান না কিন্তু যাহাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সুযোগ প্রধানমন্ত্রী লইতে চান এমন ব্যক্তিরাই এইসব পদে নিযুক্ত হন। কখনও কখনও প্রয়োজনবোধে ইঁহারা কোন বিশেষ কার্য্যের ভার লইয়া থাকেন। কখনও কখনও বিশেষ করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের সময় একই কারণে কাহাকেও কাহাকেও দপ্তরহীন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া ক্যাবিনেটে লওয়া হয়, এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পার্লামেণ্টের সদস্য না হইয়াও জেনারেল স্মাট্স্‌কে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে ক্যাবিনেটে লওয়া হইয়াছিল। এটা কিন্তু সঙ্কটকালীন ও সাময়িক ব্যবস্থামাত্র এবং নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়াই গণ্য করা হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক মন্ত্রীকেই বিশেষ করিয়া ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে পার্লামেণ্টের একটি কক্ষের সদস্য হইতে হয়। যদি প্রধানমন্ত্রী এমন কোন ব্যক্তিকে ক্যাবিনেটে লইতে চান যিনি নির্ব্বাচনের ঝামেলা লইতে অনিচ্ছুক তাহাকে পিয়ারেজ দিয়া লর্ড সভার সদস্য করিয়া লওয়া হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন রাষ্ট্রমন্ত্রীগণ (Ministers of State)। ইঁহাদের স্থান হইল ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও তরুণ মন্ত্রী (Junior Ministers) বা সংসদীয় আণ্ডার সেক্রেটারিদের (Parliamentary Under—Secretary) মধ্যে। 1941 সনে প্রথম এই শ্রেণীর রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ শুরু হয়। যেসব দপ্তরে কাজের চাপ বেশী যেমন অর্থদপ্তর, পররাষ্ট্রদপ্তর ইত্যাদি সেখানে ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ভার লাঘবের জন্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তিনি যাহা করেন ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীর প্রতিভূ হিসাবে করেন এবং তাহার জন্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীই জবাবদিহি করেন। ক্যাবিনেটের অধিবেশনে রাষ্ট্রমন্ত্রী অংশ গ্রহণ করেন না, সুতরাং সরকারের নীতি নির্দ্ধারণে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের কোন ভূমিকা থাকে না।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন সংসদীয় আণ্ডার সেক্রেটারিগণ (Parliamentary Under-Secretary) যাঁহারা তরুণ মন্ত্রী। ইঁহারাও সাধারণতঃ ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে পার্লামেণ্টের বিতর্কে বা প্রশ্নোত্তরদানে সাহায্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যদি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লর্ডসভায় থাকেন ইঁহারাই কমন্সসভায় দপ্তরের মুখপাত্রের কাজ করেন। রাষ্ট্রমন্ত্রীর ন্যায় ইঁহারাও

ক্যাবিনেটের সদস্য নন, সুতরাং নীতি নির্দ্ধারণ ব্যাপারে ইঁহাদের হাত নাই। সাধারণতঃ শাসকদলের উদীয়মান তরুণ কর্ম্মীদের মধ্য হইতেই ইঁহাদের সংগ্রহ করা হয়, অনেকটা মন্ত্রীর কার্য্যে শিক্ষানবীশ হিসাবে। ভবিষ্যতে ইঁহারাই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও গুরুত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। সকল আণ্ডার সেক্রেটারিই কিন্তু পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারি নন। আর এক শ্রেণীর আণ্ডার সেংক্রটারি আছেন যাঁহাদের বলা হয় স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারি (Permanent Under-Secretary)। ইঁহারা সরকারী চাকুরিয়া বা সিভিল সার্ভেণ্ট। তাঁহারা দলীয় রাজনীতি বিমুক্ত। যখন যে দল সরকার গঠন করেন তাঁহারা নির্ব্বিচারে সরকারকে আনুগত্য দিয়া যান। ক্যাবিনেট পদত্যাগ করিলে পার্লামেণ্টারি আণ্ডার সেক্রেটারিগণ পদত্যাগ করেন কিন্তু স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারিগণ করেন না। তাঁহাদের কার্য্য শুধু যে কোন দলীয় সরকারের নির্দ্ধারিত নীতি প্রশাসনে নিষ্ঠার সহিত রূপায়িত করা। মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাঁহাদের কার্য্যকালে ছেদ পড়ে না।

চতুর্থ শ্রেণীতে আছেন রাজসংসারের কয়েকজন কর্ম্মচারী যাঁহাদের পদ মন্ত্রীদের মতই এখনও ‘রাজনৈতিক’ বলিয়া গণ্য করা হয়, যেমন খাজাঞ্চি (Treasurer), কম্পট্রোলার ও ভাইস চেম্বারলেন (Vice-Chamberlain)।

মন্ত্রীরা সকলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অন্তর্ভুক্ত এবং কমন্সসভার নিকট দায়ী এবং তাঁহাদের কাযকাল কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্টের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ক্যাবিনেট যেমন বৌথভাবে কাজ করে, মিনিষ্ট্রি তাহা করে না। প্রত্যেক মন্ত্রী এককভাবেই কাজ করেন। মিনিষ্ট্রির কার্য্য নীতি নির্দ্ধারণ নয়, ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্য্যকরী করিতে সহায়তা করা। প্রিভি কাউন্সিল, ক্যাবিনেট ও মিনিষ্ট্রির কার্য্যের পার্থক্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর অর্থবহ উক্তি আছে,—

“ক্যাবিনেট মন্ত্রী আলোচনা করেন ও পরামর্শ দেন প্রিভি কাউন্সিলর ফতোয়া জারি করেন ও মিনিষ্টার নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করেন” (The Cabinet-officer deliberates and advises ; the Privy Councillor decrees ; and the minister executes”)।

মন্ত্রীদের সংখ্যা কিছু নির্দিষ্ট থাকে না ; বিভিন্ন সময় কমে বাড়ে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ক্রমাগত রাষ্ট্রের কর্ম্মপরিধি বৃদ্ধি হেতু প্রশাসন

বিভাগের ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণ হওয়ায় মিনিষ্ট্রির কলেবরও ক্রমবর্দ্ধমান। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল 50 হইতে 60। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু নূতন নূতন দপ্তর খোলার ফলে মিনিষ্ট্রির সংখ্যা প্রায় একশতের কাছাকাছি দাঁড়ায়। যুদ্ধের পর কিছুটা কমিয়া 60 হইতে 80র মধ্যে দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে মিনিষ্ট্রির প্রবণতা বাড়ার দিকেই।

ক্যাবিনেট :

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা প্রতীত হইয়াছে যে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেটই হইল সারবস্তু। শাসনযন্ত্র পরিচালনা ব্যাপারে ক্যাবিনেটেরই চূড়ান্ত ক্ষমতা। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রখ্যাত লেখকরা ইহাকে নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকটি এখানে আমরা উদ্ধৃত করিব, কারণ এগুলি ক্যাবিনেটের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে যাহা হইতে ক্যাবিনেট সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা সহজ হইবে। ব্যাজহট্ (Bagchot) বলিয়াছেন—"ক্যাবিনেট হইল একটি বন্ধনীচিহ্ন (hyphen) বা কোমরবন্ধের (buckle) মত যাহা শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে যোগস্থাপন করে"। গ্ল্যাডষ্টোন একসময় মন্তব্য করেন—"ক্যাবিনেট হইল একটি ত্রিপ্রস্থ কব্জা যাহা কার্য্যকারিতার জন্য রাজা, কমন্সসভা ও লর্ডসভাকে যুক্ত করে।" (The Cabinet is a threefold hinge that connects together for action the King, the Lords and Commons") । লাউয়েলের মতে ইহা "রাজনৈতিক খিলানের কেন্দ্র প্রস্তর" ("the keystone of the political arch")। ম্যারিয়ট (Marriot) ইহাকে "কীলক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র ঘুরিতেছে" (The pivot round which the whole political machinery revolves")। র‍্যামশে মুর (Ramsay Muir) ইহাকে "রাষ্ট্রপোতের চালনাচক্র" ("steering wheel of the ship of the state") বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাপক মনরোর (Munro) মতে "ইহা শাসনযন্ত্রের নির্দ্দেশ ও পরিচালনার শক্তি" (It is the guiding and directing force in Government")। স্যার আইভর জেনিংস (Sir Ivor Jennings) বলিয়াছেন, "ক্যাবিনেট ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় ঐক্যের যোগান দেয়" "The Cabinet provides unity to the British system of government"

ক্যাবিনেট সম্বন্ধে উপরে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হইল এবং অন্যান্য লেখকের বর্ণনা হইতে ইহা পরিষ্কার বোঝা যায় যে ক্যাবিনেটই ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের মুখ্য পরিচালক। ক্যাবিনেট ব্যতীত শাসনযন্ত্র বিকল হইবে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে এত গুরুত্ব সত্ত্বেও এতকাল ধরিয়া ক্যাবিনেট আইনের স্বীকৃতি পায় নাই। ক্যাবিনেটের কোন সিদ্ধান্ত আইনসিদ্ধ করিতে হইলে প্রিভি কাউন্সিলের মাধ্যমে অর্ডার-ইন-কাউন্সিল এর আকার দিতে হয়। অবশ্য যেহেতু ক্যাবিনেটের সকল সদস্যই প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য ইহাতে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু ক্যাবিনেটকে যে তাহার সিদ্ধান্ত আইনসিদ্ধ করিতে এই উপায়ের সাহায্য লইতে হয় এটাই বিস্ময়ের বিষয়। ব্রিটেনের অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মত ক্যাবিনেটেরও উৎপত্তি হইয়াছে দৈবক্রমে এবং ইহার ক্রমবিকাশ ও কর্ম্মতৎপরতা এমন কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেগুলি এখন সর্ব্বজন বিদিত। 1937 সনের পূর্ব্ব পর্যন্ত কোন আইনে ইহার উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। ঐ বৎসর সর্ব্বপ্রথম মিনিষ্টারস্ অব্ ক্রাউন এ্যাক্টে (Ministers of Crown Act, 1937) প্রসঙ্গত ক্যাবিনেট সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায়। প্রসঙ্গটি হইল এই আইনে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের অন্য মন্ত্রীদের অপেক্ষা উচ্চহারে বেতন নির্দ্ধারণ করা হয়। ক্যাবিনেট সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কিন্তু এই আইনে কোন ধারা গৃহীত হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি কি ভাবে প্রিভি কাউন্সিল হইতে অবস্থাচক্রে ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হয়। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মতই ক্যাবিনেটও ধীরে ধীরে প্রথাগতভাবে আবির্ভূত। বর্ত্তমানে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি ক্রমে ক্রমে অবস্থাচক্রে উদ্ভূত হইয়াছে। পরিকল্পিত ভাবে গৃহীত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কিভাবে প্রিভিকাউন্সিলের কয়েকজন রাজার বিশেষ আস্থাভাজন সদস্যদের সহিত গোপন পরামর্শ করার একটা রীতি প্রবর্ত্তনের ফলে প্রথম ক্যাবিনেটের উদ্ভব হয়। কিন্তু তখনকার ক্যাবিনেটের সঙ্গে বর্ত্তমান ক্যাবিনেটের কোনই সাদৃশ্য নাই। বর্ত্তমান ক্যাবিনেটের বিশেষ লক্ষণগুলি ঐতিহাসিক কারণে একে একে আবির্ভূত হইয়াছে। ষ্টুয়ার্ট রাজারা নিজেদের ইচ্ছামত মন্ত্রী মনোনয়ন করিতেন এবং মন্ত্রীরা তাঁহাদের নিকটই দায়ী থাকিতেন। পার্লামেণ্টের মন্ত্রীদের উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না। অবশ্য পার্লামেণ্টের হাতে একটি চরম অস্ত্র ছিল ইমপিচমেণ্টের ক্ষমতা। কিন্তু সেটা এতই উগ্র ও অসাধারণ যে তাহা একমাত্র খুব অসাধারণ অবস্থায় শেষ অস্ত্র হিসাবে

ব্যবহার করা চলিত। সাধারণভাবে তাহা কার্য্যকরী ছিল না। 1679 সনে দ্বিতীয় চার্লস্‌কে পার্লামেণ্টের অনভিপ্রেত পরামর্শ দেওয়ার জন্য ড্যানবির আর্লকে পার্লামেণ্টে ইমপিচ করা হয়। ড্যানবি এই সাফাই দিতে চেষ্টা করেন যে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা রাজারই আজ্ঞায়, সুতরাং তাহার জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত দায়িত্ব নাই এবং যেহেতু রাজা ন্যায় অন্যায়ের উর্দ্ধে রাজারও কোন দায়িত্ব নাই। পার্লামেণ্ট এই অজুহাত অগ্রাহ্য করিয়া ড্যানবিকে টাওয়ারে কারারুদ্ধ করে। তখন হইতে এই সূত্রটি প্রচলিত হয় যে কোন মন্ত্রী বা রাজপুরুষ কোন অপরাধের জন্য রাজার আজ্ঞার অন্তরালে আশ্রয় লইতে পারেন না, তিনি ব্যক্তিগত ভাবেই দায়ী হইবেন। কিন্তু ইহার ফলে একটা পরস্পর বিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইচ্ছামত মন্ত্রী মনোনয়নে রাজার চিরাচরিত ও অবিসম্বাদিত ক্ষমতা স্বীকৃত ছিল এবং রাজার মনোনীত মন্ত্রীও তাঁহার নির্দ্দেশ-মত রাজকার্য্য পরিচালনা না করিয়া পারিতেন না। এদিকে পার্লামেণ্ট দাবী করিল, যে মন্ত্রী পার্লামেণ্টের মনঃপূত হইবেন না তাঁহাকে অপসারণ করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। এই পরিস্থিতিতে কেহই মন্ত্রী হইতে আগ্রহী হইবার কথা নয়। কেননা রাজার নির্দ্দেশ না মানিলে রাজা তাহাকে অপসারণ করিবেন, আবার রাজার অন্যায় নির্দ্দেশ মানিলে তাঁহাকে পার্লামেণ্টের ইমপিচমেণ্টের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং সম্ভবতঃ কারারুদ্ধ হইতে হইবে। 1688 সনের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইয়া গেল। রাজা উইলিয়াম মানিয়া লইলেন যে তাঁহারা পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন এবং মন্ত্রীরা পার্লামেণ্টের আস্থা সাপেক্ষে কার্য্যে বহাল থাকিবেন, আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করিবেন। পার্লামেণ্টের কাছে মন্ত্রীদের রাজনৈতিক দায়িত্ব যাহা বর্ত্তমান ক্যাবিনেট প্রথার একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ এইভাবেই তাহার শুরু হয়। রাজার মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিয়াও মন্ত্রীদের পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, যদিও রাজার মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় পরিণত হইল এবং এ বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব ইচ্ছার বিশেষ অবকাশ রহিল না।

ইহার অব্যবহিত পরে ক্যাবিনেট প্রথার আর একটি লক্ষণও প্রকট হইল—ক্যাবিনেটের একদলীয় কাঠামো। এই সময় ইংল্যাণ্ডে দলীয় প্রথা দানা বাঁধিয়া ওঠে ; টোরি ও হুইগ নামে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়। রাজা তৃতীয় উইলিয়ম প্রথমে নির্ব্বিচারে দুইটি দল হইতেই তাহার মন্ত্রী মনোনয়ন করিতেন। কিন্তু মিশ্র মন্ত্রিসভায়

মতানৈক্য হেতু অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কাজের অসুবিধা হইতে থাকে। সেজন্য তিনি শেষের দিকে একটি দল হইতেই মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিতে শুরু করেন এবং সে দলটি হইল হুইগ (Whig)। 1697 সনে সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের হুইগ জুণ্টা বা গোপন চক্র (Sunderland's Whig Junta) নামে খ্যাত একমাত্র হুইগ পার্টির সদস্য লইয়া গঠিত ক্যাবিনেট ভবিষ্যৎ ক্যাবিনেটের একদলীয় ধাঁচ পত্তন করিয়া দেয় বলা যায় এবং এ দলটি হইল যে দল তখন শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিত। উইলিয়ামের পর রাণী এ্যানও এই নিয়ম মানিয়া চলেন। তাঁহার পছন্দমত নয় এমন ব্যক্তিকেও তিনি মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিতেন এই প্রথা মান্য করিয়া। শুধু তাহাই নহে, তিনি ক্যাবিনেটকে নীতি নির্দ্ধারণ করিবার অধিকারও দিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তখনও পর্যন্ত ক্যাবিনেট প্রথা আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে নাই। কেননা ক্যাবিনেটের মধ্যে কোন নেতা তখনও স্বীকৃত হয় নাই এবং উইলিয়াম ও এ্যান দুইজনেই ক্যাবিনেটের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতেন। পরের রাজা প্রথম জর্জ্জের আমলে এই দুইটি বিচ্যুতি অপসারিত হয় এবং সেটা দৈবক্রমে বলা যায়। প্রথম জর্জ্জ জার্ম্মান রাজ্য হ্যানোভারের নৃপতি ছিলেন, সুতরাং তিনি ইংরাজী জানিতেন না বা ব্রিটিশ রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেও তাঁহার কোন পরিচয় ছিলনা। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান বা কর্ম্মঠও ছিলেন না। দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আগ্রহও ছিল না। কাজেই তিনি ক্যাবিনেটের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন না। ক্যাবিনেটের একজন সদস্য স্যার রবার্ট ওয়ালপোলকে (Walpole) ক্যাবিনেটের সভাপতিত্ব করার এবং সভার কার্য্য পরিচালনা করিবার ভার দেন। ওয়ালপোলকেই প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলা হয়। তাঁহার পূর্ব্বেও কোন কোন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রধানমন্ত্রী বলিতে আমরা যাহা বুঝি ওয়ালপোলই প্রথম সেই ধরণের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি একাধারে রাজার প্রধান পরামর্শদাতা, ক্যাবিনেটের নেতা এবং কমন্সসভার নেতা হিসাবে কাজ করেন। তিনি একজন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্ ও কর্ম্মঠ পুরুষ ছিলেন। প্রথম জর্জ্জ ও দ্বিতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালে কুড়ি বৎসর ধরিয়া তিনি কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা ভোগ করেন এবং দুই রাজাই তাঁহাকে কার্য্যতঃ রাজ্য পরিচালনা করিতে দেন। অবশ্য কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করিতে অনেক সময় তাঁহাকে অসদুপায় অবলম্বন করিতেও হইত, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে মুহূর্ত্তে তিনি কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান তিনি তৎক্ষণাৎ

পদত্যাগ করেন যদিও তিনি রাজার আস্থা হারান নাই। ইহা দ্বারা তিনি যে সুস্থ নজির স্থাপন করেন তাহা ক্যাবিনেট প্রথার একটি মূলনীতি রূপে প্রচলিত হয়। তাঁহার কার্য্যকালে তিনি কয়েকটি নীতির সূত্রপাত করেন যেগুলি বর্ত্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় চালু রহিয়াছে। প্রথমতঃ তিনি এই নীতি প্রবর্ত্তন করেন যে রাজা প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীদের নির্ব্বাচনের ভার প্রধানমন্ত্রীকে ছাড়িয়া দিবেন। দ্বিতীয়তঃ প্রধানমন্ত্রীই রাজা ও মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হইবেন। তৃতীয়তঃ একদিকে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারাইবা মাত্র প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগপত্র দাখিল করিবেন অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রত্যেক সভ্যেরই কর্ত্তব্য সকল বিষয়ে বিনা দ্বিধায় ক্যাবিনেটকে সমর্থন করিয়া যাওয়া। এইভাবে ক্যাবিনেট প্রথা ও দলীয় প্রথা পরস্পরের পরিপূরক ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্যাবিনেটের অধিবেশন হইতে রাজার অনুপস্থিতির আর একটা ফল হইল ক্যাবিনেটের ঐক্যবদ্ধতা (solidarity)। রাজার কাছে ক্যাবিনেটের একটি সিদ্ধান্তই প্রধানমন্ত্রীকে পেশ করিতে হইত। সেজন্য মন্ত্রীদের মধ্যে কোন বিষয়ে আলোচনার প্রারম্ভে যত মতানৈক্যই থাকুক নিজেদের মধ্যে আপোস করিয়া মতৈক্য এবং একটি যৌথ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইত, যাহা রাজার নিকট এবং পার্লামেণ্টেও সমগ্র ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত রূপে উপস্থাপিত হইত। আধুনিক ক্যাবিনেট প্রথার এই ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধতা একটি বিশেষ লক্ষণ যাহা ওয়ালপোলের সময়ই প্রকট হয়। ওয়ালপোলের সময় আর একটি উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয়—কমন্সসভার প্রাধান্য। ওয়ালপোল অধিকাংশ সরকারী কার্য্য কমন্সসভার মাধ্যমেই করিতেন এবং লর্ড-সভাকে বিশেষ আমল দিতেন না। অবশ্য লর্ডসভার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা আইনতঃ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করার প্রক্রিয়া ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেই সম্পাদিত হইয়াছে, কিন্তু লর্ডসভার তুলনায় কমন্সসভাকে অধিক গুরুত্ব দিবার প্রবণতা ওয়ালপোলের সময় হইতেই শুরু হয়।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে ওয়ালপোলকেই (Walpole) বর্ত্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একরকম জনক বলা চলে। অবশ্য একথার অর্থ ইহা নয় যে ওয়ালপোলের সময় ক্যাবিনেট প্রথার যে সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় আজ পর্যন্ত সেগুলি ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। তাহা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সর্ব্বদা গতিশীল ও চলমান। নিত্যনূতন পরিস্থিতিতে নূতন

নজির, নূতন প্রথার উদ্ভব হইতেছে। এইভাবেই ক্যাবিনেটের আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং ক্যাবিনেটের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে এগুলিরও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আকৃতিগত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। ক্যাবিনেট প্রথার সাধারণ রূপরেখাটি ওয়ালপোলের সময় যেমন দাঁড়াইয়াছিল এখনও মোটামুটি তাহাই রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু লক্ষণগুলির সময়ে সময়ে আকৃতিগত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যেমন ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্বের অঙ্গ হিসাবে একটি নিয়ম হইয়াছে যে কোন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ পত্র দাখিল করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন হইবে। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সাধারণতঃ ক্যাবিনেট এক দল হইতেই গঠিত হওয়া নিয়ম। ক্যাবিনেটের ঐক্যের প্রয়োজনেও ইহা অভিপ্রেত ; কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হইয়াছে, যেমন দুইটি মহাযুদ্ধের সময় ও 1931—1939 এই সময়ে বিভিন্ন দলের সদস্য লইয়া মিশ্র (Coalition) ক্যাবিনেট বা জাতীয় সরকার (National Government) গঠন করা হইয়াছিল। এছাড়াও 1923 সালে এবং 1929 সালে যখন কোন দলই নির্ব্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে নাই শ্রমিকদল উদারনৈতিক দলের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি লইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠন করে। উদারনৈতিক দল ক্যাবিনেটের বাহিরে থাকিয়া শ্রমিকদলের ক্যাবিনেটকে সমর্থন দিয়া যায়। এ ব্যবস্থা অবশ্য খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। ইহা সাধারণ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার নীতি হইতে ব্যতিক্রম, কিন্তু তখনকার বিশেষ পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। ইহা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের নমনীয়তারই একটি দৃষ্টান্ত।

ক্যাবিনেটের গঠন পদ্ধতি :

এখন আমরা বর্ত্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিব। প্রথমেই দেখা যাক কিভাবে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই প্রসঙ্গত কিছু বলা হইয়াছে। ক্যাবিনেট গঠনের প্রথম স্তর হইতেছে রাজা কর্ত্তৃক প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচন। নূতন প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচনের প্রয়োজন উপস্থিত হয় সাধারণতঃ পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনের পর অথবা পূর্ব্বের ক্যাবিনেট কমন্সসভায় কোন মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে ভোটে হারিয়া গিয়া রাজার কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করিলে। উভয় ক্ষেত্রেই রাজা কমন্সসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হইতে আহ্বান

জানান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যদি কমন্সসভায় কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন নির্ব্বাচিত নেতা না থাকে তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচনের ব্যাপারে রাজাকে আপন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী নির্ব্বাচন করিতে হয়। অন্যথায় তাঁহার নিজস্ব অভিরুচির কোন প্রশ্ন ওঠে না। তিনি যন্ত্রচালিতের ন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্ব্বাচিত নেতাকে প্রধানমন্ত্রিত্বে বরণ করেন। তাহার পর প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীমণ্ডলীর তালিকা প্রণয়নে উদ্যোগী হন এবং তালিকা সম্পূর্ণ হইলে তাহা রাজাকে দেন। রাজা মন্ত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ করেন। কিন্তু এই বর্ণনা হইতে ব্যাপারটা যত সহজ ও সরল মনে হয় আসলে কিন্তু তাহা নহে। মনে হইতে পারে মন্ত্রী চয়ন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ বাধামুক্ত ও স্বাধীন এবং তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা মন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারেন বা যে কোন মন্ত্রীর উপর যে কোন দপ্তরের ভার দিতে পারেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্ট সাবধানে চলিতে হয়। সুষ্ঠুভাবে কার্য্য পরিচালনার স্বার্থে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিবার সময় প্রধানমন্ত্রীকে নানাদিকে লক্ষ রাখিতে হয়। প্রথমতঃ মন্ত্রীমণ্ডলীতে দুইটি কক্ষেরই প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। কোন দপ্তরের প্রধান যদি কমন্সসভার সভ্য হন, তবে লর্ডসভায় সেই দপ্তরের মুখপাত্র হিসাবে একজন সহকারী মন্ত্রী লর্ডসভা হইতে মনোনীত হন। কতজন কোন কক্ষ হইতে লওয়া হইবে সে সম্বন্ধে অবশ্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। সাধারণতঃ পার্লা-মেণ্টের কোন না কোন কক্ষ হইতেই মন্ত্রী নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে, তবে সময়ে সময়ে কোন বিচক্ষণ, দক্ষ ব্যক্তিকে বিশেষ কারণে ক্যাবিনেটে স্থান দিবার জন্য মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। তখন হয় তাঁহাকে পিয়ারেজ দিয়া লর্ডসভার সভ্য করিয়া লওয়া হয় নতুবা তাঁহার জন্য একটি নিশ্চিত আসন সংগ্রহ করিয়া উপনির্ব্বাচনের মাধ্যমে ছয়মাসের মধ্যে কমন্সসভার সভ্য করিয়া লওয়া হয়। যদি তিনি এত বৃদ্ধ হন যে তাঁহার পক্ষে দপ্তর পরিচালনার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিতর্কে অংশগ্রহণ করা অসুবিধাজনক হয় তবে তাঁহাকে লর্ডসভারই সভ্য করা হয়।

মন্ত্রী নির্ব্বাচনে প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের ন্যায্য দাবীর কথাও স্মরণ রাখিতে হয়। তিনি শুধুই ইংল্যাণ্ড বা স্কটল্যাণ্ড বা ওয়েলস্ একটি অঞ্চল হইতে মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিলে বিক্ষোভ দেখা দিবে। তাছাড়া তাঁহাকে দলের সকল নামী নেতাকেও ক্যাবিনেটে লইতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও নিজের বিরূপতাবশতঃ বাদ দিলে দলের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। দলের পূর্ব্বের ক্যাবিনেটে যাঁহারা

ছিলেন সাধারণতঃ তাঁহাদের লইতে হয় যদি না কোন সভ্য স্বেচ্ছায় ক্যাবিনেটে আসিতে রাজী না হন। সাধারণতঃ দল যখন বিরোধী দল হিসাবে থাকে তখনই তাঁহাদের মধ্যে এক এক জন এক একটি মন্ত্রিত্বের জন্য চিহ্নিত থাকেন এবং ঐসময় হইতেই তিনি ঐ বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে আগ্রহী থাকেন, ঐ বিভাগীয় বিষয়ে বিতর্কে তিনিই নেতৃত্ব করেন। ইঁহাদের লইয়া যে চক্রটি গঠিত হয় তাহাকে "ছায়া ক্যাবিনেট" (Shadow Cabinet) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। দল ক্ষমতাশীল হইলে ইঁহারাই ক্যাবিনেট গঠন করিবেন একরকম স্থির থাকে। প্রধানমন্ত্রী কোন নড়চড় করিতে সাহস করেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে মন্ত্রী নির্ব্বাচনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। যতগুলি মন্ত্রিত্ব, প্রার্থীর সংখ্যা তার থেকে অনেক বেশী হয়। সুতরাং তাঁহাদের মধ্য হইতে উপরে বিবৃত সব দিক বজায় রাখিয়া একটি মন্ত্রীমণ্ডলী ও ক্যাবিনেট গঠন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। এমন ভাবে গঠন করিতে হইবে যে দলের ঐক্য ক্ষুণ্ণ না হয়, দলের কোন বিশেষ অংশের বিক্ষোভের কারণ না হয় এবং দেশের ও জাতির বিভিন্ন স্বার্থ, ধর্ম্মীয় বিভাগ প্রভৃতি যথাযথ ক্যাবিনেটে প্রতিফলিত হয়। এই কার্য্যে প্রধানমন্ত্রীর তীক্ষ্ম বুদ্ধি, ধৈর্য্য, চাতুর্য, কৌশল ও জনপ্রিয়তার বিশেষ প্রয়োজন হয়। সুতরাং শুধু তাঁহার নিজ মনোমত ব্যক্তিদের লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভবপর হয় না।

ক্যাবিনেটের কার্য্যাবলী (Functions of the Cabinet) :

ক্যাবিনেট গঠন পদ্ধতির পর ক্যাবিনেটের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কয়েকজন বিশিষ্ট মন্ত্রী লইয়া ক্যাবিনেট গঠিত। সুতরাং ক্যাবিনেটের কার্য্যের একক ও যৌথ দুই বিভিন্ন দিক আছে। এককভাবে প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী (দপ্তর বিহীন মন্ত্রী ছাড়া) তাঁহার উপর যে দপ্তর বা একাধিক দপ্তরের ভার ন্যস্ত, তাহার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার দায়িত্ব যুগপৎ রাজার কাছে, সহকর্ম্মীদের কাছে এবং পার্লামেণ্টের কাছে। তাঁহার পরিচালনাধীন দপ্তরের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য তাঁহাকেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এই পরিচালনার কার্য্যে অবশ্য তাঁহাকে ক্যাবিনেট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত নীতি যাহা পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত তাহাই অনুসরণ করিতে হয় এবং রাজার নামে এবং রাজকীয় ক্ষমতাবলে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয়। প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী আবার ক্যাবিনেটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সকল

ক্যাবিনেট মন্ত্রী যৌথভাবে ক্যাবিনেটের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। এগুলিকেই বলা হয় ক্যাবিনেটের কার্য্যাবলী।

সরকারের শাসনযন্ত্র কমিটি (Machinery of Government Committee) 1918 সালে প্রদত্ত তাঁহাদের রিপোর্টে ক্যাবিনেটের কার্য্যাবলী নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেন :—

(1) পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করিবার জন্য নীতির চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ (Final determination of the policy to be submitted to Parliament);

(2) পার্লামেণ্টের সুপারিশ করা নীতি অনুযায়ী জাতীয় শাসনবিভাগের উপর চরম কর্ত্তৃত্ব স্থাপন (Supreme Control of the national executive in accordance with the policy prescribed by Parliament);

(3) রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের অবিরত সীমা নির্দ্ধারণ ও তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন (Continuous coordination and delimitation of the activities of the several departments of the state)।

এখন এগুলির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। (1) ক্যাবিনেটের প্রধান কার্য্য হইল দেশের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিবিধ সমস্যা আলোচনা করিয়া সেগুলি সম্বন্ধে সম্মিলিতভাবে সুচিন্তিত নীতি নির্দ্ধারণ করা। এ ব্যাপারে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমতে পৌঁছান। আলোচনার সময় মন্ত্রীদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পার্লামেণ্ট ও জাতির সমক্ষে সর্ব্ববাদীসম্মত একটি নীতি উপস্থাপিত করিতে হইবে। যদি কোন মন্ত্রী বিবেকের তাড়নায় ঐ নীতি সমর্থন করিতে না পারেন তাঁহাকে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করিতে হয়। যৌথভাবে নীতি নির্দ্ধারণের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের স্থায়ী কর্ম্মচারীদের মাধ্যমে ঐ নীতি রূপায়িত করার প্রয়াস করেন। যদি সেজন্য কোন নূতন আইনের প্রয়োজন হয় বা বর্ত্তমান আইনের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন মনে করেন তবে ক্যাবিনেটের অনুমোদন লইয়া প্রয়োজনীয় বিল পার্লামেণ্টে পেশ করেন। এইরূপেই ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টের সহযোগিতায় নির্দ্ধারিত নীতি কার্য্যকরী করিয়া থাকে। সমস্ত নির্দ্ধারিত নীতি কার্য্যকরী করিবার জন্য আইন প্রণয়নের একটি সামগ্রিক কর্ম্মসূচী স্থির করাও ক্যাবিনেটের একটি প্রয়োজনীয় কার্য্য এবং যেহেতু ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাই কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা তাঁহাদের আনীত আইনের প্রস্তাব

সভায় সহজেই গৃহীত হয়। (2) ক্যাবিনেটের উল্লিখিত দ্বিতীয় কার্য্য সম্বন্ধে বলা যায় যে ক্যাবিনেট হিসাবে ইহাকে ঠিক শাসনসংস্থা (Executive) বলা যায় না, আইনতঃ দেশের শাসনকার্য্যের ভার রাজার উপরই ন্যস্ত। কিন্তু আগেই বলা হইয়াছে তত্ত্বের দিক হইতে ইহা সত্য হইলেও আসলে কিন্তু মন্ত্রীরাই তাঁহার নামে তাঁহার আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রশাসন পরিচালনা করেন। এই পরিচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের ক্যাবিনেট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত এবং পার্লামেণ্টের অনুমোদিত নীতিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করিতে হয় এবং ক্যাবিনেট নির্দ্ধারিত নীতি পার্লামেণ্টের অনুমোদন না করার উপায় নাই, না করিলে ক্যাবিনেট রাজার সাহায্যে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ক্যাবিনেট শাসনবিভাগের উপর চরম কর্ত্তৃত্বের অধিকারী। তাছাড়া অনেক নীতিই ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়াই কাউন্সিল সমেত রাজার নির্দ্দেশনামার (Order-in-Council) কার্য্যকরী করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে প্রশাসনের সুবিধার জন্য অনেক স্থানে পার্লামেণ্ট মন্ত্রীদের, অর্পিত ক্ষমতাবলে আইনসিদ্ধ বিধিনিয়ম প্রণয়ন করার ক্ষমতা (ইংরাজীতে যাহাকে delegated legislation বলা হয়) দিয়া থাকে। মন্ত্রীদের এই অর্পিত ক্ষমতাও ক্যাবিনেটের কর্ত্তৃত্বাধীন। এইভাবে ক্যাবিনেটই কার্যতঃ শাসনকার্য্য পরিচালনা ব্যাপারে চরম কর্ত্তৃত্বের অধিকারী বলা যায়।

(3) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ক্যাবিনেটের সদস্যগণ মন্ত্রী হিসাবে এককভাবে বিভিন্ন শাসন দপ্তরের পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন এবং স্থায়ী কর্ম্মচারী বা সিভিল সার্ভেণ্টদের সাহায্যে প্রশাসন চালান। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ কিন্তু পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। তাদের কাজের পরিধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব নয়। এক বিভাগের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া অন্য বিভাগে বিসর্পিত হয়। যেমন, পররাষ্ট্র দপ্তরের কোন সিদ্ধান্ত প্রতিরক্ষা দপ্তর বা বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে; শ্রম দপ্তরের সিদ্ধান্ত আইনশৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে এবং প্রায় প্রতি দপ্তরের সিদ্ধান্তই অর্থদপ্তরের সমস্যা সৃষ্টি করে। কাজেই কোন দপ্তরই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শুধু নিজের সুবিধামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বা কার্য্য করিতে পারে না, করিলে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ এবং শেষ পর্য্যন্ত অচলাবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। অনেক সময় এরূপ বিরোধ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি বা সমঝোতা হইয়া যায় বা প্রধানমন্ত্রীর মধ্যস্থতায়ও নিস্পত্তি হয়। কিন্তু

যখন তাহা সম্ভব হয় না বিষয়টি ক্যাবিনেটে উত্থাপিত হয়। ক্যাবিনেট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের বক্তব্য শুনিয়া যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় তাহা সকলেই মানিয়া লন। শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া সামগ্রিক প্রশাসনযন্ত্রকে সহজ ও সুষ্ঠুভাবে চালু রাখা ক্যাবিনেটের একটি প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যের জন্য ক্যাবিনেটের একটি নিজস্ব দপ্তর (Secretariat) রহিয়াছে এবং ক্যাবিনেটের বিভিন্ন কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

উপরে ক্যাবিনেটের যে সমস্ত প্রধান কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল তাহা ছাড়াও আরও দুই একটি কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি হইল বাজেট বা সরকারী আয়ব্যয়ের খসড়া প্রস্তাব সম্বন্ধে। অর্থমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর অব্ দি এক্সচেকারই খসড়া বাজেট প্রস্তুত করেন এবং বার্ষিক বাজেট বিবৃতি হিসাবে পার্লামেণ্টে পেশ করেন। কিন্তু পার্লামেণ্টে পেশ করার পূর্ব্বে মৌখিকভাবে ক্যাবিনেটে আলোচনা করেন এবং ক্যাবিনেটের অনুমোদন লাভ করেন যাহাতে পার্লামেণ্টে সমগ্র ক্যাবিনেটের সমর্থিত দলিল হিসাবে উপস্থাপিত হইতে পারে এবং গুরুত্ব পায়।

এছাড়া কয়েকটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ নিয়োগ সম্বন্ধে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হয়, যদিও বেশীর ভাগ নিয়োগই সিভিল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। ডোমিনিয়ন গভর্ণর-জেনারেল, বা পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বড়লাট, অর্থদপ্তরের সচিব প্রভৃতি নিয়োগের প্রস্তাব ক্যাবিনেটে বিবেচিত হয় বা হইত।

ক্যাবিনেটের কার্য্য পদ্ধতি :

এখন কিভাবে ক্যাবিনেট কার্য্য করে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ সপ্তাহে একবার বা দুইবার ক্যাবিনেটের অধিবেশন হইয়া থাকে, কিন্তু জরুরী অবস্থায় বা বিশেষে প্রয়োজনে আরও ঘন ঘন বসিতে পারে আবার যখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন অধিবেশন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদিন অন্তর হয়। অধিবেশন সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রীর 10 নং ডাউনিং ষ্ট্রীটের সরকারী বাসভবনেই বসিয়া থাকে, তবে সময় সময় অন্যত্রও বসিতে পারে, যেমন পার্লামেণ্ট ভবনের প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে বা পররাষ্ট্রদপ্তর ভবনে। মন্ত্রীরা সাধারণতঃ যেসব বিষয় সাধারণনীতি সংক্রান্ত সেরূপ ব্যাপারগুলি ক্যাবিনেটের মিটিংএ উপস্থাপিত

করেন। বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য সম্বলিত বিবৃতিও দাখিল করেন। এইসব কাগজপত্র সদস্যদের নিকট পাঠান হয় মন্ত্রীদের অবগতির জন্য এবং প্রয়োজনবোধে তাঁহাদের মন্তব্যের জন্য। অনেক সময় এক মন্ত্রীর প্রস্তাব অন্য মন্ত্রীকেও স্পর্শ করে। সেক্ষেত্রে অনেকসময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে একটা মিলিত সিদ্ধান্ত হইয়া যায়। তাহাই ক্যাবিনেটের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত হয়। যদি তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকে তবে ক্যাবিনেট মিটিংএ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। মন্ত্রীদের নিকট হইতে ক্যাবিনেটে আলোচনার জন্য যেসব বিষয় উপস্থাপিত হয় ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল হয়, তাহার ভিত্তিতেই ক্যাবিনেট সচিবের দপ্তর (Cabinet Secretariat) প্রধানমন্ত্রীর নির্দ্দেশমত ক্যাবিনেট অধিবেশনের কর্ম্মসূচী (agenda) প্রস্তুত করে। প্রধানমন্ত্রীই ক্যাবিনেটের মিটিংএ সভাপতিত্ব করেন ও সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি অবশ্য কর্ম্মসূচীর বাইরেও যে কোন বিষয়ের অবতারণা করিতে পারেন। বৈঠক চলে অনেকটা ধরাবাঁধা নিয়মমুক্ত আবহাওয়ায়। বক্তৃতা হয়না, পরস্পর আলাপচারির মাধ্যমে আলোচনা চলে। আপোস মীমাংসার মাধ্যমেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সাধারণতঃ ভোট নেওয়া হয় না। নীতিগত বিষয়েই আলোচনা নিবদ্ধ থাকে, খুঁটিনাটি বিষয়ে নহে।

ক্যাবিনেট কমিটি :

ক্যাবিনেটের উপর এতই কাজের চাপ এবং ক্যাবিনেটকে এত বহুবিধ ও জটিল সমস্যার ফয়সালা করিতে হয় যে পূর্ণাঙ্গ ক্যাবিনেট অধিবেশনে এসবের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না বা অভিপ্রেতও নহে। সেজন্য সুষ্ঠু-ভাবে কার্য্য পরিচালনার জন্য ক্যাবিনেট কতকগুলি কমিটি গঠন করে। গত শতক হইতেই এই প্রথা চালু হইয়াছে। অবশ্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ক্যাবিনেট নিজেই এক প্রকারের কমিটি, পার্লামেণ্টের বা পার্লা-মেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা মন্ত্রিমণ্ডলীর এবং যে কারণে ক্যাবিনেটের উদ্ভব হইয়াছে একই কারণে ক্যাবিনেট কমিটিগুলিরও সৃষ্টি হইয়াছে। ক্যাবিনেট কমিটি দুই প্রকারের হইয়া থাকে—স্থায়ী (Standing Commi-ttees) ও অস্থায়ী (Ad hoc or Temporary)। স্থায়ী কমিটিগুলি প্রতি-নিয়ত চালু থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কমিটিগুলি কোন বিশেষ সাময়িক সমস্যা আলোচনার জন্য বা জরুরী বিষয় মোকাবিলার জন্য গঠিত হয় এবং উহারা বিচার বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়া অন্তর্হিত হয়।

কমিটির সংখ্যা ও প্রকার সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রীর মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। শ্রমিকদল 1945 সালে ক্ষমতায় আসিয়া অনেকগুলি স্থায়ী কমিটি গঠন করিয়াছিল, কিন্তু পরের রক্ষণ-শীল দলের সরকার সেগুলি চালিয়া সাজে। তবে স্থায়ী কমিটির মধ্যে আইন প্রণয়ন কমিটি (Legislation Committee)। প্রতিরক্ষা কমিটি (Defence Committtee), অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি (Economic Policy Committee), স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি (Home Affairs Committee) ইত্যাদিকে একপ্রকার অপরিহার্য বলা চলে। এছাড়া প্রয়োজন-মত বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হইয়া থাকে।

ক্যাবিনেট কমিটি গঠন করার সার্থকতা বিভিন্ন দিকে। প্রথমতঃ বিবেচ্য বিষয়গুলি ছোট কমিটিতে শুধু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের মধ্যে খোলা-খুলিভাবে বিবেচনা করিয়া একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ক্যাবিনেটের সময় অযথা নষ্ট হয় না, বিশেষতঃ যখন ক্যাবিনেটকে অল্প সময়ের মধ্যে বহু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ বিষয়টিতে যেসব মন্ত্রক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাহাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছাড়া অন্যদের উহার আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ বা যোগ্যতা থাকিবার কথা নহে; তৃতীয়তঃ বিষয়টি বা সমস্যাটির নানা দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধনেরও সুবিধা হয়। তাছাড়া ক্যাবিনেট কমিটিতে ক্যাবিনেটের সদস্য নন এমন মন্ত্রীও (যাঁর মন্ত্রক হয়তো বিষয়টির সঙ্গে জড়িত) যোগদান করিতে পারেন, এমন কি সময় সময় প্রশাসনের স্থায়ী কর্ম্মচারীদেরও অভিজ্ঞতার সুযোগ নিতে উপস্থিত করা হয়, যেটা ক্যাবিনেটের বৈঠকে সম্ভব নয়। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে কমিটিগুলি ক্যাবিনেটের নিকট তাহাদের বিচার বিবেচনার ফলশ্রুতি সুপারিশ করিতে পারে মাত্র যাহা ক্যাবিনেটের অনুমোদন ছাড়া কার্যকরী হয় না। তবে সাধারণতঃ সেগুলি ক্যাবিনেটে গৃহীত হইবার সম্ভাবনাই বেশী।

পূর্ব্বেই আমরা ক্যাবিনেট সচিব ও তাঁহার দপ্তর বা সচিবালয় সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তি কিন্তু খুব বেশী দিন পূর্ব্বে হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ ইহার পত্তন করেন। তাহার পূর্ব্বে ক্যাবিনেটের আলোচনার কোন কার্য্যসূচী প্রণয়ন করা হইত না বা ক্যাবিনেটের অধিবেশনের কোন ধারাবাহিক কার্যবিবরণীও লিপিবদ্ধ করা হইত না। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী আলোচনা কালে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া লইতেন, অন্যান্য মন্ত্রীরা তাঁহাদের মন্ত্রক সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি যতদূর তাঁহারা স্মরণ রাখিতে

পারিতেন কার্যকরী করিবার জন্য দপ্তরের কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিতেন। ইহাতে অনেক সময় অসুবিধার সৃষ্টি হইত, ভুল বুঝাবুঝিও হইত। তাছাড়া যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেটে (War Cabinet) মাত্র পাঁচ-জন মন্ত্রী থাকায় অন্য মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত জানার সুযোগ পাইতেন না। এই অবস্থায় লয়েড জর্জ একটি ক্যাবিনেট সচিবালয় (Cabinet Secretariat) ও তাহার ভারপ্রাপ্ত সচিবের (Cabinet Secretary) পদ পত্তন করিলেন। ক্যাবিনেটের কার্য্যসূচী (agenda) প্রস্তুত করা, সভার আলোচনার কার্য্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত-গুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পেঁাছাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যের ভার এই সচিবালয়ের উপর ন্যস্ত হইল। 1918 সনে সরকারী সংস্থা সংক্রান্ত কমিটি (Machinery of Government Committee) এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করার সুপারিশ করে এবং সেই হইতেই ইহা চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য লিপিবদ্ধ কার্যবিবরণী গোপণীয় বলিয়াই গণ্য করা হয় এবং সেগুলি কখনও বাহিরে প্রকাশ করা হয় না। বর্ত্তমানে ইহা সরকারী যন্ত্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। ক্যাবিনেটের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী রক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা, কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠান, ক্যাবিনেট কমিটি-গুলির কার্য্যের সমন্বয় বিধান ইত্যাদি ইহার কার্য্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহার কর্ম্মতৎপরতা আরও সম্প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার সংশ্লিষ্ট আরও দুইটি বিভাগ খোলা হইয়াছিল—অর্থনৈতিক বিভাগ ও কেন্দ্রীয় সংখ্যাতাত্ত্বিক দপ্তর (Central Statistical Office)।

ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ :

ক্যাবিনেট সম্বন্ধে উপরে যেসব আলোচনা করা হইল তাহা হইতে ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার কতকগুলি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও প্রসঙ্গতঃ ইতিপূর্ব্বেই এগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে নিম্নে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে একত্রে পর্যালোচনা করা হইবে।

(1) **রাজার অনুপস্থিতি :**—ইহাকে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি উল্লেখ-যোগ্য বিশেষত্ব বলা যায়। পূর্ব্বেই ইহার দৈবক্রমে উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। ইংরাজী না জানার জন্য রাজা প্রথম জর্জ ক্যাবিনেট মিটিংএ উপস্থিত হইতে বিরত হন, তখন হইতেই এটা প্রথা হইয়া দাঁড়ায় এবং পরে ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় ক্যাবিনেট ব্যবস্থা যে রূপ পরিগ্রহ করে তাহার সহিত

এই প্রথার সুন্দর সঙ্গতি হয়। রাজা যখন নামে মাত্র শাসকে পরিণত হইলেন এবং শাসনকার্য্যে তাঁহার নিজস্ব কোন দায়িত্ব রহিল না এবং ক্যাবিনেটই আসল শাসক হইয়া উঠিল এবং শাসনকার্য্যের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিল তখন রাজা ক্যাবিনেটের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিলে উহার সিদ্ধান্তগুলির দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারিতেন না। এজন্য ক্যাবিনেট অধিবেশনে রাজার অনুপস্থিতি ক্যাবিনেট প্রথার একটি মূল-নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(2) আইনগত ভিত্তির অভাব :

ক্যাবিনেটের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে জানা গিয়াছে যে কোন আইনের দ্বারা ক্যাবিনেটের সৃষ্টি হয় নাই, সম্পূর্ণ প্রথাগত ভাবে ইহার সৃষ্টি এবং কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির (conventions) ভিত্তিতেই ইহা কার্য্য করিতেছে। যদিও বর্ত্তমানে ইহাই শাসনযন্ত্রের পরিচালক, আইনগতভাবে ইহার অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। একমাত্র 1937 সনের মিনিষ্টারস্ অব্ ক্রাউন আইনে প্রসঙ্গতঃ, ক্যাবিনেটের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথাগত ভিত্তির কারণে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার বিশেষ নমনীয়তার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে ইহার দুই শতাব্দীরও অধিক দিনের ইতিহাসে বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে ইহা সহজেই খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, ধরাবাঁধা নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে নাই। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটের মুখেও ইহা বিপর্যস্ত হয় নাই, পরন্তু অদ্ভুত নমনীয়তার সহিত উহার মোকাবিলা করিয়াছে।

(3) পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সহিত ক্যাবিনেটের সঙ্গতি :—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ক্যাবিনেট তত দিনই টিকিয়া থাকিতে পারে যতদিন ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন থাকে। যে মুহূর্ত্তে সেই আস্থা হারায় সেই মুহূর্ত্তেই উহাকে পদত্যাগ করিতে হয় অথবা নূতন নির্ব্বাচনের সম্মুখীন হইতে হয় এবং তাহার অস্তিত্ব বা পতন নির্ব্বাচকমণ্ডলীর রায়ের উপর নির্ভর করে। 1688 সন হইতেই অর্থাৎ যখন হইতে ক্যাবিনেটের রাজনৈতিক দায়িত্বের নীতি স্বীকৃত হইল তখন হইতেই এই বৈশিষ্ট্যেরও উদ্ভব হইয়াছে। এই দায়িত্ব পালনের তাগিদেই ক্যাবিনেটে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিফলন প্রয়োজন হইয়াছে। কখনও বা একটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়াছে, তখন ঐ দল হইতেই ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে ; আবার কখনও একাধিক দল মিলিত হইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছে, তখন ঐ দলগুলি হইতে সদস্য লইয়া ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু সাধারণতঃ ব্রিটেনে দুইটি

প্রধান রাজনৈতিক দল চলিত আছে অধিকাংশ সময়ই উহার মধ্যে একটি দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং ঐ দল হইতেই ক্যাবিনেট গঠিত হয়, অন্য দলটি পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে যতদিন না পর্যন্ত নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইতে পারিতেছে। তখন আবার পূর্ব্বের শাসক দল বিরোধী দলে পরিণত হয়। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ধারার এইটাই স্বাভাবিক খাত। কিন্তু কখনও কখনও জরুরী অবস্থায় যেমন 1916 এবং 1940 সনে মহাযুদ্ধের সময় অথবা কোন বিশেষ সঙ্কটের মুখে যেমন 1930 সনের অর্থ নৈতিক সঙ্কটে জাতীয় সঙ্কটের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে মিশ্র (coalition) ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে। ইহা কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম, নিয়ম নহে। আবার 1923 সনে ও 1929 সনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় একটি সংখ্যালঘু দল অর্থাৎ শ্রমিক দল আর একটি সংখ্যালঘু দলের অর্থাৎ উদারনৈতিক দলের ক্যাবিনেটের বাহিরে থাকিয়া সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পাইয়া ক্যাবিনেট গঠন করে। কিন্তু এই ক্যাবিনেট খুবই স্বল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল যাহা ঐ ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতারই নিদর্শন। ক্যাবিনেট এক দলীয়ই হউক বা মিশ্রই হউক ক্যাবিনেটের সদস্যদের পার্লামেণ্টের কোন না কোন কক্ষে আসন থাকা আবশ্যিক। তাহার কারণ পার্লামেণ্টে না থাকিলে মন্ত্রীদের পার্লামেণ্টের কাছে দায়িত্ব কার্য-করী করা সম্ভব হয় না। এইভাবে ক্যাবিনেট, পার্লামেণ্ট ও শাসন-বিভাগের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে।

(4) **রাজনৈতিক সমধর্ম্মিতা :**—উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে প্রতিভাত হইবে যে সুস্থ স্বাভাবিক ক্যাবিনেট ব্যবস্থা একদলীয় হইতে বাধ্য এবং যেহেতু ব্রিটেনে সাধারণতঃ দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলই চলিয়া আসিতেছে, একদলীয় ক্যাবিনেট গঠনে কোন বাধা হয় নাই। বর্ত্তমান শতকের তৃতীয় দশকে পার্লামেণ্টের সদস্যরা তিনটি প্রায় সমকক্ষ দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে একদলীয় ক্যাবিনেট গঠনে বাধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উদারনৈতিক দলে ভাঙ্গন ধরিয়া কার্য্যতঃ বিলুপ্ত হয় এবং আবার দ্বিদলীয় ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হয়। রক্ষণশীল ও শ্রমিকদল এই দুইটি দলেরই বর্ত্তমানে প্রাধান্য, সুতরাং একদলীয় ক্যাবিনেট ব্যবস্থাও ফিরিয়া আসিয়াছে। ক্যাবিনেট একদলীয় না হইলে ক্যাবিনেট প্রথা সুষ্ঠু ও সহজভাবে চলিতে পারে না কেননা তাহা হইলে ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে নীতিগত ঐক্য থাকিতে পারে না যার ফলে নিজেদের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার ফলে

ক্যাবিনেটের পতনও অনিবার্য হইয়া পড়ে। মিশ্র ক্যাবিনেট যতদিন কার্যকরী থাকে তখনও দুর্ব্বল ও অস্থির হইয়া থাকে যেহেতু মন্ত্রীদের ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে আপোস রফা করিয়া চলিতে হয়।

(5) **একক ও যৌথ দায়িত্ব :**—ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল মন্ত্রীদের একক ও যৌথ দায়িত্ব। প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রীই একাধারে একটি প্রশাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান এবং যৌথভাবে ক্যাবিনেটের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিটি ক্যাবিনেট মন্ত্রী একটি বা ততোধিক দপ্তরের কার্য্য পরিচালনার জন্য দায়ী, আবার সেই সঙ্গে সমগ্র সরকারের নির্দ্ধারিত নীতির জন্য অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গে যৌথ দায়িত্বে অংশগ্রহণ করেন। ক্যাবিনেট প্রথার উৎপত্তির প্রথম দিকে মন্ত্রীর বিভাগীয় দায়িত্বের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত; বর্ত্তমানে যৌথ দায়িত্বই অধিক প্রকট হইয়াছে এবং এই যৌথ দায়িত্ব শুধু ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সম্বন্ধেই নয়; ক্যাবিনেটের বাহিরেও সকল মন্ত্রী; উপমন্ত্রী, সংসদীয় সচিব (Political Under-Secretaries) সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কমন্সসভার আস্থা হারাইলে সকল মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করিতে হয়। ইহাকেই বলা হয় যৌথ দায়িত্ব। "প্রত্যেকেই সকলের জন্য এবং সকলেই প্রত্যেকের জন্য" (each for all, and all for each) এই নীতি মন্ত্রীরা অনুসরণ করেন। তাঁহারা যেন একই নৌকার আরোহী, ভাসিলে একসঙ্গে ভাসিয়া থাকেন, আবার ডুবিলে একসঙ্গেই ডোবেন। কোন দপ্তর সম্পর্কে কমন্সসভায় বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলে মুখ্যতঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই তাহার জবাবদিহি করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া যদি সভায় নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তখন সকল মন্ত্রী তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ান এবং তাঁহাদের দলের সকল সদস্যকে মন্ত্রীকে সমর্থন করিয়া ভোট দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এ সত্ত্বেও যদি প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তবে শুধু ঐ মন্ত্রী নয়, সকল মন্ত্রীই একযোগে রাজার নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন অথবা রাজাকে কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন করার পরামর্শ দেন, অর্থাৎ ঐ প্রশ্নে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট সমর্থনের জন্য আবেদন করেন। এক্ষেত্রে নির্ব্বাচনের ফলই চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু বিষয়টি যদি নীতিগত প্রশ্নের হয় অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী যদি প্রধান মন্ত্রী বা অন্য সহকর্ম্মীদের না জানাইয়া কাজ করিয়া থাকেন তবেই যৌথ দায়িত্বের প্রশ্ন উঠিবে এবং বিরূপ সমালোচনা হইলে সকলে তাঁহার পাশে দাঁড়াইবেন। অন্যথায় অর্থাৎ যদি নীতিগত প্রশ্নে তিনি ক্যাবিনেটের সম্মতি না লইয়া কোন

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অথবা দপ্তরের খুঁটিনাটি ব্যাপারে কোন অন্যায় করেন তবে তাঁহাকেই পদত্যাগ করিতে হয় অর্থাৎ একক দায়িত্ব নিতে হয়। সেজন্য প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে সাবধানে চলিতে হয়। কোন্ বিষয়টি নীতিগত অর্থাৎ ক্যাবিনেটের বিবেচনা সাপেক্ষ ও কোন্‌টি তাহা নয়, সতর্কতার সহিত বিচার করিয়া চলিতে হয়। অবশ্য ক্যাবিনেটে বিষয়টি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহার সহিত একমত হইতে যদি তাঁহার বিবেকে বাধে তাহা হইলে তিনি ক্যাবিনেট হইতে সরিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু তাহা না হইলে ঐ সিদ্ধান্তকে তাঁহারও সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলে তাঁহাকেও উহা সমর্থন করিতে হইবে এবং একথা বলিতে পারিবেন না যে সিদ্ধান্তটি তাঁহার অমতে গৃহীত হইয়াছিল। তিনি যদি মনে করেন যে সেটা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না তাহা হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। 1914 সার্লে লর্ড মর্লি প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে একমত হইতে না পারায় পদত্যাগ করেন, 1932 সালে অটোয়া চুক্তির প্রশ্নে হার্বার্ট স্যামুয়েল ও লর্ড স্নোডেন পদত্যাগ করেন; আবার 1938 সালে নেভিল চেম্বারলেনের তোষণ নীতির সহিত একমত হইতে না পারায় এ্যাণ্টনি ইডেন পদত্যাগ করেন। আবার ব্যক্তিগত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য একক দায়িত্ব গ্রহণের ফলে পদত্যাগেরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। 1922 সালে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত একটি সরকারী দলিল ক্যাবিনেটের অনুমতি ছাড়া ভারত সরকারকে প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়ায় ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। 1935 সালে ইটালি ইথিওপিয়া সংঘর্ষের প্রশ্নে ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর সহিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার স্যামুয়েল হোরের গোপন সলাপরামর্শ প্রকাশ পাইয়া প্রবল বিরূপ সমালোচনা হওয়ায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অসাবধানতা বা অসতর্কতার ফলে কমন্সসভায় উত্থাপিত করার অল্প পূর্ব্বে বাজেটের প্রস্তাব বাহির করার দায়িত্বে 1936 সনে জে, এচ্ টমাস ও 1947 সালে স্যার হিউ ড্যালটনকে পদত্যাগ করিতে হয়। ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটনার ফলে মিঃ প্রফিউমোকে ম্যাকমিলান ক্যাবিনেট হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল। হীথ ক্যাবিনেট হইতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মডলিংএর পদত্যাগ মন্ত্রীর একক দায়িত্বের সর্ব্বশেষ দৃষ্টান্ত বলা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই মন্ত্রী নিজ হইতেই পদত্যাগপত্র দাখিল করেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সঙ্কট আশঙ্কা করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। বিষয়টি যদি গুরুত্বপূর্ণ

নীতি সংক্রান্ত হয় তখন উহা সমগ্র ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্বের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

ক্যাবিনেটের একক ও যৌথ দায়িত্বের নীতি হইতে আরও তিনটি বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে যেগুলি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এইগুলি হইল একতা ও সহমর্মিতা (Unity and solidarity), গোপনীয়তা (secrecy) ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব (ascendency of the Prime Minister)। আমরা এখন ক্যাবিনেটের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(6) **একতা ও সহমর্মিতা (Unity and Solidarity) :** ক্যাবিনেটের একক ও যৌথ দায়িত্ব পালন করিতে হইলে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে একতা ও সহমর্মিতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। সরকারের মুলনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একতা বজায় রাখিতে না পারিলে ক্যাবিনেট যৌথ দায়িত্ব পালন করিতে পারে না। রাজার নিকট, দলের নিকট, পার্লামেণ্টের নিকট এবং জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ সম্মিলিত সত্তা উপস্থাপিত করিতে হইবে যেন তাঁহারা এক ও অভিন্ন একটি মানুষ। নিভৃত ক্যাবিনেট কক্ষের মধ্যে আলোচনার সময় কোন ব্যাপারে যতই বাক্‌বিতণ্ডা হউক শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় এবং ক্যাবিনেট কক্ষের বাহিরে আসিয়া সকলের কাছেই ঐ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। কেননা মন্ত্রীদের মধ্যে মতের অমিল বাহিরে প্রকাশ পাইলে পার্লামেণ্টে তাহাদের দলের অটুট সমর্থন বজায় রাখা খুবই দুরূহ হইয়া পড়িবে এবং ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ প্রকাশ পাইলে তাহা সমর্থকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়া খুবই স্বাভাবিক যাহার ফলে ক্যাবিনেটের সমর্থনের ভিত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে ক্যাবিনেটের পতন ঘটিতে পারে। এই কারণেই মিশ্র ক্যাবিনেট (Coalition Cabinet) অপেক্ষা একদলীয় ক্যাবিনেট অধিক অভিপ্রেত। একদলীয় ক্যাবিনেটে মূলনীতির প্রশ্নে (যাহা দলীয় স্তরে পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হয়) মন্ত্রীদের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য থাকে, সুতরাং মতভেদের অবকাশ সীমিত হওয়ায় তাঁহাদের একটা আপোস মীমাংসা অপেক্ষাকৃত সহজ হয় এবং যেটুকু বিভেদ থাকিয়া যায় তাহা গোপন রাখিয়া বাহিরে একটা সম্মিলিত প্রতিকৃতি তুলিয়া ধরা সম্ভব। মিশ্র ক্যাবিনেটের ক্ষেত্রে এটা খুবই দুরূহ হয় এবং এজন্যই মিশ্র ক্যাবিনেট সাধারণতঃ দুর্ব্বল ও ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে।

(7) **গোপনীয়তা**—একতা ও সহমর্মিতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই ক্যাবিনেটের আলোচনার গোপনীয়তার প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া পড়ে। ক্যাবিনেটে মন্ত্রীদের মধ্যে সকল বিষয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা হওয়া দরকার। তবেই আলোচনা ফলপ্রসূ হইতে পারে। সকল মন্ত্রীদের নিজ নিজ মত অবাধে ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা দরকার যদিও শেষ পর্যন্ত একটা আপোস রফার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, হয়তো কাহারও মত পুরাপুরি গৃহীত হয় না। এ অবস্থায় আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষা করা হইবে না জানিলে কেহই স্বাধীন-ভাবে মতামত ব্যক্ত করিবে না। শুধু তাহাই নহে, ক্যাবিনেট প্রথার রীতি অনুযায়ী যদি কোন সিদ্ধান্ত একজন মন্ত্রীর স্বাধীন মতের বিরুদ্ধেও গ্রহণ করা হয় তাহার জন্য পদত্যাগ না করিলে মন্ত্রীকে ঐ সিদ্ধান্ত নিজেরই সিদ্ধান্তের মত সমর্থন জানাইতে হইবে। এই অবস্থায় যদি প্রকাশ পায় সিদ্ধান্তটি তাঁহার অমতেই গৃহীত হইয়াছে তাহা হইলে সাধারণের চক্ষে তাঁহাকে খুবই হেয় হইতে হয়। এজন্যই ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে গোপনে এবং ইহার কার্যবিবরণীও গোপন রাখা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 1916 সালের পূর্ব্বে ক্যাবিনেটের কোন লিখিত কার্যবিবরণী থাকিত না। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীই সিদ্ধান্তগুলি লিখিয়া লইতেন, অন্য মন্ত্রীরা স্মৃতিতেই বহন করিতেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই ব্যবস্থায় অনেক অসুবিধা দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী একজন ক্যাবিনেট সচিব ও সচিবালয় স্থাপন করেন। ইহাতে কাজের এত সুবিধা হয় যে যুদ্ধের পরও এই দপ্তর স্থায়ীভাবে চালু রাখা হয়। কিন্তু ইহাতে গোপনীয়তা রক্ষায় বাধা হয় নাই। ক্যাবিনেটের কার্যবিবরণীর কাগজ-পত্র গোপন দলিল হিসাবে রাখা হয়। এই গোপনীয়তার আইনগত ভিত্তি হইল মন্ত্রীদের পক্ষে তাঁহারা প্রিভি কাউন্সিলার হিসাবে মন্ত্রগুপ্তির যে শপথ নেন সেই শপথ। তাছাড়া 1920 সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস্ আইনে সকল সরকারী কর্ম্মচারীকেই সরকারী দলিলপত্র বা কোন খবর বাইরের লোকের কাছে সরবরাহ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য আইনগত নিষেধ অপেক্ষাও প্রথাই এ বাপারে অধিক কার্যকরী। কাবিনেট আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষার প্রথা বহুদিন হইতেই এত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে কেহই ইহা ভঙ্গ করার চিন্তা করিতে পারেন না।

কাবিনেট আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষার বাপারে একটি ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোন মন্ত্রী যদি কোন মতেই কাবিনেটের সিদ্ধান্ত

মানিয়া লইতে সক্ষম না হন পদতাগ করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর থাকে না, কেননা তাহা না করিলে তাঁহাকে ঐ সিদ্ধান্ত সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিতে হইবে এবং উহার যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে যেটা বিবেকসম্মত-ভাবে তাঁহার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় মন্ত্রী কমন্সসভায় তাঁর পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যদি কি অবস্থায় তাঁহার সহিত ক্যাবিনেটের মতভেদ হয় বিবৃত করেন তবে ক্যাবিনেট আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষা হয় না। অথচ নিজের পক্ষ সমর্থনে বক্তব্য না রাখিলে লোকে তাঁহাকে ভুল বুঝিতে পারে। সেজন্য একটি বিবৃতি দেওয়া তাঁহার পক্ষে অনিবার্য হইয়া পড়ে। অবশ্য বিবৃতি দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে রাজার অনুমতি লইতে হয় কেননা তত্ত্বের দিক দিয়া ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত রাজাকে পরামর্শ দেওয়া গোপনে। রাজা তাঁহাকে অনুমতি দেন বটে, কিন্তু ক্যাবিনেট আলোচনার বিস্তৃত বিবরণের পরিবর্ত্তে শুধু মতভেদের বিষয়টি সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে। এই ভাবেই দুইদিক রক্ষা করা হয়। গোপনীয়তা ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়।

(8) **প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব :**—এখন আমরা ক্যাবিনেটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাহা হইল ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব। লর্ড মর্লির ভাষায় প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট রূপী খিলানের মধ্য প্রস্তরখণ্ড স্বরূপ ("The keystone of the cabinet arch")। একটি খিলানের মধ্য প্রস্তরটি যেমন খিলানটিকে ধারণ করিয়া থাকে এবং উহাকে অপসারণ করিলে যেমন খিলানটি ধসিয়া যায় সেইরূপ ক্যাবিনেটের ঐক্য ও যৌথদায়িত্ব রক্ষা করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রীর মত একজনের নেতৃত্বের প্রয়োজন। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও অনেক সময় মতের অমিল থাকা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব মানিয়া লওয়ার ফলেই তাঁহারা একত্রে একটি টিম হিসাবে কাজ করিতে পারেন। সেজন্যই মন্ত্রী নির্ব্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর অবাধ স্বাধীনতা, রাজা শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়োগ করিয়া থাকেন। মনোমত ব্যক্তি নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা না থাকিলে কোন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই তাঁহার বিপুল দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। মন্ত্রীদের নিয়োগ ব্যাপারেও যেমন তাঁহার হাত, কোন মন্ত্রীর অপসারণ ব্যাপারেও তাঁহার সমান হাত। প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময় কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে বলিতে পারেন এবং তিনি তখন পদত্যাগ করিতে বাধ্য। আবার প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করিলেই ক্যাবিনেট ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি

নিজে রাজার নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভারই পতন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। চলার পথে প্রধানমন্ত্রীই ক্যাবিনেটকে শক্তি জোগান। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপরই ক্যাবিনেটের কর্ম্মশক্তি বহুলাংশে নির্ভর করে। লর্ড পামারষ্টোন, ডিসরেলি, গ্ল্যাডষ্টোন, এসকুইথ, লয়েড জর্জ্জ, চার্চ্চিল প্রভৃতি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, উদ্যোগ, কর্ম্মকুশলতা জাতির তদানীন্তন ইতিহাসের দিক্ নির্দ্দেশ করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ছাড়া ক্যাবিনেট ব্যবস্থা কল্পনাই করা যায় না। ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে নিম্নে বিস্তৃত আলোচনা করা হইল।

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা:

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ ইহাকে শাসনতন্ত্রের মধ্যমণি বলা হইয়া থাকে। সুতরাং এই শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন লেখকরা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা এই পদটি সম্বন্ধে অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে অন্য সকল ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের মত প্রধানমন্ত্রীর পদটির আকার ও প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার চাপে ও প্রয়োজনের তাগিদে আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে, পরিকল্পিত ভাবে আইনের মাধ্যমে রচিত হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে লর্ড মর্লির উক্তি উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতেই ক্যাবিনেটের ব্যবস্থায় তাঁহার বিশিষ্ট ও অপরিহার্য ভূমিকার ধারণা করা যায়। রাজার যত কিছু বিশেষ ক্ষমতা (prerogatives) তাঁহার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসাবে বর্ত্তমানে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার ক্যাবিনেটে বর্ত্তিয়াছে এবং যেহেতু তিনিই ক্যাবিনেটের মধ্যমণি এবং প্রায় উহার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তিনিই একপ্রকার এই বিশাল ক্ষমতার অধিকারী বলা যায়। গ্রীভ্‌সের (Greaves) ভাষায়, "সরকারই দেশের প্রভু এবং তিনি সরকারের প্রভু"। যতদিন তিনি ক্ষমতায় আসীন থাকেন, তাঁহার দলের ও পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠের অবিসম্বাদিত নেতা হিসাবে তিনি ইচ্ছা করিলে না করিতে পারেন এমন খুব কম জিনিষই আছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হইল এই যে এত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ অতি সাম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত আইনের চক্ষে অজ্ঞাত ছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার পদমর্যাদা ও কার্য্যাবলী কোন আইন দ্বারা বিবৃত হয় নাই, বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাকে "অর্থদপ্তরের মুখ্য লর্ড" (First Lord of the Treasury) বলিয়া চিহ্নিত করা হইত এবং এই পদধিকারী রূপেই

তিনি বেতন পাইতেন, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়। 1878 সালে সর্বপ্রথম একটি সরকারী দলিল অর্থাৎ বার্লিন সন্ধিপত্রে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড বিকন্সফিল্ডকে মহামান্য সম্রাজ্ঞীর "ট্রেজারির ফার্ষ্ট লর্ড ও প্রধানমন্ত্রী" এই আখ্যায় উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সামাজিক মর্যাদার স্তর বিন্যাসে (order of precedence) প্রধানমন্ত্রীর কোন স্থান নির্ণীত হয় নাই। 1906 সালে সরকারী উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে ইয়র্কের আর্চ্চ বিশপের পরই চতুর্থ স্তরে প্রধানমন্ত্রীর স্থান নির্ণীত হয়। 1937 সালে মিনিষ্টারস্ অব্ ক্রাউন আইনে বিভিন্ন মন্ত্রীর বেতন নির্দ্ধারণের প্রসঙ্গে তাঁহার ও অন্যান্য মন্ত্রীর আইনে প্রথম উল্লেখ করা হয়। এই প্রথম তাঁহার পদ আইনতঃ স্বীকৃত হইল এবং ট্রেজারির মুখ্য লর্ড ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার বেতন দশ হাজার পাউণ্ড স্থির হইল। এই আইনে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী নির্দ্ধারিত করা হয় নাই। সেগুলি এখনও পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন হইতেই উদ্ভূত এবং তাহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং গ্লাডষ্টোন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেস তাহা মূলতঃ আজকাল প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। উক্তিটি হইল,—"বিশ্বে আর কোথাও এত বৃহৎ কোন বস্তু এত ক্ষুদ্র ছায়া ফেলে না, অন্যত্র কোথাও এত শক্তির অধিকারী একজন মানুষ দেখা যায় না যাঁহার আনুষ্ঠানিকভাবে খেতাব বা বিশেষ ক্ষমতা এত অল্প।"

এখন আমরা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে আলোচনা করিব, যদিও প্রসঙ্গতঃ এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। প্রথমেই সহকর্ম্মী ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। আগেই বলা হইয়াছে অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ, অপসারণ বা তাঁহাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন সম্পূর্ণ তাঁহার ইচ্ছাধীন, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এগুলি রাজাই করেন, কিন্তু তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে নয়। ক্যাবিনেটে তাঁহার স্থান অনেকটা কোন ফুটবল বা ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেনের মতই। কে কি কার্য্য করিবেন, কিভাবে করিবেন, এমন সুসমঞ্জসভাবে কার্য্য পরিচালনা করা যে কেহ কাহারও ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবেন না, বরং পরস্পরের সহায়তা করিবেন, এ সবই তাঁহার দায়িত্ব। প্রত্যেকটি মন্ত্রীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়, প্রতিটি দপ্তরের পরিচালনার উপর তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়, কেননা একটি দপ্তরের গাফিলতি সমগ্র ক্যাবিনেটের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। যদি কোন দুই বা তিন মন্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয় তাঁহাকেই সালিশী করিতে হয়। প্রত্যেক

মন্ত্রীর দৃষ্টি নিজ নিজ দপ্তরের সমস্যাতেই নিবদ্ধ থাকে সুতরাং তাহা সঙ্কীর্ণ, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে প্রত্যেকটি সমস্যাকে একটি সামগ্রিক ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার বিশ্লেষণ করিতে হয়। সুতরাং অনেক সময়ই তাঁহার সহকর্ম্মীদের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিতে হয় বা অনেক বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে হয়। সাধারণতঃ মন্ত্রীরা তাঁহার পরামর্শই গ্রহণ করেন, কিন্তু যদি কোন মন্ত্রী তাহা করিতে রাজী না হন তবে সেই মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করিতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর সহিত অন্য মন্ত্রীদের সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। একটিতে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী সমান পর্য্যায়ভুক্তদের মধ্যে প্রধান (Primus inter pares)। অর্থাৎ তাঁহার কোন বিশেষ মর্যাদা নাই, তিনি অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে সমপর্য্যায়ের অন্যতম কিন্তু তাহা হইলেও তিনিই প্রধান। গ্লাডষ্টোনের মতে, "ব্রিটিশ সরকারের প্রধান (অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী) একজন বিরাট উজীর (Grand Vizer) নন। যথার্থভাবে বলিতে গেলে তাঁহার সহকর্ম্মীদের উপর তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই।" লর্ড মর্লি ও হার্বার্ট মরিশনও (Herbert Morrison) এই মতেরই সমর্থক। ক্যাবিনেটে সাধারণতঃ কোন ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত লওয়া হয়না। যদি কোন বিরল ক্ষেত্রে ভোট লওয়া হয় তবে অন্যদের মত তাঁহারও একটিই ভোট। প্রধানমন্ত্রী সমেত সকল মন্ত্রীই তত্ত্বের দিক হইতে রাজার উপদেষ্টামাত্র এবং সকলকেই রাজা নিয়োগ করেন। অবশ্য তাঁহার পদমর্যাদা অন্য মন্ত্রীগণ হইতে স্বতন্ত্র। লর্ড রোস্‌বেরি তাঁহাকে রাজনৈতিক জুরিদের মুখ্যব্যক্তি ("foreman of a political jury") বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, অর্থাৎ সহকর্ম্মী মন্ত্রীদের সমগোত্রীয় হইয়াও প্রধানমন্ত্রীর একটা বিশেষ স্থান আছে। কেননা তিনি রাজা ও ক্যাবিনেটের মধ্যে যোগসূত্র, পার্লামেণ্টেও গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহে তিনিই ক্যাবিনেটের পক্ষে মূল প্রবক্তা। সংসদীয় দলের নেতা হিসাবেও তাঁহার প্রভাব অনস্বীকার্য। নির্ব্বাচনের সময় সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী প্রধানতঃ নেতার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াই ভোট দিয়া থাকে। ব্রিটেনে সাধারণ নির্ব্বাচনকে বিভিন্ন দলের প্রধানমন্ত্রিত্ব প্রার্থীদের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লওয়ার জন্য গণভোট বলিলে খুব ভুল হয়না। দুই দলের নায়ককে দেখিয়াই ভোটাররা প্রার্থী নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় অন্য মন্ত্রীদের হইতে তাঁহার বিশেষ স্থান অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

অন্য একটি মতবাদে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত মতটি

অবাস্তব এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রকৃত অবস্থানকে ছোট করিয়া দেখায়, বিশেষতঃ সাম্প্রতিক কালে নূতন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। রামসে মুর (Ramsay Muir) বলিয়াছেন, "একজন প্রতাপান্বিত ব্যক্তি যিনি তাঁহার সহকর্ম্মীদের নিয়োগ করেন এবং অপসারণ করিতেও পারেন এমন একজন ব্যক্তিকে 'সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান' (primus inter pares) বলিয়া অভিহিত করা নিতান্তই অর্থহীন। আইনতঃ না হইলেও বাস্তবে তিনিই রাষ্ট্রের প্রধান এবং তিনি এতই সর্ব্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকারী যাহা কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসকের এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিরও নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "যদি ল্যাটিনেই তাঁহার একটি আখ্যা খুঁজিতে হয় তাহা হইলে স্যার উইলিয়াম হার্কুটের (Sir William Harcourt) ব্যবহৃত আখ্যাটি,—"inter stellas luna minores" অর্থাৎ "ক্ষুদ্রতর তারকাদের মধ্যে চন্দ্র"—অধিক উপযোগী হইবে। কিন্তু এটাও বোধ হয় প্রধানমন্ত্রীর পদের গুরুত্বের যথোচিত মূল্যায়ন করে না। মন্ত্রীমণ্ডলী ও ক্যাবিনেটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীই হইলেন কর্ণধারের মত, এমন কি যদিও তিনি খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন না হন। সহকর্ম্মী মন্ত্রীদের সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই প্রধানমন্ত্রীর অগ্রগণ্যতা প্রতিভাত হইবে। কমন্সসভা ও তাঁহার দলের সংখ্যাগরিষ্টের সমর্থন পাইলে তিনি একজন স্বৈরাচারী জননায়কের ন্যায় আচরণ করিতে পারেন; সর্ব্বোপরি তাঁহার হাতে এমনই একটি চরম অস্ত্র আছে যাহার ভয়ে কি সহকর্ম্মী মন্ত্রীগণ, কি পার্লামেণ্ট, কি দল সকলেরই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অস্ত্রটি হইল যে কোন সময় রাজাকে দিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষমতা। সারা দেশে তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্বৈরাচারী আচরণ করিতে পারেন না। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট প্রথার ঐতিহ্যই তাহার অন্তরায়। প্রথমতঃ তাঁহাকে কতকগুলি প্রথাগত বিধির মাধ্যমে কাজ করিতে হয়, যেগুলি উপেক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। পার্লামেণ্টে, সংবাদপত্রে ও জনসভার অবাধ সমালোচনার মধ্যে তাঁহাকে দায়িত্ব পালন করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার পক্ষে স্বৈরাচারী হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া কার্য্যতঃ হইলেও, আইনতঃ এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান নন। সুতরাং তাঁহার ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন করিতে হইলে উপরোক্ত দুইটি মতবাদের কোনটিই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা চলে না। দুইটিই আংশিকভাবে সত্য। অধ্যাপক জেনিংস তাঁহার যথাযথ ভূমিকা আর একটি উপমার মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি

বলিয়াছেন, "প্রধানমন্ত্রী কেবল সমপর্য্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান নহেন, বা ক্ষুদ্রতর তারকাদের মধ্যে চন্দ্রও নহেন, তিনি হইতেছেন একটি সূর্য যাহার চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ ঘুরিতেছে।"

'ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা' 'প্রধান মন্ত্রী শাসিত ব্যবস্থায়' (Prime Ministerial Government) পরিণত হইবার দিকে প্রবণতা কতটা কার্য্যকরী :

উপরে ব্রিটিশশাসনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। উহা হইতে এবং বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাতাগণের দুইটি ভিন্ন মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে যে বর্ত্তমানে কি ব্রিটেনে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত ব্যবস্থায়' পরিণত হইবার প্রবণতা দেখা দিয়াছে এবং তাহা হইলে উহা কতটা কার্য্যকরী। উপরে আলোচিত দুইটি মতবাদেই ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর একটি বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃত। কিন্তু মতভেদ দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব প্রতিপত্তির পরিমাণ নিরূপণের ব্যাপারে। লর্ড মর্লি, হার্বার্ট মরিশন প্রমুখ লেখকদের মতে তিনি সহকর্ম্মী মন্ত্রীদের সমপর্যায়ভুক্ত হইয়াও তাঁহাদের মধ্যে মুখ্য এবং মন্ত্রি পরিষদে তিনি একটি বিশিষ্ঠ স্থানের অধিকারী, কিন্তু রামজে মুর (Ramsay Muir) প্রমুখ রাষ্ট্রবিদ্‌দের মতে বর্ত্তমানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এতই বহুমুখী ও ব্যাপক যে তাঁহাকে একনায়কের (dictator) পর্যায়েই গণ্য করা যায়। মন্ত্রিসভার (cabinet) মধ্যে প্রধানমন্ত্রী অন্য সকল মন্ত্রীকে ছাপাইয়া তাঁহাদের একেবারে নিষ্প্রভ করিয়া থাকেন। এই মতবাদ হইতে একটি সিদ্ধান্ত প্রচলিত হইয়াছে যে ব্রিটেনে বর্ত্তমানে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার স্থলে "প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থার" প্রবর্ত্তন হইয়াছে।[1*] রামজে মুরের ভাষায় "The cabinet is, in short, the steering wheel of the ship of state. But the steerman is the Prime Minister.[2]" অধ্যাপক মুর তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলিয়াছেন,– প্রধানমন্ত্রীই অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রক বন্টন করেন, এক মন্ত্রক হইতে অন্য মন্ত্রকে

---

*1. "Inside the cabinet the Prime Minister overshadows his colleagues. Hcnee the current thesis that 'Cabinet government' has given way to 'Prime ministerial' government". S. E, Finer, 'Comparative Government'.

2. Quoted in "The Office of the Prime Minister" by Byrum E. Carter, (1955, pp 196—97.)

বদলি করিতে পারেন বা যে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। কিছুটা সীমার মধ্যে তিনি মন্ত্রীসভার আয়তন নির্ণয় করিতে পারেন এবং অবশ্যই একাধিক মন্ত্রকের ভার এক একজন মন্ত্রীকে অর্পন করিয়া উহার আয়তন খর্ব করিতে পারেন। এছাড়া বলা যায় নিজে রাজার কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করিয়া, অথবা রাজাকে দিয়া কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া ও নূতন সাধারণ নির্ব্বাচন করাইয়া মন্ত্রীসভার পতন ঘটাইতে পারেন। দুইজন মন্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর ঘটিলে তিনিই সালিশী করিয়া থাকেন। এক কথায় বলা যায় প্রধানমন্ত্রীই ক্যাবিনেটের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। সিড্নি ও রিয়াট্রিস ওয়েবও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। অন্যান্য মন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস শুধু নিজ মন্ত্রকের কর্তৃত্বসূত্রে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস বহুমুখী ও ব্যাপক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি একাধারে জাতির মুখপাত্র ও প্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়া থাকেন ; একটি রাজনৈতিক দলের নায়ক হিসাবে দলের বিস্তৃত সংগঠনের মাধ্যমে সারা দেশে তাঁহার বক্তব্য ও মতামত প্রচারিত হইয়া থাকে, সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় তিনিই দলের রণকৌশল স্থির করেন এবং নির্ব্বাচনী দ্বন্দ্ব (election campaign) পরিচালনা করেন ও পরবর্ত্তী নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের জন্যও কার্য্যক্রম ও রণকৌশল স্থির করেন। এছাড়া তিনি সংসদীয় দলের নেতা এবং এখানেই তাঁহার ক্ষমতার ভিত্তি। কিন্তু সংসদীয় দলকে সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে তাঁহার পতন অপরিহার্য, যেমন সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁহার দল পরাজিত হইলেও তাঁহার পতন ঘটে। এছাড়া অন্য কোন ভাবে তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব নয়। সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে অনেক পদ ও সম্মান বিতরণ করার ক্ষমতা তাঁহার থাকে, যথা মন্ত্রিত্ব, বহুবিধ উপাধি ও সম্মান ইত্যাদি। এগুলির বিতরণ তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তির একটি বড় উৎস। ক্যাবিনেটের কর্ম্মসূচী তিনিই স্থির করেন এবং সদস্যদের গোচরীভূত করেন, সভার কার্য্য পরিচালনা করেন, সদস্যরা কে কোন কমিটিতে থাকিবেন তাহা তিনিই নির্দ্ধারণ করেন। সভায় আলোচনার ফলে কি কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল তাহাও তিনিই নির্দ্ধারণ করেন। এছাড়া ক্যাবিনেটের সচিবালয় (Secretariate) তাঁহারই নিজস্ব সচিবালয়ে পরিণত।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার একটা দিকই প্রতিভাত হয়। কিন্তু উহার আর একটা দিকও আছে যেটা রামজে মুর প্রমুখ লেখকদের দৃষ্টি ততটা আকর্ষণ করে নাই। ফলে তাঁহাদের মতবাদ

কিছু অতিরঞ্জিত ও একদেশদর্শী হইয়াছে। অধ্যাপক মুর ও ওয়েবদম্পতি অবশ্য এটা ঠিকই বলিয়াছেন যে প্রধানমন্ত্রী প্রায়শঃই ক্যাবিনেটের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন; কিন্তু তবুও উহাকে 'একনায়কত্ব' এই আখ্যা দেওয়া যায় না। তাঁহার আধিপত্যের একটা সীমা আছে। ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এতই প্রকট যে প্রধানমন্ত্রীরও একনায়কত্ব জনমত বরদাস্ত করে না। ওয়েবদম্পতিও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে এই একনায়কত্ব উদ্বুদ্ধ জনমতের মুখে বা বিভিন্ন গোষ্ঠি ও সংস্থার প্রতিবাদ সোচ্চার হবার সম্ভাবনায় সংযত হইয়া থাকে।[1] প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অধ্যাপক মুর জাহাজের কর্ণধার ও হাল চক্রের (steering wheel) যে উপমাটি দিয়াছেন তাহাও সর্ব্বক্ষেত্রে গ্রহণ-যোগ্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান বা বল্ডুইনের (Baldwin) মত প্রধানমন্ত্রীদের ক্যাবিনেটের কর্ণধার বলিয়া অভিহিত করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বল্ডুইন নিজেই বলিয়াছেন মহামান্য রাজার মন্ত্রীরা সকলেই সমপর্য্যায়ভুক্ত (coequal)। বস্তুতঃ অধ্যাপক মুরের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণার মূলে আছে তাঁহার মন্ত্রীদের নিয়োগ ও অপসারণ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমতাটি অবারিত, সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ইহা কিন্তু সত্য নহে। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,[2]—"The power..... lies in the cabinet. To the extent that a Prime Minister appoints the cabinet, obviously he has a considerable amount of power but he is not completely a free agent. The power really lies in the cabinet to the extent that the cabinet keeps the confidence of the House"। তাছাড়া তিনি সংসদীয় দলের নেতা হইলেও উহার উপর তাঁহার অবাধ কর্ত্তৃত্ব নাই। উহার সহিত সম্পর্কে একটা সুসংহত গণ্ডীর মধ্যে না চলিলে তাঁহার নেতৃত্ব বিপন্ন হওয়া সম্ভব।

আসলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মান দুইটি বস্তুর উপর নির্ভর করে,—(1) তাঁহার ব্যক্তিত্ব, (2) তাঁহার কার্য্যকালের প্রকৃতি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে সব প্রধানমন্ত্রী বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যেমন ডিসরেলি, গ্ল্যাডষ্টোন, লয়েড জর্জ্জ বা চার্চ্চিল তাঁহাদের

---

1. B. J. Carter, op. cit p. 198
2. S. E. Finer, op. cit., p. 172

কাছে অন্য মন্ত্রীরা নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেন, জনগনের কাছেও তাঁহাদের ভাবমূর্ত্তি ছিল গৌরবোজ্জ্বল। কাজেই তাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় যতটা আধিপত্য বিস্তার করিতেন অন্য প্রধানমন্ত্রীদের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। আবার দুইটি বিশ্বযুদ্ধ বা অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রভৃতি জাতীয় সঙ্কটের সময় জাতীয় নেতা হিসাবে সঙ্কটের মোকাবিলা করিতে প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে দেওয়া হয়। অধ্যাপক মুর বা ওয়েবদম্পতি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত হইয়া প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার একটা অতিরঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যাহা সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চ্চিল এবং বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটে হ্যারল্ড উইলসন সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। কিন্তু তবুও "বর্ত্তমানে ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার স্থলে প্রধানমন্ত্রীশাসিত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে" এই উক্তির অর্থ যদি এই হয় যে কোন বিষয়ে যদি প্রধানমন্ত্রীর একটা দৃঢ় মত থাকে তাহা হইলে তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম এবং করিয়া থাকেন, তবে উহা গ্রহণযোগ্য নয়। একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। 1967 সালে প্রধানমন্ত্রী উইলসন মিশরের টিরান প্রণালী দিয়া জাহাজ চলাচল বন্ধ করার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন কিন্তু মন্ত্রিসভার বিরোধিতায় নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। আবার ঐ বৎসরেই যদিও উইলসন দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র সরবরাহ নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার কর্ত্তৃত্ব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল যাহার ফলে পরে তাঁহাকে অন্য বিষয়ে নতিস্বীকার করিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী পদটির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে অধিকারী ভেদে এবং কালের প্রভেদে উহার ক্ষমতা ও মর্যাদার পরিধির বৈষম্য ঘটিয়াছে। এ্যাসকুইথের (Asquith) ভাষায়—"The office is what its holder chooses and is able to make of it", অর্থাৎ "পদটি হইল তাহাই ইহার অধিকারী উহাকে যাহা করিতে ইচ্ছা করে বা করিতে সমর্থ হয়।" এককথায় ইহা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নমনীয়তারই প্রতীক্। পদাধিকারীকে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের সময় সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে ক্যাবিনেট, সংসদীয় দল, তাঁহার রাজনৈতিক দল, কমন্স সভা ও সর্ব্বোপরি নির্ব্বাচকমণ্ডলী উহা বরদাস্ত করিবে কি না। এই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। একমাত্র এই অর্থেই বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে "প্রধানমন্ত্রীশাসিত ব্যবস্থা" অভিহিত করা যাইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সহিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর তুলনা :

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির প্রায়ই তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়া থাকে। যদিও দুইএর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে আবার বৈসাদৃশ্যও প্রচুর আছে। এগুলি আলোচনা করিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে।

প্রথমে দুইটি পদের সাদৃশ্য সম্বন্ধে লক্ষ করা যাক। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নিজ নিজ দেশে সর্ব্বোচ্চ শক্তিশালী রাজপুরুষ এবং উভয়েই নির্ব্বাচনের মাধ্যমে পদাভিষিক্ত হন, যদিও নির্ব্বাচনটা ঠিক প্রত্যক্ষ বলা যায় না। দুই জনকেই গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করিতে হয়। সুতরাং অবাধ ক্ষমতা অধিকারী নন। আর একটি বিষয়েও দুইজনের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েরই সাধারণ অবস্থায় এবং সঙ্কটকালীন অবস্থায় ক্ষমতার পরিধি কমবেশী হয়। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের সময় অথবা 1930 সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় উভয়েই কতটা ক্ষমতা ব্যবহার করিয়াছিলেন সকলেরই জানা আছে, আবার সঙ্কট অতিক্রমের পর তাঁহারা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যান। এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মিল থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে অমিলও কম নহে।

প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতির কার্য্যকাল সংবিধানেই লিখিত এবং উহা চার বৎসর। অবশ্য তিনি দ্বিতীয়বারও নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন এবং অনেক সময়ই দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচিত হনও। কিন্তু তৃতীয়বার নির্ব্বাচনে 1951 সালের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত সাংবিধানিক বাধা না থাকিলেও প্রথাবিরুদ্ধ ছিল, একমাত্র ব্যতিক্রম হইয়াছিল রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের বেলায় এবং সেটাও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে * যাই হোক কোন রাষ্ট্রপতি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকালের অতিরিক্ত থাকিতে পারেন না এবং এই নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে একমাত্র বিশেষ বিচার ব্যবস্থার (impeachment) মাধ্যমে এবং তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগে তাঁহাকে অপসারণ করা যায়। সেটা এতই দুরূহ যে এ পর্য্যন্ত কোন রাষ্ট্রপতিকেই এই উপায়ে অপসারিত করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে যে কোন সময়ই কমন্সসভায় অনাস্থা জ্ঞাপনের কারণে বিদায় লইতে হইতে পারে। আবার যদি পর পর সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁহার দল জয়ী হয় তবে তিনি যতবার ইচ্ছা প্রধানমন্ত্রী থাকিতে পারেন, যদি দল তাঁহাকে নেতৃত্বে বহাল রাখে। এই

---

* 1951 সালে সংবিধানের দ্বাবিংশতিতম সংশোধন দ্বারা ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে কোন ব্যক্তিই দুইবারের অধিক রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

পার্থক্যের ফলশ্রুতি এই যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্য্যকালে বিশেষ করিয়া দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন, কাহারও কাছে জবাবদিহি করার ভয় থাকে না। অপরপক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে সব সময় এমনভাবে চলিতে হয় যে, তাঁহার ক্যাবিনেট, দল ও কমন্স-সভার সমর্থন না হারান। এজন্য অনেক সময় তাঁহার নিজস্ব ইচ্ছা ও মত বর্জ্জন বা ক্ষুণ্ণ করিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আর একটি অসাদৃশ্য দেখা যায় তাঁহাদের ক্যাবিনেটের সহিত সম্পর্কে। রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটকে ব্রিটিশ অর্থে ক্যাবিনেটই বলা চলে না। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট প্রথার কোন লক্ষণই সেখানে দেখা যায় না, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের কংগ্রেসের নিকট কোন যৌথ দায়িত্ব নাই, এমন কি তাহার কোন যৌথ সভা নাই। মন্ত্রীদের একযোগে কাজ করিবার কোন তাগিদ নাই। প্রত্যেকেই রাষ্ট্রপতির মনোনীত অধঃস্তন কর্ম্মচারী মাত্র। যদিও রাষ্ট্রপতির সহিত তাঁহারা মাঝে মাঝে মিলিতভাবে নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা কোন সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নয় বা কংগ্রেসে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায় নির্ণয় করিবার জন্যও নয়, কেননা তাঁহারা কেহই কংগ্রেসের সদস্য নন বা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাধীনও নন। ক্যাবিনেটের সভায় মন্ত্রীরা যদি সকলেই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন তবুও তাঁহাদের রাষ্ট্রপতির মতানুসারে চলিতে হয়। কেননা জাতির কাছে সমগ্র প্রশাসনের দায়িত্ব একমাত্র তাঁহারই, ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের নয়। ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা জনপ্রতিনিধি নহেন, তাঁহারা শুধু রাষ্টপতিকে প্রশাসন পরিচালনায় সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রপতিরে তাঁহাদের তোষণ করিয়া চলিবার প্রশ্নই ওঠে না বা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নিকট নতি স্বীকার করারও কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কংগ্রেস তাঁহার প্রতি বা ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সহস্র অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিলেও তাঁহাদের পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। অপরপক্ষে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট প্রথায় শাসন বিভাগ ও আইন-বিভাগ অর্থাৎ পার্লামেণ্টের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে, যুক্তরাষ্ট্রে তা না থাকায় রাষ্ট্রপতিকে অনেক সময় অসুবিধায় পড়িতে হয়, প্রশাসন চালাইতে রাষ্ট্রপতির অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু অর্থমঞ্জুরীর ক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসের। ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে যাহা প্রয়োজন সব কিছুই পাশ করাইয়া লইতে পারেন, না পারিলে বুঝিতে হইবে যে তিনি সভার আস্থা হারাইয়াছেন। সেক্ষেত্রে হয়

তিনি পদত্যাগ করিবেন এবং বিরোধী দলের নেতা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী হইবেন অথবা রাজাকে দিয়া কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন করাইবেন এবং তাহাতে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করিবে তাহার নেতাই প্রধানমন্ত্রী হইবেন। সুতরাং যিনিই যখন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন তাঁহারই আইনসভার উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে, যাহা রাষ্ট্রপতির থাকে না। অনেক সময়ই যেমন বর্ত্তমানে রাষ্ট্রপতি যে দলের নেতা কংগ্রেসে তাহার বিরুদ্ধ দলের সংখ্যাধিক্য থাকে। তখন তিনি প্রশাসন চালাইবার জন্য যে সব আইন বা অর্থবরাদ্দ প্রয়োজন তাহা পাশ করাইতে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং অনেক সময় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রীকে কখনও এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, যদিও প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির মত রাষ্ট্রপ্রধান নন। রাজাই রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু আসল ক্ষমতা তাঁহার হাতে থাকায় এজন্য তাঁহাকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হয়না।

অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী। বাইরাম কার্টার (Byrum Carter) তাঁহার "The Office of the Prime Minister" (প্রধানমন্ত্রীর পদ) গ্রন্থে বলিয়াছেন, দুইটি ভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থায় দুইটি পদের মধ্যে তুলনামূলক বিচার অনেক সময়ই ভ্রান্তিকর, তবুও বলা যায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির অপেক্ষা বহুলাংশে অধিক। ইহার কারণ হিসাবে তিনি দেখাইয়াছেন প্রথমতঃ প্রধানমন্ত্রীর মত রাষ্ট্রপতির কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা নাই, অধিকন্তু কংগ্রেসই তাঁহার কাজে অনেক বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রপতি একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব করেন বটে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটেনের মত রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় সংস্থা তত শক্তিশালী ও সংহত নয়, কাজেই একটি সুসংহত ও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাযুক্ত দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর দলের উপর অনেক বেশী কর্ত্তৃত্ব। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রয়োগের কারণে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা মূলতঃ শাসনবিভাগেই সীমাবদ্ধ কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বব্যাপী। আইনবিভাগও ক্যাবিনেটের নেতৃত্বাধীন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত দুইটি পদের পদাধিকারী সম্বন্ধে একই কথা বলা যায় যে তিনি কতটা ক্ষমতাশালী সেটা প্রধানতঃ তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক গুণাবলীর উপরই নির্ভর করে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে যেমন ওয়াশিংটন, জেফারসন, ম্যাডিসন, জাকসন, লিংকলন, উইলসন, রুজভেল্ট ও কেনেডি প্রভৃতি প্রথমসারির রাষ্ট্রনায়কদের দেখা যায় আবার আড্যামস্, হ্যারিসন, ম্যাক্‌কিনলে, হুভার, লিণ্ডন জনসন

প্রভৃতি অতি সাধারণ, বর্ণহীন ব্যক্তিকেও দেখা যায়। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে ওয়ালপোল, পিটদ্বয়, পীল, পামারষ্টোন, ডিসরেলি, গ্লাডষ্টোন, লর্ড সল্‌স্‌বেরি, এ্যাসকুইথ, লয়েড জর্জ্জ, চার্চ্চিলের মত বিরাট পুরুষদের দেখা যায়, আবার লর্ডনর্থ, নিউকাসল্‌, গ্রেনভিল, রকিংহাম, ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান প্রভৃতি সাধারণ মানুষকেও দেখা যায়। এ্যাস-কুইথের ভাষায় বলা যায়, প্রধানমন্ত্রীরপদ উহার পদাধিকারী যেমনটি করিতে চান তাহাই হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সম্বন্ধেও উক্তিটি খাটে উড্রো উইলসন বলিয়াছেন,—জাতি রাষ্ট্রপতির কাছে আশা করে তিনি একাধারে দলকে নেতৃত্ব দিবেন এবং সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইবেন। তিনি তাঁহার ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে পালন করিতে না পারিলে জাতির আস্থা হারাইবেন, কেহ তাঁহার কোন অছিলা শুনিবে না। অধ্যাপক লাস্কি দুইটি পদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ অতি সংক্ষেপে এবং সুন্দর-ভাবে একটি উক্তিতে ব্যঞ্জনা করিয়াছেন। উক্তিটি হইল, "The President of the United States is both more and less than a king ; he is also both more and less than a Prime Minister", অর্থাৎ "যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রাজার চেয়ে একই সঙ্গে কমও বটে বেশীও বটে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে একাধারে কমও, বেশীও।"

ক্যাবিনেট সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে ক্যাবিনেট প্রথার সমালোচকরা ইহার বিরুদ্ধে যে দুইটি অভিযোগ করিয়া থাকেন সে সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন। অভিযোগ দুইটি হইল—(1) ক্যাবিনেট যথেচ্ছাচারী (dictatorial) হইয়া উঠিয়াছে, এবং (2) ক্যাবিনেট আমালাতন্ত্রের (Bureaucracy) কুক্ষিগত হইতেছে। এই দুইটি অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে বিস্তরিত আলোচনা করিব।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা ও দলীয় রাজনীতি :

এখন আমরা ব্রিটেনে ক্যাবিনেট বা সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। পূর্ব্বে ক্যাবিনেট প্রথা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই বোঝা যায় ক্যাবিনেটের শাসন প্রকারান্তরে একটি রাজনৈতিক দলের শাসন। কেননা যে দল নির্ব্বাচনে পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহারই নেতাদের লইয়া ক্যাবিনেট গঠিত হয় এবং ঐ দল যে সব নীতি সম্বলিত কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন পাইয়াছে ক্ষমতাসীন থাকা কালে সেইগুলি রূপায়িত করিতে

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং দলীয় সংগঠনই সরকারকে প্রেরণা জোগায় এবং অনুপ্রাণিত করে। ঐ দলের সাংগঠনিক শাখা ও সরকারি শাখার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তখন অন্য দল বা দলগুলির ভূমিকা হইল সরকারের বিরোধিতা করা এবং পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে সরকারের নীতি ও কার্য ক্রমের বিরূপ সমালোচনা করিয়া ঐ দলের নানা ব্যর্থতার চিত্র জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরা। এইরূপে শাসকদলের ভাবমূর্ত্তি জনসমক্ষে মসীলিপ্ত করিতে পারিলে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে ঐ দল বা দলগুলি শাসকদলকে পরাজিত করিয়া শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে পারে। তখন আবার শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে বিরোধীদলের নীতিগুলিই রূপায়ণের প্রচেষ্টা হইবে। সুতরাং বলা যায় সংসদীয় শাসনের অর্থই হইল একটি না একটি দলের আধিপত্য। কিন্তু এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা যদিও দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা মূলক সংঘর্ষেই দাঁড়ায় তথাপি শাসনতন্ত্রের মূল নীতিগুলি বা তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব লইয়া তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না, সেগুলি উভয় পক্ষই মানিয়া লয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলি শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই শুধু কার্য্যকরী হইতে পারে, ঐ শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় এমন কোন রাজনৈতিক দলের সংসদীয় গণতন্ত্রে স্থান নাই। শুধু তাহাই নহে, যেখানে দুইটি মাত্র রাজনৈতিক দল সংবিধানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে নিজের পক্ষে আনিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে সেইখানেই শুধু সংসদীয় গণতন্ত্র সহজভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে চলিতে পারে। বলা হইয়াছে—"ক্যাবিনেট প্রথা ঠিকমত চলিতে হইলে শুধু দলীয় ব্যবস্থারই প্রয়োজন নয় দুই দলীয় ব্যবস্থারও প্রয়োজন।" বিরোধী দল গণতান্ত্রিক ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। অধ্যাপক জেনিংস বলিয়াছেন,—"বিরোধী দল হইল একাধারে বর্ত্তমান সরকারের বিকল্প এবং জনগণের অসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দু। বিরোধীদল না থাকিলে গণতন্ত্রও থাকিতে পারে না। 'মহামহিম রাজার বিরোধীদল' শুধু একটি কথাই কথাই নহে মহামহিম রাজার যেমন একটি সরকার প্রয়োজন তেমনই বিরোধী দলেরও প্রয়োজন।" (The Opposition is at once the alternative to the Government and a focus for the discontent of the people. * * * If there is no opposition there is no Democracy. 'His Majesty Opposition' is no idle phrase.

His Majesty needs an opposition as well as a Government". —Jennings—Cabinet Government, Chap. I)।

ব্রিটেনে সংসদীয় ব্যবস্থা দলগত শাসনেরই নামান্তর। সেখানে ইহা পরিকল্পিতভাবে গঠিত হয় নাই, স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই বিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সংসদীয় ব্যবস্থা ও দলব্যবস্থা পরস্পর মিলিত ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কমন্সসভা দুইটি দলে বিভক্ত থাকে, একটি সরকারকে নিয়মিতভাবে সমর্থন করিয়া যায়, অপরটি নিয়মিতভাবেই সরকারের বিরোধিতা করিয়া যায়। যদিও শাসনতন্ত্রের মধ্যে দলব্যবস্থার স্বীকৃতি নাই, বাস্তবে উহা মানিয়া লওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কমন্সসভার কার্য্যপদ্ধতি দলীয় ব্যবস্থা মানিয়া লয়।

ব্রিটেনের দুইদল ব্যবস্থার উৎকর্ষ হইল প্রথমতঃ ইহা নির্ব্বাচক-মণ্ডলীকে প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের সরকার বাছিয়া লইতে সহায়তা করে, দ্বিতীয়তঃ ইহা একটি নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠীর উপর সকল ত্রুটিবিচ্যুতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব আরোপ করিতে সাহায্য করে।

Suggested Readings

Ogg & Zink : Op cit., Chs. IV & V.

Munro & Ayearst : Op. cit., Chs, V & VI.

Sir I. Jennings : "Cabinet Govt.", Chs. II–III, VIII-IX.

A. B. Keith . "The British Cabinet system" (1952) Chs. I-IV.

R. Muir : "How Britain is Governed," (1930), Ch. III.

H. Finer : "Governments of Greater European Powers," (1956) Ch, VII.

H. J. Laski : 'Parliamentary Government in England," (1950), Ch. V.

J. Harvey & L. Bather : Op. cit., Chs. XIII & XIV.

পঞ্চম অধ্যায়

শাসন বিভাগ (৩)

(Executive-3)

সরকারী প্রশাসনযন্ত্র ও আমলাশ্রেণী-স্থায়ী শাসক (Machinery of Government and the Civil Service—Permanent Executive) :

শাসন বিভাগের তিন অংশ : পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি অধ্যায়ে আমরা ব্রিটিশ-শাসনবিভাগের দুইটি অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি—(1) রাজা ও রাজতন্ত্র যাহাকে বলা হইয়াছে আনুষ্ঠানিক বা নামেমাত্র শাসক এবং (2) মিনিষ্ট্রি ও ক্যাবিনেট যাহাকে বলা হইয়াছে প্রকৃত শাসক। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা শাসনবিভাগের তৃতীয় প্রয়োজনীয় অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিব যাহা হইল সরকারী প্রশাসনযন্ত্র এবং যাহা আমলাশ্রেণী কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং যাহাকে বলা যায় স্থায়ী শাসক। ইহাকে স্থায়ী শাসক বলা হইয়াছে এই অর্থে যে ক্যাবিনেট কিছুদিন অন্তর বদল হইয়া থাকে, কিন্তু শাসনযন্ত্রের সাধারণ কাঠামো বজায় থাকে এবং ইহার পরিচালনাকারী আমলারাও সাধারণতঃ অবসর গ্রহণ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে এবং একজন আমলার স্থান অপর আমলা গ্রহণ করে। ব্রিটেনের শাসনবিভাগের এই তিনটি শাখা কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রথম দুইটির মধ্যে সম্পর্ক আমরা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা তৃতীয়টি সম্বন্ধে এবং ইহার অন্যদের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

এই তিন শাখা যুক্ত যে শাসন বিভাগ তাহার শিখরে অবস্থান করেন রাজা। তত্ত্বের দিক হইতে শাসনবিভাগের সকলেই তাঁহার কর্ম্মচারী, প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে তাহাদের নিয়োগ বা অপসারণের ক্ষমতা তাঁহারই। সমগ্র শাসনযন্ত্রের পরিচালনা বহুলাংশেই তাঁহারই সপরিষদ আদেশনামার (order in council) মাধ্যমে হইয়া থাকে বা তাঁহার সম্মতিক্রমে রচিত আইনের মাধ্যমে হইয়া থাকে। কিন্তু এ সমস্তই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। আসল ক্ষমতার উৎস হইল জনসাধারণ বা নির্ব্বাচকমণ্ডলী, রাজনৈতিক দল, পার্লামেণ্ট ও ক্যাবিনেট। প্রত্যক্ষভাবে শাসনযন্ত্র ক্যাবিনেটের নিয়ন্ত্রণাধীন।

আমরা দেখিয়াছি প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী এক বা একাধিক মন্ত্রকের প্রধান, যাহার কার্য্যকলাপের জন্য তিনি এককভাবে এবং ক্যাবিনেটের সহিত যৌথভাবে দায়ী। আমরা ইহাও দেখিয়াছি এইসব মন্ত্রক বা দপ্তরের পরিচালনা ব্যাপারে মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নীতি নির্দ্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। সেই নীতিগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ভার লক্ষ লক্ষ বিভাগীয় স্থায়ী অসামরিক কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত হয়। মন্ত্রী রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি। বর্ত্তমানের জটিল প্রশাসন কার্য্যের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা তাঁহার থাকার কথা নয় এবং একজনের পক্ষে এই বিশাল কর্ম্মকাণ্ড সম্পাদন করাও সম্ভব নয়। তবে তাঁহার ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি সারা দপ্তরে একটা প্রাণচাঞ্চল্য জাগাইতে পারেন এবং একজন সার্থক মন্ত্রীর তাহাই লক্ষণ। কিন্তু প্রশাসনের খুঁটিনাটি দৈনন্দিন কাজ চালান নানা স্তরে বিন্যস্ত, অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্ম্মচারী-বৃন্দ। এই দুই শাখার সংযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতায় শাসনযন্ত্র চালিত হয়।

এখন আমরা প্রশাসনের বিন্যাস সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রশাসনযন্ত্রের কাঠামো :

জাতীয় প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র লণ্ডনের হোয়াইট হলে কেন্দ্রীভূত। প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর, তাহাদের শাখা প্রশাখা সমূহ এক একটি বাড়িতে অবস্থিত, যেমন অর্থদপ্তর (Treasury), বৈদেশিক দপ্তর (Foreign Office), স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Office) কমনওয়েলথ্ সম্পর্ক দপ্তর (Commonwealth Relations Office) ইত্যাদি। অন্যান্য ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের মত ব্রিটিশ প্রশাসনযন্ত্রও চিরাচরিত ব্রিটিশ পদ্ধতিতে অপরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেকগুলিই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে এবং 1945 সালের শ্রমিক সরকারের জাতীয়করণ নীতির তাগিদে গড়িয়া ওঠে। আবার যুদ্ধের পর অনেকগুলি তুলিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে প্রতিনিয়তই প্রশাসনের আকৃতি পরিবর্ত্তন হইতেছে। নামেও কোন সমতা নাই। কোনটিকে বলা হয় মিনিষ্ট্রি বা মন্ত্রক। কোনটিকে বলা হয় বোর্ড। যেমন বোর্ড অব্ ট্রেড, বোর্ড অব্ এডুকেশন, আবার কোনটিকে বলা হয় সেক্রেটারিয়েট (সচিবালয়), যেমন সেক্রেটারিয়েট অব্ ষ্টেট ফর হোম এ্যাফেয়ার্স, ফরেন এ্যাফেয়ার্স, ইণ্ডিয়া (প্রাক্তন), কলনিজ, স্কটল্যাণ্ড ইত্যাদি। প্রত্যেকটি দপ্তরের আভ্যন্তরীণ সংগঠনও ঠিক একরূপ নয়। কিন্তু মোটামুটিভাবে একটা সাদৃশ্য আছে।

প্রত্যেক দপ্তরের শীর্ষে থাকেন একজন মন্ত্রী অথবা বোর্ড। অবশ্য বোর্ড থাকিলেও বোর্ডের সভাপতি বা প্রথম লর্ড একজন মন্ত্রীই হন যিনি পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকেন। কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কে হইবেন তাহা প্রধানমন্ত্রীই স্থির করেন, ঐ দপ্তরের কার্য্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারণে নয় বা প্রার্থীদের অভিরুচি অনুযায়ীও সব সময় নয়, অনেকটা তাঁহার নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী। তাঁহারা মনোনীত হন প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা হেতু নয়, পেশাদার রাজনীতিবিদ্ হিসাবে এবং পার্লামেণ্টে তাঁহাদের কৃতিত্বের কারণে।

দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর (প্রায়ই ক্যাবিনেট মন্ত্রী) নীচেই থাকেন একজন বা দুইজন তরুণ মন্ত্রী যাঁহাদের আখ্যা হইল পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি বা আণ্ডার সেক্রেটারি এবং একইভাবে প্রধানমন্ত্রী কতৃক মনোনীত হন। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কমন্সসভার সভ্য হইলে ইঁহাকে লর্ডসভা হইতে লওয়া হয় যাহাতে দুই সভাতেই দপ্তরের একজন করিয়া মুখপাত্র থাকে। তাঁহাদের কাজ হইল দপ্তরের প্রধানের কার্য্যভার লাঘব করা। দপ্তরসংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেণ্টে বিতর্কে অংশ লইয়া ও প্রশ্নের উত্তর দিয়া এবং দপ্তরের কিছু কিছু কাজ করিয়া প্রধানের কাজের চাপ তাঁহারা কতকটা লঘু করেন। এইভাবে তাঁহারা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেন ইঁহারাই পরে ক্যাবিনেটমন্ত্রীর পদে উন্নীত হন।

ইঁহাদের নীচেই থাকেন একজন স্থায়ী সচিব (Parmanent Secretary) যিনি দপ্তরের অরাজনৈতিক (non-political) শাখার অধ্যক্ষ। এই শাখায় বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত বিপুল সংখ্যক স্থায়ী কর্ম্মচারীবৃন্দ, যাঁহাদের বলা হয় 'স্থায়ী সিভিল সার্ভিস' (Permanent Civil Service) দপ্তরের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কার্য্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক নির্দ্ধারিত নীতি কার্য্যে রূপায়িত করা এবং নীতি নির্দ্ধারণ ব্যাপারে ও প্রশ্নোত্তর দানে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া মন্ত্রীদের সাহায্য করা। সচিবের নীচে পর পর ডেপুটি সেক্রেটারি, আণ্ডার সেক্রেটারি, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি, প্রিন্সিপ্যাল, এ্যাসিস্টাণ্ট প্রিন্সিপ্যাল এবং সর্ব্বনিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করনিক (clerical assistants) কার্য্য করেন।

ইঁহাদের সকলকেই সিভিল সার্ভেণ্ট বলা হয়। সিভিল সার্ভেণ্ট বলিতে বুঝায় রাজার সেইসব স্থায়ী কর্ম্মচারীদের যাঁহারা অসামরিক কার্য্যে লিপ্ত এবং যাঁহারা কোন রাজনৈতিক বা বিচারবিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত নন এবং যাঁহাদের বেতনাদি পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ

হইতে প্রদত্ত হয়। তাঁহারা দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বর্জ্জন করিয়া চলেন এবং সেজন্য রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও নিরপেক্ষভাবে তাঁহারা কাজ করিয়া যান, যতদিন না পর্যন্ত তাঁহাদের অবসরগ্রহণের বয়স উপস্থিত হয় বা তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা মৃত্যু ঘটে। যেহেতু তাঁহারা রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন না সেই কারণে তাঁহাদের পদে বহাল থাকা না থাকা তাঁহাদের রাজনৈতিক মতামতের উপর নির্ভর করে না। এখানেই তাঁহাদের সহিত দপ্তরের শীর্ষস্থিত মন্ত্রীদের পার্থক্য। ইঁহারা রাজনৈতিক মতামতের কারণেই নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত হন আবার যখন নির্ব্বাচকমণ্ডলী ভিন্ন মতাবলম্বীদের জয়মাল্য দেয় তখন তাঁহারা পদত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যকালের কোন স্থায়িত্ব নাই। যেহেতু ইঁহাদের কার্য্যকালের কোন স্থিরতা নাই সেইজন্যই দপ্তরের কার্য্যের অব্যাহত ধারা বজায় রাখিবার জন্য স্থায়ী সিভিল সার্ভিসের প্রয়োজন হইয়াছে। সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস, তাহাদের চাকুরিতে প্রবেশ পদ্ধতি, শিক্ষণ, পদোন্নতি নিয়ম শৃঙ্খলা, মন্ত্রীদের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে ব্রিটেনে প্রশাসন যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন সরকারী দপ্তর :

এখানে শুধু প্রধান প্রধান দপ্তরগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইবে, সকল দপ্তরের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ প্রয়োজনও নাই।

অর্থদপ্তর বা ট্রেজারি (Treasury) :

অর্থদপ্তরকেই সর্ব্বপ্রধান দপ্তর বলা যায় কেননা সমগ্র প্রশাসন অর্থের উপর নির্ভরশীল এবং ট্রেজারিই সরকারের আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। অন্য সকল দপ্তরকেই ইহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়, ইহাকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাহ্যতঃ সাত জন লর্ড কমিশনার লইয়া গঠিত একটি বোর্ড এই দপ্তরের শীর্ষে। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম লর্ড সব সময় প্রধানমন্ত্রী, তাঁহার পর দ্বিতীয় লর্ড—"চ্যান্সেলর অব্ দ্য একস্‌চেকার" অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী, এছাড়া আরও পাঁচজন অধস্তন লর্ড আছেন। আসলে কিন্তু অর্থমন্ত্রীই দপ্তর পরিচালনা করেন, অন্যরা নামমাত্র জড়িত থাকেন। ট্রেজারি বোর্ড কচিৎ বসে। ইহার কার্য্য চ্যান্সেলর অব্ দ্য এক্সচেকারই চালান। তাঁহার নীচে একজন পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি

থাকেন যিনি কমন্সসভায় প্রধান হুইপের (whip) কার্য্যও করেন। ট্রেজারির একজন স্থায়ী সচিব সিভিল সার্ভিসের প্রধান। সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত বিধিনিষেধ ও নিয়মাবলী এই দপ্তরেই তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রচিত হয়। "পার্লামেণ্টারি কার্উনসেল" (Parliamentary Counsel) অভিহিত এই দপ্তরের আর একজন কর্ম্মচারী সরকারী বিলের খসড়া প্রস্তুত করেন।

চ্যান্সেলর অব্ দ্য এক্স্চেকার অন্যান্য অর্থব্যয়কারী দপ্তরগুলির সাহায্যে বাজেট বা প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ ও করধার্য্যের ভিত্তিতে জাতীয় আয়ব্যয়ের হিসাব রচনা করেন, পার্লামেণ্টে সকল অর্থবিল পরিচালনা করেন। রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধান করেন, সরকারের টাঁকশালের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন।

অর্থদপ্তরের (Treasury) প্রধান প্রধান কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় 1918 সালের "মেসিনারি অব্ গভর্ণমেণ্ট কমিটির" রিপোর্টে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(1) পার্লামেণ্টের অধীনে ইহাই করধার্য্য ও নিয়ন্ত্রণ এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী;

(2) পার্লামেণ্টের জন্য আয়ব্যয়ের হিসাব রচনা ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ইহা সরকারী ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে;

(3) জনকল্যাণমূলক সরকারী কাজের জন্য দৈনন্দিন যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহার ব্যবস্থা করা। এজন্য উহাকে সরকারী ঋণ তুলিবার প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া আছে;

(4) সরকারি ঋণ, মুদ্রা ও অধিকোষ (banking) সংক্রান্ত বিষয়ে যা কিছু করণীয় তাহা প্রবর্ত্তন ও সম্পাদন করা;

(5) কি প্রণালীতে সরকারী আয়ব্যায়ের হিসাব রাখা হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা।

উপরোক্ত বিবরণটি সরল ভাষায় এইভাবে বলা যায়—

প্রথমতঃ অপর দপ্তরগুলির সহযোগিতায় অর্থদপ্তর বার্ষিক মোট সরকারী ব্যয়ের ও রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করে এবং এই ব্যয়ভার বহন করিতে করের হার কিভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করে। পার্লামেণ্টের নিকট আয়ব্যয় সংক্রান্ত সকল তথ্য ও নিজস্ব প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপিত করিয়া পার্লামেণ্টের প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করে। ইহা রাজস্ব আদায়, কাগজী ও ধাতব মুদ্রা নির্ম্মাণ, বাজারে ঋণপত্র ছাড়া ও সরকারী তহবিলের নিরাপদ গচ্ছিত রাখার তত্ত্বাবধান করে। পার্লামেণ্ট

যে পরিমাণ অর্থব্যয়ের মঞ্জুরী কোন দপ্তরকে দিয়াছে তার মধ্যে কতটা উহা খরচ করিবে তাহাও অর্থদপ্তর নির্দ্ধারণ করে। যখনই কোন দপ্তর কোন খাতে ব্যয় করিবার জন্য সরকারী "গচ্ছিত ধনভাণ্ডার"(Consolidated Fund) হইতে অর্থ চায় "কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল" (Comptroller and Auditor-General) অভিহিত একজন রাজনীতি নিরপেক্ষ রাজপুরুষ অধীনস্থ একস্‌চেকার ও অডিটর শাখার মাধ্যমে ইহা লক্ষ রাখেন যে উক্তখাতে ব্যয় করিবার পার্লামেণ্টের অনুমোদন আছে কিনা। আবার ব্যয় করিবার পরও ঐ শাখা প্রতিটি দপ্তরের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখে যে সব খাতে ব্যয় পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী মত হইয়াছে কিনা। কোন সংশয় হইলে দপ্তরের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারে। এইভাবে সকল দপ্তরের অর্থব্যয়ের উপর ও হিসাব নিকাশের উপর অর্থদপ্তর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ খাটায়।

নৌদপ্তর (Admiralty):

অর্থ দপ্তরের ন্যায় নৌদপ্তরও কাগজে কলমে একটি বোর্ডের পরিচালনাধীন। নয়জন সদস্য বিশিষ্ট এই বোর্ডে তিন জন বেসামরিক লর্ড কমিশনার, পাঁচজন পেশাদার নাবিক লর্ড কমিশনার ও সভাপতি ফার্ষ্ট লর্ড। আসলে শেষোক্ত ফার্ষ্ট লর্ড অব্ দ্য এ্যাডমিরাল্টি নৌদপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। বোর্ড আনুষ্ঠানিক সংস্থা মাত্র।

সমর দপ্তর (War Office):

অতি প্রাচীনকালে যে কতকগুলি সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট পদ প্রবর্ত্তিত হয় তাহার একটি হইতেই এই দপ্তরের উৎপত্তি। ইহার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইলেন সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট ফর ওয়ার বা সমর সচিব। নৌদপ্তরে যেমন একটি বোর্ড আছে ইহাতেও অনুরূপ একটি পরামর্শদাতা পরিষদ হিসাবে ছয়জন সদস্য বিশিষ্ট আর্মি কাউন্সিল (Army Council) আছে। কিন্তু সমরসচিবই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে কার্য্য পরিচালনা করেন।

বিমান দপ্তর (Air Ministry):

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইহা একটি স্বতন্ত্র দপ্তরে পরিণত হয়। প্রথমে বেসামরিক বিমানবহরও ইহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নই। বিমানমন্ত্রী ইহার ভারপ্রাপ্ত।

প্রতিরক্ষা দপ্তর (Ministry of Defence) :

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধ সংক্রান্ত তিনটি মন্ত্রকের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদের উদ্ভব হয়। চার্চিল প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনিই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাজও করিতে থাকেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 1946 সালে স্থায়ীভাবে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর দপ্তরগুলির উপরে একজন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বসান হয় এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে তিনিই ক্যাবিনেটে ঐ তিনটি দপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করেন। ঐ তিনটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ নিজ নিজ দপ্তরের দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিলেও ক্যাবিনেটে তাঁহাদের আসন হারান।

পররাষ্ট্র দপ্তর (Foreign Office) :

পররাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এই মন্ত্রকের আওতায় পড়ে। ইহার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইলেন পররাষ্ট্র সচিব (Secretary of State for Foreign Affairs)। সারা বিশ্বে ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান বিবেচনা করিলে এই মন্ত্রকটির স্থান খুবই উচ্চে ; অর্থদপ্তরের পরই ইহার গুরুত্ব। লণ্ডনস্থিত দপ্তর ছাড়াও সারা পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে ইহার কর্ম্মচারীরা যাঁহাদের বলা হয় বৈদেশিক বিভাগীয় কর্ম্মচারী (Foreign Service) ছড়াইয়া আছেন। ইঁহাদের মাধ্যমে পররাষ্ট্র দপ্তর বিভিন্ন দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনা করেন।

ঔপনিবেশিক দপ্তর ও কমনওয়েলথ সম্পর্ক দপ্তর (Colonial Office and Commonwealth Relations Office) :

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে ব্রিটেনের বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠায় একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার প্রয়োজনে 1854 সালে ঔপনিবেশিক দপ্তর গঠিত হয়। বেশ কিছু সময় সাম্রাজ্যের সকল অংশই এমন কি ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশ স্বায়ত্তশাসনের পথে তখন কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল সেগুলিও এই দপ্তরের আওতায় ছিল। 1925 সালে স্বায়ত্তশাসনশীল ডোমিনিয়নগুলির সহিত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্বতন্ত্র দপ্তর স্থাপিত হয়। ইহার নামকরণ হয় ডোমিনিয়ন দপ্তর, যদিও দুইটি দপ্তরই একই মন্ত্রীর অধীনস্থ থাকে। 1930 সালে ডোমিনিয়ন দপ্তর একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রীর অধীনে দেওয়া হয়। প্রশাসনের দিক হইতে সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসিত দেশগুলি ও স্বায়ত্তশাসিত নয় এমন

দেশগুলির মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাজন রেখা টানা হয়। এই ডোমিনিয়ন দপ্তরই বর্ত্তমানে কমনওয়েলথ সম্পর্ক দপ্তরে রূপান্তরিত হয়। 1947 সালের পূর্ব্বে অবিভক্ত ভারতের তত্ত্বাবধানের জন্য ভারত সচিবের (Secretary of State for India) অধীনে India Office বা ভারত দপ্তর ছিল। 1947 সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে ভারত দুইটি ডোমিনিয়ানে (ভারত ও পাকিস্তান) বিভক্ত হইলে এই দুইটির কমনওয়েলথ সম্পর্ক দপ্তরের আওতায় চলিয়া যায় এবং ভারত সচিব ও ভারত দপ্তর বিলুপ্ত হয়। কিছুদিন পরে দুইটি দেশই রাজার আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়, কিন্তু কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করিয়া। পাকিস্তান অবশ্য খুব সম্প্রতি এ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, যেমন সিংহলও সম্প্রতি কমনওয়েলথ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া শ্রীলঙ্কা নাম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা আর কমনওয়েলথ দপ্তরের আওতায় নাই যদিও ভারত এখনও আছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Office) :

দেশের আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা এবং বিশেষতঃ অন্যান্য দপ্তরে বন্টিত হয় নাই এরূপ নানা কার্য্যের দায়িত্ব এই দপ্তরে বর্ত্তায়। আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার ভার, নাগরিকত্ব দান সম্পর্কিত কার্য্য, সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থাপনা, রাজার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষার আবেদনপত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যের ভার এই দপ্তরের উপর ন্যস্ত।

প্রধান প্রধান দপ্তরগুলির মোটামুটি বিবরণ উপরে দেওয়া হইল। এছাড়া আরও অনেক দপ্তর আছে যেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলির নাম দেওয়া হইতেছে। তাহাদের নাম হইতেই তাহাদের কার্য্যের একটা ধারণা পাওয়া যাইবে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য এবং ব্রিটেনকে যতটা সম্ভব জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। এগুলি হইল,—বাণিজ্য বোর্ড (Board of Trade), বোর্ডের সভাপতিই ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং কার্য্যতঃ পরিচালনা করেন ; কৃষি, মৎস্য ও খাদ্য দপ্তর (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food) ; শ্রম ও জাতীয় সেবা দপ্তর (Ministry of Labour and National Service) ; জ্বালানি ও বিদ্যুৎশক্তি দপ্তর (Ministry of Fuel and Power) ; পূর্ত্তদপ্তর (Ministry of Works) ; যানবাহন ও অসামরিক বিমান দপ্তর (Ministry of Transport and Civil Aviation) ; গৃহসংস্থান

ও আঞ্চলিক শাসন দপ্তর (Ministry of Housing and Local Government); শিক্ষা দপ্তর (Ministry of Education); স্বাস্থ্য দপ্তর (Ministry of Health); পেন্সন ও জাতীয় বীমা দপ্তর (Ministry of Pensions and National Insurance); বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা দপ্তর (Department of Scientific and Industrial Research); ইত্যাদি ইত্যাদি।

কয়েকটি প্রধান প্রধান দপ্তর যেমন অর্থদপ্তর, পররাষ্ট্র দপ্তর বা প্রতিরক্ষা দপ্তর এগুলি ছাড়া অন্যগুলির প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কখনও নামের পরিবর্ত্তন, কখনও কার্য্যের পুনর্বিন্যাস, কখনও কোনটি বিলোপ করা হয় বা দুইটিকে যুক্ত করিয়া নূতন নামে দপ্তর গড়া হয়, আবার প্রয়োজনমত সম্পূর্ণ নূতন দপ্তরও স্থষ্টি করা হয়। ইহাদের কোন স্থিতিশীলতা নাই।

স্থায়ী কর্ম্মচারীবৃন্দ (Permanent Civil Service): উৎপত্তি, সংগঠন, নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি:

আমরা পূর্ব্বেই সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলিয়াছি, এখন তাহার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

উৎপত্তি: প্রথমেই ব্রিটেনে বর্ত্তমান সিভিল সার্ভিস সংস্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা দরকার। বহুপূর্ব্বে সরকারী কাজ সম্পাদন করিতেন রাজকীয় সংসারের কর্ম্মচারীরা। ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভবের পর ইহা বেশ কিছুদিন পর্যন্ত উমেদারির (patronage) ভিত্তিতে চালিত হইত, অর্থাৎ মন্ত্রীরা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা রাজনৈতিক সমর্থকদের আত্মীয় বান্ধবদের নিয়োগ করিতেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মত ভিন্ন দল ক্ষমতায় আসিবার পর ইঁহাদের কর্ম্মচ্যুত করিয়া নূতন ক্যাবিনেটের উমেদারদের নিয়োগ করা হইত না। একবার নিযুক্ত হইলে তাঁহারা অবসর গ্রহণের বয়স অবধি বহাল থাকিতেন। ইহার ফলে সরকারী চাকুরিতে বহু অযোগ্য, অলস ও অকর্ম্মণ্য লোকের স্থান হইত, এবং সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মদক্ষতা ব্যাহত হইত। তৎকালীন সিভিল সার্ভিসকে কেন্দ্র করিয়া সমকালীন ইংরাজী সাহিত্যে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশিত হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ সমালোচনাও হয়। ইহার সংস্কারের প্রয়োজন বিশেষ করিয়া অনুভূত হয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই সংস্কার সাধিত হয় এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই সংস্কার বিষয়ে

ব্রিটেন ভারতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই ভারতে তাহাদের কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে উমেদারি প্রথার (patronage) পরিবর্ত্তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে যোগ্যতা ও দক্ষতার নীতি গ্রহণ করে। ব্রিটেনে 1855 সাল হইতে 1870 সালের মধ্যে ক্রমে ক্রমে পুরাপুরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই স্থায়ী কর্ম্মচারী নিয়োগের একমাত্র প্রবেশ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব নির্মূল করিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রণয়ন করা ও তাহা কার্য্যকরী করিবার ভারও সিভিল সার্ভিস কমিশন নামে একটি রাজনীতি নিরপেক্ষ স্বাধীন সংস্থার উপর ন্যস্ত করা হয়। তাহার পরও বিভিন্ন সময়ে এই পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত ও তাহাদের সুপারিশ অনুযায়ী নানা সংস্কার সাধিত হইয়া সিভিল সার্ভিস বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যাহা বহির্বিশ্বে একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছে এবং অনেক দেশ যাহার ধাঁচে নিজেদের সিভিল সার্ভিসকে পুনর্গঠন করিয়াছে। বিশেষ করিয়া যেসব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু আছে সে সব দেশে এই ধরণের স্থায়ী সিভিল সার্ভিস প্রায় অপরিহার্য।

সিভিল সার্ভিসের সংগঠন :—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সিভিল সার্ভিস বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। এখন সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন। ব্রিটেনে সিভিল সার্ভিস সংগঠনের তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—(1) অখণ্ডতা, (2) অবাধ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ-পদ্ধতি, (3) কার্য্যের প্রভেদ অনুযায়ী স্তরভেদ এবং তদনুযায়ী প্রবেশিকা পরীক্ষার বিন্যাস। নিম্নে বিভিন্ন স্তরের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

(1) **এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ শ্রেণী :**—এই শ্রেণীটি সংগঠনের শীর্ষে অবস্থিত। প্রায় তিন হাজার কর্ম্মী এই শ্রেণীতে পড়ে। বিভিন্ন দপ্তরের স্থায়ী প্রধান কর্ম্মচারী পার্মানেণ্ট (স্থায়ী) সেক্রেটারি হইতে শুরু করিয়া ডেপুটি সেক্রেটারি, আণ্ডার সেক্রেটারি, এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি, প্রিন্সি-প্যাল, এ্যাসিষ্টাণ্ট প্রিন্সিপ্যাল পর্য্যন্ত ক্রমিক নিম্নগামী স্তরে বিন্যস্ত। সর্ব্বসাকুল্যে এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীর সংখ্যা তিন হাজারের কিছু অধিক হইয়া থাকে। ইঁহাদের কার্য্য হইল ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের প্রশাসনের নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে সকল প্রকার সাহায্য করা, যেমন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও কাগজপত্র সরবরাহ করা, কোন নীতি রূপায়ণে বিভিন্ন বিকল্প পন্থার

প্রস্তাব দেওয়া, মন্ত্রীর প্রস্তাবের সম্ভাব্য কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া এবং মন্ত্রীরা এসবের ভিত্তিতে নীতি নির্দ্ধারণ করার পর উহা সফল রূপায়ণের জন্য অকুণ্ঠ চেষ্টা করা, এমন কি নীতিটি যদিও তাঁহাদের নিজস্ব মতানুযায়ী নাও হয়। তাছাড়া দপ্তরের অধস্তন কর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করা ও প্রত্যেকটি নূতন ক্ষেত্রে দপ্তরের প্রচলিত নিয়ম কানুনগুলির ব্যাখ্যা করিয়া প্রয়োগ করা। সুতরাং প্রশাসনের সাফল্য অনেকাংশেই এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের কর্ম্মদক্ষতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, পরিণত বিচারবুদ্ধি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কৃতী স্নাতকোপাধিধারীদের মধ্য হইতেই ইঁহাদের সংগ্রহ করা হয়। যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ইঁহারা এই শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পান সেই পরীক্ষার বিষয়গুলি ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রির পাঠ্যতালিকা হইতেই নির্ব্বাচিত। যাঁহারা এই পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন তাঁহাদের নিকট এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি আশা করা যায়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশের জন্য পরীক্ষাগুলি ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ধাপের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যের গুরুত্বের মানের উপযোগী করা হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষা দেওয়ার বয়ঃসীমাও সেইভাবে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ শ্রেণীর পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রীর পাঠ্যক্রমের সহিত সমতা রক্ষা করিয়াছে এবং বয়ঃসীমা $20\frac{1}{2}$ হইতে 24 নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনুরূপভাবে ইহার পরবর্ত্তী স্তর এক্সিকিউটিভ (Executive) শ্রেণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষার সমপর্যায়ে রাখা হইয়াছে এবং প্রবেশের বয়ঃসীমা $17\frac{1}{2}$ হইতে 19 নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরবর্ত্তী স্তর কেরাণীশ্রেণীর (clerical class) জন্য নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যবর্ত্তী স্তরের পর্যায়ে স্থির হইয়াছে এবং তাহারা আরও কম বয়সে চাকুরীতে প্রবেশ করে, সাধারণতঃ 16-17 বৎসর বয়সে।

(2) এক্সিকিউটিভ শ্রেণী (Executive Class):

এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের প্রধান কার্য্য হইল দপ্তরের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক খোঁজখবর করা এবং প্রয়োজনীয় সবরকম তথ্য সংগ্রহ

করা এবং সেগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া সাজান এবং উহার উপর নিজস্ব মন্তব্য রাখা। ছোটখাট বিষয়ে তাঁহারা বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত লইতে পারেন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহারা নিজেদের মন্তব্যসহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট কাগজপত্র সরবরাহ করেন এবং সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তাঁহাদের উপরই ছাড়িয়া দেন। এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের সংখ্যা সাধারণতঃ সত্তর হাজারের কিছু অধিক হয়। ইঁহাদের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক কর্ম্মী যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া থাকেন।

(3) **করণিক শ্রেণী** (**Clerical Class**) **:**

এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা দপ্তরের গতানুগতিক (routine) দৈনন্দিন কাজগুলি করিয়া থাকেন যেখানে নিজস্ব বিচারবিবেচনার বিশেষ অবকাশ থাকে না, যেমন নথিপত্র সাজাইয়া রাখা বা খুঁজিয়া বাহির করা, বাঁধা নিয়ম অনুযায়ী হিসাব প্রস্তুত করা বা কাহারও প্রাপ্য নির্ণয় করা, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কোন বিষয়সংক্রান্ত নথিপত্র হইতে সারাংশ চুম্বক করা বা অনুলিপি করা, চিঠিপত্র যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ইঁহাদের মধ্যে আর একটি সাহায্যকারী শ্রেণী থাকে যাঁহারা প্রধানতঃ যান্ত্রিক কার্য্যসমূহ করিয়া থাকেন, যেমন টাইপরাইটার, ডুপ্লিকেটিং মেসিন ও অন্য নানাবিধ যন্ত্রের কাজ করিয়া থাকেন। ভাল কাজ করিলে ইঁহারা উর্দ্ধতন স্তরে উন্নীত হন।

এই দুই শ্রেণীর কর্ম্মীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক, প্রায় দেড় লক্ষের মত। ইঁহাদের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইতে হয় না, শুধু নির্দ্দেশমত কাজ করিয়াই ইঁহারা ক্ষান্ত।

(4) **সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী** (**Messengerial etc.**) **:**

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যাঁহাদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী বলা হয় তাঁহারাই এই শ্রেণীতে আছেন। যেমন পিওন, বেয়ারার, বার্ত্তাবহ, দারোয়ান, দপ্তরি, লিফ্‌ট্‌ম্যান, ঝাড়ুদার ইত্যাদি। ইঁহাদের কাজে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ইঁহাদের চাকুরীতে প্রবেশের জন্য কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই।

উপরোক্ত চারিশ্রেণীর কর্ম্মচারী ছাড়া বর্ত্তমান যুগে প্রশাসনে আরও এক শ্রেণীর কর্ম্মীর বিশেষ প্রয়োজন। সেটি হইল বৃত্তিমূলক বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তিবিদ্যাবিদ্ শ্রেণী। পূর্ব্ববর্ণিত চারি শ্রেণীর সাধারণ প্রশাসনের কর্ম্মীদের

বিভিন্ন স্তরে ইঁহাদের সাহায্য অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ইঁহাদের মধ্যে আছেন আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি ও ডাক্তার, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানগবেষক, পরমাণুবিজ্ঞানী ইত্যাদি। কোন মন্ত্রী দপ্তরের কর্ম্মচারীদের সহযোগিতায় একটি নীতি নির্দ্ধারণ করিলেন। উহা কার্য্যকরী করিতে অনেক সময়ই নূতন আইনের প্রয়োজন হয় বা বর্ত্তমান আইনের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়। দপ্তরের প্রধান সচিব আইনের বিষয়বস্তুর প্রস্তাব দিতে পারেন, কিন্তু পার্লামেণ্টে দাখিল করিবার জন্য খসড়া প্রণয়নের জন্য আইনজ্ঞের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে পূর্ত্তদপ্তরে ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতিদের সাহায্য দরকার, স্বাস্থ্য দপ্তরে ডাক্তারদের সাহায্য প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা, কৃষি প্রভৃতি দপ্তরে বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান গবেষকদের সাহায্য আবশ্যক। এইসব বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের জন্য কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। প্রয়োজনমত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং পদপ্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করিবার জন্য সাক্ষাৎকার মাধ্যমে নিয়োগ হইয়া থাকে।

প্রথম তিনশ্রেণীর কর্ম্মচারীদের নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। এই পরীক্ষার কিন্তু বিশেষত্ব এই যে যে কার্য্যে নিয়োগের জন্য এই পরীক্ষা লওয়া হয় সেই কার্য্যে যেসব জিনিষ জানা প্রয়োজন তাহার সহিত পরীক্ষার কোন মিল নাই। পরীক্ষাটি পদপ্রার্থীদের সাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মনিষ্ঠারই পরিমাপ করিবার জন্য পরিকল্পিত। ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটি হইল এই যে যে ব্যক্তি এইসব গুণের অধিকারী সে যে কোন কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে পারে। কাজের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন সে কাজ করিতে করিতেই তাহা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিবে। কার্য্যের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন সেটা তেমন বড় কথা নয়। আর একটি বিশেষত্ব হইল যে এই পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য একটি রাজনীতি নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা আছে ব্রিটেনে যাহার নাম সিভিল সার্ভিস কমিশন। এই কমিশনের সদস্যগণ সকলপ্রকার রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। সুতরাং তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন করিতে সমর্থ হন।

ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের আচরণ বিধি :

গত শতকে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসকে উমেদারি প্রথার কুফল হইতে মুক্ত করিয়া যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করায় উহার একটি নূতন অধ্যায় সূচিত হয়। এই সময়ে সিভিল সার্ভিসের যে আচরণবিধির ঐতিহ্য গড়িয়া

উঠিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আচরণবিধি মূলতঃ কতকটা পার্লামেণ্টের আইনে এবং কতকটা সরকার ও সরকারী দপ্তরের নির্দ্দেশ, উপদেশ এবং নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও বর্ত্তমানে উহা ডাক্তার বা ব্যবহারজীবীদের বৃত্তিগত আচরণবিধির মতই স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে গৃহীত নৈতিক আচরণে পরিণত হইয়াছে। ইহার জন্য বাহিরের কোন চাপের দরকার হয় না। এই বিধি লঙ্ঘন করিলে লঙ্ঘনকারী জনসাধারণের এবং সহকর্ম্মীদের চক্ষে এতই হেয় হন যে কোন সরকারী কর্ম্মচারীই সাধারণতঃ তাহা করিতে সাহস করেন না। এই কারণে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস অন্য দেশের অনুকরণযোগ্য আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের নিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্তির ঐতিহ্য প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে বিশেষ করিয়া এই কারণে যে সকল রাজনৈতিক দলই সিভিল সার্ভিসের এই ঐতিহ্যের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং কি শাসকদল বা কি বিরোধীদল কেহই ইঁহাদিগকে দলীয় রাজনীতির আবর্ত্তের মধ্যে আনিতে চায় না। এই কারণেই সিভিল সার্ভিসের পক্ষে অনায়াসে বিপরীত রাজনৈতিক দলের সরকারের প্রতি সমান আনুগত্য দেখান সম্ভব হয়। 1945 সালে যখন শ্রমিকদল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় মতাদর্শের দিক হইতে তাহাদের আগের রক্ষণশীল সরকারের সহিত এতই বৈষম্য ছিল যে আশঙ্কা হইয়াছিল সিভিল সার্ভিস নূতন সরকারের এতটা ভিন্ন নীতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবে কি না। বিশেষ করিয়া সিভিল সার্ভিসের শীর্ষস্থিত শ্রেণী যে সামাজিক স্তরভুক্ত তাঁহাদের শ্রমিকদলের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি জাতীয়করণ কার্য্যক্রমের প্রতি সহানুভূতি থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিলেও কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাঁহারা শ্রমিকদলের এই নীতি রূপায়ণে কোনরূপ অবহেলা করেন নাই। ইহাই হইল ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের বিশেষ কৃতিত্ব যাহার কারণে মন্ত্রিসভার পালা বদলের পরও ইঁহাদের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। ফলে প্রশাসনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে এবং জাতি প্রশাসকমণ্ডলীর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সুবিধা ভোগ করে।

মন্ত্রিমণ্ডলী ও সিভিল সার্ভিসের মধ্যে পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় :

এখন আমরা ব্রিটিশ প্রশাসন যন্ত্রের দুইটি প্রধান অঙ্গের মধ্যে

পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। একটি অঙ্গ হইল মন্ত্রীমণ্ডলী যাহা সর্বসাকুল্যে সংখ্যায় দুইশতের মত যাঁহারা প্রশাসনযন্ত্রের চালকশক্তি (motive power) জোগান এবং দিক্ নির্দ্দেশ করেন। অপর অঙ্গটি হইল বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত বিরাট কর্ম্মীবাহিনী যাহা সমগ্রভাবে সিভিল সার্ভিস বলিয়া অভিহিত। ইহা বর্ত্তমানে সংখ্যায় প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ম্মপরিধি ক্রমাগত সমপ্রসারণের ফলে ইহা ক্রমবর্দ্ধমান। ইহার একটি বৃহৎ অংশ লণ্ডণের হোয়াইট হল পল্লীতে কেন্দ্রীভূত এবং অপর অংশ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া থাকিয়া সরকারের জনসেবামূলক কর্ম্মকাণ্ড নাগরিকদের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেয় এবং এইভাবে নৈর্ব্যক্তিক সরকারকে মূর্ত্ত করিতে সাহায্য করে।

প্রশাসনের উল্লিখিত দুইটি অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য এইভাবে চিহ্নিত করা হয়,—একটি হইল রাজনৈতিক, অপরটি অরাজনৈতিক; একটি অস্থায়ী, অপরটি স্থায়ী, একটি অবিশেষজ্ঞ প্রশাশক, অপরটি বিশেষজ্ঞ; একটি অপেশাদার, অপরটি পেশাদার, একটি নির্দ্দেশদানকারী, অপরটি নির্দ্দেশপালনকারী। মন্ত্রীরা প্রশাসনে প্রবেশ করেন রাজনীতিরই মাধ্যমে, নির্ব্বাচনে যে রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন লাভ করে, সেই দলই 'সরকার' গঠন করে এবং মন্ত্রীমণ্ডলীকেই তদানীন্তন 'সরকার' (Government) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী ইঁহাদের পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। একদিকে তাঁহারা পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল অর্থাৎ যতদিন পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন থাকেন ততদিনই শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, আবার অন্যদিকে তাঁহারা পার্লামেণ্টকে নেতৃত্ব দিয়া থাকেন এবং পার্লামেণ্টের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। স্থায়ী কর্ম্মচারীরা বা 'সিভিল সার্ভিস'—যাঁহাদের 'প্রশাসন' (Administration) বলিয়া অভিহিত করা হয়,— আগেই বলা হইয়াছে, নিজেদের রাজনীতির আওতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখেন। তাঁহারা পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে পারেন না, শুধু ভোটদান ছাড়া কোনরূপ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না, যেমন কোন নির্ব্বাচন প্রার্থীর জন্য ভোট ভিক্ষা করিতে পারেন না বা প্রকাশ্যভাবে সভায় বক্তৃতা করিয়া বা লিখিতভাবে সমর্থন জানাইতে পারেন না বা নির্ব্বাচনী এজেণ্ট হইতে পারেন না, বা কোন পত্রপত্রিকায় নিজেদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না। কতকটা এই পার্থক্যের কারণেই তাঁহাদের মধ্যে অস্থায়িত্ব ও

স্থায়িত্বের পার্থক্য উদ্ভূত হয়। যেহেতু রাজনীতির ধারা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন-শীল, মন্ত্রীমণ্ডলীর স্থায়িত্ব সকল সময়ই অনিশ্চিত।

রাজনীতি হইতে মুক্ত থাকাতেই সিভিল সার্ভিস স্থায়ী হইতে পারে। সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের কার্য্যকাল অনিশ্চিত বলিয়াই প্রশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই স্থায়ী কর্ম্মচারীদের প্রয়োজন হয়। সেজন্যই তাঁহাদের চাকুরির স্থায়িত্ব একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। আইনতঃ তাঁহাদের বরখাস্ত করিতে কোন বাধা না থাকিলেও বিশেষ কোন দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত না হইলে অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহাদের চাকুরি হইতে অপসারণ করা হয় না।

দুই শ্রেণীর পার্থক্যের গুণ সম্বন্ধে লাউএল (Lowell) বলিয়াছেন,—"একদিকে য়ুরোপের অধিকাংশ দেশে যে আমলাতন্ত্রের (bureaucracy) প্রভাব বিদ্যমান তাহা হইতে, অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান সরকার বদলের সঙ্গে সরকারী কর্ম্মচারী বদলের নীতি (Spoils system) হইতে ইংরাজ জাতি রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সরকারী কর্ম্মচারীদের এই সুস্পষ্ট পার্থক্যের কল্যাণে মুক্তি পাইয়াছে।"

দুই বিভাগের মধ্যে আর একটি পার্থক্য—অস্থায়িত্ব ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় পার্থক্য—অবিশেষজ্ঞ (amateur) ও বিশেষজ্ঞ (expert) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি মন্ত্রীরা এবং স্থায়ী কর্ম্মচারীরা কিভাবে স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত হন। তাহা হইতেই এই পার্থক্যের কারণ বোঝা যায়। রাজনৈতিক নেতারাই যখন তাঁহাদের দল নির্ব্বাচনে জয়লাভ করে তখন সরকার বা মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন। দলের নায়ক হন প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতাদের প্রধানমন্ত্রীই বিভিন্ন দপ্তরে মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রী নির্ব্বাচনে প্রধানমন্ত্রী যাহা কিছুই বিবেচনা করুন তাহার মধ্যে মন্ত্রীর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকে না। কোন মন্ত্রীরই কোন দপ্তরের কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়, কেননা তাঁহারা মন্ত্রীত্ব লাভ করেন রাজনীতিতে সফলতার জন্য, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার জন্য নয়। তাছাড়া জর্জ্জ কর্ণওয়াল লিউইস (George Cornwall Lewis) মন্ত্রীর কার্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেটা খুবই সত্য। তিনি বলিয়াছেন,—"নিজ দপ্তর চালানটা মন্ত্রীর কার্য্য নয়, তাঁহার কার্য্য হইল এইটি দেখা যে তাঁহার দপ্তর সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে।" তিনি যদি আগ্রহের আতিশয্যে দপ্তরের খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যান বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা এবং তিনি ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

তাঁহার কার্য্য হইল প্রশাসনযন্ত্রকে জনমতের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত করা। মন্ত্রিসভার সহিত একযোগে জনমতের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রশাসনের নীতিসমূহ নির্দ্ধারণ করা, এই ব্যাপারেও তাঁহাদের সিভিল সার্ভিসের সাহায্য লইতে হয়। নীতি নির্দ্ধারিত হইবার পর তাহা কার্য্যে পরিণত করার দায়িত্ব প্রধানতঃ সিভিল সার্ভিসের উপরই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। কেননা সেজন্য যে খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন তাহা তাঁহাদেরই আছে, মন্ত্রীদের থাকে না। কোন বিশেষজ্ঞের মন্ত্রী হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। মন্ত্রীর নিজের দপ্তর সম্বন্ধে একটা নির্লিপ্ত ভাব লওয়া প্রয়োজন, তাঁহাকে নিজের দপ্তরকে সামগ্রিক প্রশাসনের অঙ্গ হিসাবে দেখিতে হইবে। নিজের দপ্তরের প্রয়োজনকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে চলিবে না। কেন না মন্ত্রী হইলেন সমগ্রজাতির স্বার্থের প্রতিভূ। সুতরাং তাঁহাকে তাঁহার দপ্তরকে সারা দেশের স্বার্থের বাহন করিতে হইবে। মন্ত্রী যদি ঐ দপ্তরের কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হন তাঁহার পক্ষে এই সামগ্রিক ও নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না, কেননা বিশেষজ্ঞের স্বভাবই হইল নিজের বিষয় বা ক্ষেত্রকে অতিরিক্ত বড় করিয়া দেখা।

তাছাড়া দুইজন বিশেষজ্ঞ কদাচিৎ কোন বিষয়ে একমত হইতে পারেন। সেজন্য মন্ত্রীও বিশেষজ্ঞ হইলে তাঁহার সহিত অধীনস্থ বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীদের সহিত প্রতিনিয়ত বিরোধের সম্ভাবনা এবং ফলে প্রশাসনের কার্য্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইবে। অবিশেষজ্ঞ মন্ত্রী ও বিশেষজ্ঞ স্থায়ী কর্ম্মচারীদের সহাবস্থানই প্রশাসনিক সাফল্যের দিক হইতে ইপ্সিত। অবিশেষজ্ঞ মন্ত্রী শুধু যে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন তাহা নয়, কমন্সভার সঙ্গেও দপ্তরের যোগসূত্রের কাজ করেন। বলা হইয়াছে, মন্ত্রী গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে সংঘর্ষরোধকের (shock absorber) কাজ করিয়া থাকেন। নির্ব্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রী জনগণের ইচ্ছা, চিন্তাভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, তাঁহারা কি চান প্রশাসনের কর্ম্মচারীদের কাছে পৌঁছাইয়া দেন, জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় ইঁহাদের তাহা জানিবার সুযোগ কম। মন্ত্রীর নির্দ্দেশনা ব্যতীত প্রশাসন আমলাতান্ত্রিক হইয়া ওঠে অর্থাৎ প্রশাসন চলে জনমতের প্রতি উদাসীনভাবে, শুষ্ক নিয়মকানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া এবং দীর্ঘসূত্রতা দোষে দুষ্ট হইয়া। মন্ত্রীই প্রশাসনকে এইসব ত্রুটি হইতে রক্ষা করেন। আবার পার্লামেণ্টে বা বাহিরে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অন্যায় আক্রমণ হইতে প্রশাসনকে মন্ত্রীই রক্ষা করিয়া থাকেন, যেহেতু চাকুরির নিয়মে তাঁহাদের বিরূপ

সমালোচনার উত্তর দিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ তাঁহাদের থাকে না। এজন্য পার্লামেণ্টে কোন স্থায়ী কর্ম্মচারীকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করা রীতি বিরুদ্ধ। অন্যায় সমালোচনার উত্তর মন্ত্রীই দিয়া থাকেন এবং কোন ভুলত্রুটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন, যদিও ভুল সিদ্ধান্ত স্থায়ী কর্ম্মচারীর পরামর্শক্রমেই লইয়া থাকেন। আবার কোন সিদ্ধান্ত প্রশংসাযোগ্য হইলে প্রশংসা মন্ত্রীই পান, পরামর্শদাতা কর্ম্মচারী নেপথ্যেই থাকেন।

মন্ত্রী এবং সিভিল সার্ভিসের মধ্যে আর একটি প্রায় একই রকমের পার্থক্য লক্ষণীয়। ব্রিটিশ প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য হইল যে দপ্তরের প্রধান হন একজন আপেশাদার ব্যক্তি (lay man), কিন্তু অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা পেশাদার (professional) এবং দপ্তরের কার্য্যে অভিজ্ঞ ; দপ্তরের কাজে বহুদিন লিপ্ত থাকিয়া এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। এই দুই পক্ষের সমন্বয়েই দপ্তরের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলে। বিদেশীদের কাছে এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে একজন অনভিজ্ঞ, অপেশাদার প্রধান কিরূপে এই সমস্ত পেশাদার অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদের উপর কর্ত্তৃত্ব খাটান। সিড্‌নি লো (Sidney Low) এই অবস্থার কৌতুকপ্রদ দিকটা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিতে সুস্পষ্ট করিয়াছেন :—

"অর্থদপ্তরে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কেরাণীগিরি পাইতে হইলে একটি যুবককে পাটিগণিতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। কিন্তু দপ্তরের প্রধান অর্থমন্ত্রী হয়তো এমন একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি যিনি বাল্যকালে যদিও কিছু গণিত শিখিয়া থাকেন তাহাও এতদিন পরে ভুলিয়া গিয়াছেন।" ("A youth must pass an examination in arithmetic before he can hold a second class clerkship in the Treasure ; but the Chancellor of the Exchequer may be a middle aged man of the world who has forgotten what little he ever learned about figures".)। অহরহই এরূপ হয় যে একজন দর্শনের অধ্যাপক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হন, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী শিক্ষামন্ত্রী হন, বা একজন চিত্রশিল্পী পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী হইয়া বসেন।

কিন্তু মন্ত্রী এবং স্থায়ী কর্ম্মচারীদের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকিলে ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। আগেই বলা হইয়াছে যে মন্ত্রীকে দপ্তরের কাজ চালাইতে হয় না, সেটা সিভিল সার্ভিসের কাজ। মন্ত্রীর কাজ হইল দপ্তরের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান এবং ক্যাবিনেটের সাহচর্যে

9

নীতি নির্দ্ধারণ। সুতরাং তাঁহার দপ্তরের কাজে পেশাগত জ্ঞান থাকার প্রয়োজন হয় না বরং না থাকাই বাঞ্ছনীয় আগেই একথা বলা হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হইল যে হাকিম হন একজন সাধারণ ভদ্রলোক এবং তাঁহার পেশকার আইনবিদ্; দপ্তরের প্রধান যিনি সমূহ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সাফল্যের কৃতিত্ব লাভ করেন তিনি দপ্তরের কাজের বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী নন এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী নেপথ্যে থাকিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান সরবরাহ করিয়া দপ্তরের প্রধানকে ঠিক পথে চালান। এই বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে আঞ্চলিক প্রশাসন পর্যন্ত সর্ব্বত্রই লক্ষ করা যায়। প্রশাসনের এই দুই বিপরীত অংশের সমন্বয় ব্রিটেনে প্রশাসনের উৎকর্ষ ও সাবলীলতা বৃদ্ধিই করিয়াছে এবং অনেকেই ইহাকে আদর্শ ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও এইরূপ ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একদিকে ইহা দেশকে আমলাতন্ত্রের দোষসমূহ হইতে মুক্ত রাখিয়াছে, অপরদিকে সরকার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে সরকারী কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন প্রথার (spoils system) ত্রুটি হইতে মুক্ত করিয়াছে।

সিভিল সার্ভিসের বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিকতা ও 'নগ্ন স্বৈরাচারের' অভিযোগ :

ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের উৎকর্ষ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তা সত্বেও উহার বিরুদ্ধে অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন আমলাতান্ত্রিক দোষে দুষ্ট বলিয়া। অধ্যাপক রামসে মুর বলিয়াছেন,—"ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রীর দায়িত্বের অন্তরালে আমলাতান্ত্রিকতা বিরাজ করে।" ("Bureaucracy) in England) thrives under the cloak of ministerial responsibility")।

অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায়—"Parliament is a tool in the hands of Minister and Minister is a tool in the hands of officials." অর্থাৎ "পার্লামেণ্ট মন্ত্রীর হাতের যন্ত্র মাত্র। আবার মন্ত্রী সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতের যন্ত্র।"

উপরের বক্তব্যগুলির সত্যতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, কেননা এগুলি সত্য হইলে ব্রিটিশ সরকারের গণতান্ত্রিক প্রকৃতিই নস্যাৎ হইয়া যায়। পূর্ব্বে মন্ত্রী ও সিভিল সার্ভিসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে গণতন্ত্রে সরকারী নীতি স্থির করিবার জন্য অভিজ্ঞ সরকারী [illegible] সাহায্যের

উপর মন্ত্রীদের একান্ত নির্ভর করিতে হয় কেননা বর্ত্তমান জগতে কি প্রশাসনের ব্যাপারে, কি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, কি অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রী যিনি হন তিনি মূলতঃ রাজনৈতিক নেতা এবং তাঁর কাছে এইসব বিষয়ের প্রয়োজনীয় বিশেষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আশা করা যায় না। এছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রী আজ আছেন কাল নাই। এই অবস্থায় প্রশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য স্থায়ী কর্ম্মচারীদের একান্ত প্রয়োজন। একজন মন্ত্রী একসময় সিভিল সার্ভিসের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, "আমার ধারণা আমাদের ছাড়াই আপনাদের কাজ চলিতে পারে, কিন্তু আপনাদের ছাড়া আমাদের আদৌ চলে না।" এই উক্তিতে যথেষ্ট সত্য আছে। প্রশাসনের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি যে কোন বিষয়ে মূল নীতিগুলি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মন্ত্রীদের অনেক কিছু তথ্যের প্রয়োজন হয়, সেগুলি সিভিল সার্ভিসকেই নথিপত্র দেখিয়া সরবরাহ করিতে হয়, সরবরাহ করিবার সময় উহাদের পরিপ্রেক্ষিতে কিরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত মন্ত্রীকে সে সম্পর্কে কর্ম্মচারীরাও নিজেদের মতামত ও পরামর্শও দিয়া থাকেন এবং মন্ত্রীদের মতের সম্ভাব্য কুফল সম্বন্ধেও অনেক সময় সতর্ক করিয়া দেন। অবশ্য চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত মন্ত্রীরাই গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরের সময় তথ্য সম্বলিত উত্তর প্রণয়ন করিয়া দেন মন্ত্রীদের জন্য সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীবৃন্দ। যথাযথ উত্তর না হইলে অনেক সময় মন্ত্রীকে নাজেহাল হইতে হয়। আবার এই সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন তাহা রূপায়নের জন্য যা কিছু করণীয় তাহা সিভিল সার্ভিসকেই সর্ব্বপ্রযত্নে করিতে হয়। অনেক সময় এজন্য নূতন আইনের বা বর্ত্তমান আইনের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়। সে প্রস্তাব সিভিল সার্ভিসের নিকট হইতেই আসে এবং মন্ত্রিসভা তাহা অনুমোদন করিলে খসড়া আইন সিভিল সার্ভিসকেই রচনা করিতে হয়। মন্ত্রী যখন খসড়া বিল পার্লামেণ্টে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালনা করেন আলোচনার উত্তর দিবার জন্য মন্ত্রীকে সিভিল সার্ভিসের সাহায্য লইতে হয়। আবার পার্লামেণ্টে যে সব আইন পাশ হয় সেগুলি কার্য্যকরী করার ভারও সিভিল সার্ভিসের।

রাষ্ট্রের কর্ম্মতৎপরতা বিশেষতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগে খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কল্যাণধর্ম্মী রাষ্ট্রের আদর্শগ্রহণই তাহার কারণ। সরকারের এইসব কর্ম্মসূচী রূপায়িত করিতে হয় সিভিল সার্ভিসকেই এবং আইনের মাধ্যমে। প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া তাঁহারাই প্রস্তুত করিয়া দেন। মন্ত্রীরা সেগুলি পার্লামেণ্টে পাশ করান। কিন্তু পার্লা-মেণ্টের কতকটা সময়াভাবের জন্য কতকটা অজ্ঞতার জন্য আইনগুলি পাশ

হয় মোটামুটি সাধারণ ভাষায়, খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়া। আইন কার্য্যে পরিণত করিতে খুঁটিনাটি নিয়মকানুন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্ট ঐ আইনেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বিভাগের উপর ন্যস্ত করে। প্রশাসনের এই অর্পিত ক্ষমতাবলে নিয়মকানুন করাকেই বলা হয় delegated legislation। এইসব নিয়মকানুন যতক্ষণ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম না করে আইনের মর্যাদাই লাভ করে। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রের কর্ম্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে এই জাতীয় নিয়মকানুনের পরিমাণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ফলে সিভিল সার্ভিসের **আইনসংক্রান্ত ক্ষমতাও অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।** শুধু তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে সীমিতভাবে **বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাও** বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। যেমন আয়কর বা শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রে ধার্য কর বা শুল্ক নিয়ম-মাফিক হইয়াছে কিনা প্রাথমিক পর্যায়ে বিচারের ভার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের উপরই ন্যস্ত হয়; অবশ্য তাঁহাদের রায়ে সন্তুষ্ট না হইলে সাধারণ বিচারালয়ে আপীলের সুযোগ থাকে। প্রশাসনের এই দুই ক্ষেত্রে—আইন রচনা ও বিচারকার্য্য—কর্ত্তৃত্ব বিস্তারে অনেকেই আতঙ্কিত বোধ করিয়াছেন এবং ইহাকে আমলাতন্ত্রের অনধিকার প্রবেশ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।* কিছুদিন পূর্ব্বে লর্ড হিউয়ার্টের (Hewart) "The New Despotism" বা "নয়া স্বৈরতন্ত্র" নামে বিখ্যাত গ্রন্থে এই ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই মত বা দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা সত্য থাকিলেও ইহাকে অতিরঞ্জিত বলা যায়। ইহা সত্য যে রাষ্ট্রের কর্ম্মতৎপরতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধির ফলে এবং তাহার সম্পাদনে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হওয়ায় মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টের সাধারণ সদস্যদের সময়াভাব ও ঐরূপ জ্ঞানের অভাবের দরুণ স্থায়ী কর্ম্মচারীদের ভূমিকা অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অনেক সময় তাঁহাদের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু তাহারও একটা সীমা থাকিয়া যায়। সুদক্ষ মন্ত্রী অধীনস্ত কর্ম্মচারীদের জনসাধারণ কতটা সহ্য করিবে সে সম্বন্ধে সর্ব্বদা অবহিত রাখেন এবং তাঁহারা যাহাই করুন সেই সবেরই জন্য পার্লামেণ্টে ও জনসমাজের কাছে দায়িত্ব যে তাঁহাদেরই বহন করিতে হইবে একথাটাও তাঁহাদের সব সময় স্মরণ করাইয়া দেন। সুতরাং স্থায়ী কর্ম্মচারীরা নিজেদের কর্ত্তৃত্বের সীমার কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না এবং যেখানে স্থায়ী কর্ম্মচারীরা এইভাবে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত, আমলাতন্ত্র বলিতে যাহা বোঝায়

---

* পরে এসম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

সেই অর্থে তাঁহাদের আমলাতন্ত্র বলা যায় না। ব্রিটেনে মন্ত্রী, পার্লামেণ্ট ও সিভিল সার্ভিসের পারস্পরিক সম্পর্কের যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আমলাতান্ত্রিকতা অভ্যুদয়ের অনুকূল নয়। সেদিকে প্রবণতা দেখা দিলে জনমতের চাপেই তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়।

Suggested Readings

W. I. Jennings : "Cabinet Government," (1951). Ch. V
H. Finer : "The Theory and Practice of Modern Government", (1954) Ch. XXX
Do "The Governments of Greater European Powers", (1956), Ch VIII.
H. Morrison : Op. cit. Ch. IV.
R. Muir : Op. cit. Ch. II.
Lord Hewart : "The New Despotism". (1929) Ch. VI.
H. J. Laski : "Parliamentary Government in England' (1950), Ch. VI.
Munro & Ayearst : Op. eit. Ch. VII.
Harvey & Bather : Op. cit., Chs. XV & XVI.

ষষ্ঠ অধ্যায়

আইন বিভাগ (১) পার্লামেণ্ট

(Legislature (1) Parliament)

এখন আমরা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রেয় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যে কোন দেশের শাসন ব্যবস্থাতেই আইন বিভাগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সুষম সমাজব্যবস্থা আইন ছাড়া চলিতে পারে না। বিশেষ করিয়া ব্রিটেনের মত সংসদীয় গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব সর্ব্বাধিক। যেহেতু পার্লামেণ্টই এই শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। পার্লামেণ্টকে ঘিরিয়াই ইহার সকল কর্ম্মতৎপরতা প্রবাহিত। যদিও ব্রিটিশ আইন বিভাগকে সংক্ষেপে পার্লামেণ্ট এই আখ্যা দেওয়া হয়; ইহা কিন্তু একটি ত্রিমুখী সংস্থা যাহার তিনটি অংশ হইল,—রাজা বা রাণী, হাউস অব্ কমন্স ও হাউস অব্ লর্ডস্। বহু প্রাচীনকালে অবশ্য আইন প্রণয়নে রাজারই প্রায় একাধিপত্য ছিল বলা চলে। রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মন্ত্রণা লইয়া তিনিই শাসনও করিতেন আইনও করিতেন। দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলে আইন বিভাগে বর্ত্তমান ত্রিমুখী রূপের আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই সংস্থার মধ্যে আবার রাজার ভূমিকা নামমাত্র দাঁড়াইয়াছে। তারপরে লর্ডসভার ভূমিকা এবং কমন্সসভার গুরুত্ব সর্ব্বাধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময় পার্লামেণ্ট বলিতে কমন্সসভাকেই বোঝান হয়।

পার্লামেণ্টের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন :

বর্ত্তমানে পার্লামেণ্টের অবস্থান, ভূমিকা ও কার্য্য প্রভৃতি ভালভাবে বুঝিতে হইলে ইহার ক্রমিক বিবর্ত্তনের ধারার সহিত আমাদের কিছু পরিচয় থাকা প্রয়োজন। আমরা সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিব। পার্লামেণ্টকে অনেক সময় বিদ্রূপাত্মকভাবে "talking shop" বা "কথা বলার জন্য সমাবেশ" বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও ইহাতে কতকটা সত্য নিহিত আছে। নানা জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ও বিতর্ক বরাবরই এই সংস্থার একটি বিশেষ দিক। "পার্লামেন্ট" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংরাজী শব্দটি "parler le ment" অর্থাৎ "speaking the mind," বা "মনের কথা বলা" হইতে উৎপত্তি। এক সময় মঠে সন্ন্যাসীরা নৈশ ভোজনের

পর যে আলোচনায় মিলিত হইতেন তাহাকেও পার্লামেণ্ট বলা হইত। শব্দটির আধুনিক অর্থে প্রয়োগ হয় ইংল্যাণ্ডে রাজা প্রজাদের কাছে অর্থ সংগ্রহের জন্য গণ্যমান্য প্রজাদের যে সমাবেশ আহ্বান করিতেন সেই সম্পর্কে। স্যাক্সন রাজাদের আমলেও 'উইটান' বা 'উইটনাগেমট' (witan, witenagamot) নামে সমাবেশ আহুত হইত। নর্ম্ম্যান রাজাদের আমলেই এই সংস্থা একটা স্পষ্টরূপ গ্রহণ করে, যদিও তখনও ইহা আজকালকার মত নিয়মিতভাবে বসিত না বা ইহার এত ক্ষমতা বা কর্ম্মতৎপরতা ছিল না। বিভিন্ন সময়ে 'Great Council' বা 'মহাপরিষদ' 'Curia Regis' 'বা 'রাজার পরিষদ' নামে অভিহিত হয়। প্রথম দিকে কিন্তু রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে আলোচনাই ইহার একমাত্র কার্য্য ছিল। ক্রমে ক্রমে ইহার কর্ম্মতৎপরতা এবং তাহার সঙ্গে ইহার সাংবিধানিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পার্লামেণ্টের এই ক্রমবিবর্ত্তনের ধারাকে মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত চারটি যুগে বিভক্ত করা যায়।

1. গঠনোন্মুখ যুগ—মধ্যযুগীয় পার্লামেণ্ট—ত্রয়োদশ শতক হইতে পঞ্চদশ শতক পর্য্যন্ত ;

2. ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম—টুডর ও ষ্টুয়ার্ট রাজাদের যুগ—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক ;

3. ক্ষমতার সংগ্রামে জয় ও তাহার পর আধিপত্য বিস্তার—অষ্টাদশ শতক ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ ;

4. অবক্ষয়ের যুগ—উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত।

পার্লামেণ্টের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাপারে দুইটি প্রধান নীতি লক্ষ করা যায়, এই দুইটিই অতি প্রাচীন। প্রথমটি হইল, অতি প্রাচীনকাল হইতেই রাজারা এই নিয়ম মানিয়া লন যে আইন প্রণয়ন বা করধার্য করা ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁহারা প্রবীন ও অভিজ্ঞ প্রজাদের পরামর্শ লইবেন, যদিও উহা গ্রহণ করা বা না করা তাঁহাদের বাধ্যতামূলক ছিল না। স্যাক্সন রাজারা উইটনাগেমট্ বা প্রাজ্ঞ প্রজাদের পরামর্শ লইয়া রাজ্য শাসন করিতেন, নর্ম্ম্যান রাজারা "গ্রেট কাউন্সিল" বা মহাপরিষদের পরামর্শ লইতেন। ইঁহারা কিন্তু প্রজাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না, ইঁহারা হইতেন রাজার মনোনীত। কিন্তু কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় নীতিটির আবির্ভাব হয়। এটি হইল প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নীতি। 1213 সনে প্রথম এই নীতির সূত্রপাত হইতে দেখা যায় যখন রাজা জন

দারুন অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া প্রতিটি শায়ারের (Shire) শেরিফকে (Sheriff) চারজন করিয়া নাইটকে (Knight) রাজ্য পরিচালনাসংক্রান্ত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য অক্সফোর্ডে মহাপরিষদের সভায় পাঠাইতে নির্দ্দেশ দেন। বর্ত্তমান কালের প্রতিনিধিমূলক পার্লামেণ্টের বীজ এই সময়ই উপ্ত হইয়াছিল বলা যায়। 1254 সনে দ্বিতীয় হেনরিও একই কারণে প্রতিটি কাউণ্টি হইতে দুইজন করিয়া নাইটকে মহাপরিষদের সভায় পাঠাইতে নির্দ্দেশ দেন এবং প্রায় এই সময় হইতেই মহাপরিষদ পার্লামেণ্ট নামে অভিহিত হইতে থাকে। এরপর পার্লামেণ্ট জনসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতে থাকে। 1265 সনে রাজা তৃতীয় হেনরি ব্যারণদের হাতে পরাজিত হইবার পর তাঁহাদের নেতা সাইমন ডি মণ্টফোর্ড যে পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন তাহাতে ব্যারণ, অভিজাত পাদরী ও নাইটরা ছাড়াও কয়েকটি নগরী (borough) হইতে দুইজন করিয়া নাগরিক প্রতিনিধিদেরও (burgesses) আহ্বান করেন। এরপর 1295 সনে রাজা প্রথম এডোয়ার্ড দেশের সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিদের পার্লামেণ্টের সভায় আহ্বান করেন। ইহা এতই স্পষ্টভাবে প্রতিনিধিমূলক হইয়াছিল যে ইহাকে বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের মতই একটি জাতীয় সভা বলা চলে এবং সেজন্য ইহা ইতিহাসে "আদর্শ পার্লামেণ্ট" (Model Parliament) নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাতে ছিলেন 2 জন আর্চ্চবিশপ, 18 জন বিশপ, 3 জন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রধান, 9 জন আর্ল, 41 জন ব্যারণ, 61 জন নাইট এবং 172 জন বার্জ্জেস (burgess) বা নগরীর প্রতিনিধি—সর্ব্বসাকুল্যে প্রায় 400 জন সদস্য। এই সময় হইতেই পার্লামেণ্ট দেশের শাসনব্যবস্থায় একটি স্বীকৃত অঙ্গরূপে চালু হয়, যদিও সেটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, পরিকল্পিত ভাবে নয়। পার্লামেণ্ট বহুদিন পর্য্যন্ত আহূত হইত রাজার অর্থের প্রয়োজনের তাগিদে, জনগণের দাবিতে নয়। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে যে সকল নাইট ও বার্জ্জেস অভিজাত শ্রেণীর সদস্যদের সহিত পার্লামেণ্টে আসন গ্রহণ করিতেন তাঁহারা কেহই এটাকে একটা প্রার্থিত অধিকার ও সুযোগ বলিয়া মনে করিতেন না, নিতান্তই রাজার নির্দ্দেশের চাপে দায়ে পড়িয়াই আসিতেন, কেননা তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের একমাত্র করণীয় ছিল রাজা যে করের প্রস্তাব করিবেন তাহাতে অনেকটা বাধ্য হইয়াই সম্মতি দিয়া নিজেদের এবং প্রতিবেশীদের উপর করের বোঝা গ্রহণ করা এবং এই কার্যের জন্য তখনকার দিনে দুরূহ যানবাহনের ব্যবস্থায় তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিতে হইত ও কাজকর্ম্মের ক্ষতি ও অর্থব্যয়ও স্বীকার করিতে

হইত। তখনকার দিনে কেহ ইহাকে আজকালকার মত একটা সম্মান ও বিশেষ অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতেন না, বরং একটা দায় ও সাজা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এই সময় হইতেই পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি-মূলক আকৃতিটি মূর্ত্ত হইয়া ওঠে। অভিজাত শ্রেণীর পাদরী ও ভূস্বামীগণ যাঁহারা পদমর্যাদা বলে রাজার ব্যক্তিগত আহ্বানে পার্লামেণ্টে আসিতেন তাঁহারা ব্যতীত নাইট ও বার্জ্জেস লইয়া অংশটি যাঁহারা সাধারণ আহ্বানে আসিতেন তাঁহারা কোন না কোন ভাবে গ্রাম ও নগর অঞ্চল হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেন। তাঁহাদের উপস্থিতিই পার্লামেণ্টকে জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের রূপ দেয়। এই অংশটি কালক্রমে হাউস অব্ কমন্সে পরিণত হয়। সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি পার্লামেন্টে মিলিত হইলেও রাজারা তাঁহাদের করধার্যের প্রস্তাবগুলি পাশ করাইবার জন্য পাদরী শ্রেণী, ভূস্বামী শ্রেণী ও বার্জ্জেসদের লইয়া সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিদের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে মিলিত হইতেন। একসময় এই তিনটি সামাজিক শ্রেণী পার্লামেণ্টের তিনটি কক্ষে বিভক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নাইটরা অভিজাতশ্রেণীর সহিত সামাজিকভাবে যুক্ত থাকিলেও রাজনৈতিক ভাবে বর্জ্জেসদের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িত করেন এবং অভিজাত পাদরীশ্রেণী ও ভূস্বামীগণ উভয়ের স্বার্থের সমতা হেতু রাজনৈতিকভাবে একত্রিত হন। ফলে পার্লামেণ্ট চতুর্দ্দশ শতক হইতে দুইটি পৃথককক্ষে পৃথকভাবে বসিতে থাকে। প্রথমটি অভিহিত হয়, হাউস অব্ কমন্স ও দ্বিতীয়টি, হাউস অব্ লর্ডস।

য়ুরোপের অনেক দেশের মত ব্রিটেনে দুইটি কক্ষ দুইটি ভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর আধারে পরিণত হয় নাই, যদিও সেটা আকস্মিক কারণেই, পরি-কল্পিতভাবে নয়। নাইটরা সাধারণ বার্জ্জেসদের সঙ্গে একসঙ্গে বসার সিদ্ধান্ত লওয়ায় দুইটি সামাজিক শ্রেণীর (অভিজাত ও সাধারণ মানুষ) মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে। ব্রিটেনে সম্পত্তির অধিকার ও পিয়ারের উপাধি উত্তরাধিকার সূত্রে একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রে বর্ত্তানর ফলে পরিবারের অন্য সন্তানরা সামাজিক ভাবে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সহিত নিজেদের যুক্ত করে স্বার্থের সমতা হেতু। এইভাবে দুইটি কক্ষের মধ্যে কখনও দুর্লংঘ্য শ্রেণীগত ব্যবধান সৃষ্টি হয় নাই। এই সময় পার্লামেণ্ট মোটামুটি তাহার বর্ত্তমান আকৃতি গ্রহণ করিলেও তাহার বর্ত্তমানের ক্ষমতা সঞ্চয়ন করিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তখনকার দিনে রাজারাই তাঁহাদের নিজেদের অর্থসংগ্রহের প্রয়োজনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের আহ্বান করিতেন এবং তাঁহাদের

একমাত্র করণীয় ছিল কিজন্য ঐ অর্থ প্রয়োজন, কিভাবে ব্যয়িত হইবে ও কিভাবে উহা তোলা হইবে এইসব সম্বন্ধে রাজার কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রস্তাব শুনিয়া তাহাতে তাঁহাদের সম্মতি দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাওয়া। ক্রমে এই সুযোগে প্রতিনিধিরা প্রজাদের নানা অভাব অভিযোগের কথা রাজার গোচরে আনিতে লাগিলেন আবেদনের মাধ্যমে এবং রাজা কোন কোন অভিযোগ দূর করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেন, কোন কোনটি অস্বীকার করিতেন। ক্রমে ক্রমে প্রজারা করধার্য্যের জন্য পার্লামেণ্টের নিয়মিত অধিবেশন দাবি করিলেন এবং 'প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কোন করধার্য নয়' (no taxation without representation) এই দাবি তুলিলেন। রাজা জনের মহাসনদে (Magna Carta) একটি ধারায় স্বীকৃত হয় যে কয়েক প্রকারের কর মহাপরিষদের (পার্লামেণ্টের পূর্ব্বসূরি) সম্মতি ব্যতীত ধার্য হইবে না। ক্রমে ক্রমে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে হাউস অব্ কমন্সের অগ্রগণ্যতা স্বীকৃত হয়। একই ভাবে ধাপে ধাপে পার্লামেণ্ট আইনপ্রণয়ন ক্ষমতারও অধিকারী হয়। প্রথমে রাজা তাঁহার পরিষদের সদস্যদের সম্মতিক্রমে নির্দ্দেশনামা জারী করিয়াই আইন প্রণয়ন করিতেন। কিন্তু কালক্রমে প্রজারা যৌথভাবে তাঁহাদের অভাব অভিযোগসমূহ খসড়া আইনের আকারে রাজাধ নিকট দাখিল করিতে লাগিলেন। রাজার সম্মতি পাইলে উহা আইনে পরিণত হইত। যেহেতু রাজ্যচালনা ও যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাজাকে প্রায়ই পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকিতে হইত এই সুযোগে তাঁহাদের নানাবিধ অভাব অভিযোগ সম্বলিত আবেদন পেশ করিয়া আইনের আকারে তাহাতে রাজার সম্মতি আদায় করিতে লাগিলেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে করধার্যের ক্ষমতা ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কার্য্যত: পার্লামেণ্টের হাতে গিয়া পড়িল। এরপর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজা নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হইলেন। রাজনৈতিক গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু রাজা হইতে পার্লামেণ্টে অপসৃত হইল। পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে তাঁহাকে মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হইতে লাগিল এবং রাজার উত্তরাধিকার বিষয়টিও পার্লামেণ্টের আইনে নিয়ন্ত্রিত হইল। এইসব অধিকার অর্জ্জন করিতে পার্লামেণ্টকে রাজাদের সহিত দীর্ঘ সংগ্রাম করিতে হয়। এই সময় হইতেই রাজনৈতিক দল ও ক্যাবিনেট প্রথার আবির্ভাবের সূত্রপাত হয়। রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে সংগ্রামে পার্লামেণ্টের জয়ের ফলে রাজার যথেচ্ছ ক্ষমতার অবলুপ্তি ও পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সম্প্রসারণ হইলেও ইংল্যাণ্ডে তখনও গণতন্ত্র স্থাপিত হয় নাই। পার্লামেণ্ট বহুদিন পর্য্যন্ত সমাজের উপরতলার মানুষদেরই মুখ-

পাত্র থাকে। সাধারণ মানুষ সেখানে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে। অভিজাত শ্রেণীর দুর্গ হাউস অব্ লর্ডসই পার্লামেণ্টে প্রভাবশালী অংশ থাকে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে শুরু করিয়া বর্ত্তমান শতকের মধ্যভাগের মধ্যে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় প্রধানতঃ দুইটি সংঘটনের ফলে। একটি হইল বিভিন্ন সময়ে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ ও আসন পুনর্বণ্টন আইনের মাধ্যমে হাউস অব্ কমন্সকে ক্রমশঃ সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিয়া তোলা। আর একটি হইল পার্লামেণ্টে হাউস অব্ কমন্সের প্রাধান্য বিস্তার ও সঙ্গে সঙ্গে লর্ডসভার ক্ষমতা হ্রাস।

পার্লামেণ্টের সংগঠন :

উপরে আমরা সংক্ষেপে পার্লামেণ্টের ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা বিবৃত করিয়াছি। এখন বর্ত্তমানে পার্লামেণ্টের সংগঠন সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেনের আইনসভা বলিতে রাজাসমেত পার্লামেণ্টকে বোঝায় এবং পার্লামেণ্টের দুইটি কক্ষ হইল কমন্সসভা ও লর্ডসভা। আমরা দেখিয়াছি পার্লামেণ্টের উৎপত্তির আদিযুগে ইহা অখণ্ড ছিল এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ক্রমে ক্রমে ইহা দুইটি পৃথক কক্ষে বিভক্ত হইয়া যায়। এমন কি এক সময় তিনটি কক্ষে বিভক্ত হবারও সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। ঠিক কোন তারিখ হইতে এই বিভাজন হয় তাহা বলা সম্ভব নহে, কারণ ইহা পরিকল্পিতভাবে করা হয় নাই। তবে সাধারণভাবে বলা যায় চতুর্দ্দশ শতকে তৃতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্বের শেষদিকে ইহা সুস্পষ্ট রূপ নেয়। এমন কি বর্ত্তমানেও কোন কোন বিশেষ উপলক্ষে যেমন পার্লামেণ্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার সময় বা স্থগিত করার সময় দুই কক্ষের সদস্যরা একত্র মিলিত হইয়া রাজা বা রাণীর ভাষণ শোনেন। অন্য সময় তাঁহারা পৃথক ভাবে এবং পৃথক স্থানে ওয়েষ্টমিনিষ্টার সৌধের দুই অংশে মিলিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য পরিচালনা করেন।

লর্ডসভা :

আমরা প্রথমে লর্ডসভার গঠন বর্ণনা করিব। লর্ডসভাকে উচ্চকক্ষ (upper chamber) বা দ্বিতীয় কক্ষ (second chamber) বলিয়া অভিহিত করা হয়। যদিও আগেই বলা হইয়াছে গুরুত্বের দিক হইতে কমন্সসভাকেই উচ্চে স্থান দেওয়া উচিত এবং প্রাচীনত্বের দিক হইতে

লর্ডসভাকেই প্রথম স্থান দিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি নর্ম্যান যুগের মহাপরিষদ (Great Council) ও তাহারও পূর্ব্বে স্যাক্সন উইটানকে ইহার পূর্ব্বসূরী বলা হয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কমনওয়েল্থ্ ব্যবস্থার মাত্র কয়েক বৎসর ছাড়া সুদীর্ঘ প্রায় ছয় শত বৎসর ধরিয়া লর্ডসভার অস্তিত্ব অব্যাহত রহিয়াছে। ইহাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্বিতীয় কক্ষ বলা হয়। পৃথিবীর অন্য সকল দেশই ব্রিটেনের অনুকরণেই দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্ত্তন করে।

পিয়ারেজ কি ?:

লর্ডসভার গঠন বুঝিতে হইলে ব্রিটিশ 'পিয়ারেজ' (Peerage) সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আক্ষরিক অর্থে পিয়ার' বলিতে 'সমান' বোঝায়। শুরুতে সামন্তযুগে রাজার মুখ্য প্রজাদের পিয়ার বলা হইত, কেননা আইনের চক্ষে ইঁহারা সকলেই সমান মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। চতুর্দ্দশ শতকে দুইটি কক্ষ চালু হইবার পর যে সব ব্যারণ ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেণ্টে আহ্বান পাইতেন এবং যাঁহারা লর্ডসভায় যোগ দিতেন তাঁহাদেরই এই আখ্যা দেওয়া হইত। ক্রমে ইঁহাদের কেহ মৃত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আহুত হইতেন এবং ইহা একটি প্রথায় দাঁড়াইয়া যায়। পিয়ারেজ বংশগত অধিকারে পরিণত হয় যাহা জ্যেষ্ঠপুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিতেন। অন্য সন্তানরা 'কমনার' বা সাধারণ মানুষই থাকিয়া যাইতেন যেমন জ্যেষ্ঠপুত্রও উত্তরাধিকার সূত্রে পিয়ারেজ পাইবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কমনারই থাকেন। ইঁহারা কমন্সসভার নির্ব্বাচনে ভোট দিতেও পারেন বা প্রার্থী ও সদস্যও হইতে পারেন। এই ব্যবস্থার ফলে ব্রিটেনে দুই কক্ষের মধ্যে একটা সামাজিক শ্রেণীগত ব্যবধান গড়িয়া ওঠে নাই। একই পরিবারভুক্ত লোকেরা বিভিন্ন কক্ষের সদস্য হইতে বাধা নাই। তবে কেহ একবার পিয়ার হইলে কমন্সসভার ভোটাধিকার বা সদস্য হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হন। অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রে ছাড়াও রাজার অনুগ্রহে বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, শিল্প বা রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে প্রতি বৎসরই বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে, যেমন নববর্ষ দিবস, রাজার জন্মদিন—পিয়ারেজ ও অন্যান্য সম্মানসূচক উপাধি বিতরণ করা হয়। অবশ্য কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ইহা গ্রহণ না করিতে পারেন। যেমন গ্ল্যাডষ্টোন, চার্চ্চিল করেন নাই। কিন্তু একবার গ্রহণ করিলে তাঁহার সারাজীবন বর্জ্জন করিবার উপায় ছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি

আইনের দ্বারা এই উপাধি ত্যাগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। পিয়ার-মাত্রই লর্ডসভার সদস্য হইবার অধিকারী। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহিলারা লর্ডসভার সদস্য হইতে পারিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি মহিলাদের এই অক্ষমতা আইনের দ্বারা অপসারিত হইয়াছে।

পিয়ারদের মধ্যে আবার মর্যাদায় বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। পাঁচ শ্রেণীর পিয়ার হইতেছে যথাক্রমে, ডিউক (Duke), মার্কোয়িস্ (Marquise) আর্ল (Earl), ভাইকাউণ্ট (Viscount) ও ব্যারণ (Baron)। ডিউক হইল সর্ব্বোচ্চ উপাধি। রাজপরিবারের অল্প কয়েকজন, রাজা বা রাণীর খুব নিকট সম্পর্কীয়গণ এই উপাধি ধারণ করেন, তাছাড়া খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তি এই উপাধি লাভ করেন। সাধারণতঃ সংখ্যায় কুড়ির অধিক হয় না। ইহার পরের শ্রেণী মার্কোয়িস্, ইহার সংখ্যা ত্রিশের মধ্যে। পরের শ্রেণী আর্লের সংখ্যা প্রায় 130। তাহার পরের শ্রেণী ভাইকাউণ্টের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, প্রায় 70 এর মত, আর সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী ব্যারণের সংখ্যা সর্ব্বাধিক প্রায় 400 হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আইরিশ ও স্কটিশ পিয়ার আছে। পিয়ার মাত্রই কিন্তু লর্ডসভার সদস্য হন না। ইংল্যাণ্ড ও যুক্তরাজ্যের পিয়াররা নিজস্ব অধিকার বলে এবং বংশগতভাবে লর্ড সভার সদস্য। স্কটিশ ও আইরিশ পিয়ারদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লর্ডসভায় নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

কিভাবে পিয়ার করা হয় :

রাজা যে কোন সময় যে কোন পর্যায়ের যত জন ইচ্ছা নূতন পিয়ার সৃষ্টি করিতে পারেন। পিয়ার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাজার একটি বিশেষ অধিকার (prerogative)। অবশ্য বর্ত্তমানে ইহা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে প্রয়োগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজের বিবেচনায় অথবা অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সুপারিশক্রমে একটি নামের তালিকা রাজার নিকট উপস্থাপিত করেন এবং রাজা তাঁহার ক্ষমতাবলে ইঁহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর উপাধি প্রদান করেন। অনেক সময় রাজার মনোনীত ব্যক্তিকেও প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি লইয়া উপাধি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ প্রথমে ব্যারণ উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে এবং পরে উচ্চতর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রথমেই উচ্চ উপাধিও বিতরণ করা হয়। পিয়ারেজ সৃষ্টির ব্যাপারে কতকগুলি স্বীকৃত প্রথা অনুসৃত হয়। যেমন কমন্সসভার স্পীকারকে অবসর গ্রহণের পর পিয়ারেজ দেওয়া হয়। এছাড়া যে সব মন্ত্রী বহুদিন কৃতিত্বের সহিত দেশ সেবা করিয়াছেন তাঁহাদের পিয়ারেজ

দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। অনেকে তাহা গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ যাঁহারা বার্দ্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যহানির জন্য কমন্সসভার কাজের চাপ এড়াতে চান। যেমন ডিসরেলি গ্রহণ করিয়া আর্ল অব্ বিকন্স্ফিল্ড হইয়াছিলেন, এ্যাসকুইথ লর্ড এ্যাসকুইথ আর্ল অব্ অক্সফোর্ড হইয়াছিলেন। আবার গ্ল্যাডষ্টোন ও চার্চ্চিল প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সৈন্যবিভাগে ও নৌবিভাগে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিলেও একই প্রস্তাব দেওয়া হয় বা সাহিত্য, কলা, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বা জনকল্যাণ মূলক কার্য্যে প্রভূত অর্থ সাহায্যের জন্যও অনেক সময় এই সব উপাধি দেওয়া হয়।

প্রতি বৎসরই পিয়ারের তালিকায় নূতন নূতন নাম সংযোজন হওয়ার ফলে ইহা ক্রমবর্দ্ধমান। মনে করা হইয়াছিল শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসিলে বোধ হয় এই বৃদ্ধি রোধ হইবে। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই। শ্রমিক সরকারও নিজেদের দলের বহু লোককে উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে। অবশ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে পিয়ারেজের সংখ্যা কিছু হ্রাসও হয়, কিন্তু তাহার তুলনায় বৃদ্ধি অনেক অধিক। ফলে লর্ডসভার আয়তনও ক্রমবর্দ্ধমান, বর্ত্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যা আট শতেরও অধিক দাঁড়াইয়াছে। সকল সদস্য যদি কোন দিন সভায় উপস্থিত হন তবে আসনের অভাব হইবে। কিন্তু আশ্বাসের কথা অধিকাংশ সদস্যই সভায় উপস্থিত থাকিতে উৎসাহী নন, সেজন্য সভায় স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা তীব্র হয় নাই।

লর্ডসভার গঠন :

নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য লইয়া লর্ডসভা গঠিত। সর্ব্বসাকুল্যে বর্ত্তমানে সদস্যসংখ্যা প্রায় নয় শত।

(1) কয়েকজন রাজকুমার (Princes of the Blood Royal)—এই শ্রেণীর সদস্য খুবই নগণ্য। সাধারণতঃ দুই হইতে চারজন রাজা বা রাণীর খুব নিকট সম্পর্কিত রাজ পরিবারের পুরুষ এই শ্রেণীভুক্ত হন। অবশ্য রাজপরিবারের মানুষ হিসাবে তাঁহারা সদস্য হন না। তাঁহাদের ডিউক উপাধি দেওয়া হয় বলিয়াই তাঁহারা লর্ডসভার সদস্য হন। বাস্তব দিক হইতে ইঁহাদের কোন গুরুত্ব নাই। কেননা ইঁহারা সাধারণতঃ সভার কার্য্যে অংশ গ্রহণ করেন না, এমন কি উপস্থিতও হন না।

(2) বংশগত অধিকারে যাঁহারা পিয়ার তাঁহারা সকলেই লর্ডসভার সদস্য। ইঁহারাই সভার সর্ব্বাধিক সংখ্যক।

(3) প্রতিনিধিমূলক স্কটিশ্ পিয়ার—1707 সনের একীকরণ আইন (Act of Union, 1707) অনুযায়ী স্কটল্যাণ্ডের পিয়ারগণ নিজেদের মধ্য হইতে প্রতিটি পার্লামেণ্টের অধিবেশন কালের জন্য 16 জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া লর্ডসভায় পাঠাইবার অধিকারী হন। ইহার পূর্ব্ব পর্যন্ত ইঁহারা স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে বসিতেন : কিন্তু একীকরণের ফলে উহা বিলুপ্ত হওয়ায় এই ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আইনে নূতন কোন স্কটল্যাণ্ডের পিয়ার করার ব্যবস্থা না থাকায় ইঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া বর্ত্তমানে প্রায় 20 জনে দাঁড়াইয়াছে। ইঁহারাই প্রত্যেক নূতন পার্লামেণ্ট গঠনের সময় একত্র মিলিত হইয়া 16 জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। অবশ্য কোন স্কটল্যাণ্ডের পিয়ারকে যদি যুক্তরাজ্যের পিয়ারে উন্নীত করা হয়, সেক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব অধিকারেই লর্ডসভার সভ্য হইবেন।

(4) প্রতিনিধিমূলক আইরিশ পিয়ার—1801 সনে আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত গ্রেট ব্রিটেনের একীকরণের আইন (Act of Union, 1801) পাশ হইলে স্থির হয় আইরিশ পিয়াররা নিজেদের মধ্য হইতে লর্ড সভায় প্রতিনিধিত্ব করিতে 28 জনকে নির্ব্বাচিত করিবেন। কিন্তু স্কটিশ প্রতিনিধিদের মত প্রতি পার্লামেণ্টের মেয়াদের জন্য নয়, তাঁহাদের জীবিতকালের জন্য। একজন মৃত হইলে তাঁহার স্থলে আবার নূতন নির্ব্বাচন হইবে। যাঁহারা লর্ডসভায় নির্ব্বাচিত হইবেন না তাঁহাদের কিন্তু কমন্সসভায় নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার থাকে। যদি কোন আইরিশ পিয়ার যুক্তরাজ্যের পিয়ারেজ লাভ করেন তবে তিনি সরাসরি লর্ডসভার সদস্য হন। 1922 সালে যখন আইরিশ ফ্রী ষ্টেট গঠিত হইল, লর্ডসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাহার পর হইতে আর কোন নির্ব্বাচন হয় নাই। তখন যেসব নির্ব্বাচিত আইরিশ পিয়ার ছিলেন তাঁহাদের মৃত্যুর ফলে লর্ডসভায় এই শ্রেণীর সদস্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

(5) আপীল লর্ড বা আইনজ্ঞ লর্ড (Law Lords or Lords of Appeal in ordinary)—লর্ডসভার অন্যতম ভূমিকা হইতেছে ইহা ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের উচ্চ আদালতগুলি হইতে মামলাসমূহের আপীল শুনানী ও রায় দিবার জন্য সর্ব্বোচ্চ আদালত হিসাবে কার্য করে। এই কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে কিছু অভিজ্ঞ

আইনবিদ্ সদস্যের প্রয়োজন হয়। এজন্য 1876 সালের এ্যাপেলেট জুরিস্ডিকসন আইন অনুসারে ব্যারণ উপাধিধারী দুইজন আপীল লর্ড নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। পরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে 9 জনে দাঁড়াইয়াছে। ইঁহারা বেতনভোগী। 1887 সালে একটি আইনের বলে ইঁহাদিগকে জীবিতকাল পর্য্যন্ত পিয়ার করা হয়। লর্ডসভা যখন সর্ব্বোচ্চ আদালত হিসাবে কাজ করে তখন এই সব আপীল লর্ড ছাড়া আর কেবল অবসরপ্রাপ্ত লর্ড চ্যান্সেলরগণ ও এমন সব লর্ড অংশগ্রহণ করেন যাঁহারা অভিজ্ঞ আইনবিদ্। একটি কনভেনসন স্থাপিত হইয়াছে যে ইঁহারা ছাড়া লর্ডসভার অন্য সভ্যরা এই অধিবেশনে উপস্থিত হইবেন না।

(6) ধর্ম্মীয় লর্ড (Lords Spiritual)—বহু পূর্ব্বে এমন সময় ছিল যখন ধর্ম্মীয় লর্ডরাই সংখ্যায় অধিক ছিলেন। বর্ত্তমানে লর্ডসভায় ইঁহাদের আসনসংখ্যা আইন দ্বারা 26 জনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে থাকিবেন ক্যাণ্টারবেরি ও ইয়র্কের আর্চবিশপদ্বয়, লণ্ডন, ডারহাম ও উইঞ্চেশটারের বিশপরা পদাধিকার বলে। বাকী 21 জন বিশপ তাঁহাদের নিয়োগের ক্রমিকধারা অনুসারে (Seniority)। ইঁহাদের মধ্যে কেহ অবসর গ্রহণ করিলে বা মৃত হইলে কর্ম্মকালের দীর্ঘতায় ঠিক তাঁহার পরবর্ত্তী বিশপ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইঁহারা শুধু তাঁহাদের কর্ম্মকালের সময়েই লর্ডসভার সদস্য থাকিতে পারেন।

(7) আজীবন পিয়ারবৃন্দ (Life Peers): সাম্প্রতিক কালে লর্ড সভায় আর এক শ্রেণীর সভ্য যুক্ত হইয়াছে যাঁহারা হইলেন Life Peers or Peeresses অর্থাৎ আজীবন পুরুষ বা স্ত্রী পিয়ার। 1958 সালের লাইফ্ পিয়ারেজেস্ এ্যাক্ট দ্বারা (Life Peereges Act 1958) এই শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। লর্ডসভায় অধিকাংশ সভ্যের বংশগত সূত্রে আসন অধিকারের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিককালে তীব্র আপত্তি উঠিয়াছে গণতান্ত্রিক যুগে ইহার অসঙ্গতির কারণে। উহারই ফলশ্রুতি হিসাবে 1958 সালে আইনটি পাশ হয়। ইহা দ্বারা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যথা, কলা, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান) যাঁহারা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন তাঁহাদের পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার সুযোগ করিয়া দিতে আইনটি পাশ হয়। ইহাতে স্ত্রীলোকদেরও লর্ডসভায় আসন গ্রহণ করিবার সমান সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

সদস্যগণের বিশেষ সুবিধা ও অক্ষমতা (Privileges and disabilities) :

লর্ডসভার সদস্যদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। আবার কতকগুলি অক্ষমতাও আছে।

প্রথমতঃ সভার অধিবেশনকালে সদস্যদের বাক্‌স্বাধীনতা থাকে অর্থাৎ যেসব মন্তব্য কক্ষের বাহিরে বলিলে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় তাহা কক্ষের মধ্যে তাঁহারা অবাধে বলিবার অধিকারী। অধিবেশনকালে কোন অজুহাতে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা চলে না। কোন রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্য সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে রাজার নিকট যাইবার অধিকারী যেখানে কমন্সসভার সদস্যগণ শুধু স্পীকারের মাধ্যমে যৌথভাবে যাইতে পারেন। কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তি সভার কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। সভার অবমাননার (Contempt of the House) অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে এবং এই অধিকার ঐ অধিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বহুদিন হইতে তাঁহারা আর একটি বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, সেটি হইল কোন পিয়ার দেশদ্রোহিতা (treason) বা অপকর্ম্মের (felony) দায়ে অভিযুক্ত হইলে তিনি শুধুমাত্র সভাস্থ সহপিয়ারদের দ্বারাই বিচার দাবি করিতে পারেন। অবশ্য বহুকালের মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটে নাই এবং ফেলনি (অপকর্ম্ম) সম্পর্কে সুবিধাটি কিছুদিন পূর্ব্বে প্রত্যাহৃত হইয়াছে। সদস্যদের আর একটি বিশেষ সুবিধা হইল যুক্তরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে কার্য্য করা। যদিও বর্ত্তমানে এই সুবিধাটি শুধু আপীল লর্ডরাই ভোগ করিয়া থাকেন।

লর্ডসভার সদস্যদের প্রধান অক্ষমতা হইল তাঁহারা পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত। তাছাড়া তাঁহারা কমন্সসভার সদস্যপদ প্রার্থীও হইতে পারেন না, এক্ষেত্রে শুধু একটিমাত্র ব্যতিক্রম আইরিশ পিয়ারদের সম্পর্কে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যেসব আইরিশ পিয়ার লর্ডসভায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোন আইরিশ পিয়ার ইংল্যাণ্ডের কোন নির্ব্বাচনী এলাকা হইতে কমন্সসভার সদস্য হইবার অধিকারী। লক্ষনীয় যে উপরিউক্ত অক্ষমতা লর্ডদের পরিবারভুক্ত লোকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, এমন কি একজন লর্ডের জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি পিয়ারেজের ভাবী উত্তরাধিকারী তিনিও

যতদিন পর্য্যন্ত পিতার মৃত্যুতে পিয়ার না হন ততদিন কমন্সসভায় থাকিতে পারেন। তারপর অবশ্য সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয়। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে উত্তরাধিকার সূত্রে পিয়ার হইয়া লর্ডসভার সভ্য হইলে পর ইচ্ছা করিলেও ঐ সভ্যপদ ত্যাগ করা যাইত না। কিন্তু 1963 সনে একটি আইনে ইঁহাদের লর্ডসভার সভ্যপদ ত্যাগ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং উহার পর তাঁহারা কমন্সসভার নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় 1966 সনে যখন লর্ড হিউমকে (Sir Alec Douglas Home) প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা হয় তিনি লড সভার সদস্যপদ ও লর্ড উপাধি ত্যাগ করিয়া একটি উপনির্ব্বাচন মারফৎ কমন্সসভার সদস্য হন।

লর্ডসভার অধিবেশন ও কার্য্যপদ্ধতি :

পার্লামেণ্টের দুই কক্ষই একই সঙ্গে আহুত হয় আবার একই সঙ্গে অধিবেশন স্থগিত হয়, কিন্তু দৈনন্দিন কার্য্যবিরতি (adjournment) বিভিন্ন সময়ে হয়। লর্ডসভা ও কমন্সসভা ওয়েষ্টমিনষ্টার সৌধের দুই বিভিন্ন অংশে নিজ নিজ কক্ষে বসে। লর্ডসভা সাধারণতঃ সপ্তাহের চারদিন সোমবার হইতে বৃহস্পতিবার প্রত্যেক দিন প্রায় দুই ঘণ্টার মত বসে এবং বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া শুক্রবার বসে না। লর্ডসভার সদস্য সংখ্যা যদিও বিপুল খুব কম সংখ্যক লর্ডই উপস্থিত থাকেন। দৈনিক গড়ে একশতেরও কম। সভার কাজ চলিতে হইলে যে ন্যূনতম সংখ্যক উপস্থিতি (Quorum) প্রয়োজন তাহা হইল মাত্র তিন। কিন্তু কোন বিল পাশ করিতে হইলে অন্ততঃ ত্রিশজনের উপস্থিতি প্রয়োজন। 1958 সনে সভায় একটি বিধি (Standing order) গৃহীত হওয়ার ফলে বর্ত্তমানে উপস্থিতির কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। এই বিধি অনুসারে পার্লামেণ্টের অধিবেশনের পূর্বে প্রত্যেক পিয়ার উপাধিধারীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি অধিবেশনে যতদূর সম্ভব নিয়মিত উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক কিনা। ইচ্ছুক না হইলে তাঁহাকে সারা অধিবেশন বরাবর বা তার কম সময়ের জন্য ছুটির দরখাস্ত দিতে বলা হয়। সভায় অল্প সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতির কারণে সভার আলোচনা ধীরেসুস্থে এবং সুশৃঙ্খলে চলে। প্রত্যেক সভ্য ইচ্ছা করিলে কোন বিষয়ে একাধিকবার বলিতে পারেন যাহা কমন্সসভায় সম্ভব হয় না। এই সভায় সাধারণতঃ বিতর্ক বেশ উচ্চমানের হয়। তাহার কারণ সদস্যদের মধ্যে অনেকেই নানা বিষয়ে পারদর্শী থাকেন, সময়ের অভাব থাকে না এবং ইঁহাদের কোন নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে তুষ্ট করিবার তাগিদ না থাকায় স্বাধীনভাবে

মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন লর্ডচ্যান্সেলর, যিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী। তিনি যে আসনে বসেন তাহাকে উলস্যাক (woolsack) বলা হয়, ইহা একটি সুসজ্জিত ডিভ্যানের মত। রাণী এলিজাবেথের আমলে ইহা পশমে আস্তীর্ণ থাকিত বলিয়া এই নাম করণ। তাত্ত্বিকভাবে আসনটি কক্ষের সীমার বাইরে। তার কারণ লর্ড চ্যান্সেলরকে পিয়ার হইতেই হইবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। অনেক সময় পিয়ার নয় এমন ব্যক্তিও এই পদে নিযুক্ত হন এবং সভাপতি হিসাবে তিনি সভার নিয়মিত সভ্যও নন। সুতরাং তাঁহার আসনটি তাত্ত্বিকভাবে কক্ষের বাহিরে রাখা বলিয়া ধরা হয়। অবশ্য সাধারণতঃ নিয়োগের পর তাঁহাকে পিয়ার করিয়া লওয়া হয়। সভাপতি হিসাবে তাঁহার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। সভা-পতিত্ব করা ছাড়া তিনি প্রস্তাবসমূহ সভার ভোটে দেন। সভার নিয়ম ভঙ্গের জন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, বা একাধিক সভ্য বক্তৃতা করিবার জন্য দাঁড়াইলে স্পীকারের মত তাঁহাদের যে কোন একজনকে বক্তৃতা করার অনুমতি দিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। এ ক্ষমতা সমগ্র সভার হাতেই ন্যস্ত। সদস্যরা কমন্সসভার মত তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা শুরু করেন না, অন্য সব লর্ডদের ("My Lords") উদ্দেশ করিয়া করেন। পিয়ার হইলে লর্ড চ্যান্সেলর উলস্যাক ছাড়িয়া বক্তৃতা করিতে পারেন ও বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এমন কি নিজ দলের পক্ষে ভোটও দিতে পারেন। তবে তাঁহার স্পীকারের মত কোন কাষ্টিং ভোট নাই।

লর্ডসভার কার্য্যপদ্ধতি অনেকটা কমন্সসভার অনুরূপ। লর্ড চ্যান্সেলর কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে সভাপতিত্ব করার জন্য রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত কয়েক জন সদস্যের একটি তালিকা থাকে। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রাধিকার ক্রমে একজন সভাপতিত্ব করেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন লর্ড চেয়ারম্যান অব্ কমিটিজ্ (Lord Chairman of Committees) যিনি প্রতি অধিবেশনে নিযুক্ত হন এবং সভার কমিটিগুলিতে সাধারণতঃ সভাপতিত্ব করেন। সভার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা হইতেছেন—একজন "ক্লার্ক" (Clerk) যিনি সভার নথিপত্র রক্ষা করেন, একজন জেণ্টলম্যান আষার অব্ দ্য ব্লাকরড (Gentleman usher of the Black Rod) ও একজন সার্জ্জেণ্ট এট্ আর্মস্ (Sergeant-at-Arms), যাঁহাদের কার্য্য হইল সভাপতির নির্দ্দেশে শান্তি রক্ষা করা। লর্ড সভার কমিটি প্রথা অপেক্ষাকৃত সরল। সভার অনেক কার্য্যই সমগ্র

সভার কমিটিতে (Committee of the Whole House) সম্পন্ন হয়। এই কমিটিতে সভার সকল সদস্যই উপস্থিত থাকেন ; শুধু লর্ড চ্যান্সেলরের পরিবর্ত্তে লর্ড চেয়ারম্যান অব্ কমিটিজ্ সভাপতিত্ব করেন এবং সভার কার্য্যবিধি অপেক্ষাকৃত কম আনুষ্ঠানিক হয়। কমন্সসভার মত লর্ডসভায় স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) নাই ; শুধুমাত্র একটি আছে যেখানে সমগ্র সভার কমিটি হইতে পাশ হইয়া বিলগুলি পাঠান হয় ভাষাগত পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের জন্য। কতকগুলি সিলেক্ট কমিটি ও সেসন্যাল (Sessional) কমিটি গঠিত হয় বিশেষ প্রকারের বিল আলোচনার জন্য অথবা কোন বিলের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য। প্রতি অধিবেশনেই 5 জন পিয়ার লইয়া কয়েকটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয় প্রাইভেট বিল আলোচনার জন্য। সাধারণতঃ বিলের দ্বিতীয় ও তৃতায় পাঠের মধ্যে বিল সম্বন্ধে নানা প্রস্তাব সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হয়।

লর্ডসভায় বিল পাশ করিবার পদ্ধতি কমন্সসভা হইতে কিছুটা ভিন্ন। লর্ডসভায় স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) না থাকায় সব বিলই সভায় দুইবার পাঠের পর সমগ্র সভার কমিটিতে (Committee of the Whole) আলোচিত হয় ও তারপর উহার তৃতীয় পাঠ হয়। যখন কোন বিল লর্ডসভায় বিবেচিত হয় ক্লোজার (closure) প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিতর্কের ছেদ ঘটান হয় না, যেমন কমন্স সভায় হইয়া থাকে। লর্ড-সভায় বিলে যদি কিছু সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে বিলটি আবার কমন্সভার সম্মতির জন্য পাঠান হয়। উহার সম্মতি পাইলে সংশোধিত আকারে বিলটি পাশ হয়। কমন্সসভা সম্মতি না দিলে ঘরোয়াভাবে উভয়ের একটি যুক্ত বৈঠকে সেগুলি বিবেচিত হয়। তার ফলে একটি আপোসরফা হইতে পারে। যদি তা না হয় তবে বিলটি নাকচ বলিয়া ধরিতে হইবে। তখন কমন্সসভা বিচার করিয়া দেখে যে বিলটি এতই প্রয়োজনীয় কিনা যে তাহা পার্লামেণ্ট আইনের বিশেষ ক্ষমতা বলে লর্ডসভার সম্মতি ছাড়াই পাশ করান হইবে কিনা।

লর্ডসভার কার্য্যাবলী ও ক্ষমতা :

পার্লামেণ্টের বিবর্ত্তনের ইতিহাস হইতেই দেখা যায় পার্লামেণ্ট বলিতে প্রথম দিকে লর্ডসভারই পূর্ব্বসূরি বুঝাইত। ইতিহাসের একটা আকস্মিক ঘটনার ফলে পার্লামেণ্ট দুই কক্ষে বিভক্ত হইবার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত লর্ডসভারই প্রাধান্য বজায় ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কমন্সসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। প্রথমে অর্থমঞ্জুরী ব্যাপারে

এবং পরে সাধারণ আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও। কিন্তু 1911 সনের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ইহা কনভেনসনের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং লর্ডসভা কমন্সসভার এই ক্রম বর্দ্ধমান প্রাধান্য সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লয় নাই। 1909 সনে লর্ডসভার একটি কার্য্য দুইসভার অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত করে যাহার ফলশ্রুতি হইল 1911 সনের পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা চিরতরে লর্ডসভার প্রায় সমূহ ক্ষমতা হরণ করিয়া কমন্সসভার একাধিপত্য আইন সিদ্ধ করা। এ সম্পর্কে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করিব। আইন-সভার অংশ হিসাবে যদিও ইহার আইন রচনা সংক্রান্ত কার্য্যই বিবেচ্য আমরা প্রথমে ইহার অন্যান্য কার্য্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বিচার বিভাগীয় কার্য্য :

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লর্ডসভা যুক্তরাজ্যের সমস্ত মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালতের কার্য্য করিয়া থাকে। যদিও তত্ত্বগতভাবে সমগ্র লর্ডসভাই এই কার্য্য করে, বাস্তবে যখন লর্ডসভা এই ভূমিকা পালন করে আপীল লর্ডগণ ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ সদস্য ব্যতীত অন্য সদস্যরা এই অধিবেশনে উপস্থিত হন না, তাঁহাদের আইনগত অধিকার থাকা সত্ত্বেও। বিচার কার্য্যের জন্য লর্ডসভার অধিবেশনকে সভার একটি কমিটির অধিবেশন বলাই সঙ্গত। এছাড়া কোন ব্যক্তিকে কয়েকটি গুরুতর অপরাধের অভিযোগে বিশেষ বিচার (impeachment) করিতে কমন্সসভা পেশ করে এবং লর্ডসভাই বিচার করে। কিন্তু বর্ত্তমানে বহুদিনের অব্যবহারে এইরূপ বিচার অবলুপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের সম্বন্ধেই এই বিচার প্রযুক্ত হইত, কিন্তু মন্ত্রীদের রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতা প্রথার আবির্ভাব হেতু এই পদ্ধতির প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।

এছাড়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে লর্ডসভার সদস্যদের একটি বিশেষ সুবিধা হইল পিয়াররা সহসদস্যদের দ্বারা বিচার দাবি করিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে সভাই বিচার করিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার কোন সার্থকতা নাই।

শাসনবিভাগ সংক্রান্ত কার্য্য :

লর্ডসভার সদস্যদেরও প্রশাসন সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার অধিকার আছে এবং এই উপায়ে প্রশাসনের দোষত্রুটির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা

করিবার অবাধ ক্ষমতা সদস্যদের আছে। এই অধিকারটি লর্ডরা ভালভাবেই ব্যবহার করিতে পারেন, তার কারণ লর্ডদের মধ্যে অনেকেই প্রবীণ এবং নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থাপিত করিতে পারেন বা কার্য্যকর প্রস্তাব দিতে পারেন এবং যেহেতু লর্ডসভায় সময়ের অভাবের সমস্যা নাই ধীরভাবে বিস্তারিত আলোচনা হইতে পারে, সর্ব্বোপরি লর্ডসভায় বিরুদ্ধ সমালোচনায় ক্যাবিনেটের স্থায়িত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকায় লর্ডরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন। কোন কোন বিষয়ে যেমন বিচারকদের অপসারণের পদ্ধতিতে লর্ডসভা কমন্সসভার সহিত সমানভাবেই অংশগ্রহণ করে। যদিও সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লর্ডসভা বহুদিন হারাইয়াছে এখনও লর্ডসভা হইতে কিছুসংখ্যক ক্যাবিনেট ও ক্যাবিনেট বহির্ভূত মন্ত্রী নিযুক্ত হন। অবশ্য আইনগত বাধা না থাকিলেও প্রথাগতভাবে কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের যেমন অর্থদপ্তর, পররাষ্ট্রদপ্তর প্রভৃতির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লর্ডসভার সদস্যকে সাধারণতঃ করা হয় না। বর্ত্তমান শতকে কোন প্রধানমন্ত্রীই লর্ডসভার সদস্য হন নাই এবং কমন্সসভা হইতে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ একটি কনভেনশনে দাঁড়াইয়াছে।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য্য :

আইন বিভাগের উচ্চ কক্ষ হিসাবে এইটিই লর্ডসভার মুখ্য কার্য্য। এই বিষয়টির আলোচনা দুইটি ভিন্ন কালের জন্য ভিন্নভাবে করিতে হইবে— 1911 সালের পূর্ব্বকাল ও অপরটি 1911 সালের উত্তরকাল।

1911 সালের পূর্ব্বে অর্থসংক্রান্ত নয় এমন বিলগুলি সম্বন্ধে দুই সভারই সমান ক্ষমতা ছিল। অর্থবিল ছাড়া অন্য সব বিল যে কোন কক্ষে সূত্রপাত হইতে পারিত এবং এখনও পারে, যদিও বস্তুতঃ অধিকাংশ বিলই প্রথমে কমন্সসভায় উপস্থাপিত হয়, একমাত্র ব্যতিক্রম প্রাইভেট বিলের ক্ষেত্রে। এর ফলে অধিবেশনের প্রথম দিকে লর্ডসভার বিশেষ কিছু করার থাকে না। অথচ শেষের দিকে প্রচণ্ড কাজের চাপ বৃদ্ধি পায়। লর্ডসভায় যদি আরও বেশীসংখ্যক বিলের সূত্রপাত করার ব্যবস্থা হয় তবে আইন রচনা প্রক্রিয়াটি আরও সুসম্পন্ন হইতে পারে। একটি বিল কমন্সসভা হইতে পাশ হইয়া লর্ডসভায় আসিলে পর লর্ডসভার ইহা সংশোধন বা নাকচ করিবার অবাধ ক্ষমতা ছিল এবং এই ক্ষমতা অনেক সময় অনবরতঃ প্রয়োগও করিত। 1911 সালের পূর্ব্বে কোন বিলের বিরুদ্ধে লর্ডসভায় দৃঢ় ও অব্যাহত প্রতিরোধের মুখে কমন্সসভার

নিজ ইচ্ছা পূরণ করার একমাত্র উপায় ছিল রাজার সহযোগিতায় লর্ড সভায় বিলটি সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এত সংখ্যক নূতন পিয়ার সৃষ্টি করা যাহাতে লর্ডসভায় বিলের সমর্থকের সংখ্যা অধিক দাঁড়ায়। কিন্তু এইটি এতই অসাধারণ পদ্ধতি যে ইহা সহজে অবলম্বন করা হইত না যদি না বিলের পিছনে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিপুল সমর্থন থাকিত। এরকম ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী রাজাকে দিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া বিলটিকে বিচার্য বিষয় করিয়াও নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে আপীল করিতেন। নির্ব্বাচনের ফলে যদি প্রধানমন্ত্রীর দল জয়ী হইতেন অর্থাৎ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর রায় যদি প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের পক্ষে যাইত তখন আর লর্ডসভা বিরোধিতা করিতে সাহসী হইতেন না এবং বিলটি পুনর্ব্বার কমন্সসভা হইতে পাশ হইয়া আসিলে তাঁহারাও পাশ করিতেন। এটাই প্রথাগত ভাবে গৃহীত হইয়াছিল। ইহার অন্যথা করিবার ক্ষমতার অভাব কিন্তু তাঁহারা স্বীকার করিয়া লন নাই। তাহার প্রমাণ মিলিল 1910 সনে পার্লামেণ্ট বিল পাশ সম্পর্কে। প্রস্তাবিত পার্লামেণ্ট বিলটিকে উপলক্ষ করিয়া নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া উদারনৈতিক দল জয়লাভ করিবার পরও লর্ডসভা বিলটিকে পাশ করিতে টালবাহানা করে। তখন বিলটি পাশ করাইবার জন্য রাজাকে দিয়া বিলের সমর্থক প্রয়োজনীয় সংখ্যক লর্ড সৃষ্টি করিয়া লর্ডসভার বিরোধিতা বানচাল করা হইবে এবং ইহাতে রাজার সম্মতি আছে এইরূপ হুমকি দেওয়ার পর লর্ডসভা নিতান্ত অনিচ্ছায় বহুসংখ্যক বিলের বিরোধী সদস্যের অনুপস্থিতিতে অল্প ভোটাধিক্যে বিলটি পাশ করে। দুই কক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় 1909 সালের বাজেটকে কেন্দ্র করিয়া। ঐ বৎসর উদারনৈতিক দলের এ্যাসকুইথ ক্যাবিনেটের অর্থমন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ যে বাজেট প্রস্তুত করেন তাহাতে ভূমি ও সম্পত্তির উপর কয়েকটি কর ধার্য করিয়া দরিদ্রশ্রেণীর হিতকর কিছু কাজ করিবার প্রস্তাব করা হয়। বাজেট সম্বলিত অর্থবিলটি (Finance Bill) কমন্স সভায় গৃহীত হইয়া লর্ডসভায় আসিলে লর্ডসভা উহা প্রত্যাখ্যান করে। লর্ডসভার অধিকাংশ সদস্যই ভূমি ও সম্পত্তিশালী এবং রক্ষণশীল দলভুক্ত। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রস্তাবগুলি তাঁহাদের মনোমত হয় নাই। বিলটি প্রত্যাখ্যাত হইলে কমন্সসভায় এবং সারা দেশেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং লর্ডসভার এই কার্য্য অগণতান্ত্রিক ও শাসনতন্ত্রবিরোধী বলিয়া নিন্দিত হয়। উদারনৈতিক ক্যাবিনেট ইহাকে চ্যালেঞ্জরূপে গ্রহণ করিয়া পদত্যাগ করে এবং রাজাকে দিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া বিলটি এবং লর্ডসভার ক্ষমতাহ্রাস এই দুইটি উপলক্ষ করিয়া সাধারণ

নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করায়। নির্ব্বাচনে উদারনৈতিক দলের বিপুল ভোটাধিক্যে জয় হয়। এ্যাসকুইথ ক্যাবিনেট ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিয়া ঐ বিলটিই আবার কমন্সসভায় পাশ করাইয়া লর্ডসভায় প্রেরণ করিলে লর্ডসভা উহা পাশ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ক্যাবিনেট ইহাতেই ক্ষান্ত হইল না। যাহাতে ভবিষ্যতে লর্ডসভা আর কমন্সসভার আস্থাভাজন সরকারকে এইভাবে বিব্রত না করিতে পারে সেজন্য 1910 সনে পার্লামেণ্ট বিল (Parliament bill) নামে একটি বিল কমন্সসভায় উপস্থাপিত করিল। বিলটির দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল,— (1) কমন্সসভায় কোন অর্থসংক্রান্ত বিল পাশ হইবার পর লর্ডসভা উহা মাত্র একমাস সময় উহা ধরিয়া রাখিতে পারিবে, তাহারপর উহা লর্ডসভার সম্মতি ছাড়াই আইনে পরিণত হইবে; (2) অন্যান্য বিলও কতগুলি শর্ত্তসাপেক্ষে লর্ড-সভার সম্মতি ছাড়াই আইনে পরিণত হইতে পারিবে।

বিলটি লর্ডসভায় যাইবার পর সভা উহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করিয়া লর্ডসভার গঠন সংস্কার সম্বলিত কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ক্যাবিনেট পরিষ্কার জানাইয়া দেয় বিলটি অক্ষতভাবে পাশ করা ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণযোগ্য হইবে না। কিন্তু লর্ডসভা ইহার পরও নিষ্ক্রিয় থাকায় ক্যাবিনেট আবার পদত্যাগ করিয়া বিলটিকে উপলক্ষ করিয়া দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করায়। নির্ব্বাচনের ফলে আবার উদারনৈতিক দলেরই জয় হয়। বিলটি আবার কমন্সসভায় পাশ হইয়া লর্ডসভায় প্রেরিত হইলে লর্ডসভা টালবাহানা করিতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত রাজাকে দিয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিলের সমর্থক লর্ড সৃষ্টি করিয়া লর্ড-সভার প্রতিরোধ নস্যাৎ করিবার হুমকি দেখাইবার পর লর্ডসভা উহা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে বিল বিরোধী অধিকাংশ সদস্যের অনুপস্থিতিতে অল্প সংখ্যাধিক্যে পাশ করে। বিলটি 1911 সনের পার্লামেণ্ট এ্যাক্ট নামে আইনে পরিণত হয়। ইহা দুই সভার মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক যাহা এতদিন অলিখিত প্রথার ভিত্তিতে নমনীয় অবস্থায় চলিয়া আসিতেছিল তাহা সুস্পষ্ট আইনের মাধ্যমে সংশয়াতীতভাবে সুনির্দ্দিষ্ট করা হইল এবং ইহার ফলে লর্ডসভা একটি গলিতনখদন্ত সংস্থায় পরিণত হইল।

1911 সনের পার্লামেণ্ট আইনের ধারাসমূহ :

(1) অর্থবিল সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল যে যদি কমন্সসভা কোন অর্থবিল পাশ করিয়া সেসন শেষ হইবার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে লর্ডসভায় প্রেরণ করে এবং লর্ডসভা যদি তাহার একমাসের মধ্যে বিলটি কোনরূপ

সংশোধন ছাড়াই পাশ না করে তবে বিলটি রাজার সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হইবে এবং রাজার সম্মতি পাইলেই লর্ডসভা পাশ না করা সত্ত্বেও আইনে পরিণত হইবে।

অর্থবিলের সংজ্ঞা এইভাবে গৃহীত হইল যে ইহা শুধু কর সম্পর্কিত বিলকেই বুঝাইবে না, ব্যয়বরাদ্দ, ঋণ ও হিসাব পরীক্ষা সংক্রান্ত বিলসমূহও ইহার আওতায় পড়িবে এবং কোন বিল আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে অর্থবিল কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা কমন্সসভার স্পীকারের উপর ন্যস্ত হইল। স্পীকারকে এইরূপ একটি নির্দ্দেশপত্র জারি করিতে হইবে।

(2) **অন্যান্য বিল :** অর্থবিল, বা পার্লামেণ্টের আইন নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ বৃদ্ধি বা প্রভিসন্যাল অর্ডার অনুমোদন সম্পর্কিত বিল ছাড়া অন্যান্য বিল যদি কমন্সসভা একই পার্লামেণ্টের বা একাধিক পার্লামেণ্টের পর পর তিনটি সেসনে পাশ করিয়া প্রতিবারই সেসন শেষ হইবার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে লর্ডসভায় প্রেরণ করে এবং লর্ডসভা যদি প্রতিবারই উহা পাশ না করে তবে লর্ডসভা কর্ত্তৃক তৃতীয়বার প্রত্যাখ্যানের পর বিলটি রাজার সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হইবে এবং রাজার সম্মতি পাইলে লর্ডসভা প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও আইনে পরিণত হইবে ; তবে বিলটি প্রথম সেসনে কমন্সসভায় দ্বিতীয় পাঠ এবং তৃতীয় সেসনে তৃতীয় পাঠের মধ্যে অন্ততঃ দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইতে হইবে এবং শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিলটিতে এমন কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না যাহা শুধু কালাতিপাতের কারণে একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে।

(3) **পার্লামেণ্টের মেয়াদ সঙ্কোচন :** এই আইনে পার্লামেণ্টের কার্য্যকালের উচ্চসীমা 7 বৎসর হইতে কমাইয়া 5 বৎসরে নির্দ্দিষ্ট হয়। অবশ্য পার্লামেণ্টের ভবিষ্যতে নূতন আইন দ্বারা এই মেয়াদ পরিবর্ত্তন করিতে কোন বাধা নাই। দুই মহাযুদ্ধের সময় তাহা করাও হয়।

এই ধারাটির উদ্দেশ্য হইল কমন্সসভার বিপুল ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে সভা যাহাতে জনমতের সহিত দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন না থাকে তাহা নিশ্চিত করা। প্রথম ধারাটিতে অর্থবিল ব্যাপারে কমন্সসভার প্রায় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাস পর্য্যন্ত বিলটিকে বিলম্বিত করা ছাড়া লর্ডসভার আর কোন ক্ষমতা রহিল না। অন্যান্য বিল সম্পর্কে অবশ্য কমন্সসভার ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও লর্ডসভার ক্ষমতা একেবারে নির্মূল করা হয় নাই। অন্ততঃ দুই বৎসর পর্য্যন্ত লর্ডসভা কোন বিলকে ধরিয়া রাখিতে

পারে এবং এই দুই বৎসরের মধ্যে জনমতের পরিবর্ত্তন হইতে পারে বা মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। তাছাড়া বিলটি পাশ করা সম্বন্ধে সভার এতটা তাগিদ থাকা চাই যে লর্ডসভার বিরোধিতা সত্ত্বেও পর পর তিনটি সেসনে অপরিবর্ত্তিত আকারে কমন্সসভা বিলটি পাশ করিতে এবং সেসন সমাপ্তির অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বেই লর্ডসভায় প্রেরণ করিবে, অর্থাৎ বিলটিকে এমন অগ্রাধিকার প্রতিবারেই দিতে হইবে যাহাতে ঐ সময়সীমার মধ্যে বিলটি সভায় পাশ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে অর্থবিল, পার্লামেণ্টের কার্য্যকালবৃদ্ধি ও প্রভিসন্যাল অর্ডার অনুমোদন সংক্রান্ত বিলগুলি ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভার কিছুটা কর্ত্তৃত্ব থাকিয়া যায় উপরোক্ত শর্তগুলির কারণে, কিন্ত এক্ষেত্রেও কমন্সসভা যদি কোন বিল সম্বন্ধে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয় তবে লর্ডসভার অনিচ্ছাসত্ত্বেও উহা পাশ করাইতে সক্ষম হয়।

এই আইন পাশ হইবার পর প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত উদারনৈতিক দলই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তারপর দুইটি মহাযুদ্ধ ও অন্তর্বর্ত্তীকালেও আন্ত-র্জাতিক রাজনীতির আবর্ত্তে জাতি এতই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে লর্ডসভার ক্ষমতা বা অক্ষমতা বা সংস্কার সম্পর্কে চিন্তার অবসর ছিল না। আইনটিকে সকল পক্ষই মানিয়া লইয়াছিল। 1947 সাল পর্য্যন্ত মাত্র দুইটি আইন পার্লামেণ্ট আইনের পদ্ধতিতে লর্ডসভার বিরোধিতা সত্ত্বেও পাশ হয়। কিন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 1945 সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় শ্রমিক দল তাহাদের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে পরিষ্কার জানাইয়া দেয় লর্ডসভা দ্বারা জনগণের ইচ্ছার রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি তাহারা বরদাস্ত করিবে না। ঐ ইস্তাহারে অনেকগুলি ভারি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার ও নানাবিধ সমাজ-কল্যাণমূলক বিধানের কর্ম্মসূচীও ঘোষিত হয়। উক্ত কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে নামিয়া বিপুল সংখ্যাধিক্য লইয়া জয়ী হওয়াতে স্বাভাবিক ভাবেই শ্রমিক ক্যাবিনেট তাহাদের ঘোষিত রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রভৃতির কর্ম্ম-সূচী রূপায়ণ করিতে প্রয়োজনীয় বিল পার্লামেণ্টে আনিতে শুরু করে। প্রত্যাশিতভাবেই ঐ সব বিল রক্ষণশীল দলের সংখ্যাধিক্যপুষ্ট লর্ডসভার বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই পার্লামেণ্ট আইনের বলে পাশ করাইতে হইলে যে বিলম্ব হইবার কথা তাহা এড়াইবার জন্য শ্রমিক সধকারকে লর্ডসভার প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানিয়া লইয়া বিল পাশ করাইতে হয়। তাহাতে তাহাদের কর্ম্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ইহা নিবারণের জন্য 1947 সালের শেষদিকে শ্রমিক সরকার পার্লামেণ্ট এ্যাক্ট (Parliament Act) সংশোধন করিবার

জন্য একটি বিল কমন্সসভায় আনয়ন করে, যাহাতে স্থির হয় পূর্ব্বের আইনে লর্ডসভার প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও কমন্সসভার একক সমর্থনে কোন বিল পাশ করাইতে যে সর্ব্বোচ্চ সময়সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা দুই বৎসর হইতে এক বৎসরে এবং তিন সেসন হইতে দুই সেসনে কমানর ব্যবস্থা করা হয়। বিলটি কমন্সসভায় পাশ হইয়া লর্ডসভায় প্রেরণ করিলে লর্ডসভা প্রত্যাখ্যান করে এবং শেষ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট আইনের পদ্ধতি-ক্রমে 2 বৎসর পরে 1949 সালে আইনে পরিণত হয়। সুতরাং বর্ত্তমানে সাধারণ বিলের ব্যাপারেও লর্ডসভার ক্ষমতা আরও সঙ্কুচিত হইয়াছে। উহা মাত্র এক বৎসর পর্যন্ত কোন বিল আইনে পরিণত করিতে বিলম্বিত করিতে পারে, অবশ্য ইতিমধ্যে বিলটি কমন্সসভায় পর পর দুইটি সেসনে পাশ হওয়া প্রয়োজন।

সংশোধিত পার্লামেণ্ট আইনের ফলে লর্ডসভার কর্ম্মক্ষমতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং লর্ডসভা তাহার ভূমিকা পালনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা আইন করিয়া ইহার ক্ষমতা সঙ্কোচনে অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহারা কিন্তু ইহার বিলুপ্তি চান নাই, ইহার সংস্কার চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু ইহার যথাযথ সংস্কার বহু চিন্তা ও সময়সাপেক্ষ এবং আয়াসসাধ্য ব্যাপার, সমস্যাটির সমাধান ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখিয়া আপাততঃ কার্য্য-সিদ্ধির উপায় হিসাবেই পার্লামেণ্ট আইন দুইটি পাশ করেন। 1911 সালের আইনের প্রস্তাবনায় ইহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 1949 সালের বিল উত্থাপিত হইলে লর্ডসভারই কয়েকজন সদস্য সভার সংস্কারকল্পে কতকগুলি প্রস্তাব লইয়া সর্ব্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন যাহাতে শ্রমিকদলও অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু মতৈক্য না হওয়ায় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়; যেমন ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক অনুরূপ প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছিল। সমস্যাটির সর্ব্বসম্মত সমাধান এপর্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

লর্ডসভার সংস্কার সমস্যা :

এখন আমরা এই সমস্যাটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিব। সমস্যাটির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে উনবিংশ শতকে 1832 সাল হইতে আরম্ভ করিয়া 1928 পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্কার আইনের মাধ্যমে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের ফলে কমন্সসভার কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে; অভিজাত শ্রেণীর কেন্দ্র হইতে ইহা গণতান্ত্রিক সংস্থায় রূপান্তরিত হইয়াছে। অপরপক্ষে লর্ডসভার গঠনে এই সময়ের মধ্যে কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক

হইতে ইহাকে একটি অচলায়তন বলা চলে। যতদিন কমন্সসভাও অভিজাতশ্রেণীর মুখপাত্র ছিল ততদিন ইহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় নাই, কেননা স্বার্থের সংঘাত ছিল না। বিরোধ দেখা দিল কমন্সসভায় গণতন্ত্রীকরণের অগ্রগতির সাথে সাথে। লর্ডসভা ভূস্বামী, পুঁজিপতি ও ধনিকদেরেই কেন্দ্র রহিয়া গেল কিন্তু কমন্সসভা সমাজের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষের মুখপাত্র হইল। যেহেতু বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রতন্ত্রে জনগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস বলিয়া স্বীকৃত, অভিজাত শ্রেণীর কেন্দ্র লর্ডসভা জনগণের মুখপাত্র কমন্সসভার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইয়া পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে এবং যদি না লর্ডসভা এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা স্বীকার করিয়া লইত এতদিনে লর্ডসভার অস্তিত্বই থাকিত না। এজন্য অধ্যাপক মনরো বলিয়াছেন, "লর্ডসভার দুর্ব্বলতাতেই ইহার শক্তি নিহিত" ("The strenghth of the House of Lords arises from its weakness."—Munro)। লর্ডসভা তাহার ক্ষমতাচ্যুতি মানিয়া লইয়া টিঁকিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষের যথাযথ ভূমিকা পালন করিতে সমর্থ হয় নাই। সমস্যার সমাধানও হয় নাই, মূল সমস্যা হইল দুইটি কক্ষের মধ্যে একটা সুস্থ ও সুসমঞ্জস সম্পর্ক আনয়ন করা। তাহা করিতে হইলে লর্ডসভার গঠন ও ক্ষমতা দুইয়েরই আমূল পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। তাহার জন্য নানা পরিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত হইয়াছে কিন্তু এ পর্যন্ত কোনটিই সর্ব্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ফলে স্থিতাবস্থাই বজায় রহিয়াছে।

প্রস্তাবগুলি আলোচনার পূর্ব্বে কি কি কারণে লর্ডসভার বিরুদ্ধে লোকের মনে বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ যাহা ইহার প্রধান ব্যত্যয় বলিয়া ধরা হয় তাহা হইল ইহার অধিকাংশ সদস্যের উত্তরাধিকার সূত্রে সদস্যপদ প্রাপ্তি। আধুনিক যুগে একমাত্র জন্মের কারণে অন্য কোন যোগ্যতা না থাকিলেও একটি আইনসভার সভ্য হওয়ার দাবি নিতান্তই হাস্যকর বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং লর্ডসভার প্রায় 90 শতাংশ সভ্যই এই সূত্রেই সভ্যপদের অধিকারী। সুতরাং লর্ডসভাকে বর্ত্তমান যুগের সহিত সঙ্গতিবিহীন মনে করা হয়। বিশেষতঃ বলা হয় ব্রিটেনের মত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এরূপ একটি সংস্থা যেখানে বিশেষ সুবিধাভোগী (privileged) এক শ্রেণীর প্রাধান্য তাহার স্থান নাই। ইহা বর্ত্তমান কালেরও অনুপযোগী।

দ্বিতীয়তঃ এই সভার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হইতেছে যে ইহা রামজে মুরের ভাষায় (Ramsay Muir) ধনিক ও পুঁজিপতি

শ্রেণীর সাধারণ দুর্গে ('Common fortress of wealth') পরিণত হইয়াছে। পূর্বে এখানে অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ভূস্বামী, যখন ভূমির মালিকানাই ছিল আভিজাত্যের নিদর্শন, বর্ত্তমানে বড় জমিদার ছাড়াও, ধনী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পুঁজিপতি শ্রেণীই প্রধানতঃ লর্ডসভার সদস্য হন, সমাজের চরিত্র পরিবর্ত্তনে বিত্তই এখন আভিজাত্যের মানদণ্ড। সত্যিকারে গুণী, জ্ঞানী যেমন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, চিকিৎসক রাজনীতিবিদ্ বা প্রথিতযশা কূটনীতিবিদ্, অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি ধনিক শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠেন না। কাজেই গণতন্ত্রের যুগে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। ধনিকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের রক্ষক হিসাবে সভা দরিদ্র সাধারণ মানুষের কল্যাণকর সকল প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ লডসভার আর একটি লক্ষণীয় ত্রুটি হইতেছে ইহা বহুদিন হইতেই একটি রাজনৈতিক দলেরই কুক্ষিগত, সে দলটি হইল রক্ষণশীল দল (Conservative Party)। এইটির সহিত প্রথম দুইটির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। রক্ষণশীলদের নীতিসমূহ ও কার্য্যক্রমের স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণীর কাছে আবেদন আছে এবং যেহেতু তাঁহরাই লর্ডসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, লর্ডসভায় রক্ষণশীল দলের সব সময়ই আধিপত্য থাকিয়াছে। তাছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে সভ্য হওয়ার দরুণ এই অংশ কখনও হ্রাস পায় না। রক্ষণশীল দলই গত শতাব্দীতে অধিকাংশ সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় প্রতি বছরই ঐ দলের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে তুলনায় উদারনৈতিক ও শ্রমিকদল খুব অল্প সংখ্যক পিয়ার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। এক দলের ধারাবাহিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে যখনই উদারনৈতিক বা শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসিয়াছে লর্ডসভা সরকারের বিরোধিতায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, প্রগতিশীল সকল কার্য্যক্রম ব্যর্থ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। গ্ল্যাডষ্টোন ও ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান কমন্সভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্বেও তাঁহাদের কর্ম্মসূচী রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন লর্ডসভার বিরোধিতার জন্য পাশ করাইতে না পারিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন। লর্ডসভার এই প্রতিবন্ধকসৃষ্টিশীলতা 1909 সনে লয়েড জর্জ্জের বাজেট প্রত্যাখানে চরমে পৌছায় যাহার ফলশ্রুতি হইল 1911 সনের পার্লামেণ্ট আইন পাশ ও লর্ডসভার ক্ষমতা হরণ। 1947 সনে শ্রমিক সরকারের আমলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং আর একদফা ক্ষমতা সঙ্কোচ। অথচ রক্ষণশীল দল যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তখন লর্ডসভা কোন বিলের বিরোধিতা করে না, বস্তুতঃ তখন ইহার

সরকার ও কমন্সসভার কার্য্য নির্বিবচারে অনুমোদন ছাড়া আর কোন কর্ম্মতৎপরতা থাকে না। বর্ত্তমানে লর্ডসভার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সদস্যই রক্ষণশীল দলের সভ্য। সুতরাং ঐ দল ক্ষমতায় আসীন থাকুক বা না থাকুক সকল বিষয়েই দলের যা সিদ্ধান্ত লর্ডসভা তাহাই অনুসরণ করে। কাজেই অন্য দল ক্ষমতাসীন হইলে লর্ডসভার বিরোধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ অবস্থাটা মোটেই সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হয় না। বিশেষতঃ রক্ষণশীল দল মুখ্যতঃ সমাজের ধনিকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্র হওয়ায় দলীয় বিভেদ একটা শ্রেণী বিভেদের রূপ নেয় যাহাতে লর্ডসভা সর্ব্বদা ধনিক শ্রেণীর পক্ষ লইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ লর্ডসভার সদস্যরা কাহারও দ্বারা নির্ব্বাচিত না হওয়ায় কাহারও কাছে দায়িত্বশীল নয়। অথচ তত্ত্বগতভাবে সভাকে জাতির প্রতিনিধিমূলক এবং আস্থাভাজন বলিয়া ধরা হয়। সিড্‌নি ও বিয়াট্রিস ওয়েব বলিয়াছেন,—"ইহার সিদ্ধান্তগুলি ইহার গঠনপ্রকৃতি দ্বারা দুষ্ট ; ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হয় নাই।" সুতরাং ইহার গঠনের ভিত্তির পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন।

সর্ব্বশেষে লর্ডসভার বিরুদ্ধে সদস্যদের সভায় অনুপস্থিতি ও সভার কার্য্যে অংশগ্রহণে অভ্যাসগত ঔদাসীন্যের অভিযোগ করা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাধারণতঃ সভায় একশত জনের অধিক সদস্য উপস্থিত থাকেন না এবং যাঁহারাও উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্রীরা ছাড়া খুব অল্পসংখ্যকই আলোচনায় বা বিতর্কে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যখন কোন প্রগতিশীল আইন বা প্রস্তাব উপস্থিত হয় বিপুল সংখ্যক সদস্য এমন কি যাঁহাদের কখনও সভাকক্ষে দেখা যায় নাই তাঁহারাও আসিয়া উহার বিরুদ্ধে ভোট দেন, যেমন হইয়াছিল 1911 ও 1947 সনে। ইহাতে লর্ডসভার অপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার সংস্কার প্রশ্ন আরও জরুরী করিয়া তুলিয়াছে।

লর্ডসভার সংস্কার সংক্রান্ত নানা প্রস্তাব :

1949 সনে পার্লামেণ্ট আইনের সংশোধনী বিলটি পাশ হওয়ার সাথে সাথে লর্ডসভার উচ্ছেদের প্রস্তাব চিরতরে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে বলা যায়। কেননা শ্রমিকদলই প্রধানতঃ এই প্রস্তাবের উদ্যোগী ছিল এবং তাহারাই লর্ডসভাকে রক্ষা করিয়াই আইন পাশ করে। ইহার পর ওঠে সভার সংস্কারের প্রশ্ন। এই ব্যাপারের দুইটি দিক আছে—একটি

গঠনের সংস্কার, অন্যটি ইহার ক্ষমতা ও কার্য্যাবলীর সংস্কার। সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলির কোন কোনটি ইহার একটির উপর আবার কোন কোনটি দুইটির উপরই জোর দিয়াছে।

1869 সন হইতেই নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া আসিতেছে যদিও কোনটিই রূপায়িত হয় নাই। ঐ বছর লর্ড রাসেল (Lord Russel) একটি বিল আনয়ন করেন পর্যায়ক্রমে সভায় জীবিতকালমেয়াদী পিয়ার (Life Peers) সৃষ্টি করিবার জন্য, কিন্তু উহা গৃহীত হয় নাই। উহার পর বিভিন্ন সময়ে আর্ল গ্রে, লর্ড রোসবেরি প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রস্তাব দেন।

1907 সনে সভার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এযাবৎ সব প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য সভা একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করে। ঐ কমিটি রিপোর্টে নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া লর্ডসভা গঠনের সুপারিশ করে,—কয়েকজন রাজকুমার পিয়ার, আপীল লর্ডগণ, জন্মাধিকার সূত্রে পিয়ারগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত 200 জন প্রতিনিধি, কয়েকজন বিশেষ যোগ্যতাযুক্ত জন্মাধিকার সূত্রে পিয়ার, জীবিতকালমেয়াদী পিয়ারগণ ও ধর্ম্মীয় পিয়ারগণ। কিন্তু অব্যবহিত পরেই লর্ডসভা ও কমন্সসভার মধ্যে যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হইয়া যায় যাহার ফলশ্রুতি হইল 1911 সনের পার্লামেণ্ট আইন তাহাতে এই কমিটির সুপারিশ চাপা পড়িয়া যায়। কিন্তু ঐ আইনের প্রস্তাবনাতেই ঘোষণা করা হয় যে আইনটি লর্ডসভার সংস্কারের পথেই একটি পদক্ষেপ। প্রস্তাবনায় বলা হয়, 'লর্ডসভা বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহার পরিবর্ত্তে একটি দ্বিতীয় কক্ষ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে যাহা হইবে জনপ্রতিনিধিমূলক, জন্মগত অধিকার ভিত্তিক নয়।" কিন্তু এই ইচ্ছা প্রথম মহাযুদ্ধের চাপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই, তাছাড়া পার্লামেণ্ট আইনে লর্ডসভার ক্ষমতা সঙ্কোচনের ফলে তদানীন্তন উদারনৈতিক সরকারের আশু সমস্যা মিটিয়া যাওয়ার মূল সমস্যাটির সমাধানের তেমন তাগিদও থাকে নাই। 19[illegible] সনে দুই কক্ষের সমানসংখ্যক সদস্য লইয়া এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক লইয়া লর্ডব্রাইসের সভাপতিত্বে 30 জনের একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় সমস্যাটির বিশদভাবে আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য।

ব্রাইস কমিটি রিপোর্ট :

কমিটির মতে সুপ্রাচীন কক্ষটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কিছুসংখ্যক পিয়ারকে সভার সদস্য রাখা প্রয়োজন, আবার ইহাও দেখিতে

হইবে যে উহার সদস্যপদ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ সভায় প্রাধান্য না পায়। এই নীতি অনুসরণ করিয়া কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ করে :—

ভবিষ্যতে লর্ডসভার মোট সদস্যসংখ্যা হইবে 327 জন। ইহার তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ 246 জন সদস্য কমন্সসভায় সদস্যগণকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে 13টি নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে (electoral college) বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রত্যেক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর জনসংখ্যার অনুপাতে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কোটা (quota) নির্দ্ধারিত থাকিবে। বাকী 81 জন সদস্য দুইটি কক্ষের একটি স্থায়ী যুগ্ম কমিটি দ্বারা সমগ্র পিয়ারগোষ্ঠী হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। সভার কার্য্যকাল হইবে 12 বৎসর, প্রতি চার বৎসর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় লইবেন, নূতন সদস্য তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কমিটির মতে সংশোধিত কক্ষ কমন্সসভার সমান ক্ষমতার অধিকারী হইবে না, বিশেষতঃ অর্থবিল ও মন্ত্রিসভার উপর কর্ত্তৃত্বের ব্যাপারে কমন্সসভার সমকক্ষ হইবে না। কমিটি নিম্নোক্ত কার্য্যাবলী দ্বিতীয় কক্ষের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করে :—

(1) কমন্সসভা হইতে প্রেরিত বিলগুলির সমীক্ষা ও সংশোধন ;

(2) অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কমূলক বিলগুলির সূত্রপাত ;

(3) একটি বিল আইনে পরিণত করিতে ঠিক ততটা (তাহার অধিক নয়) বিলম্ব ঘটান যাহাতে বিলটি সম্বন্ধে সমগ্র জাতির মতামত যথাযথ ব্যক্ত হইতে পারে ;

(4) বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে বিশদ ও স্বাধীনভাবে আলোচনা।

রিপোর্টের সুপারিশগুলি বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করায় কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তবুও 1922 সনে লয়েড জর্জ্জের মন্ত্রিসভা ইহার সারাংশ সম্বলিত করিয়া একটি প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করে, কিন্তু সকলেরই আগ্রহের অভাবে প্রস্তাবটি বিশেষ অগ্রসর হয় নাই এবং অল্পদিনের মধ্যে কোয়ালিশন সরকারের পতন হওয়ায় ব্যাপারটি চাপা পড়িয়া যায় এবং যদিও মধ্যে মধ্যে সমস্যাটি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে এবং কক্ষের সংস্কার বিষয়ে বিবিধ প্রস্তাবও উত্থাপিত হইয়াছে কিন্তু কোনটিই ফলপ্রসূ হয় নাই।

1948 সনের ত্রিদলীয় সম্মেলন :

ইহার পর সমস্যাটির সমাধান কল্পে আর একবার বিশেষ বিবেচনা করা হয় 1948 সনে শ্রমিক সরকারের আমলে লর্ডসভার ক্ষমতার আরও সঙ্কোচ করিয়া পার্লামেণ্ট আইনের সংশোধনী বিলটি কমন্সসভায় প্রথমবার পাশ হইবার পর। লর্ডসভাই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। শ্রমিক সরকার বিষয়টি বিবেচনা করিতে সম্মত হইলে প্রধানমন্ত্রী এট্‌লির সভাপতিত্বে একটি ত্রিদলীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে লর্ডসভার পুনর্গঠন সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা হয় এবং নিম্নলিখিত নীতিগুলি সম্পর্কে মোটামুটি মতৈক্য স্থাপিত হয়।

(1) দ্বিতীয় কক্ষ নিম্নকক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া পরিপূরক হইবে ;

(2) লর্ডসভাকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে যে যতদূর সম্ভব ইহাতে কেবল একটি দলই চিরস্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় ;

(3) বর্ত্তমান বংশানুক্রমিক অধিকার লর্ডসভায় সদস্যপদ প্রাপ্তির একমাত্র যোগ্যতা বলিয়া গণ্য হইবে না ;

(4) দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যগণ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও দেশ সেবার কারণেই নিয়োজিত হইবেন। তাঁহারা জন্মগত অধিকারে পিয়ারদের মধ্য হইতে বা সাধারণ মানুষের মধ্য হইতেও সংগৃহীত হইতে পারেন ;

(5) মহিলারাও পুরুষদের মত সদস্য হইতে পারিবেন ;

(6) দ্বিতীয় কক্ষে কয়েকজন রাজপরিবারের লোক, ধর্ম্মীয় লর্ড ও আপীল লর্ডেরও অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা থাকিবে ;

(7) যাহাতে নিম্ন আয়ের লোক সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত না হন, সদস্যদের ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে ;

(8) যেসব পিয়ার লর্ডসভায় স্থান পাইবেন না তাঁহারা কমন্সসভায় নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বা ভোট দিতে পারিবেন ;

(9) যেসব সদস্য সভার কার্য্যের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিবেন বা অক্ষম হইবেন তাঁহাদের সদস্যপদ খারিজ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

পুনর্গঠনের এইসব প্রস্তাব গৃহীত হইলেও দ্বিতীয় কক্ষের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্মেলনে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। কাজেই সম্মেলন বিফল হইয়া যায় এবং শ্রমিক সরকার লর্ডসভার ক্ষমতা সঙ্কোচ সম্বলিত পার্লামেণ্ট আইনের সংশোধনী বিলটি লর্ডসভার প্রতিরোধ সত্ত্বেও আইনে পরিণত

করিয়াই ক্ষান্ত হয়। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল জয়লাভ করিয়া ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু যদিও এই দলের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে ঘোষিত কর্ম্মসূচাতে লর্ডসভার সংস্কার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রক্ষণশীল দল একাধিকবার ক্ষমতাসীন হইয়াছে আজ পর্যন্ত এ সর্ম্পকে কোন আইন প্রণয়ন হয় নাই। লর্ডসভার সংগঠন পূর্ব্বের মতই রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্ষমতা 1911 ও 1949 সালের আইনের মাধ্যমে এতই সঙ্কুচিত হইয়াছে যে ইহার টিঁকিয়া থাকিবার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে কিনা প্রশ্ন উঠিতে পারে।

সুতরাং সমস্যাটি একই অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে, যদিও সকল দলই এ বিষয়ে একমত যে লর্ডসভার সংস্কার শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয় জরুরীও বটে, যদি সভাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য যথাযথ সম্পাদন করিতে হয়। সভার সংগঠনে যে তিনটি দোষ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং যাহা দূর করা একান্ত প্রয়োজন সে সম্বন্ধেও সকল দলই অবহিত। এগুলি হইল, জন্মগত অধিকারে (heredity) সদস্য হওয়া, অধিকাংশ সদস্যের নিয়মিত অনুপস্থিতি ও সভায় একটি রাজনৈতিক দলের স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা। উপরে সংস্কারের যেসব প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলিতে এইসব ত্রুটি দূর করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি লর্ডসভার ক্ষমতা বৃদ্ধির আশঙ্কায় শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এইসব প্রস্তাব রূপায়িত করিলে যে সংস্কৃত লর্ডসভার আবির্ভাব হইবে তাহা অনেকটা প্রতিনিধিমূলক হইবে এবং একটি প্রতিনিধিমূলক সংস্থা স্বভাবতঃই অধিক ক্ষমতার দাবি করিবে। এই অবস্থায় লর্ডসভা কমন্সসভার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে। এই পরিস্থিতি কেহই ভাল চক্ষে দেখেন নাই। সেজন্যই মনে হয় সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান কোনদিন হইবার আশা সুদূর পরাহত।

Suggested Readings

(1) H. J. Laski : "Parliamentary Government in England," (1950), Chapter III.

(2) Sir Ivor Jennings : "Parliament", (1969), Chapter XII.

(3) F. A, Ogg : "English Government and Politics," (1947), Chapters XIV & XV.

(4) F. A. Ogg & Harold Zink : Op. cit., Chapter X.

(5) Herman Finer : "Governments of Greater European Powers," (1956), Chapter X.

(6) W. B. Munro & Morley Ayearst : Op. cit, Chapter VIII.

(7) Harvey & Bather : Op. cit., Chapters III & IV.

সপ্তম অধ্যায়

আইন বিভাগ (২) কমন্সসভা—সংগঠন ও কর্ম্মপদ্ধতি
(Legislature (2) House of Commons—Organisation and Procedure)

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি এবং কিভাবে ইহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি কক্ষে পরিণত হয় তাহাও দেখিয়াছি। ইহা প্রায় ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং কমন্সসভা তখন হইতেই সক্রিয় রহিয়াছে। ইহা শুধু পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রাচীনতম আইনসভাই নয় সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালীও বটে। ইহার ক্ষমতার ব্যাপ্তিও উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে পৃথিবীর অন্যান্য পার্লামেণ্টের জননী বলা হয়। বহুদেশই ব্রিটেনের আদর্শে সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং পার্লামেণ্টের অনুকরণে তাহাদের আইনসভা গড়িয়াছে কিন্তু কোথাও ইহার সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয় নাই। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে অনন্য ও অদ্বিতীয় বলা যায়। যদিও দুইটি কক্ষ লইয়া পার্লামেণ্ট গঠিত, বর্ত্তমানে কমন্সসভার গুরুত্ব ও প্রাধান্য এতই বেশী যে অনেক সময়ই কমন্সসভাকেই পার্লামেণ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

কমন্সসভার গঠন ও সংগঠন (Composition and Organisation) :

প্রায় জন্ম হইতেই কমন্সসভা একটি নির্ব্বাচিত সংস্থা, যদিও ভোটাধিকারের ভিত্তি তথা নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসনসংখ্যার পরিমাণ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুদূর অতীতে ভোটাধিকার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, নির্ব্বাচনী এলাকাও সুষমভাবে বিন্যস্ত হইত না; ফলে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের ঠিক জনগণের প্রতিভূ বলা যাইত না। কমন্সসভা তখন ভূস্বামী ও অভিজাতশ্রেণীর মুখপাত্র ছিল। কালক্রমে বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের পর হইতে বর্ত্তমান শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত ধাপে ধাপে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হইয়া এবং কিছুদিন অন্তর জনসংখ্যার আঞ্চলিক তারতম্যের ভিত্তিতে নির্ব্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাস সাধনের ফলে সভার গণতন্ত্রীকরণ সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কমন্সসভাকে মোটামুটি প্রকৃত জনগণের প্রতিনিধি সংস্থা

বলিয়া গণ্য করা যায়। বর্ত্তমানে (1974) কমন্সসভা 635 জন সদস্য লইয়া গঠিত। কিছুদিন পূর্ব্বে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :—ইংল্যাণ্ড—511, ওয়েল্‌স্‌—36, স্কটল্যাণ্ড—71 ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড—12[1]। সদস্যগণ প্রত্যেকেই এক আসনযুক্ত নির্ব্বাচনী এলাকা হইতে নির্ব্বাচিত। পূর্ব্বে কোন কোন নির্ব্বাচনী এলাকা একাধিক আসনবিশিষ্ট ছিল। সম্প্রতি এই ব্যবস্থার অবসান করিয়া প্রতিটি নির্ব্বাচনী এলাকাকে একাসন বিশিষ্ট করা হইয়াছে। পূর্ব্বে একই নাগরিকের একাধিক এলাকায় ভোট দিবার যে অধিকার ছিল তাহাও বর্তমানে বিলোপ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রতিটি নাগরিকের একটি মাত্রই ভোট দিবার অধিকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। 1944 সনের কমন্সসভার আসন পুনর্বিন্যাস আইন (Redistribution of Seats Act) ও 1949 সনের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (Representation of Peoples Act) দ্বারা এইসব পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে যাহার ফলে কমন্সসভার গণতান্ত্রিক কাঠামো সুসংবদ্ধ হইয়াছে। 1928 সন হইতেই সার্ব্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রাপ্তবয়স্ক বলিতে অন্যূন 21 বৎসর বয়স্ক বুঝাইত, সম্প্রতি 1970 সাল হইতে ইহা 18 বৎসর ধার্য হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে অন্যূন 18 বৎসর বয়স্ক নাগরিক মাত্রেই ভোটাধিকারী, তবে তাঁহাদিগের ভোটার তালিকায় নাম তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন। অবশ্য কয়েকটি কারণে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যেগুলি হইতে ভোটদাতাকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন,—যেমন বয়সসীমা, পিয়ার হওয়া, উন্মাদ, দেউলিয়া, বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাবাস ইত্যাদি। নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে একাসন বিশিষ্ট এক একটি নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় (electroal district) সংগঠিত করা হয়[2]। নির্ব্বাচন প্রত্যক্ষভাবে

---

1. 1948 সনের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে কমন্সসভার সদস্য সংখ্যা চূড়ান্তভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই, কেননা জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত ইহা বৃদ্ধি পাইতে পারে। তবে এই আইনে বলা হইয়াছে গ্রেটব্রিটেনের জনপ্রতিনিধি সংখ্যা 613র নিকটে হইবে, খুব অধিক পরিমাণে উহার কম বেশী হইবে না। উল্লেখ করা যাইতে পারে, 1918 সনের আইনে মোট আসনসংখ্যা 707 নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, আবার 1922 সনে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই সংখ্যা হ্রাস পাইয়া 615তে দাঁড়ায়।

2. 1948 সালে শ্রমিক সরকারের আমলে একাধিক আসনবিশিষ্ট নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিলোপ করা হইয়াছে। বিভিন্ন নির্ব্বাচনী এলাকায় জনসংখ্যার হেরফের অনুযায়ী সময়ে সময়ে আসনের পুনর্বণ্টনের জন্য পাঁচটি আঞ্চলিক সীমানা কমিশন গঠন করা হইয়াছে স্পীকারকে সভাপতি করিয়া। কমিশনের কাজ হইল 3 থেকে 7 বৎসর অন্তর বিভিন্ন

এবং গোপন ব্যালটে সম্পন্ন করা হয় যাহাতে নির্ব্বাচকরা নির্ভয়ে এবং স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন।

সদস্যপদ প্রার্থী হইতে হইলে নিম্নোক্ত যোগ্যতাগুলি থাকা দরকার,—

(1) অন্তত 21 বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে ;

(2) ব্রিটিশ প্রজা হইতে হইবে, অবশ্য যে কোন ডোমিনিয়নের নাগরিকই ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া গণ্য হন ;

(3) সদস্য হিসাবে একটি শপথ গ্রহণ করিতে রাজী হইতে হইবে, শপথটি যে কোন ধর্ম্মবিশ্বাস বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসেরও সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়া কয়েকটি অযোগ্যতার বিষয়বস্তু হইতে মুক্ত হওয়া দরকার। যেমন অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ, দেউলিয়া, নির্ব্বাচনে দুর্নীতি সমেত কতকগুলি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ও কারারুদ্ধ, কোন গির্জ্জার ধর্ম্মযাজক, পিয়ারগণ (আইরিশ পিয়ার ছাড়া), কয়েকটি বেতনভুক্ পদাভিষিক্ত রাজভৃত্য, এবং সাধারণভাবে 1957 সনের আইনে যাঁহাদের কমন্সসভার সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইবার অযোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, যেমন বিচারকগণ, সিভিল সার্ভেণ্টগণ, সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে কর্ম্মরত ব্যক্তিগণ এবং ঐ আইনে বর্ণিত পদাভিষিক্ত ব্যক্তিরা—ইঁহারা কেহই সদস্যপদপ্রার্থী হইবার যোগ্য নন।

একবার কমন্সসভার সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইলে সরাসরিভাবে উহা ত্যাগ করা যায় না। সেজন্য একটু কারচুপির আশ্রয় লইতে হয়। 1705 সনের একটি আইন আছে (Placemen Act of 1705) যাহাতে বলা হইয়াছে যে রাজার অধীনে অর্থকরী কোন পদে বহাল হইলে কমন্সসভার সদস্য থাকা যাইবে না। একসময় চিলটার্ণ হাণ্ড্রেড্স্ নামে রাজার একটি জমিদারী ছিল, এখন কার্য্যতঃ উহার আর অস্তিত্ব নাই। তবুও আইনতঃ উহার পরিচালকের (Stewarlship of the Chiltern Hundreds) পদটি নামে বজায় আছে। পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক সদস্য অর্থমন্ত্রীর নিকট ঐ পদটির জন্য আবেদন করেন এবং করা মাত্রই উহা যথারীতি মঞ্জুর করা হয়। ঐ পদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সদস্যপদ বাতিল হইয়া যায়। তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি আবার ঐ পদে ইস্তফা দেন এবং তাঁহার শূন্যপদে নূতন নির্ব্বাচন

অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার হেরফেরের ভিত্তিতে আসনের পুনর্বণ্টনের প্রস্তাব সুপারিশ করা। এগুলি রাজার নির্দেশনামা (Order in council) দ্বারা কার্য্যকরী করা হয়। ফলে কিছুদিন অন্তর কমন্সসভার মোট আসনসংখ্যা পরিবর্তিত হয়।

হয়। 1911 সনের পর হইতে কমন্সসভার স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল 5 বৎসরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহার পূর্ব্বেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাজা সভা ভাঙ্গিয়া দিবার এবং সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ দেন*। অধিবেশন চলা কালে কোন কারণে আসন শূন্য হইল ঐ আসনে উপনির্ব্বাচন অনুষ্ঠান হয়।

কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিবার পর রাজার চান্সারি (Chancery) কার্য্যালয় হইতে নির্ব্বাচনের জন্য মেয়র ও শেরিফদের নিকট সমন জারি করা হয়। প্রার্থীদের নাম প্রস্তাবের জন্য একটি দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রার্থীর নাম ভোটার দ্বারা প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে তাঁহাকে 150 পাউণ্ড জামানত রাখিতে হয়। যদি কোন প্রার্থী মোট ভোটসংখ্যার অন্ততঃ $\frac{1}{8}$ ভোট না পান তবে তাঁহার জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হয়। 1883 সনে একটি আইনে কতকগুলি নির্ব্বাচনী দুর্নীতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যেগুলি কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে তাঁহার নির্ব্বাচন নাকচ হইয়া যায়। যেমন যদি কোন প্রার্থী আইনে মঞ্জুরী করা অর্থের অধিক নির্ব্বাচনে ব্যয় করেন তাহা প্রমাণিত হইলে নির্ব্বাচন নাকচ হইবে।

কমন্সসভার বিশেষ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা :

নূতন পার্লামেণ্টের অধিবেশনের শুরুতে স্পীকার আনুষ্ঠানিক ভাবে কমন্সসভার জন্য "তাঁহাদের প্রাচীন ও অবিসম্বাদিত অধিকার ও সুযোগ সুবিধাগুলি" ("their ancient and undoubted rights and privileges") দাবি করিয়া থাকেন। এইগুলি হইল নিম্নরূপ :—

(1) দেওয়ানী মামলায় কোন সদস্যকে অধিবেশনের প্রাক্‌কালে 40 দিনের মধ্যে বা অধিবেশন শেষ হইবার 40 দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করা চলে না। ফৌজদারী অপরাধে অথবা আদালতের অবমাননার জন্য কক্ষের বাহিরে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে।

---

* বিশেষতঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সরকারী নীতি সম্পর্কে বিতর্ক উপস্থিত হইলে জনমত যাচাই করিবার জন্য অথবা কমন্সসভায় ক্যাবিনেটের সমর্থক সংখ্যা খুব কমিয়া যাইলে প্রধানমন্ত্রী রাজাকে দিয়া সভার অবসান ঘটান। তাছাড়া নির্ব্বাচকমণ্ডলী মন্ত্রিসভার খুব অনুকূলে বুঝিলে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতেও অনেক সময় নির্দ্ধারিত কার্য্যকালের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী এই পন্থা গ্রহণ করেন। আবার জরুরী অবস্থায় পার্লামেণ্ট আইন পাশ করিয়া নির্দ্ধারিত কার্য্যকাল বৃদ্ধিও করিতে পারে, যেমন দুইটি মহাযুদ্ধের সময় হইয়াছিল।

(2) কক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ বাক্‌স্বাধীনতা—কক্ষের বাহিরে যাহা বলিলে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় কক্ষের মধ্যে কিন্তু তাহা নয়। অবশ্য কোন সদস্য ইহার সুযোগ লইয়া শালীনতা বা শোভনতার মাত্রা অতিক্রম করিলে স্পীকার তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন।

(3) সদস্যদের জুরির কর্ত্তব্য হইতে রেহাই দেওয়া হয়।

(4) সমষ্টিগতভাবে স্পীকারের মাধ্যমে রাজার কাছে বক্তব্য রাখিবার অধিকার কমন্সসভার আছে।

(5) নিজস্ব কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবার পূর্ণ অধিকার কমন্সসভার আছে।

(6) সভার কার্য্যাবিবরণী নিজ আদেশে প্রকাশ করিবার অধিকারও কমন্সসভার আছে।

(7) সদস্যদের আইনগত যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করিবার এবং কাহাকেও অযোগ্য স্থির করিলে তাঁহার সদস্যপদ খারিজ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা সভারই।

(8) কমন্সসভার বিশেষ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভঙ্গের অভিযোগে যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার বিচার ও দণ্ডদান করিবার অধিকার সভার আছে।

কমন্সসভার অধিকার ও সুযোগ সুবিধাগুলি একটু অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায় এগুলির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হইল সভা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে উহার গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যাবলী সম্পাদন করিতে পারে।

স্পীকার :

এখন আমরা কমন্সসভার কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সাধারণ নির্ব্বাচনের পর নূতন পার্লামেণ্ট গঠিত হইবার পর কমন্সসভার প্রথম কার্য্য হইল উহার সভাপতি বা স্পীকার নির্ব্বাচন। কিন্তু চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী রাজার নামে লর্ড চ্যান্সেলর সভাকে স্পীকার নির্ব্বাচনের নির্দ্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত সভা এই কার্য্য করিতে পারে না। এজন্য সভার ক্লার্কের (Clerk) নেতৃত্বে সদস্যদের রাজার নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে লর্ডসভায় যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করা হয়। ব্যাপারটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। সাধারণত প্রাক্তন স্পীকার যদি তিনি অবসর গ্রহণ না করিয়া থাকেন বিনা বাধায় কমন্সসভায় পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়া আবার ঐ পদের জন্য প্রস্তাবিত হন এবং

যে দলই সংখ্যাধিক্য লাভ করুক তিনিই সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্পীকার নির্ব্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের সহিত পরামর্শ করিয়া তবে পদের জন্য প্রার্থী স্থির করেন। তখন একজন সদস্য নাম প্রস্তাব করেন এবং দুজন সদস্য দুইদল হইতে প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং যেহেতু অন্য কোন নাম সাধারণতঃ প্রস্তাবিত হয় না তিনি বিনা বাধায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হন। অবশ্য কার্য্যগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিয়োগে রাজার মঞ্জুরী লাগে। এটা অবশ্য একেবারেই আনুষ্ঠানিক। বহু পূর্ব্বে রাজাই স্পীকারের প্রকৃত নিয়োগকর্ত্তা ছিলেন এবং কমন্সসভা অনুমোদন করিত। বর্ত্তমানে ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা। তৃতীয় জর্জ্জের আমল হইতেই স্পীকার নির্ব্বাচনে রাজার কোন প্রকার প্রভাবের অবসান হইয়াছে। যেহেতু কমন্সসভায় স্পীকারের ভূমিকা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হইবে এমন লোককে সাধারণতঃ এই পদের জন্য মনোনীত করা হয় যিনি কখনও দলীয় রাজনীতিতে খুব সক্রিয় ছিলেন না বা মন্ত্রী ছিলেন না ; অনেক সময় সভার কার্য্যপরিচালনার অভিজ্ঞতার কারণে কমিটি অব্ ওয়েজ এণ্ড মিনস্ এর (Committee of Ways and Means) বা অন্য কোন কমিটির সভাপতিকে এই পদের জন্য মনোনীত করা হয়। নির্ব্বাচিত হইবার পর স্পীকার পার্লামেণ্টের আয়ুষ্কাল যাবৎ কর্ম্মরত থাকেন এবং পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার পরও যতদিন পর্যন্ত না নূতন স্পীকার নির্ব্বাচন হয় ততদিন পদাভিষিক্ত থাকেন। তবে সাধারণতঃ পরবর্ত্তী পার্লামেণ্টেও তিনিই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, অন্য দল ক্ষমতায় আসা সত্ত্বেও। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় 1945 সনে শ্রমিকদল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিবার পরও রক্ষণশীল দলের মনোনীত প্রাক্তন স্পীকার ক্লিফ্‌ট ব্রাউনের পুনর্নির্ব্বাচনের বিরোধিতা করে নাই। সুতরাং বলা যায় বর্ত্তমানে কেহ একবার স্পীকারের গদিতে বসিলে মৃত্যু বা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ ছাড়া বড় একটা অপসারিত হন না। এ জন্যই স্পীকারকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া স্পীকারের এই ঐতিহ্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্পীকার নির্ব্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তিনি কোন প্রকার দলীয় কর্ম্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণ করেন না বা কোন রাজনৈতিক বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেন না। তিনি কায়মনোবাক্যে নির্দ্দলীয় ও নিরপেক্ষ হইয়া যান। এজন্যই তাঁহার নির্ব্বাচনী এলাকায় (constituency) কেহ তাঁহার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না। কারণ কেহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে তাঁহাকেও

নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে নামিতে হয় এবং তাহা হইলে তাঁহার নিরপেক্ষতার ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্যই এই প্রথার উৎপত্তি। ক্বচিৎ কখনও ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। সুতরাং স্পীকারের কার্য্যকাল সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী। শুধু তাহাই নয় তাঁহার পদটি সম্মান ও সামাজিক মর্যাদামণ্ডিতও বটে। তাঁহার বেতনও পদমর্যাদার অনুরূপ। তিনি বার্ষিক 10,000 পাউণ্ড বেতন পান এবং উহা আয়করমুক্ত, তাছাড়া ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রাসাদে তাঁহাকে বিনাভাড়ায় বাসস্থান দেওয়া হয়। সরকারী মর্যাদার স্তরবিন্যাসে, (Official Precedence) তাঁহার স্থান রাজপরিষদের লর্ড প্রেসিডেন্টের (Lord President of the Council) পরেই অর্থাৎ সপ্তম স্থানে। অবসর গ্রহণের পর তাঁহাকে বার্ষিক চারহাজার পাউণ্ড পেন্সন দেওয়া হয় ও পিয়ারেজে ভূষিত করা হয়।

স্পীকারের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য :

সভার কার্য্যক্রমের নিরপেক্ষ পরিচালক হিসাবে তাঁহার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য আছে। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি চিরাচরিত প্রথানুগ, কতকগুলি লিখিত আইন নির্ভর। আবার কিছু কিছু সভার স্থায়ী নিয়মাবলী (Standing Orders) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রথমতঃ সময়ে সময়ে স্পীকার কমন্সসভার মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন। যেমন তিনি সভার পক্ষ হইতে উহার বিশেষ সুযোগ সুবিধা দাবি করিয়া থাকেন, সভার নির্দ্দেশ ও সিদ্ধান্তসমূহ কার্য্যকরী করেন, সভার নামে তিনি উহার প্রশস্তি বা নিন্দাপ্রস্তাব যথাস্থানে প্রেরণ করেন, রাজার কাছে সভার আবেদনপত্র তিনিই পেশ করেন, ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন বিষয়ে সভার প্রতিনিধি ও কার্য্য পরিচালক হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন। যেমন নানা ব্যাপারে সভার পক্ষ হইয়া হুকুমনামা (warrant) জারি করেন। সভার কার্য্যকালে কোন আসন শূন্য হইলে স্পীকার ঐ আসনে নির্ব্বাচনের জন্য নির্দ্দেশনামা জারি করেন। সভার নিকট কোন অপরাধীকে সোপর্দ্দ করার জন্য বা কোন সাক্ষীকে তলব করিবার জন্য নির্দ্দেশনামাও স্পীকার জারি করেন। তাছাড়া সভার প্রশাসনবিভাগের পরিচালনভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত থাকে। এই বিভাগে সভার ক্লার্ক (Clerk), গ্রন্থাগারিক (Librarian) ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ, প্রাইভেট্ বিলের আবেদন পরীক্ষক প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকেন।

তৃতীয়তঃ তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যগুলি হইল সভার আলোচনা ও বিতর্কে সভাপতিত্ব করা সম্পর্কিত। এই সম্পর্কে তাঁহার তিনটি মুখ্য ভূমিকা হইল—সভায় শৃঙ্খলারক্ষা করা, সদস্যদের সংযত রাখা এবং বিতর্কে কোন্ কোন্ সদস্য অংশগ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করা। সভার কার্য্য চলা কালে সকল সদস্যকে তাঁহাদের বক্তব্য ও মন্তব্য স্পীকারের উদ্দেশে রাখিতে হয়, অন্য কোন সদস্যের উদ্দেশে নয়। কমন্সসভার ন্যায় রাজনৈতিক সংস্থায় বিতর্কের কালে সময়ে সময়ে উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তখন সভার কার্য্য যাহাতে শোভন ও শালীনভাবে চলে তাহা স্পীকারকেই দেখিতে হয়। এজন্য তাঁহার হস্তে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। যেমন তিনি যে কোন সদস্যকে বক্তৃতার সময় অপ্রাসঙ্গিক কথা, পুনরাবৃত্তি বা অশালীন মন্তব্য করা বা আপত্তিজনক আচরণ হইতে বিরত হইতে নির্দ্দেশ দিতে পারেন এবং সদস্য তাহা মানিতে বাধ্য। না মানিলে তাঁহার শাস্তি দানের ক্ষমতা আছে। সভায় কোন প্রকার গণ্ডগোলের সূচনা দেখা দিলে স্পীকার দাঁড়াইয়া সদস্যদের মৃদু ভর্ৎসনা করেন অথবা শান্ত হইতে অনুরোধ করেন এবং তখনই সদস্যদের বসিয়া পড়িতে হয়। নিয়ম হইল স্পীকার দাঁড়াইলে কোন সদস্য দাঁড়াইয়া থাকিবেন না। সাধারণতঃ ইহাতেই কাজ হয়। কিন্তু যদি ইহার পরও কোন সদস্য গণ্ডগোল করিতে থাকেন তিনি উঁহাকে বসিতে বলেন। তথাপি সদস্য শান্ত না হইলে তিনি উঁহাকে কক্ষত্যাগ করিয়া যাইতে বলিতে পারেন। যাইতে অস্বীকার করিলে তিনি উঁহার নাম চিহ্নিত ("name") করেন অর্থাৎ তাঁহার বহিষ্কারের আদেশ দেন। এই আদেশ প্রথমবার 5 দিনের জন্য, দ্বিতীয়বার 21 দিনের জন্য এবং তৃতীয়বার অধিবেশনের অবশিষ্টকালের জন্য কার্য্যকরী হয়। এই আদেশও না মানিলে সভার সান্ত্রী বা সার্জেণ্ট এট্ আরমস্ (Sergeant-at-arms) তাঁহার নির্দ্দেশে বলপ্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বহিষ্কার করেন। গণ্ডগোল গুরুতর আকার ধারণ করিলে স্পীকার সভাভঙ্গ করিয়া সভার কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারেন।

স্পীকারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য হইল সভায় আলোচনা সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয় তাহা দেখা। কোন সদস্য বক্তৃতা করিতে গিয়া প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া গেলে স্পীকার তাঁহাকে প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিতে বলেন, অনেক সময় অন্য সদস্য এবিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে উহা করেন। এছাড়া সদস্যগণ প্রায়ই সভার কার্য্য পদ্ধতির কোন কোন নিয়মের সঠিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত (ruling) চাহিয়া

থাকেন। সেক্ষেত্রে তিনি, বিষয়টি ভালভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া সেদিনই বা পরে তাঁহার মতামত পেশ করেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের জন্য নজির হইয়া যায়। বিচারকের রায়ের মতই উহা চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয়, উহার বৈধতা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেনা। যে ক্ষেত্রে কোন নিয়ম বা নজির থাকে না তাঁহাকেই নির্দ্দেশ দিতে হয়, তাহাই ভবিষ্যতে নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। কোন বিষয়ে আলোচনার শেষে তিনিই সভার মতামতের জন্য বিষয়টি উপস্থাপিত করেন এবং ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন।

স্পীকারের তৃতীয় কর্ত্তব্য হইল বিতর্কে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে কে বলিবেন তাহা নির্ণয় করা। বর্ত্তমানে সভার কাজের পরিমাণ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সে অনুপাতে সভার কার্য্যকাল খুবই সীমিত। কাজেই কোন বিতর্কে যতজন অংশগ্রহণ করিতে চান সকলকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। তাঁহারাই শুধু সুযোগ পান যাঁহারা ভাগ্যক্রমে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন ("catch the Speaker's eye"), অর্থাৎ স্পীকার যাঁহাদের বক্তৃতা করিতে অনুমতি দেন। এবিষয়ে স্পীকার খেয়ালখুশীমত চলেন না। কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করেন। যেমন যদি কোন সদস্য সভায় সর্ব্বপ্রথম (maiden speech) করিতে চাহেন তাঁহাকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন। দলীয় নেতাদের সাধারণতঃ অনুমতি দিয়া থাকেন। এছাড়া বক্তা নির্ব্বাচনে এটা লক্ষ রাখেন যাহাতে বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের মতের প্রতিফলন হয় এবং যেসব সদস্য অর্থবহ কিছু বক্তব্য রাখিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের বলিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ সভার নেতা ও বিরোধীদলের নেতা বিতর্কে নিজ নিজ দলের কোন্ কোন্ সদস্য বলিবেন তাহার তালিকা স্পীকারকে পূর্ব্বাহ্নেই দিয়া দেন এবং স্পীকার যথাসম্ভব দুই তালিকা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বক্তা নির্ব্বাচন করেন, কিন্তু এমন নয় যে তিনি উহা হইতে ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন না।

বিবিধ : সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন সদস্য বা সচেতক (Whip) যদি বিতর্কের অবসান ঘটাইয়া বিষয়টি ভোটে দিবার প্রস্তাব করেন স্পীকার শুধু তখনই তাতে অনুমতি দেন যখন তিনি নিশ্চিন্ত হন যে সংখ্যালঘু সদস্যদের মতামত ব্যক্ত করিবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, কেননা তিনিই ইঁহাদের অধিকারের রক্ষক। কোন প্রস্তাবের সংশোধনী

প্রস্তাব উপস্থাপন তাঁহার অনুমতি সাপেক্ষ। মন্ত্রীদের উদ্দেশে কোন প্রশ্ন সভায় উপস্থাপিত হইবে কিনা তাহা তিনিই স্থির করেন। অনেক সময় কোন সদস্য একটি জরুরী ও সুনিশ্চিত জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্য সভা মুলতুবীর প্রস্তাব আনয়ন করেন যাহাতে কার্য্যতালিকাভুক্ত অন্যান্য বিষয় স্থগিত রাখিয়া তৎক্ষনাৎ বিষয়টি আলোচিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাপারটি জরুরী ও সুনিশ্চিতভাবে জনস্বার্থঘটিত কিনা তিনিই তাহার বিচার করেন এবং সে বিষয়ে নিশ্চিত হইলে তবেই উহা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করার অনুমতি দেন। তিনি সভার সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখেন যে কেহ বা অল্প কয়েকজন সদস্য সভার কার্য্য চলার পথে অনর্থক বাধা সৃষ্টি না করিতে পারেন। আবার সরকার যাহাতে সভার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্য্যকলাপ যেমন আইন প্রণয়ন, বাজেট মঞ্জুরী ইত্যাদি সময়মত সম্পন্ন করাইতে পারেন তাঁহাকে তাহাও দেখিতে হয়। সভায় আনীত বিলগুলি কিভাবে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিগুলিতে বণ্টিত হইবে তাহা তিনিই স্থির করেন। নির্ব্বাচিত সভাপতিদের একটি তালিকা (panel of Chairmen) হইতে তিনিই বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিগুলির সভাপতিদের নিয়োগ করেন। 1911 সনের পার্লামেণ্ট আইনের ফলে তাঁহার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ আইনে অর্থবিল সম্পর্কে এবং ঐ আইনে নির্দ্ধারিত কতকগুলি অবস্থায় অন্য বিল সম্পর্কেও লর্ডসভার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া কমন্সসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কোন বিল আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে 'অর্থবিল' বলিয়া গণ্য হইবে কিনা তাহা স্থির করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা স্পীকারের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে এই মর্মে একটি নির্দ্দেশপত্র (certificate) জারি করিতে হয়। এই নির্দ্দেশের বৈধতা কোন আদালতের বিচারের এক্তিয়ার বহির্ভূত। অনুরূপভাবে অন্য বিল সম্পর্কেও আইন নির্দ্দিষ্ট শর্ত্তগুলি পূরণ হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কেও তাঁহার নির্দ্দেশই চূড়ান্ত।

স্পীকারের পূর্ণ নিরপেক্ষতার নিদর্শন আর একটি ব্যবস্থায় পরিস্ফুট দেখা যায়। সেটি হইতেছে যদিও কোন প্রস্তাবের উপর স্পীকারের ভোট দিবার অধিকার আছে তবুও তিনি ইহা প্রয়োগ করেন না, যেহেতু সেক্ষেত্রে তাঁহাকে এক পক্ষের সামিল হইতে হয়। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম হয় যখন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়িয়া অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন ইহার অবসানের জন্য

তাঁহাকে ভোট দিতে হয়, কিন্তু তিনি এমন ভাবে ভোট দেন যাহাতে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে, অর্থাৎ দুপক্ষের কোন পক্ষেরই অনুকূলে সিদ্ধান্ত না হয় এবং সাময়িকভাবে ব্যাপারটির আলোচনা চাপা থাকে। স্পীকার ক্লিফ্টন ব্রাউন এই পদের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছিলেন,—"স্পীকার হিসাবে আমি সরকারের লোক নই, বিরোধীদলেরও লোক নই, আমি 'কমন্সসভার লোক' এবং আমার মতে আমি সর্ব্বোপরি সভার পিছনের সারির সদস্যদের লোক····" ("As Speaker, I am not the Government's man, nor the Opposition's man. I am the House of Cammon's man, and I believe, above all, the back-benchers' man."

মার্কিন স্পীকারের সহিত তুলনা :

নিরপেক্ষতার ব্যাপারে ব্রিটিশ স্পীকারের সহিত মার্কিন প্রতিনিধি সভার স্পীকারের তুলনা করিলে দেখা যাইবে দুইটি পদের ঐতিহ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা দেখিয়াছি ব্রিটিশ স্পীকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা। যে মুহূর্ত্তে তিনি স্পীকারের আসন গ্রহণ করেন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব দলের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করেন এবং সর্ব্বপ্রকার দলীয় রাজনীতির সংস্পর্শ পরিহার করেন। মার্কিন প্রতিনিধি সভার স্পীকার কিন্তু তাহা করেন না, বরং তিনি সভায় তাঁহার দলের একজন মুখ্য নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সভার কার্য্য পরিচালনায় প্রকাশ্যে দলীয় স্বার্থ রক্ষায় তৎপর থাকেন। তিনি দলের পক্ষে বক্তৃতা করেন, ভোটও দেন। সভার নিয়ম কানুনের ব্যাখ্যায়, কমিটি গঠনের ব্যাপারে, সভার কার্য্যপরিচালনায় বিনা দ্বিধায় স্বীয় দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন। তাছাড়া সভার বাহিরেও দলের সংগঠনিক কর্ম্মকাণ্ডে যেমন নির্ব্বাচনী অভিযান ও প্রচার কার্য্য প্রভৃতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ স্পীকারের পক্ষে এসব কার্য্য চিন্তারও বাহিরে। এজন্যই যেখানে ব্রিটিশ স্পীকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হন এবং যে দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করুক স্পীকার পদেও পুনর্নির্ব্বাচিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা হয় না। নির্ব্বাচনী এলাকায় স্পীকারের আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, এবং স্পীকার নির্ব্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই পদটি লাভ করে।

স্পীকার উপাধির তাৎপর্য :

স্পীকার সম্পর্কে আলোচনার শেষে উপাধিটির তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। যদিও আক্ষরিক অর্থে তাঁহার উপাধি তাঁহাকে 'বক্তা' বলিয়া অভিহিত করে, আসলে কিন্তু তিনি সভার বিতর্কে কোন কথাই বলেন না এবং অন্য সময়েও নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিতান্ত যাহা না বলিলে নয় এমন কথা ছাড়া তিনি বেশী কিছু বলেন না। সুতরাং বর্ত্তমানে তাঁহার উপাধি একপ্রকার অর্থহীন হইলেও ইহার একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। তাঁহার উপাধির উৎপত্তি হইয়াছিল যখন একমাত্র স্পীকারেরই রাজার কাছে সভার বক্তব্য পেশ করার অধিকার ছিল। তাঁহার প্রধান কার্য্যই ছিল কমন্সসভার পক্ষে আবেদন নিবেদন ও প্রস্তাবসমূহ রাজাসমেত পার্লামেণ্টের নিকট অর্থাৎ লর্ডসভায় পেশ করা। তখনকার দিনে কমন্সসভা আইন রচনা করিত না, আইন করার জন্য রাজার নিকট আবেদন পেশ করিত মাত্র; রাজা ইচ্ছামত সে আবেদন কখনও রক্ষা করিতেন কখনও করিতেন না। স্পীকার রাজার নিকট সভার নানাপ্রকারের আবেদনের বাহকমাত্র ছিলেন। রাজার কাছে অপ্রিয় অনুরোধ বহন করিয়া অনেক সময় তাঁহাকে রাজার কোপে পড়িতেও হইত। বর্ত্তমানে স্পীকারের কার্য্যবিধির অনেক পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাঁহার পদের আখ্যার বিশেষ কোন সার্থকতা না থাকিলেও আখ্যাটি কিন্তু রহিয়াই গিয়াছে।

কমন্সসভার অন্যান্য কর্ম্মীবৃন্দ :

স্পীকার কমন্সসভায় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচারী হইলেও, সভার কার্য্যপরিচালনায় তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আরও কয়েকজন কর্ম্মচারীর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সভার করণিক (Clerk) যাঁহার কথা ইতিমধ্যেই প্রসঙ্গতঃ আমরা উল্লেখ করিয়াছি এবং তাঁহার দুইজন সহকারী। এছাড়া আছেন সার্জ্জেণ্ট এট্-আর্মস্ ও তাঁহার সহকারীরা, ওয়েজ এণ্ড মিন্স্ কমিটির সভাপতি, উপসভাপতি (সংক্ষেপে কমিটি সমূহের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান), চ্যাপলেন (Chaplain) ও স্পীকারের আইন উপদেষ্টা (Counsel to Mr. Speaker)। রাজা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ক্লার্ক, সার্জ্জেণ্ট-এট্-আর্মস ও তাঁহাদের সহকারীদের নিয়োগ করিয়া থাকেন, চ্যাপলেনকে স্পীকার নিয়োগ করেন এবং কমিটিগুলির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি

চেয়ারম্যানদের, স্পীকারের ন্যায় সভাই নির্ব্বাচিত করে। সভার ক্লার্ক স্পীকারের আসনের নীচে সম্মুখদিকে একটি টেবিলের পার্শ্বে সহকারীবৃন্দ-সহ বসেন। তাঁহার কার্য্য হইল সভার সব নির্দ্দেশ সই করা, লর্ডসভার নিকট প্রেরিত সব বিল চিহ্নিত করিয়া পাঠান, অধিবেশনকালে সদস্যদের যাহা কিছু পড়িয়া শোনান দরকার সেগুলি পাঠ করা, সভার কার্য্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা এবং সেগুলির সকল কাগজপত্রের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা, এবং স্পীকারের তত্ত্বাবধানে সভার পত্রিকা (Journal) সঙ্কলন করা। কার্য্যবিধি সংক্রান্ত কোন অভিনব পরিস্থিতি ঘটিলে যাহা প্রচলিত বিধিনিয়মের আওতায় আসে না স্পীকার তাঁহার সিদ্ধান্ত দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বের নজিরাদি সম্বন্ধে ক্লার্কের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সভার কার্য্যবিধির সহিত বহুদিনের পরিচয়প্রসূত তাঁহার অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান।

সার্জ্জেণ্ট-এট্-আরম্‌সের কার্য্য হইল সভার শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে স্পীকারকে সাহায্য করা। তিনিই সভার নির্দ্দেশসমূহ এবং সভার নামে স্পীকার যেসব হুকুমনামা জারি করেন সেগুলি কার্য্যকরী করেন। সভার দ্বাররক্ষী ও নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীরাও তাঁহারই নির্দ্দেশে কাজ করে।

চ্যাপেলের কার্য্য হইল সভার আরম্ভ সময়ে বাইবেল হইতে পাঠ ও প্রার্থনা করা। কমিটির চেয়ারম্যান ও স্পীকারের আইন উপদেষ্টা,—ইহাদের কার্য্য তাঁহাদের পদের নাম হইতেই বোঝা যায়।

কমন্সসভার কার্য্যপদ্ধতি :

সকল আইনসভার মত কমন্সসভার কার্য্যও কতকগুলি বিধিনিয়ম অনুসারে চলে। একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে এই সব নিয়ম অলিখিত এবং চিরাচরিত রীতি ও প্রথায় নিবদ্ধ। ইহা কিন্তু ঠিক নয়। অবশ্য সভার অধিকাংশ নিয়মই এইরূপে প্রথার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ক্রমবর্দ্ধমান কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য সভাকে নূতন নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইয়াছে। এগুলি সমস্তই লিপিবদ্ধ। এগুলিকে স্থায়ী নির্দ্দেশ (Standing Order) বলা হয়। কেননা মার্কিন প্রতিনিধিসভার নিয়মাবলীর মত প্রতি নূতন সভায় নূতন করিয়া এগুলিকে পাশ করিতে হয় না। সভা কিন্তু ইচ্ছা করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন বা নাকচ করিতে পারে। কিছু কিছু নিয়ম আবার একটি অধিবেশনকালের জন্যও প্রণীত হয়। ইহাদিগকে

বলা হয় সেসনাল অর্ডার (Sessional Order)। এই সব নিয়মের অধিকাংশই বিভিন্ন প্রকারের, যেমন সরকারী বিল, বেসরকারী বিল, প্রাইভেট বিল, সদস্যদের প্রশ্ন প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সময় বণ্টন করিবার জন্য নিয়োজিত। নিয়মানুসারে সরকারী বিলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সদস্যদের প্রশ্ন কি ধরণের হইতে হইবে, কয়দিনের নোটিশ দিতে হইবে, বিলের উপর বিতর্ক কিভাবে চলিবে সমস্তই সভার নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহার মধ্যে কিছু লিখিত, কিছু প্রথাগত।

ক্লোজার (Closure):

সভার সীমিত সময়ের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান কার্য্যাবলী পরিচালনার সমস্যা সমাধান করিবার জন্য কোন বিষয়ে যাহাতে অধিক সময় অপচয় না হয় সেজন্য নানা পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অন্যতম হইতেছে "ক্লোজার" (Closure)। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত সভার আলোচনা সীমিত করার বিশেষ কোন প্রয়াস হয় নাই। কোন বিষয়ে যে কোন সদস্য অবাধে বক্তৃতা করিতে পারিত। তখন পর্যন্ত সভার কার্য্য পরিচালনায় সময়ের অনটন অনুভূত হয় নাই। সভার কার্য্যও এত ব্যাপক হয় নাই এবং সভ্যরাও বক্তব্য রাখিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় পাইতেন না। বিপদ দেখা দিল উনবিংশ শতকের শেষের দিকে যখন বিক্ষুব্ধ আইরিশ জাতীয়তাবাদী সদস্যরা তাঁহাদের অসন্তোষ প্রকাশের কৌশল হিসাবে সভার কার্য্যে বাধাসৃষ্টির ও একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্যই সুদীর্ঘ ও অবান্তর বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। 1881 সনে একসময় তাঁহারা একাদিক্রমে 41 ঘণ্টা বক্তৃতা চালাইয়া যান। সভার এমন কোন নিয়ম ছিল না যাহাতে স্পীকার এরকমের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইতেন। সেজন্য প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন সভাকে দিয়া একটি জরুরী প্রস্তাব পাশ করাইলেন যাহাতে এমত অবস্থায় স্পীকার নিজেই একটি ক্লোজার প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন এবং সংখ্যাধিক্যে পাশ হইলে বিতর্কের সমাপ্তি ঘটাইবেন। পরে পদ্ধতিটি স্থায়ী নির্দ্দেশে (Standing order) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উহাতে যে কোন সভ্যকে ক্লোজার প্রস্তাব আনিবার অধিকার দেওয়া হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী কোন বিষয়ে বেশ কিছু সময় আলোচনার পর সাধারণতঃ সরকারী প্রধান সচেতক (chief whip) বা অন্য কোন সদস্যও একটি প্রস্তাব রাখিতে পারেন যে "এখন মূল প্রশ্নটি বিবেচিত হউক"। এই প্রস্তাবটি যদি অন্ততঃ 100 জন সদস্য সমর্থন করেন এবং স্পীকার যদি মনে করেন বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে

এবং বিশেষ করিয়া সংখ্যালঘু দলের সদস্যরা বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন তাহা হইলে প্রস্তাবটী ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হইলে বিতর্কের পরিসমাপ্তি হয় এবং মূল বিষয়টির উপর তখন ভোট লওয়া হয়। এই পদ্ধতিটিকেই বলা হয় সাধারণ ক্লোজার (Simple closure)। ইহা যেমন সরকারের হাতে বিরোধীপক্ষ কর্ত্তৃক ইচ্ছাকৃত বাধাসৃষ্টি নিবারণ করিবার অস্ত্র, আবার ইহার প্রয়োগ স্পীকারের অনুমোদন সাপেক্ষ করায় সংখ্যালঘু দলের অধিকার রক্ষা করা হইয়াছে। সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সভার কার্য্য পরিচালনার জন্য সাধারণ ক্লোজার ছাড়াও আরও দুইটি পদ্ধতি চালু হইয়াছে সে সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল। যদিও এগুলি আইরিশ ন্যাশন্যালিষ্ট দলের সভার কার্য্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে বাধাসৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হইয়াছিল সভার ক্রমাগত কার্য্যবৃদ্ধি ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু সময়ের অনটন সমস্যা সমাধানের জন্যও এগুলির প্রয়োজন অনুভূত হয়। অবশ্য সাধারণতঃ সভার কার্য্যক্রম ও দুইপক্ষের সদস্যদের যথাযথ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হয় সরকার পক্ষ এবং বিরোধীপক্ষের সচেতকদের (whips) মধ্যে আলোচনার পর একটি চুক্তির মাধ্যমে যাহাতে স্থির হয় বিভিন্ন কার্য্য কি ধারায় উপস্থাপিত হইবে, কোনটিতে কি সময় দেওয়া হইবে, উভয় পক্ষের কোন কোন সদস্য বক্তৃতা করিবেন এবং স্পীকার এই চুক্তি অনুযায়ী কার্য্য পরিচালনা করেন। কেবলমাত্র যখন দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতা বিফল হয় তখনই আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি প্রযুক্ত হয়। বর্ত্তমানে সভার কার্য্য অচল করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত বাধাসৃষ্টির দৃষ্টান্ত বিরল। তবুও সময়ে সময়ে আলোচনা সীমিত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত সাধারণ ক্লোজার ছাড়াও আরও দুইটি পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। একটিকে বলা হয় খড়্গ ক্লোজার (Guillotine) বা স্তর বিন্যস্ত ক্লোজার (closure by compartments), অন্যটিকে বলা হয় উল্লম্ফমান ক্লোজার (Kangaroo closure)।

গিলোটিন বা স্তর বিন্যস্ত ক্লোজার :

এই পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হয় 1881 সনের "জরুরী নিয়মের" (Urgency Rules) আওতায়। সাধারণতঃ ইহার প্রয়োগ হয় যে সব বিল সরকার গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং সীমিত সময়ের মধ্যে পাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে সেগুলি সম্পর্কে। ইহাতে আলোচনার জন্য একটি বিলকে বিভিন্ন অংশে বা স্তরে বিভাগ করা হয় এবং প্রতিটি অংশ বা

স্তর কোন সময় পর্য্যন্ত আলোচনা চলিবে তাহা স্থির করা হয়। এইরূপ একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইলে আলোচনা চলা কালে স্পীকার একটি অংশের আলোচনা সমাপ্তি সময় উপস্থিত হওয়া মাত্র ঐ অংশটি ভোটে দিবেন এবং সংখ্যাধিক্য ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। এইভাবে আলোচনা সীমিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনগুলি পাশ করা হয়।

উল্লম্ফন ক্লোজার (Kangaroo closure) :—এই পদ্ধতিটি প্রথম 1909 সনে প্রযুক্ত হয়। ইহাতে একটি বিলের কোন কোন ধারা বা কোন কোন সংশোধনী প্রস্তাব সভায় বিবেচিত হইবে তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা স্পীকারকে দেওয়া হয়। যে সব ধারা বা সংশোধনী প্রস্তাব স্পীকার বিবেচনার যোগ্য মনে করিবেন শুধু সেগুলিই তিনি সভায় আলোচনার অনুমতি দিবেন, অন্যগুলি অতিক্রম করিয়া যাইবেন। যেসব সংশোধনী প্রস্তাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বা নীতিগত প্রশ্নসম্বলিত স্পীকার এরূপ প্রস্তাব-গুলিই আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন, অন্যগুলি বাদ দিয়া।

উপরোক্ত ক্লোজার পদ্ধতিগুলিকে সীমিত সময়ের মধ্যে সভার বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন করার অপরিহার্য অস্ত্র বলা যায়। স্যার আইভর জেনিংসের ভাষায়,—"The Closure, Kangaroo and Guillotine are the instruments for driving legislation at a reasonable pace[1]".

কমিটি ব্যবস্থা : সভার বিভিন্ন প্রকারের কমিটি :

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ব্রিটেনেও আইনসভায় কমিটি প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, যদিও এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা য়ুরোপীয় দেশগুলির কমিটি ব্যবস্থা হইতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রিটেনে কমিটি ব্যবস্থার উৎপত্তি প্রধানতঃ সভার কার্য্যবৃদ্ধি এবং সময়ের অভাব সমস্যার মোকাবিলা করিবার জন্য। সভার পূর্ণ অধিবেশনে সমস্ত আইন ধীরেসুস্থে খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সকল সদস্যের সব বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও আগ্রহও থাকে না। পূর্ণ সভার অপেক্ষা স্বল্পসংখ্যক অভিজ্ঞ সদস্য লইয়া গঠিত কমিটি আইনের আলোচনা অপেক্ষাকৃত দক্ষতার সহিত চালাইতে পারে এবং আইনগুলিকে সুষ্ঠুরূপ দিতে পারে। ইহাতে সভার কাজের সুবিধা হয় ; কতকগুলি সরল প্রশ্নের উপর সিদ্ধান্ত লইলেই চলে।

---

(1) J. Harvey and L. Bather "The British Constitution,', 2nd Edn. (1968) Chap. 8, P. 124.

বর্তমানে সভায় পাঁচশ্রেণীর কমিটি দেখা যায়—

(1) সমগ্র কক্ষের কমিটি (Committee of the Whole House) ;
(2) স্থায়ী কমিটি (Standing Committees) ;
(3) সিলেক্ট কমিটি (Select Committees) ;
(4) প্রাইভেট বিল কমিটি (Private Bill Committees) ;
(5) উভয় কক্ষের যুগ্ম কমিটি (Joint Committee) ।

ইহাদের মধ্যে শেষের দুটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। প্রাইভেট বিল কমিটি স্থানীয় স্বার্থ বিষয় সংক্রান্ত বিলের আলোচনা করে এবং যুগ্ম কমিটি দুই কক্ষ হইতে সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং এমন সব বিষয় বা বিল লইয়া আলোচনা করে যাহাতে উভয়েরই আগ্রহ আছে। এখন আমরা অন্য তিন শ্রেণীর কমিটি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(1) **সমগ্র কক্ষের কমিটি** :—এই কমিটি সকল সদস্য লইয়া গঠিত। সমগ্র সভা হইতে পার্থক্য এই যে স্পীকারের পরিবর্তে চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি বা তাঁহার অনুপস্থিতে ডেপুটি চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করেন। স্পীকারের ক্ষমতার প্রতীক্ গদাটি (Mace) টেবিলের উপর হইতে নীচে অপসারিত হয়, সভার কার্যপদ্ধতির নিয়মগুলি কিছু শিথিল করা হয়, যেমন কোন প্রস্তাব অন্য একজনের সমর্থনের (seconding) অপেক্ষা রাখে না, একজন সদস্য একই বিষয়ে একাধিকবার বক্তৃতা করিতে পারেন, আলোচনা সংক্ষেপ করিবার পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হয় না। এসবেরই অর্থ হইল যে এখানে সব প্রস্তাব বিধিনিয়মের বেড়াজাল মুক্ত আবহাওয়ায় খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা হইতে পারে। বিভিন্ন রকমের প্রস্তাব এই কমিটিতে আলোচিত হয়। প্রথমতঃ পাবলিক বিল বা কোন সাধারণ সরকারী বিল সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তখন ইহাকে শুধু কমিটি অব্ দি হোল বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ সরকারের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরের প্রস্তাব আলোচনা হয়, তখন ইহাকে বলা হয় কমিটি অব্ দি হোল অন্ সাপ্লাই বা সংক্ষেপে কমিটি অব্ সাপ্লাই (Committee of Supply)। আবার মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের প্রস্তাব যখন আলোচনা করা হয় তখন ইহাকে বলা হয় কমিটি অব্ ওয়েজ এণ্ড মিন্‌স (Committee of Ways and Means)।

(2) **স্থায়ী কমিটি সমূহ** :—অর্থবিল ও প্রভিশন্যাল অর্ডার অনুমোদনের বিল ব্যতীত অন্য সমস্ত পাবলিক বিল সভায় দ্বিতীয় পাঠের পর ইহাদের

মধ্যে যে কোন একটি কমিটির নিকট খুঁটিনাটি আলোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। অবশ্য সভা বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কোন বিল স্থায়ী কমিটির পরিবর্ত্তে সমগ্র কক্ষের কমিটিতে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারে। প্রথমে এই কমিটির সংখ্যা ছিল দুই, পরে চার করা হয় এবং বর্ত্তমানে ছয়টি হইয়াছে। এই কমিটিগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত বিল লইয়া আলোচনা করে না; স্পীকার যদৃচ্ছাক্রমে বিলগুলিকে যে কোন একটি কমিটিতে পাঠান শুধু স্কটিশ ষ্টাণ্ডিং কমিটি ও গ্রাণ্ড কমিটি স্কটল্যাণ্ড সংক্রান্ত বিলগুলি লইয়া আলোচনা করে। অন্য ৪টি কমিটিকে যথাক্রমে এ, বি, সি, ডি নামে অভিহিত করা হয়। এগুলিতে সভার দলগুলি হইতে মোটামুটি ভাবে মোট সভ্যসংখ্যার আনুপাতিক ভাবে বাছাই কমিটি দ্বারা 30 হইতে 50 পর্য্যন্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং যতদিন না সভার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা হয় ততদিন তাঁহারা কাজ করেন। স্পীকার স্থায়ী কমিটিগুলির সভাপতিদের বাছাই কমিটি কর্ত্তৃক গঠিত অন্যূন দশজনের একটি সভাপতি গোষ্ঠীর (Chairmen's panel) মধ্য হইতে মনোনীত করেন। নূতন পার্লামেণ্টের শুরুতে সভা অন্যান্য কমিটি (স্থায়ী ও সিলেক্ট) নির্ব্বাচিত করিবার জন্য 11 জন সদস্যের একটি বাছাই কমিটি (Committee of Selection) গঠন করে। যদিও নামে সভা ইহা গঠন করে আসলে উভয় দলের নেতারা মিলিত হইয়া ইহার সভ্যদের মনোনীত করেন যাহাতে উক্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে সভার দুই বা ততোধিক দলের সভ্যসংখ্যার প্রতিফলন হইতে পারে। স্থায়ী কমিটিগুলির সদস্যদের কোন বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞতার কারণে নির্ব্বাচিত করা হয় না তবে বাছাই কমিটি ইচ্ছা করিলে কোন একটি বিশেষ বিল বা প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য 30/35 জন পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। বিলগুলি কমিটিতে আলোচনার সময়ও ইহাদের চূড়ান্ত রূপ সরকারের মনোমত ভাবেই স্থির হয়। কমিটিতেও সরকারী দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকে এবং বিলের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীই ইহার পরিচালনা করেন, প্রয়োজনবোধে দলীয় শৃঙ্খলার প্রয়োগ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিটি ব্যবস্থার সহিত ব্রিটিশ কমিটি ব্যবস্থার এখানে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। মার্কিন কমিটিগুলিতে সরকারী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও থাকিতে পারে। কোন ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিল পরিচালনা করেন না। কমিটিগুলির মধ্যে বিষয় অনুযায়ী বিল বণ্টিত হয়। প্রত্যেক কমিটিতে উহার এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞরাই সভ্য হন এবং তাঁহারা সাক্ষী তলব করিয়া তথ্য ও

সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন। ফলে কমিটিতে কোন বিলের মৌলিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে যাহা কমন্সসভায় সম্ভব নয়। এখানে বিলের দ্বিতীয় পাঠে বিলের মূলনীতিগুলি গৃহীত হইয়া যায়; কমিটি তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, শুধু খুঁটিনাটি বিষয়ে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। দুই দেশের কমিটিব্যবস্থায় এইসব পার্থক্যের কারণ হইল দুই দেশের সরকারের প্রকৃতির পার্থক্য। ব্রিটেনে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেটেরই সামগ্রিক দায়িত্ব থাকায় শাসনকার্য্যে এবং আইন প্রণয়নে তাহাকেই পূর্ণ কর্তৃত্ব দিতে হয় এবং প্রশাসন ও আইনসভার নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভাজনের নীতি গৃহীত হওয়ায় আইনসভায় শাসন বিভাগের নেতৃত্ব নাই। কংগ্রেসে ক্যাবিনেটের স্থলে স্পীকার ও কমিটিগুলিই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কাজেই সেখানে কমিটিগুলির গঠন, কার্য্যবিধি ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(3) **সিলেক্ট কমিটি :**—এই কমিটিগুলি গঠিত হয় বিশেষ কোন বিল বা কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিয়া সভার নিকট তাহাদের সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য। এই রিপোর্ট সভাকে সঠিক সিদ্ধান্ত লইতে সাহায্য করে। অবশ্য সভা কমিটির রিপোর্ট মানিতে বাধ্য নয়, উহা সুপারিশ মাত্র। কমিটিই নিজ সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। এইসব কমিটির সদস্য কমিটির বিবেচনার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের লইয়া বাছাই কমিটি কর্তৃক গঠিত হয়। সাধারণতঃ 15 জনের অধিক সদস্য থাকে না। কমিটি অভিজ্ঞ সাক্ষীদের ডাকিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করে, নানা তথ্য সংগ্রহ করে, প্রয়োজনীয় নথিপত্র তলব করিতে পারে, এবং উহাদের ভিত্তিতে রিপোর্ট সভার নিকট পেশ করে এবং রিপোর্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিটির সমাপ্তি হয়। কিন্তু কতকগুলি সিলেক্ট কমিটি এক একটি নির্দ্দিষ্ট কাজের জন্য সারা সেসনের জন্য চালু থাকে যেগুলিকে বলা হয় সেসন্যাল সিলেক্ট কমিটি। প্রধান প্রধান সেসন্যাল কমিটি হইল, বাছাই কমিটি (Committee of Selection), সভার বিশেষ সুযোগসুবিধা কমিটি (Privileges Committee), সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি (Committee on Public Accounts), জনসাধারণের আবেদন কমিটি (Committee on Public Petitions), স্থায়ী নিয়ম কমিটি (Standing Orders Committee) পাকশালা ও ভোজনাগার কমিটি (Kitchen & Refreshment Rooms Committee) ইত্যাদি। কোন বিল সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনার পরও স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হয়। সব বিলই

সিলেক্ট কমিটিতে যায় এমন নয়, শুধু যখন কোন বিল সম্বন্ধে বিশেষ তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন হয় যাহা পূর্ণ সভার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় তখনই উহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

(4) **প্রাইভেট বিল কমিটি** (Private Bill Committee): এগুলি বাছাই কমিটি দ্বারা নির্ব্বাচিত 5 জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। এই কমিটি দুই রকমের হয়, বিতর্কিত (opposed) প্রাইভেট বিলের উপর এবং অবিতর্কিত (unopposed) বিলের উপর। ইহার কার্য্যবিধি আধা বিচারবিভাগীয় (quasijudicial) ধরণের হইয়া থাকে। অবিতর্কিত বিলের কমিটি ওয়েজ এণ্ড মিনস্ কমিটির সভাপতি (Chairman of the Committee on Ways and Means), ও সহকারী সভাপতি (Deputy Chairman) এবং বাছাই কমিটি (Committee of Selection) কর্তৃক রচিত একটি নামের তালিকা হইতে বাছিয়া লওয়া চারজন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। বিতর্কিত প্রাইভেট বিল কমিটিগুলি বাছাই কমিটি দ্বারা মনোনীত একজন করিয়া সভাপতি ও তিনজন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত হয়। যেহেতু ইহাদের কার্য্যবিধি অনেকটা দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে নিরপেক্ষ বিচারের মত, সদস্যদের ঘোষণা করিতে হয় যে বিলটি সম্পর্কে তাঁহাদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই।

অবিতর্কিত বিল কমিটির কার্য্যক্রম খুবই সংক্ষিপ্ত ও আনুষ্ঠানিকতা বর্জ্জিত (informal)। ইহারা শুধু লক্ষ রাখে যে সভার স্থায়ী বিধিগুলি (Standing orders) যথাযথ পালিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের অধিকার বিশেষ লঙ্ঘন করা হয় নাই।

বিতর্কিত প্রাইভেট বিল কমিটি অনেকটা সাধারণ কমিটি অপেক্ষা একটি আদালতের মত যেখানে বিলের সমর্থকগণ ও বিরোধীগণের মধ্যে একটা মামলার মত শুনানী হয়। সমর্থকগণকে তাঁহাদের প্রস্তাব যে যুক্তিসহ তাহা প্রমাণ করিতে হয়। বিরোধীপক্ষ উহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করে। উভয় পক্ষই নিজেদের বক্তব্য পেশ করিতে উকীল নিযুক্ত করে। ইহার কর্ম্মপদ্ধতি আদালতেরই অনুরূপ, সাক্ষসাবুদ, জেরা, সওয়াল সবই হয়। কমিটির বিচার্য হইল যে বিলটি জনস্বার্থে প্রয়োজন কি না। কমিটির রায়ে বলা হয় বিলের প্রস্তাবনা (preamble) যাহাতে উহার পক্ষে যুক্তি ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে বা হয় নাই। সিদ্ধান্ত নেতিবাচক হইলে বিলটি নাকচ হয় নচেৎ উহা পূর্ণসভায় রিপোর্ট করা হয়।

(5) **যুগ্ম কমিটি** (Joint Committees) :—ইহারা পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের (লর্ডস ও কমন্স সভা) মিলিত সিলেক্ট কমিটি এবং উভয় কক্ষ হইতে সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হয়। সাধারণতঃ একজন পিয়ার যুগমকমিটির সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইহার প্রচলন হইয়াছে। ইহাদের বিবেচনার বিষয় হইল—(1) রাজনীতিমুক্ত বিল বা অন্যান্য বিষয় যাহাতে উভয় কক্ষ সমান ভাবেই আগ্রহী ও (2) গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন সম্বলিত প্রাইভেট বিল সমূহ।

যুগ্ম কমিটির দুই কক্ষের সদস্যবিশিষ্ট দুটি অংশ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে নিজ নিজ কক্ষে রিপোর্ট পেশ করিয়া থাকে যাহা পূর্ণকক্ষে পৃথক্‌ভাবে বিবেচিত হয়।

পার্লামেণ্টের এক একটি অধিবেশনকালস্থায়ী (sessional) যুগ্ম কমিটি উভয় কক্ষ হইতে 7 জন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত হয়। Con-solidation and Statute law Revision Bills অর্থাৎ যে সব বিলের দ্বারা বর্ত্তমান লিখিত আইনগুলির সংস্কার সাধন হয় বা কয়েকটী আইন মিলাইয়া নতুন একটি বিল রচিত এধরণের বিলগুলি এই যুগ্ম কমিটি বিবেচনা করে। সাধারণতঃ লর্ড চ্যান্সেলার আইন কমিশনের (Law Commission) সুপারিশক্রমে এধরণের বিল পার্লামেন্ট পেশ করিলে উহা এই যুগ্ম কমিটিতে আসে।

কমন্সসভার অধিবেশন :

সাধারণ নির্ব্বাচনের পর যত শীঘ্র সম্ভব কমন্সসভা আহুত হয়। দুই কক্ষই একই সঙ্গে বসিয়া থাকে, অবশ্য সপ্তাহান্তে বা ছুটির দিনে অধিবেশন মুলতুবী (adjournment) থাকে। মুলতুবীর অর্থ সাময়িক বিরতি এবং ইহা কক্ষগুলি নিজেদের সুবিধামত স্থির করে। কক্ষের সভাপতি নির্দ্দেশ দেন। অধিবেশনের সমাপ্তি (prorogation) ঘোষণা করার অধিকার কিন্তু রাজার, অবশ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শে। উহা দুই কক্ষেরই এক সঙ্গে হইয়া থাকে। অধিবেশনের সমাপ্তির সঙ্গে সভার অপেক্ষমান কর্ম্ম সূচীও বাতিল হইয়া যায়, কোন বিল অসমাপ্ত থাকিলে উহা পরের অধিবেশনে নূতন করিয়া আনিতে হয়। মুলতুবী হইলে তাহা হয় না, কার্য্য সূচী অব্যাহত থাকে। আবার পার্লামেন্টের পরিসমাপ্তির (dissolution) অর্থ হইল সভারই বিলুপ্তি এবং ইহার ফলে বর্ত্তমান সদস্যদের কার্য্য-

কাল শেষ হইয়া যায় এবং নূতন সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য রাজা সাধারণ নির্ব্বাচনের নির্দ্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অথবা সভার পাঁচ বছরের মেয়াদের শেষে। তখন কমন্সসভাই পুনর্গঠিত হয়, লর্ডসভা কিন্তু বহাল থাকে। অধিবেশনের সমাপ্তিতে (prorogation) কিন্তু সদস্যদের কার্য্যকাল শেষ হয় না, শুধু কর্ম্মসূচি নূতন করিয়া স্থির হয়। মধ্যে মধ্যে যেমন খ্রীষ্টমাস, ইষ্টার ইত্যাদি উপলক্ষে সাময়িক বিরতি ছাড়া সারা বৎসরই দুই কক্ষের কার্য্য চলিতে থাকে। কমন্সসভার স্থায়ী নিয়মানুসারে (standing order) সোমবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিদিন 2-45 মিঃ সময়ে কাজ শুরু হয় এবং রাত্রি 10টায় শেষ হয় ও শুক্রবার বেলা 11টায় কাজ শুরু হয় ও বিকাল 4টায় শেষ হয়। শনিবার সাধারণতঃ অধিবেশন হয় না বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া। তবে কাজের চাপ থাকিলে অনেক সময় সারা রাত্রিও কাজ চলে। সোমবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত 2-30 হইতে 2-45 পর্যন্ত বেসরকারী কর্ম্মসূচি আলোচিত হয়; তারপর 3-30 পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর চলে। যদি কেহ কোন জরুরী জনস্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চান তবে এই সময় তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয় এবং অনুমতি পাইলে রাত্রি 7টার সময় উহার আলোচনা নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহার পর সরকারী কর্ম্মসূচি গৃহীত হয় এবং মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনা বা কোন বিতর্কিত বেসরকারী কার্য্যক্রম থাকিলে তাহা 7টার সময় গৃহীত হয় এবং উহার শেষে আবার সরকারী কর্ম্মসূচি অনুসৃত হয়।

Suggested Readings

H. Finer : "Governments of Greater European Powers," Chs. V & VIII.

Do "The Theory and Practice of Modern Government", Ch. XX & XXI.

H. Morrison : Op. cit. Chs. VI VIII & X.

H. J. Laski : "Parliamentary Government in England", Ch. IV.

H. R. G. Greaves : "The British Constitution," (1962) Ch. II.

Munro & Ayearst : Op. cit. Chs. IX & XI.

Ogg & Zink : Op. cit, Chs. XII & XIII.

G. Campion : "An Introduction to the Procedure of the House of Commons" (1958), Chs. I. III & VII.

E. Taylor : "The House of Commons at Work" (1963), Chs. IV—VII.

Harvey & Bather : Op. cit, Chs. V, VI & VIII.

অষ্টম অধ্যায়

আইন বিভাগ (৩) কমন্সসভা ঃ ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী

[Legislature (3) House of Commons : Powers and Functions]

কমন্সসভার কার্য্যাবলী :

এতক্ষণ কমন্সসভা মোটামুটি কিভাবে কাজ করে আলোচনা করিয়াছি। এখন ইহার প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি কি এবং কিভাবে সেগুলি সভায় সম্পন্ন হয় সে সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা প্রয়োজন। কমন্সসভার প্রধান কার্য্য তিনটি বলা চলে—(1) আইন প্রণয়ন, (2) ব্যয় বরাদ্দ ও অর্থমঞ্জুরী, (3) নানা বিষয়ে আলোচনা ও সরকারের সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ।

পার্লামেণ্টের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি পূর্ব্বে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা একমাত্র রাজারই ছিল, পার্লামেণ্ট শুধু আইনের জন্য আবেদন রাখিতে পারিত, রাজা ইচ্ছামত তাহা পূরণ করিতেও পারিতেন বা নাও পারিতেন। ক্রমে ক্রমে পার্লামেণ্টের দুইটি কক্ষ কিভাবে আইনসভায় পরিণত হইল তাহাও দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে আইনের প্রস্তাব কোন একটি কক্ষে বিল হিসাবে উত্থাপিত হইয়া দুই কক্ষে বিভিন্ন ধাপে আলোচিত এবং শেষে গৃহীত হইয়া রাজার সম্মতি লাভের জন্য প্রেরিত হয়। অবশ্য তত্ত্বের দিক হইতে এখনও রাজাই আইনের উৎস। প্রত্যেক আইনের উদ্বোধনী ধারাটির বয়ান অনুধাবন করিলে তাহা প্রকট হইবে। ধারাটি এইরূপ : "Be it enacted by the King's most excellent Majesty, by and advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal and Commons....", অর্থাৎ "ধর্ম্মীয় ও অন্যান্য লর্ডগণ ও জনসাধারণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে মহামহিম রাজার দ্বারা ইহা আইন বলিয়া গৃহীত হউক ইত্যাদি"। পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন কার্য্য রাজার নিকট আবেদন পেশ করার অভ্যাস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলা যায়। ইহার অর্থসংক্রান্ত কার্য্য কিন্তু আদি হইতেই আছে, রাজার ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরী করার প্রথাতেই ইহা প্রকট। পরে ঐ প্রসঙ্গে নাগরিকদের নানাবিধ অভাব অভিযোগের নিরসণের জন্য রাজার নিকট আবেদন করা প্রথার উৎপত্তি হয়। সুতরাং

আইন প্রণয়ন ও অর্থমঞ্জুরী পার্লামেণ্টের এই দুইটি কার্য্য পুরাতন হইলেও সভার তৃতীয় কার্য্যটিই বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সাম্প্রতিক সময়ে ঐ দুইটি কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব আসলে ক্যাবিনেটের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে, এখন কমন্সসভার প্রধান কার্য্য দাঁড়াইয়াছে আলোচনা ও সরকারের সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ।

আইন প্রনয়ণ পদ্ধতি :

আইন প্রণয়ন কিন্তু পার্লামেণ্টের কোন একটি কক্ষ এককভাবে করিতে পারে না, ইহাতে দুইটি কক্ষ এবং রাজাকে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। দুই কক্ষেই একরূপই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, খসড়া আইন বা বিল পরপর তিনবার পাঠ হয় এবং দ্বিতীয় পাঠের পর কমিটিতে আলোচিত হয়। দুইটি কক্ষে পাশ হইবার পর রাজার সম্মতির জন্য প্রেরিত হয় এবং রাজার সম্মতি লাভ করিলে উহা এ্যাক্টে (আইন) পরিণত হয় এবং ষ্ট্যাটিউট বুকে (পাশ করা আইনের গ্রন্থমালা) স্থান পায়। সাধারণতঃ বিল যে কোন কক্ষে সূত্রপাত করা যায়। তবে অর্থবিল শুধু কমন্স-সভাতেই শুরু হইতে পারে যেমন বিচারবিভাগ সংক্রান্ত বিল লর্ডসভায় শুরু হয়। প্রতিটি কক্ষেই বিল বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। এই ধাপগুলি বর্ণনা করার পূর্ব্বে বিলের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। নিম্নে প্রদত্ত ছকটিতে এই শ্রেণীবিভাগ দেখান যাইতে পারে।

বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিলগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—পাবলিক বিল যেগুলি জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় লইয়া প্রণীত এবং প্রাইভেট বিল যাহা কোন স্থানীয় বা বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় লইয়া, যেমন কোন বিশেষ সংস্থা (corporation) বা সম্প্রদায় বা কোন অঞ্চলের উন্নয়ন উদ্দেশ্যে প্রণীত। পাবলিক বিল দুই প্রকারের—ইহাদের অধিকাংশই সরকারী বিল যাহা কোন মন্ত্রী কমন্সসভায় উত্থাপন করেন এবং পরিচালনা করেন। অল্পসংখ্যক পাবলিক বিল্ বেসরকারী সদস্য অর্থাৎ মন্ত্রিসভার

সদস্য নন এমন সদস্য সভায় উত্থাপন করেন। এরূপ বিলের সঙ্গে মন্ত্রিসভার ভাগ্য জড়িত নয়। যদিও সরকারী দলের সমর্থন, অন্ততঃ বিরোধিতার অভাব ছাড়া এই শ্রেণীর বিলের পাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। সরকারী বিল আবার দুই শ্রেণীতে পড়ে—অর্থসংক্রান্ত ও অর্থসংক্রান্ত নয় এমন। ইহাদের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য আছে।

পাবলিক বিল (সরকারী বা বেসরকারী) ও প্রাইভেট বিলের সভায় পরিক্রমা ভিন্ন ধরনের, সুতরাং পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

পাবলিক বিল পাশ করার পদ্ধতি :

যে কোন সরকারী পাবলিক বিল প্রতি কক্ষে পাঁচটি ধাপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। সভায় উথাপিত হইবার পূর্ব্বে উহার সূত্রপাত হয় ক্যাবিনেটে বিল সম্বন্ধে কোন মন্ত্রীর প্রস্তাব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে। প্রস্তাব গৃহীত হইলে উহার আইনের আকারে খসড়া রচনার জন্য অর্থ দপ্তরের পার্লামেণ্টারি কাউন্‌সেলের অফিসে প্রেরিত হয়। দক্ষ আইনজ্ঞগণ ক্যাবিনেটের প্রস্তাব অনুযায়ী বিলের খসড়া রচনা করেন। তখন বিলটি লইয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সহিত আলোচনার পর আবার ক্যাবিনেটে আলোচিত হয় এবং ক্যাবিনেট উহা অনুমোদন করিলে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উহা কমন্সসভায় উপস্থাপিত করেন। ইহার পর সভায় উহা পাঁচটি পর্য্যায়ে অগ্রসর হয়ঃ (1) প্রথম পাঠ, (3) দ্বিতীয় পাঠ, (3) কমিটি পর্যায়, (4) রিপোর্ট পর্যায়, (5) তৃতীয় পাঠ।

প্রথম পাঠ :—বিল উথাপন করিবার পূর্ব্বে সদস্যকে নোটিশ দিতে হয়। স্পীকার নির্দ্দিষ্ট দিনে বিল উত্থাপন করিতে বলিলে ক্লার্ক বিলটির নাম পাঠ করেন। ইহাকে প্রথম পাঠ বলা হয়। কখনও কখনও এই সময় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিলটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। এই পর্যায়ে কোন আলোচনা হয় না। ইহার পর বিলটি ছাপা হয় এবং সদস্যদের মধ্যে মুদ্রিত বিলটির কপি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পাঠ :—এই পর্যায়েই প্রথম বিলটির উপর আলোচনা হয়। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রস্তাব করেন 'বিলটির দ্বিতীয় পাঠ হউক" ও বিলটির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। ইহার পর সাধারণতঃ বিরোধীপক্ষের কোন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব আনিয়া বক্তৃতা করেন। অনেক সময় ইহার উদ্দেশ্য হয় বিলটির আকার আমূল পরিবর্ত্তন করার অথবা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী করার জন্য।

এই প্রস্তাবের উপর বিতর্ক শুরু হয়। এই পর্যায়ে বিতর্ক বিলটির মূল নীতিতেই আবদ্ধ থাকে, খুঁটিনাটি বা ধারাগত আলোচনা হয় না। এই পর্যায়ে মূলনীতির ভিত্তিতেই বিলটির ভাগ্য নির্দ্ধারণ হয়। সংশোধনী প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করা হইলে যদি সরকার পক্ষ পরাজিত হয় তবে ক্যাবিনেটের পতন হয়। অবশ্য ক্যাবিনেটের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকায় তাহা ঘটে না এবং দ্বিতীয় পাঠ গৃহীত হয়। যদিও বিলটির উপর বিশদ আলোচনা পরের পর্যায়েই হইয়া থাকে দ্বিতীয় পাঠও কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই পর্যায়েই বিলটি নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হয় এবং ইহার মূল নীতিগুলি গৃহীত না হইলে বিলের অগ্রগতির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বেসরকারী বিল অনেক সময়ই এই পর্য্যায়ে বাধার সম্মুখীন হইয়া পরিত্যক্ত হয়। বিলের দ্বিতীয় পাঠের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অর্থ হইল প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন সাপেক্ষে সভা বিলটি গ্রহণ করিতে সম্মত।

কমিটি পর্যায়ঃ—কোন বিল দ্বিতীয় পাঠ গৃহীত হইবার পর সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থায়ী কমিটিগুলির মধ্যে যে কোন একটিতে প্রেরিত হয় যদি না উহাকে সমগ্র সভার কমিটি (Committee of the Whole House) বা সিলেক্ট কমিটি বা উভয় কক্ষের যুগ্ম কমিটিতে প্রেরণ করিবার কোন সদস্যের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। পূর্ব্বে এই পর্যায়ে পাবলিক বিলগুলি সমগ্র কক্ষের কমিটিতেই প্রেরিত হইত, কিন্তু 1907 সনের পর হইতে সাধারণতঃ বিলটি ধারাওয়ারি বিশদ আলোচনার জন্য কোন একটি স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হয়। যদি সভায় কোন বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় তবুও সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনার পর উহার রিপোর্ট সহ বিলটি আবার স্থায়ী কমিটিতে খুঁটিনাটি আলোচনার জন্য আসে। এক্ষেত্রে শুধু বিলের পরিক্রমায় একটি অতিরিক্ত পর্যায় সংযোজন হয় মাত্র। কমিটিতে বিলের প্রত্যেকটি ধারা আলোচিত হয় এবং পরিবর্ত্তন সহ বা ব্যতীত গৃহীত বা বর্জিত হয় ভোটের মাধ্যমে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কমিটিতেও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সরকারী বিলের পরিচালনা করেন এবং যাহাতে বিলটিতে সরকারী নীতির বিরোধী কোন পরিবর্ত্তন না হয় তাহা দেখেন এবং বেসরকারী বিলেও যাহাতে অনভিপ্রেত কোন পরিবর্ত্তন সাধন না হয় সে বিষয়ে লক্ষ রাখেন। কমিটিতে আলোচনা পূর্ণসভা অপেক্ষা অনেকটা বিধি-নিষেধ মুক্ত হয়। সদস্যগণ একাধিকবার একই প্রশ্নের উপর বিতর্কে অংশগ্রহণ করিতে পারেন। তবে এমন কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন

করা যায় না যাহা বিলটির উদ্দেশ্য বা মূলনীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয় বা যাহা কমিটিতে পূর্ব্বেই গৃহীত হইয়াছে তাহার বিরোধী।

রিপোর্ট পর্যায়ঃ—কমিটি হইতে বিলটি আবার সভার পূর্ণ অধিবেশনে বিবেচনার জন্য ফিরিয়া আসে। উদ্দেশ্য হইল কমিটিতে বিলটির যদি কোন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তবে তাহার সমীক্ষা করা। যদি অবশ্য সমগ্র কক্ষের কমিটিতে বিবেচিত হইয়া থাকে তবে ইহা আনুষ্ঠানিক মাত্র। স্থায়ী কমিটিতে বিবেচিত হইয়া থাকিলে এই পর্যায়ে নূতন সংশোধন উত্থাপনের সুযোগ থাকে এবং অনেক সময় সরকারী বিলের উপর সরকার নূতন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে যাহা হয়তো আগে করার সুযোগ হয় নাই অথবা যাহা কমিটিতে উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক হয় নাই। তবে এই পর্যায়ে কদাচিৎ বিলে কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন হয় অথবা বিল পরিত্যক্ত হয়।

তৃতীয় পাঠঃ—ইহার পর হয় বিলের তৃতীয় পাঠ যাহা একটি কক্ষে উহার শেষ পর্যায়। এই পর্যায়ে বিলের উপর কার্য্যক্রম অনেকটা দ্বিতীয় পাঠেরই সামিল। এখন বিশদ আলোচনার অবকাশ থাকে না। মূলনীতির উপরই আলোচনা চলে। বিলের ভাষার সামান্য পরিবর্ত্তন সাধন করিবার জন্য প্রস্তাব আনা চলে। এই পর্যায়ের তাৎপর্য হইল বিলটি সভায় নীতিগতভাবে গৃহীত হওয়ার পর কমিটিতে খুঁটিনাটি আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্ত্তন বা পরিমার্জ্জনগুলি সভায় সমীক্ষা করার পর সভাকে একবার শেষবারের মত উহার চূড়ান্ত রূপটি পরীক্ষা করার সুযোগ দেওয়া। "বিলের তৃতীয় পাঠ হউক" এই প্রস্তাবের উপর আলোচনার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে বিলটি প্রথম কক্ষে পাশ হইল বলিয়া ধরা হয়।

ইহার পর বিলটি অন্য কক্ষে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়। অর্থ-বিল ছাড়া অন্য বিল যে কোন কক্ষে প্রথম উত্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং এক কক্ষে পাশ হইবার পর অন্য কক্ষে পাশের জন্য প্রেরিত হয়। সেখানেও অনুরূপ প্রণালীতেই বিলটি পাশ হইয়া থাকে। শুধু লর্ডসভায় সময়াভাব না থাকায় আলোচনা অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে চলে। লর্ডসভার কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আগেই বলা হইয়াছে। যদি অন্য কক্ষটিতে বিলে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তবে যে কক্ষে বিলটি প্রথম পাশ হইয়াছে সেখানে উহা প্রেরিত হয় এবং এই কক্ষ পরিবর্ত্তনগুলি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে বিলটি রাজা বা রাণীর সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়

এবং সম্মতি দিলে উহা আইনে পরিণত হয়। কিন্তু পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দুই কক্ষে মতবিরোধ হইলে দুই কক্ষের মধ্যে লিখিত মত বিনিময়ের মাধ্যমে অথবা উভয় কক্ষের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের (যাঁহাদের "ম্যানেজার" বলা হয়) সম্মেলনে মীমাংসার চেষ্টা হয়। সম্মেলনে কমন্সসভার ম্যানেজারের সংখ্যা লর্ডসভার দ্বিগুণ হয়। সে চেষ্টা যদি ফলপ্রসূ না হয় তবে হয় বিলটি বিনষ্ট হয় অথবা কমন্সসভা 1911 সনের পার্লামেণ্ট আইনের ধারা অনুসারে লর্ডসভার সম্মতি ব্যতিরেকেই বিলটি রাজার অনুমতি সাপেক্ষে পাশ করাইয়া লয়।

বেসরকারী পাবলিক বিল :

এতক্ষণ আমরা সরকারী পাবলিক বিল পাশ করার পদ্ধতি লইয়া আলোচনা করিয়াছি। বেসরকারী পাবলিক বিল পাশের পদ্ধতি মোটামুটি অনুরূপ হইলেও ইহাদের ক্ষেত্রে কতকগুলি অসুবিধা ও বাধা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ বেসরকারী সদস্যরা ইচ্ছা করিলেই বিল উত্থাপন করিতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের বিল একমাত্র শুক্রবারে উত্থাপিত হইতে পারে বলিয়া সদস্যরা অধিবেশনের পূর্ব্বে যেসব বিল উত্থাপনের নোটিশ দেন সবগুলি কার্য্যতঃ উত্থাপন করিবার সুযোগ হয় না। তাহার মধ্যে কোনগুলি অগ্রাধিকার পাইবে তাহা লটারি করিয়া ঠিক হয়। ভাগ্যবান কয়েকজন মাত্র তাঁহাদের বিল উত্থাপন করিবার সুযোগ পান। আর একটি প্রণালীর মাধ্যমেও কোন্ বিল উত্থাপন হইবে স্থির হয়। ইহাতে বিলের উদ্যোক্তাকে বিলের পক্ষে বক্তৃতা করিতে দশ মিনিট সময় দেওয়া হয়। তাহার পর বিলটির বিরোধী কোন সদস্যকে বক্তৃতা করিতে একই সময় দেওয়া হয়; ইহার পর স্পীকার বিলটি উত্থাপনের প্রস্তাব সভার ভোটে দেন। প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইলে তবে উত্থাপিত হইতে পারে, নতুবা নাকচ হইয়া যায়। কিন্তু বিলটি উত্থাপিত হইবার সুযোগ পাইলেও উহা সকল পর্যায় অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা খুবই সীমিত। কেননা একটি সেসনে মাত্র 10 দিন সময় বেসরকারী বিলগুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। সুতরাং সভায় বিলের পক্ষে পর্যাপ্ত সমর্থন না থাকিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়া বিল পাশ হওয়া খুবই দুরূহ। বিশেষ করিয়া সরকারের সমর্থন বা অন্ততঃ আপত্তির অভাব না থাকিলে কোন বেসরকারী বিল পাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এছাড়া বেসরকারী বিলের খসড়া প্রনয়ণ ব্যাপারে বেসরকারী সদস্যের যথেষ্ট অসুবিধা এবং খসড়া ঠিকমত রচিত না হইলে বিল

পাশ হওয়া দুষ্কর। এইসব বাধার কথা বাদ দিলে সরকারী ও বেসরকারী বিলের সভায় পরিক্রমার পদ্ধতিগত প্রভেদ কিছু নাই।

অর্থসংক্রান্ত বিল পাশ পদ্ধতি :

কমন্সসভার অর্থসংক্রান্ত কার্য্যক্রম :—আমরা সাধারণভাবে সরকারী পাবলিক বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যেগুলি অর্থ-সংক্রান্ত সেগুলি পাশ করিতে কিছু পদ্ধতিগত বিশেষত্ব আছে। যদিও এই বিশেষত্বগুলি বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশে দুইপ্রকার বিলের পদ্ধতিই অনুরূপ।

সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই একটি নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে কোন কর বা ঋণ বা ব্যয়বরাদ্দ জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মতি ব্যতিরেকে বৈধ হয় না এবং এই মঞ্জুরী পার্লামেণ্টের আইনের মাধ্যমেই দেওয়া হইয়া থাকে। যেহেতু অধিকাংশ আইনই বা তাহাদের রূপায়ণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থব্যয় বা অর্থ আদায়ের সহিত জড়িত, অর্থসংক্রান্ত আইন পার্লামেণ্টের কার্য্যক্রমের ও সময়ের সিংহভাগ অধিকার করে এবং যেহেতু এই ক্ষেত্রে কমন্সসভার প্রাধান্য বহুদিন যাবৎ স্বীকৃত হইয়াছে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে এই সভাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই কমন্সসভার মুখ্য কার্য্য বলা চলে। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে দেখা যাইবে কমন্স-সভার অর্থসংক্রান্ত কার্য্য শুধু অর্থ আদায়, ব্যয় মঞ্জুরী সংক্রান্ত নয় সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও সরকারী কার্য্যে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা কমন্সসভার মঞ্জুরী অনুযায়ী হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করাও ইহার আওতায় পড়ে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিরপেক্ষ দুইটি সংস্থা কার্য্যকরী—সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি (Public Accounts committee) ও কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল (Comptroller and Auditor-General)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সরকারী রাজস্ব আদায় ও ব্যয় পার্লামেণ্টের আইন সাপেক্ষ। এই আইনগুলি পাশ করিবার পদ্ধতিও অন্যান্য সরকারী পাবলিক বিলেরই অনুরূপ। কিন্তু পার্লামেণ্টে অর্থবিল রূপে উপস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে দীর্ঘ প্রস্তুতি পর্ব্ব আছে। এই প্রসঙ্গে দুইটি প্রচলিত বিধির উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ অর্থসংক্রান্ত যে কোন প্রস্তাব শুধু কমন্সসভাতেই প্রথম উপস্থাপিত হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ এরূপ প্রস্তাবগুলি রাজার সুপারিশ ছাড়া উত্থাপিত হইতে পারে না। এখানে রাজা বলিতে কার্য্যতঃ সরকার বা মন্ত্রিসভাকেই বোঝায়। অর্থাৎ

অর্থবিষয়ক সকল প্রস্তাবে ক্যাবিনেটকেই অগ্রণীর ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে এবং 1911 সনের পার্লামেণ্ট আইনে এবিষয়ে একচ্ছত্র ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। ক্যাবিনেটের নেতৃত্বে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে কমন্সসভাই সবকিছু চূড়ান্ত ব্যবস্থার অধিকারী এবং এক্ষেত্রে সকল উদ্যোগ ও দায়িত্বও সম্পর্ণ ক্যাবিনেটেই পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীভূত।

ব্রিটেনে সরকারী অর্থসংক্রান্ত পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(1) রাজা পার্লামেণ্টের সম্মতি ছাড়া মন্ত্রীদের মাধ্যমে করধার্য্য বা ঋণ দ্বারা রাজস্ব আদায় করিতে পারেন না বা সরকারী তহবিল হইতে অর্থব্যয়ও করিতে পারেন না ;

(2) অর্থ আদায় বা ব্যয়ের মঞ্জুরী করার ক্ষমতা একমাত্র কমন্স-সভাতেই ন্যস্ত ;

(3) অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা সরকারেই ন্যস্ত ;

(4) কমন্সসভা কোন মন্ত্রী মারফৎ রাজার সুপারিশ ব্যতিরেকে কোন খাতে ব্যয় মঞ্জুরী বা করধার্য্য করিতে পারে না।

পার্লামেণ্টের অর্থসংক্রান্ত সমূহ কর্ম্মকাণ্ডকে মুখ্যতঃ দুইটি প্রক্রিয়ায় ফেলা যায়—একটি হইল সরকারী সংবদ্ধ তহবিলে (Consolidated Fund) অর্থ আহরণের প্রক্রিয়া, অন্যটি হইল উহা হইতে অর্থ নিষ্ক্রমণের প্রক্রিয়া। এইগুলির বিস্তারিত বিবরণের পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত কতকগুলি বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

(1) **অর্থদপ্তর** (Treasury) :—এই দপ্তরটিকে অর্থবিষয়ক সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়। সরকারী আয়ব্যয়ের সামগ্রিক পরিচালনার ভার ইহারই উপর বর্ত্তায়।

(2) **সরকারী সংবদ্ধ তহবিল** (Consolidated Fund) :—ব্রিটেনের অর্থব্যবস্থায় ইহাকে যাবৎ আয়ব্যয়ের উৎস বলা যায়। সকল কর বা ঋণ হইতে আদায়ীকৃত অর্থ এই তহবিলেই জমা পড়ে এবং সকল খাতেই ব্যয়ের জন্য এই তহবিল হইতেই অর্থ মঞ্জুরীমত ছাড়া হয়। সংবদ্ধ তহবিল বা কনসলিডেটেড ফাণ্ডের বাস্তব অস্তিত্ব কিছু নাই। ইহা ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের সরকারী একটা এ্যাকাউণ্ট মাত্র যাহাতে সরকারী সব রাজস্ব জমা পড়ে আবার সরকারের সব প্রয়োজনে পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী আইনের বলে সকল ব্যয়ের জন্য অর্থ তোলা হয়।

(3) **আর্থিক বৎসর** :—ব্রিটেনে বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব নিকাশ 1লা এপ্রিল হইতে 31শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ধরা হয়, জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বরের পরিবর্ত্তে। কোন খাতে ব্যয়বরাদ্দ বা করধার্য্য এই সময়ের জন্য মঞ্জুরী করা হয়। বর্ষশেষে আবার নূতন মঞ্জুরী ছাড়া কর আদায় বা ব্যয় করা যায় না। যদি কোন খাতে মঞ্জুরী করা অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় না হয় উদ্বৃত্ত অর্থ পরের আর্থিক বছরে খরচ করা যায় না। উহা তহবিলে ফিরিয়া যায় (lapse)।

(4) **রাজস্ব ও ব্যয়বরাদ্দের শ্রেণীবিভাগ** :—তবে আর এক শ্রেণীর সরকারী রাজস্ব ও ব্যয় আছে যাহা স্থায়ী আইনের দ্বারা মঞ্জুরী প্রদত্ত। সেই আইন যতদিন পর্যন্ত না সংশোধিত হয় ততদিন পর্যন্ত ঐ করগুলি বা আইনে তালিকাভুক্ত ব্যয়খাতগুলিতে নির্দ্দিষ্ট হারে রাজস্ব আদায় বা ব্যয় করা চলে। এইগুলিকে বলা হয় স্থায়ী সরকারী আয় ব্যয়। যেমন শুল্ক বা আবগারি ইত্যাদি খাতে আদায়ের হার দীর্ঘস্থায়ী আইনে স্থির হয়, মোট সরকারী রাজস্বের শতকরা প্রায় 60 ভাগ এইসব খাত হইতে আসে। কিন্তু আয়কর, চা শুল্ক প্রভৃতির হার প্রতি বৎসর নূতন আইনে স্থির করা হয়। অনুরূপভাবে কতকগুলি খাতে ব্যয়, যেমন রাজপরিবারের ভাতা (Civil list), বিচারকদের বেতনাদি, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের বেতনাদি স্থায়ী আইনে স্থির করা হয়। ইহাদিগকে বলা হয় কনসলিডেটেড ফাণ্ড সার্ভিসেস্ (Consolidated Fund Services)। মোট সরকারী ব্যয়ের প্রায় একতৃতীয়াংশ এইসব খাতে পড়ে। অন্যসব খাতে ব্যয়গুলি যেমন সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, সিভিলসার্ভিস প্রভৃতির জন্য ব্যয়বরাদ্দ প্রতি বৎসর নূতন আইন দ্বারা মঞ্জুরী করা হয়। ইহাদের বলা হয় সাপ্লাই সার্ভিস (Supply Services)।

(5) **"ভোট"** :—এক একটি বিভাগের ব্যয়ের আনুমানিক ব্যয়ের অঙ্ক আবার বিভিন্ন স্তরে ও শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয় যেমন হেড (head), তার নীচে সাবহেড ও তার নীচে আইটেম (item)। কতকগুলি সাবহেড ও আইটেমে বিন্যস্ত একটি হেডে মোট খরচ মঞ্জুরীর জন্য স্বতন্ত্রভাবে কমন্সসভায় ভোট নেওয়া হয় সেজন্য ইহাদের 'ভোট' বলিয়া অভিহিত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সৈন্যবাহিনীর জন্য সামগ্রিক আনুমানিক ব্যয়কে 15টি খাতে (head) ভাগ করিয়া, এক একটি খাতে স্বতন্ত্র ভোট গ্রহণ করা হয় এবং ভোটের পূর্ব্বে প্রত্যেকটির উপর

বিতর্ক ও আলোচনা হয় যখন সদস্যরা উহার অন্তর্গত যে কোন ব্যাপারে সমালোচনা বা অভিযোগ প্রকাশ করিতে পারেন, যদিও বিরূপ সমালোচনা করিলেও অধিকাংশ সদস্যই বিরুদ্ধে ভোট দেন না।

(6) **বাজেট** :—বাজেট বলিতে বোঝায় সরকারের প্রণীত আগামী অর্থ বৎসরের আনুমানিক সরকারী আয়ব্যয়ের একটা খসড়া পরিলেখ। সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক কার্য্য হইল ইহার রচনা, বিবেচনা এবং পার্লামেণ্টে অনুমোদন করান। অবশ্য পার্লামেণ্ট বলিতে এখানে কমন্সসভাই বোঝায় কেননা অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ডসভার বর্ত্তমানে কিছুই করণীয় নাই ; অর্থব্যবস্থার উপর কর্তৃত্বই হইল পার্লামেণ্টের প্রাধান্যের মূল কারণ। সেজন্য এই কর্তৃত্ব সম্পর্কে পার্লামেণ্ট সদা জাগ্রত। সারা বৎসরে সরকারী বিবিধ কার্যের জন্য কত অর্থ প্রয়োজন এবং সেই অর্থ জনসাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ভাবে সংগ্রহ করা যায় এটা সরকার স্থির করেন। তাহার পর প্রস্তাবগুলি পার্লামেণ্টের নিকট উপস্থাপিত হয় অনুমোদনের জন্য ; এই অনুমোদন পার্লামেণ্ট দুইটি আইনের মাধ্যমে প্রদান করে, এই অনুমোদন ব্যতীত কোন সরকারী দপ্তরের পক্ষে অর্থ আদায় করা বা ব্যয় করা বেআইনী হইবে। ইহার মধ্যে একটি আইনকে বলা হয় "ব্যয় মঞ্জুরী আইন" (Appropriation Act) যাহাতে সকল সরকারী বিভাগকে সরকারী কার্য্যে ব্যয়ের অধিকার দেওয়া হয়, অপরটি হইল "অর্থাগম মঞ্জুরী আইন" (Finance Act)। বাজেট সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে সরকার ও পার্লামেণ্টের যুগ্ম প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হইল এই দুইটি আইন। এখন আমরা এই প্রক্রিয়াগুলির বিস্তারিত বর্ণনা করিব।

আর্থিক বৎসর শুরু হয় 1লা এপ্রিল। তাহার পূর্ব্বেই বাজেটের চূড়ান্তরূপ স্থির হওয়া এবং তাহার অন্তর্নিহিত অন্ততঃ কতকগুলি প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন হয়। বাজেট রচনার কার্য্যকলাপে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে অর্থদপ্তর বা Treasury। যদিও এই দপ্তরের পরিচালক সমিতি হইল একটি বোর্ড যাহার সদস্য হইলেন ট্রেজারির প্রথম লর্ড যিনি আবার প্রধানমন্ত্রীও, অর্থমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর অব্ দ্য এক্সচেকর, কয়েকজন জুনিয়র ট্রেজারি লর্ড, যাঁহারা সকলেই কমন্সসভার সদস্য ও মন্ত্রী, এছাড়া থাকেন একজন অর্থসচিব ও একজন পার্লামেণ্টারি সচিব। ইহার আসল কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন চ্যান্সেলর অব্ দ্য এক্সচেকর বা অর্থমন্ত্রী। তিনিই এই বিভাগের সমূহ কার্য্য পরিচালনা করেন একজন

স্থায়ী সচিবের সাহায্যে যিনি আবার সিভিল সার্ভিসের অধ্যক্ষ, কিন্তু তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য বা মন্ত্রী নন। সমগ্র বোর্ড হিসাবে বোর্ড কদাচিৎ বসে বা ইহার কোন যৌথ দায়িত্বও নাই, যদিও ইহার সভ্যরা সকলেই মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। কার্য্যতঃ চ্যান্সেলরকেই ট্রেজারি বোর্ড বলা যায় যাঁহাকে ঘিরিয়া সমগ্র অর্থব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়।

পার্লামেণ্টের আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুত্রপাত হয় আগামী অর্থবৎসরের আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব প্রণয়নে। প্রতি বছর অক্টোবর মাস নাগাদ অর্থদপ্তর সকল বিভাগকে আগামী অর্থবৎসরে তাহাদের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে একটি সার্কুলার পাঠায়। প্রত্যেক বিভাগ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ছকে বিভিন্ন খাতে বিস্তৃতভাবে আর্থিক প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া কাগজপত্র প্রস্তুত করে। যদি কোন খাতে আগের বৎসর অপেক্ষা অধিক অর্থ প্রয়োজন হয় তাহার কারণও ব্যাখ্যা করা হয়। একটা নিয়ম আছে যদি কোন বিভাগ কোন খাতে ব্যয়বৃদ্ধি করিতে চায় তবে পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তাবটি অর্থমন্ত্রীর গোচরে আনিতে হয় এবং উহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁহাকে বুঝাইয়া তাঁহার সম্মতি নিতে হয়, নতুবা বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নিকট যায় এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া হয়, কখনও কখনও বিষয়টি ক্যাবিনেটে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। এইভাবে প্রত্যেক বিভাগের হিসাবের চূড়ান্ত বিবৃতি অর্থদপ্তরে একত্র হইলে বছরের মোট ব্যয়ের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। তখন অর্থদপ্তর সেগুলি পূর্ব্ব বৎসরের ব্যয়ের হিসাব এবং প্রত্যাশিত আয়ের সহিত খতাইয়া দেখে। প্রায়ই দেখা যায় আয়ের তুলনায় ব্যয়ের অঙ্ক অধিক এবং পূর্ব্ব বছরের অপেক্ষাও অধিক হয়। তখন অর্থদপ্তর ব্যয়ের অঙ্ক হ্রাস করিবার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বিভাগের আমলাদের সহিত আলোচনার মাধ্যমে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজস্বখাতে প্রত্যাশিত অর্থের অঙ্ক বিভিন্ন আয় অর্জ্জনকারী বিভাগ হইতে অর্থ দপ্তরে আসে। অর্থমন্ত্রী তখন আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ফারাক পূরণ করিবার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব স্থির করেন এবং এই সমস্ত প্রস্তাব সমেত আয়ব্যয়ের হিসাব বিবেচনার জন্য ক্যাবিনেটে উপস্থাপিত করেন। ক্যাবিনেট সমস্ত সমস্যা পর্যালোচনা করিয়া এবং অর্থমন্ত্রীর সুপারিশ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া চ্যান্সেলরকে তাঁহার সুপারিশসহ আয়ব্যয়ের হিসাব পার্লামেণ্টে পেশ করিতে অনুমতি দেয়। ইহার পর পর্যায় শুরু হয় কমন্সসভায়।

সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ পার্লামেণ্টের অধিবেশন শুরু

হওয়ার অব্যহিত পরেই প্রথমে ব্যয় সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি কমন্সসভায় বা উহার রূপান্তরিত "সমগ্র কক্ষের ব্যয় মঞ্জুরী কমিটিতে" (Committee on Supply) পেশ করা হয়। কেননা 1লা এপ্রিলের পূর্ব্বে সভায় অন্ততঃ ব্যয়ের আংশিক অনুমোদন না পাওয়া গেলে সরকারী বিভাগগুলিতে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। বিভিন্নখাতে ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি এক এক গুচ্ছে সম্বলিত করিয়া এক একটি "ভোট" হিসাবে উপস্থিত করা হয়। তাহার উপর বিতর্কের পর গৃহীত হয়। কিন্তু এই ভোট গৃহীত হইলেই তাহার জন্য সংবদ্ধ তহবিল হইতে অর্থ তোলা যায় না। তাহার জন্য আর একটি সমগ্র কক্ষ কমিটি—'উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ কমিটিতে' (Committee on Ways and Means) বরাদ্দ ব্যয়ের জন্য সমপরিমাণ অর্থমঞ্জুরী দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে যাবতীয় ব্যয়ের প্রস্তাব সভায় পেশ করা বেশ সময় সাধ্য। সেজন্য যাহাতে 1লা এপ্রিলের পূর্ব্বে সরকারী দপ্তরগুলি সে পর্য্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইতে পারে বিভিন্ন খাতের কিছু অংশ সম্বলিত কতকগুলি প্রস্তাব যাহাকে বলা হয় 'Votes on Account' ব্যয়াধিকার প্রদান কমিটিতে পাশ করান হয় এবং এগুলির জন্য সেই পরিমাণ অর্থ "উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ কমিটিতে" মঞ্জুর করান হয়। এই প্রস্তাবগুলিকে আইনে পরিণত করিবার জন্য এগুলি সম্বলিত করিয়া "সংবদ্ধ তহবিল বিল—নং 1" (Consolidate Fund Bill—No. I) নামে একটি বিল সভায় উপস্থিত করা হয় এবং এই বিল সরকারী পাবলিক বিলের পদ্ধতিতে বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে পাশ হয়। লর্ডসভার এ বিল সম্বন্ধে একমাস পর্যন্ত বিলম্বিত করা ছাড়া আর কোন ক্ষমতা নাই। আইনে পরিণত হইলে তবেই সরকারী দপ্তরগুলির ব্যয় করিবার আইনসিদ্ধ অধিকার হয়। সরকারের সকল বিভাগের ব্যয়বরাদ্দের যাবতীয় প্রস্তাব কমন্সসভায় পাশ করাইতে বহুদিন লাগিয়া যায়, মে জুন মাস পর্যন্ত চলিতে পারে। কতকগুলি করিয়া প্রস্তাব একত্র করিয়া আবার কনসলিডেটেড ফাণ্ড বিল পাশ করা হয়। এই সমস্ত কনসলিডেটেড ফাণ্ড বিল একত্র করিয়া ব্যয়মঞ্জুরী খসড়া আইন (Appropriation Bill) উপস্থিত করা হয় এবং অন্যান্য পাবলিক বিলের পদ্ধতিতেই পাশ করা হয়। যে সব সরকারী ব্যয় স্থায়ী আইনে নিয়ন্ত্রিত, যেমন রাজপরিবারের জন্য বরাদ্ধ অর্থ সিভিল লিষ্ট আইনে নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেগুলি কিন্তু এই আইনের আওতায় আসে না। সেগুলি পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ঐ সকল আইনে সংশোধন করিতে হয়, জাতীয় বাষিক ব্যয়ের একতৃতীয়াংশেরও অধিক এই শ্রেণীতে পড়ে। বাকী সমস্ত ব্যয়ের মঞ্জুরী

বছর বছর এই ব্যয় মঞ্জুরী আইন যাহার মেয়াদ 31শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর মাত্র ইহাতেই থাকে।

এতক্ষণ আমরা জাতীয় ব্যয় কিভাবে পার্লামেণ্টে মঞ্জুরী পায় অথবা কনসলিডেটেড ফাণ্ড হইতে অর্থ বাহির করার পদ্ধতি আলোচনা করিলাম। এখন ঐ ফাণ্ডে অর্থাগমের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

অর্থদপ্তর (Treasury) কিভাবে অন্যান্য দপ্তরের সহিত যোগাযোগ করিয়া আগামী বৎসর আনুমানিক সম্ভাব্য ব্যয়ের অঙ্ক সঙ্কলন করে সে সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। একই সঙ্গে অর্থদপ্তর রাজস্ব আদায়ী দপ্তরগুলি (যেমন আবগারী, শুল্ক ও আয়কর বিভাগ প্রভৃতি) হইতে সম্ভাব্য সরকারী আয়ের পরিমাণও নিরূপণ করিয়া থাকে। তখন অর্থদপ্তর কিভাবে বার্ষিক আয় ব্যয়ের সমতা স্থাপন করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হয়। প্রায়ই দেখা যায় আনুমানিক আয় অপেক্ষা ব্যয়ের অঙ্কই অধিক হয়। তখন বিভিন্ন দপ্তরের সহিত বৈঠক বসে যথাসম্ভব ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে। অর্থদপ্তর ও অন্য কোন দপ্তরের মধ্যে এ বিষয়ে বোঝাপড়া না হইলে প্রধানমন্ত্রী বা ক্যাবিনেট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন এবং সেটা অধিকাংশ সময়ই অর্থদপ্তরের পক্ষে যায়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যথাসম্ভব ব্যয়ের অঙ্ক কমাইয়াও আনুমানিক আয়ের সহিত সমতা আনা যায় না। তখন কোন কর বা শুল্কের হার বৃদ্ধির প্রস্তাব ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। কোথায় এই বৃদ্ধি ঘটাইলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে সর্ব্বন্যূন অসুবিধার সৃষ্টি হইবে সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া অর্থমন্ত্রীকে প্রস্তাব দিতে হয়। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অধিকাংশ আয়ের উৎসই স্থায়ী আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেগুলি সহজে পরিবর্ত্তন যোগ্য নয়। আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সাধারণতঃ আয়কর ও চা শুল্কের হার পরিবর্ত্তনই বাছিয়া লওয়া হয়। অর্থমন্ত্রী আয়ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি এখন ক্যাবিনেটে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। বলা বাহুল্য এই অনুমোদন সহজেই পাওয়া যায় এবং ক্যাবিনেট অর্থমন্ত্রীকে আয়ব্যয় সংক্রান্ত সুপারিশগুলি তাঁহার প্রয়োজন বোধে পরিবর্ত্তন সহ কমন্সসভায় উপস্থাপিত করিবার অধিকার দেয়। অর্থমন্ত্রী তাঁহার সুপারিশগুলি একটি বিবৃতির আকারে যাহাকে বাজেট (Budget) বলা হয় পেশ করিবার সময় একটি গুরুত্বপর্ণ ভাষণ (Budget Speech) দেন। পূর্ব্বে ইহা খুব সুদীর্ঘ হইত, বর্ত্তমানে যেহেতু ইহার মুদ্রিত কপি প্রত্যেক সদস্যকে দেওয়া হয় ইহা তত দীর্ঘ হয় না।

ইহাতে সুপারিশগুলির ব্যাখ্যা ছাড়া বিগত বর্ষের আর্থিক অবস্থার সমীক্ষা, আলোচ্য বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব, জাতীয় ঋণের পরিমাণ এবং সর্ব্বশেষে বহু প্রতীক্ষিত নূতন করধার্য্য বা কর ও শুল্কের বর্ত্তমান হারের বৃদ্ধি সম্বলিত প্রস্তাব থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রস্তাবগুলি কমন্স-সভায় পেশ না হয় এগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। প্রস্তাবগুলি আইনে রূপান্তরিত হওয়া সাপেক্ষে তৎক্ষণাৎ কার্য্যকরী করা হয়, অন্যথা কর ফাঁকি দেওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। করের হার পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি সমগ্র কক্ষের "উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ কমিটিতে" বিবেচিত হয় এবং সেখানে অনুমোদন লাভ করিলে একটি বিলের আকারে কমন্সসভায় উপস্থাপিত হয়। ইহাকে Finance Bill বলা হয়। ইহা অন্যান্য পাবলিক বিলের পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধাপে পাশ করা হয়। তারপর ইহা লর্ডসভায় আসে। লর্ডসভা উহা এক মাসের মধ্যে পাশ না করিলে রাজা বা রাণীর সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। সম্মতি লাভ করা মাত্র উহা আইনে পরিণত হয় Finance Act (রাজস্ব মঞ্জুরী আইন) নামে। বাজেট পাশের তারিখ হইতে এই আইন কার্য্যকরী করা হয়। ব্যয়মঞ্জুরী আইন (Apprpriation Act) যেমন সরকারের ব্যয়সংক্রান্ত সকল কার্য্যকে আইনসিদ্ধ করে, এই আইনটি তেমনই সরকারের রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত কর্ম্মকাণ্ডকে আইনসিদ্ধ করে।

অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্বের স্বরূপ ও পরিমাণ :

অর্থসংগ্রহ ও অর্থবরাদ্দ সংক্রান্ত ব্যবস্থার যে আলোচনা উপরে করা হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে যে জাতীয় বাজেটের উভয় বিভাগের প্রস্তাবগুলিই একটি সংস্থা হইতেই আসে তাহা হইল ক্যাবিনেট এবং সেগুলি বিবেচিত ও মঞ্জুরী প্রদত্ত হয় আর একটি সংস্থায় সেটি হইল কমন্সসভা সমগ্র কক্ষের কমিটিতে রূপান্তরিত অবস্থায়, যদিও দুইটি ভিন্ন নামে। ইহাই ব্রিটিশ অর্থব্যবস্থায় দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে। একটি হইল অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় ব্যাপারে ক্যাবিনেটে পরিপূর্ণ দায়িত্বের কেন্দ্রীকরণ ; অন্যটি এ বিষয়ে পার্লামেণ্টের নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্ব। যদিও অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সকল উদ্যোগ ও কর্ম্মতৎপরতা ও তাহার দায়িত্ব সমগ্রভাবে ক্যাবিনেটেরই তথাপি কমন্স-সভার সম্মতি ব্যতীত ক্যাবিনেট কিছুই করিতে পারে না। এই সম্মতি দেওয়ার পূর্ব্বে ক্যাবিনেটের প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করিবার ও বিবেচনা

করিবার পূর্ণ সুযোগ কমন্সসভাকে দেওয়া হয়, উপরে বর্ণিত অর্থবিল পাশ করার পদ্ধতি হইতেই তাহা প্রতিভাত হয়। অবশ্য সভায় সভ্যদের অর্থসংক্রান্ত কোন প্রস্তাব পেশ করার বা কোন খাতে প্রস্তাবিত ব্যয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার নাই কেননা তাহা ক্যাবিনেটের অখণ্ড দায়িত্বের হানিকর। কিন্তু কোন খাতে প্রস্তাবিত ব্যয় হ্রাস করার বা না মঞ্জুর করার প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত, যদিও তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না এই কারণে যে এরূপ প্রস্তাব সভায় গ্রহণের অর্থ হইবে ক্যাবিনেটে সভার অনাস্থাজ্ঞাপন এবং ফলে ক্যাবিনেটের পদত্যাগ ও রাজাকে সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের অনুরোধ। অর্থাৎ কোন সভ্য এই অধিকার প্রয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিলে সভার মৃত্যুর এবং নিজেরও পুনর্নির্ব্বাচনের অনিশ্চিত সম্ভাবনা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় ও হায়রানি বহন করিবার নিশ্চয়তার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ইহা কোন সভ্যই চান না। সুতরাং এরকম প্রস্তাব সভায় সভ্যদের আনার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ইহার অছিলায় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে প্রশাসনগত দোষত্রুটির উপর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সংশোধনের জন্য সমালোচনা করা ; ব্যয় হ্রাস বা নামঞ্জুর করার কোন অভিপ্রায় থাকে না। সমালোচনার পর এবং মন্ত্রীদের তাহার উপর বক্তব্য পেশ করার পর সাধারণতঃ প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করা হয়। সুতরাং সভ্যদের এই প্রচেষ্টা যে একেবারে নিরর্থক তাহা বলা চলে না। পরোক্ষভাবে সরকারের অর্থব্যবস্থা পরিচালনার উপরও ইহার প্রভাব সুদূর প্রসারী। সরকার এমনভাবে অর্থ ব্যবস্থার বিন্যাস করিতে প্রয়াস করে যাহাতে সভার বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে না হয় বা হইলেও উপযুক্ত ও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে। কিন্তু অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ শুধু সমালোচনা ও মঞ্জুরী দেওয়ার ক্ষমতাতেই নিবদ্ধ নয়। এই সব মঞ্জুরী প্রদত্ত অর্থ যথাযথ ভাবে ব্যয়িত হইয়াছে কি না সেদিকে লক্ষ রাখিবারও বিভিন্ন পন্থা আছে। প্রতি বৎসর বিভিন্ন সরকারী প্রয়োজনে অর্থব্যয়ের হিসাব সরকারনিরপেক্ষ তিনটি বিভিন্ন সংস্থা পরীক্ষা করিয়া কমন্সসভার সিকট রিপোট দাখিল করে।

প্রথমতঃ আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই অর্থদপ্তর এই সময়ের মধ্যে সংবদ্ধ তহবিলে কোন খাত হইতে কত অর্থ আমানত হইয়াছে এবং কোনখাতে কত অর্থব্যয় হইয়াছে তাহার একটা হিসাব যাহাকে বলা হয় Finance Accounts কমন্সসভার নিকট পেশ করে। এছাড়া কোন দপ্তর হইতে যখন উক্ত তহবিল হইতে টাকা তুলিবার

প্রস্তাব আসে উহা Paymaster General অভিহিত একজন অফিসারের মাধ্যমে আসে। সংবদ্ধ তহবিলে জমা টাকা ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের একস্‌চেকার একাউণ্টে (Exchequer Account) গচ্ছিত থাকে। এই তহবিল হইতেই বিভিন্ন দপ্তরের ফরমাশ মত পেমাষ্টার জেনারেলের হিসাবে টাকা সরান হয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অডিটর ও কম্পট্রোলার জেনারেল—যিনি সরকারের অধীন নন এবং একমাত্র পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী কিন্তু যাঁহার বেতনাদি ও কার্য্যালয়ের খরচপত্রের জন্য প্রতি বছর পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী লাগে না, স্থায়ী আইন দ্বারা অনুমোদিত,—তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে উক্ত খাতে খরচের যথাযথ পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী আছে। তিনি ছাড়পত্র দিলে পরে তবেই ব্যাঙ্কের সরকারী এ্যাকাউণ্ট হইতে ফরমাসমত অর্থ পেমাষ্টার জেনারেলের হিসাবে হস্তান্তরিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত Finance Accounts হইতে পার্লামেণ্ট নিশ্চিন্ত হইতে পারে যে সরকার যেসব কর আদায় করিয়াছে বা যেসব খাতে খরচ করিয়াছে সেগুলি পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী অনুসারেই হইয়াছে।

ইতিমধ্যে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের যাবতীয় হিসাব নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে থাকেন। এই কার্য্যটি সময়সাপেক্ষ। পরীক্ষা করার সময় তিনি যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ করেন সে সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যসহ রিপোর্ট কমন্সসভায় পেশ করেন এবং অর্থদপ্তরেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহাকে বলা হয় Appropriation Accounts বা ব্যয়সংক্রান্ত রিপোর্ট। এই রিপোর্ট যে বৎসরের হিসাব সংক্রান্ত, সভায় দাখিল করিতে আরও এক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ 1972–73 সালের এপ্রোপ্রিয়েসন এ্যাকাউণ্ট দাখিল হয় সাধারণতঃ 1974-75 সনের অধিবেশনে। এই রিপোর্টটি ভালভাবে পর্যালোচনা করিবার জন্য সভা একটি স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করে যাহা Public Accounts Committee বা সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি নামে অভিহিত। এই কমিটি 15 জন সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে ইহার কার্য্য সম্পন্ন হয় বিরোধীপক্ষের একজন সদস্য ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কমিটি আবার সমস্ত হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে এবং ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে অডিটর জেনারেলের মন্তব্যগুলি ভাল করিয়া বিবেচনা করে, কোন অংশ সম্বন্ধে যদি আরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন মনে করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হিসাব পরীক্ষক বা অন্য কোন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিয়া থাকে এবং শেষে কমন্স-সভার নিকট একটি বা ততোধিক রিপোর্ট পেশ করে যাহাতে তাহাদের

মতামত ও বক্তব্যগুলি রাখে এবং প্রয়োজন বোধে যেসব খাতে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে বা এক খাত হইতে বরাদ্দ অর্থ অন্যখাতে সরান হইয়াছে সে সম্বন্ধে সভার মঞ্জুরী সুপারিশ করে। এই রিপোর্টগুলি সভায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়া থাকে এবং সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে অনেক সময় কঠোর সমালোচনা হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সরকারের অর্থসংক্রান্ত সকল প্রস্তাব সম্বন্ধে কমন্সসভা শুধু অনুমোদন দান কালেই পর্যালোচনা ও সে সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য রাখে তাহাই নয়, প্রস্তাবগুলি কিভাবে রূপায়িত হইয়াছে, সভার সিদ্ধান্তগুলি যথাযথভাবে সরকার পালন করিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় ও হিসাব নিকাশের ময়নাতদন্তেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যাহাতে সরকার খেয়ালখুশীমত অর্থব্যয় না করিতে পারে। যদিও অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে ক্যাবিনেটের উদ্যোগ, কর্তৃত্ব ও অখণ্ড দায়িত্ব অনস্বীকার্য কিন্তু কমন্স-সভার অগোচরে বা সম্মতি ব্যতিরেকে ক্যাবিনেট কিছুই করিতে পারে না।

প্রাইভেট বিল (Private Bill Legislation) :

প্রাইভেট বিল বলিতে বোঝায় এমন সব আইনের খসড়া যাহা কোন জাতীয় স্বার্থে বা বৃহত্তর জনকল্যাণমূলক নয়, যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা বিশেষ অঞ্চলের বা সংস্থার বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংক্রান্ত। ব্রিটিশ সংসদীয় শাসনব্যবস্থার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য যে ক্যাবিনেট প্রথম শ্রেণীর আইনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনীয় এই জাতীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারা বা না পারার উপর ক্যাবিনেটের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু ক্যাবিনেট দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন প্রণয়ন ব্যাপার সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকে। ক্যাবিনেট বা পার্লামেণ্টের সদস্যগণ আঞ্চলিক স্বার্থের সহিত নিজেদের জড়িত করিতে চাহে না, কেননা তাহা হইলে প্রত্যেকটি অঞ্চলের লোক নিজনিজ এলাকার স্বার্থসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া এতই তাহাদের বিব্রত করিবে যে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখা সম্ভব হইবে না। এজন্য ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় বা ব্যক্তিবিশেষ বা আঞ্চলিক সংস্থার স্বার্থসংক্রান্ত আইনকে জাতীয় স্তরের রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। জাতীয় স্বার্থ উন্নয়ণের উপরই তাহাদের সাফল্য বা বিফলতার বিচার হয়, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতে নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিলের প্রস্তাবের সব সময় পক্ষে ও বিপক্ষে মত থাকে। জাতীয় সরকারের পক্ষে ইহার একটিকে মদত দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। সেজন্য এই জাতীয় বিল পাশের পদ্ধতি

কিছুটা বিচারালয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে, যাহাতে দুইপক্ষের মধ্যে বিরোধের নিরপেক্ষ মীমাংসা সম্ভব হয়। এজন্য প্রাইভেট বিল পাশ করার পদ্ধতি আংশিক বিচারালয়ের আংশিক আইনসভার। এখন আমরা পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

সভায় প্রাইভেট বিল পাশ করার পদ্ধতি :—প্রাইভেট বিল দুইপ্রকারের হইয়া থাকে—(১) বিরোধিত বা বিতর্কিত প্রাইভেট বিল (Opposed Private Bill), (2) অবিরোধিত প্রাইভেট বিল (Unopposed private bill) ; দুইটির মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমে বিরোধিত বিলের পদ্ধতি আলোচনা করা যাক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই শ্রেণীর বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে দুই দল থাকে সেজন্য প্রায়ই ইহা বিরোধিত হইয়া থাকে। সেজন্য বিল আকারে সভায় পেশ করার পূর্ব্বে দুইপক্ষের মধ্যে কথাবার্ত্তা, বাক্‌বিতণ্ডা ও শলাপরামর্শ মাধ্যমে একটা আপোসরফার চেষ্টা হয় যাহাতে বিরোধিত বিলে উভয়পক্ষের অর্থ ব্যয় ও হয়রানি এড়ান যায়। বিরোধিত প্রাইভেট বিল আবেদন পত্রের আকারে উপস্থিত করা হয় এবং কমন্‌সসভার প্রাইভেট বিল অফিসে জমা দেওয়া হয়। বিলের পৃষ্ঠপোষকরা পার্লামেণ্টের সদস্য নন, বাহিরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বা সংস্থা এই উদ্দেশ্যে গঠিত পার্লামেণ্টারি এজেণ্টের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মারফৎ বিলের পরিচালনা করেন। ইহার পর প্রাইভেট বিলের আবেদন পরীক্ষকদের নিকট এজেণ্টদের হাজির হইয়া বিলটিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের বা জনসাধারণের উপর সভার স্থায়ী নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রচার করা হইয়াছে ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিধিনিয়ম পালন করা হইয়াছে তাহার প্রমাণ দিতে হয়। আবেদন পরীক্ষকরা তখন একযোগে উভয় সভার নিকট ঐ সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করেন এবং রিপোর্ট সন্তোষজনক হইলে যে কোন একটি কক্ষে উহা পেশ করা হয় এবং প্রথম পাঠ সমাপ্ত হয়। এটা সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র, সদস্যদের এই পর্য্যায়ে কিছুই করণীয় থাকে না। এরপর দ্বিতীয় পাঠও আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, যদিনা বিলটিতে কোন নূতন নীতি সন্নিবিষ্ট হয় যেটা খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে। বস্তুতঃ বিলটির উপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয় কমিটি পর্য্যায়ে। প্রত্যেকটি বিরোধিত প্রাইভেট বিল দুই কক্ষেই একটি প্রাইভেট বিল কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। লর্ডসভায় এই কমিটি সমগ্র সভা নির্ব্বাচন করে, কমন্‌সসভায় কমিটি অব সিলেক্‌শন ইহা নির্ব্বাচন করে। কমিটির সভ্যগণকে একটি বিবৃতি দিতে হয় যে ব্যক্তিগতভাবে বিলটিতে তাঁহাদের কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নাই বা তাঁহাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীরও ইহাতে কোন

স্থানীয় স্বার্থ জড়িত নাই। কমিটির নিকট বিলের পৃষ্ঠপোষকগণ উহা সমর্থন করেন এবং বিরোধীগণ বিরোধিতা করেন। মামলার মত উভয় পক্ষই অভিজ্ঞ উকীল নিযুক্ত করেন। কমিটি উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানির পর এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করেন—বিলটির সত্যকারের প্রয়োজন আছে কিনা, পৃষ্ঠপোষকদের উদ্দেশ্য সাধনে বিলটিই একমাত্র উপায় কিনা বা উহার অপেক্ষা আরও ভাল উপায় আছে। বিলটি জনস্বার্থের অনুকূল কিনা ইহাও কমিটিকে স্থির করিতে হইবে। ইহার পর কমিটি সভার নিকট তাহার রিপোর্ট বা বিল সম্বন্ধে তাহার সিদ্ধান্ত পেশ করে। কমিটির রিপোর্ট সাধারণতঃ সভায় বিনা বাধায় গৃহীত হইয়া থাকে। বিলের রিপোর্ট এবং তৃতীয় পাঠও সাধারণতঃ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। এক কক্ষে তৃতীয় পাঠ গ্রহণের পর বিলটি অন্য কক্ষে পাঠান হয় এবং সেখানেও অনুরূপভাবে গৃহীত হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রাইভেট বিল অধিকাংশই প্রথমে লর্ডসভায় উত্থাপিত হয়, কারণ লর্ডসভার নিম্নকক্ষের মত কাজের চাপ নাই, তাছাড়া এজাতীয় বিল সম্বন্ধে সরকারের বিশেষ আগ্রহ বা স্বার্থ নাই।

অবিরোধিত প্রাইভেট বিল পাশের পদ্ধতি মোটামুটি একই রূপ, তবে এই বিল একটি ভিন্ন কমিটিতে যায় যাহাকে বলা হয় অবিরোধিত প্রাইভেট বিল কমিটি। এই কমিটি পাঁচজন সদস্য ও স্পীকারের আইন পরামর্শদাতা লইয়া গঠিত। এই কমিটিতে কর্ম্মপদ্ধতি সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত ও আনুষ্ঠানিক। পার্লামেণ্টারি এজেণ্টের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন, কোন কোন বিশেষ ধারা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করেন, ইত্যাদি। অধিকাংশ কার্য্য স্পীকারের আইন পরামর্শদাতা ও পার্লামেণ্টারি এজেণ্টদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

প্রভিসন্যাল অর্ডার বা শর্ত্তাধীন আদেশ (Provisional Orders) :

প্রাইভেট বিল ব্যবস্থার যেমন কতকগুলি সুবিধা আছে, সেরূপ অসুবিধাও আছে। ইহার একটি প্রধান গুণ পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইল বেসরকারী ও আঞ্চলিক স্বার্থসংক্রান্ত আইনের প্রস্তাব জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হয় এবং পার্লামেণ্টকে শুধু সমগ্র দেশের জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেই মনোযোগ দিতে সাহায্য করে। প্রেসিডেণ্ট লাউয়েল বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান প্রতিনিধিমূলক সংস্থাগুলির একটা দুষ্ট প্রবণতা হইল এই যে সদস্যগণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর চাপে নিজ নিজ এলাকার অভাব অভিযোগ দূরীকরণের উপর অতিরিক্ত

গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন, তাহাতে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রতি অবহিত হইবার প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ থাকে না এবং তাহা ব্যাহত হয়। এরজন্য বহুদেশেই আইনসভার সুনাম বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।* ইংল্যাণ্ড তাহার প্রাইভেট বিল পদ্ধতির মাধ্যমে এই ত্রুটি এড়াইতে পারিয়াছে।

প্রাইভেট বিল ব্যবস্থার দ্বিতীয় সুবিধা হইল স্থানীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে দুইটি বিরোধীপক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ দল নিরপেক্ষভাবে একটা ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা হয়। তৃতীয় সুবিধা হইল বিশেষ পদ্ধতির ফলে স্থানীয় সমস্যাগুলি আইনসভার খুব সামান্য সময়ই লইয়া থাকে, তাহাতে সভা অধিকাংশ সময়ই বৃহত্তর জাতীয় সমস্যার সমাধানে নিয়োগ করিতে পারে। এই সব সুবিধা সত্বেও প্রাইভেট বিল ব্যবস্থার একটি প্রধান অসুবিধা হইল ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। যাঁহারা কোন স্থানীয় প্রকল্প রূপায়ণে আগ্রহী এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিল পাশ করাইতে হইলে বিভিন্ন পর্যায়েই পার্লামেণ্টারি এজেণ্ট, অভিজ্ঞ উকীল বা কৌঁসুলি নিযুক্ত করিতে হয় এবং তাহা খুবই ব্যয়সাধ্য। এই ব্যয়ভার এড়াইবার জন্য একই উদ্দেশ্যে আর একটি পন্থার আশ্রয় লওয়া হয় যাহাকে বলা হয় প্রভিসন্যাল অর্ডার বা শর্তাধীন আদেশ, অর্থাৎ কোন স্থানীয় প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তর কর্ত্তৃক নির্দ্দেশ জারি। এরূপ নির্দ্দেশ কখনও সরাসরি কার্য্যকরী হয় কখনও বা পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষে জারি হয় যেক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা অনুমোদন দিলে তবেই নির্দ্দেশটি কার্য্যকরী হয়। এরূপ নির্দ্দেশগুলিকেই Provisional order বা শর্তাধীন আদেশ বলা হয়। এক জাতীয় কতকগুলি নির্দ্দেশের গুচ্ছ একত্র করিয়া একটি আইনের দ্বারা পার্লামেণ্টের অনুমোদন দেওয়া হয়। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রকল্প-গুলির জন্য জনস্বাস্থ্য দপ্তর নির্দ্দেশ জারি করে, রেল বা যানবাহন সংক্রান্ত প্রকল্প সম্বন্ধে যানবাহন দপ্তর নির্দ্দেশ জারি করে, কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাকে বিশেষ ক্ষমতা দান সম্পর্কে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন দপ্তর নির্দ্দেশ জারি করে, ইত্যাদি। সাধারণতঃ কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা বা কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট কোন প্রকল্পের জন্য আবেদন করিলে পর ঐ দপ্তর কর্ম্মচারীদের মারফৎ উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালায় এবং অনুসন্ধানের ফলে সন্তুষ্ট হইলে প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাদানের আদেশ জারি করে। যখন

---

* Ouoted in W. B. Munro,—"Governments of Eurape", (1929) p, 184,

আদেশটি পার্লামেণ্টের আইন সাপেক্ষে জারি করা হয় এক দপ্তর সংক্রান্ত অনেকগুলি আদেশ সম্বলিত করিয়া একটি অনুমোদন আইন পার্লামেণ্টে দাখিল করা হয়। সাধারণতঃ এরূপ অনুমোদন বিলে কোন বিরোধিতা হয় না, কেননা কোন বিরোধিতা থাকিলে অনুসন্ধানের সময় সেগুলির ফয়সালা না হইলে কোন সরকারী দপ্তর আদেশ জারি করে না। সুতরাং বিলটি অবিরোধিত প্রাইভেট বিল কমিটির নিকট প্রেরিত হয় এবং ঐরূপ প্রাইভেট বিলের পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি পার্লামেণ্টে বিরোধিতা হয় তবে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। যেহেতু প্রাইভেট বিলের সাহায্যে কোন প্রকল্পের অনুমোদন লাভ বিশেষ ব্যয় ও আয়াসসাধ্য বর্ত্তমানে ঐ উদ্দেশ্যে প্রভিসন্যাল অর্ডার পদ্ধতিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়।

অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন (Delegated Legislation) :

উপরে যে উপযোগিতার কারণে প্রাইভেট বিল অপেক্ষা সরকারী দপ্তরের আদেশ অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে বলা হইয়াছে একই কারণে বর্ত্তমান যুগে শুধু ব্রিটেনেই নয় প্রায় সর্ব্বত্রই অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়নের রীতিও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় পার্লামেণ্টের উপর কাজের চাপ এত বেশী এবং সে অনুপাতে কার্য্যকাল এত সীমিত যে পার্লামেণ্টে প্রণীত আইন অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত না হইয়া পারে না। উহাতে শুধু কতকগুলি মূলনীতি সন্নিবেশিত করাই সম্ভব হয়, উহা কার্য্যকরী করিতে যে খুঁটিনাটি নিয়মের দরকার বা বিশেষ জ্ঞান দরকার তাহা পার্লামেণ্টের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। সেজন্য পার্লামেণ্ট এই রকমের নিয়মাবলী রচনা করার ক্ষমতা ঐ আইনের মাধ্যমেই শাসনবিভাগকে বা প্রশাসনযন্ত্রের উপর অর্পন করে। তাছাড়া বর্ত্তমান গতিশীল সমাজে নিত্য নূতন অবস্থা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেগুলি যখন আইন পাশ হয় পূর্ব্ব হইতে অনুমান করা সম্ভব হয় না। সেরূপ পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য মন্ত্রী ও তাঁহার দপ্তরের সহকারীদের হস্তে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ না করিলে আইন কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় না এবং প্রশাসন অচল হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। রাষ্ট্রে কার্য্যের পরিধি যতই দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে বিশেষ করিয়া কল্যাণধর্ম্মী রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে, ততই শাসনবিভাগকে অধস্তন আইন (Subordinate legislation) রচনার ক্ষমতা প্রদানের প্রয়োজন

বৃদ্ধি পাইতেছে। এই জাতীয় আইন রচনা করিবার ক্ষমতা শাসনবিভাগ আইনবিভাগের অধীনভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকে; ইহা নিজস্ব ক্ষমতা নয়, পার্লামেণ্টের লিখিত আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়। সুতরাং ইহা উক্ত আইনের গণ্ডীর মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়, ঐ আইনের সীমার বাহিরে প্রযুক্ত হইলে তাহা অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হয়। কিন্তু উক্ত আইনের চতুঃসীমার মধ্যে রচিত সরকারের যে কোন উপবিধান (bye-law) আইনেরই মর্যাদা পায় এবং বিচারালয়েও সেগুলি আইনের স্বীকৃতি পায়। সাধারণতঃ এই ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় খুঁটিনাটি বিষয়ে বা যাহাতে প্রশাসনের বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এই ধরণের ব্যাপারে উপবিধি রচনার জন্য, কিন্তু বিশেষ জাতীয় সঙ্কটের সময় পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা শাসনবিভাগকে যে কোন রকম উপবিধি করিবার ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করে। বিগত দুই মহাযুদ্ধের সময় "রাজ্যরক্ষা আইন" (Defence of Realm Act, 1914) এবং "জরুরী (প্রতিরক্ষা) ক্ষমতা আইন" (Emergency Powers (Defence) Act, 1939) তদানীন্তন সরকারকে যুদ্ধ জয়ের জন্য যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিল। এমন কি শান্তির সময়েও কখন কখন জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হইলে পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা বিশেষ সরকারী বিভাগকে প্রয়োজনীয় উপবিধি রচনা করিয়া জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যেমন ঘটিয়াছিল 1931 সনে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়।

পার্লামেণ্টে কর্তৃক শাসনবিভাগকে উপবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দানের উপযোগিতা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রথার কুফলও আছে। শাসন বিভাগকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তোলার প্রবণতা এই প্রথায় নিহিত থাকে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার ইহা সম্পূর্ণ পরিপন্থী, কেননা ইহাতে পার্লামেণ্ট নিজ ক্ষমতা ও দায়িত্ব শাসনবিভাগকে অর্পণ করিয়া ক্ষান্ত হয়। শাসনবিভাগের ক্ষমতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় এবং যেহেতু শাসনবিভাগ বলিতে কার্য্যতঃ আমলাতন্ত্রকে বুঝায় এই অবস্থায় রাষ্ট্র আমলাতন্ত্ররাজে পরিণত হয়। লর্ড চিফ্ জাষ্টিস্ লর্ড হিউয়ার্ট 1929 সনে প্রকাশিত "The New Dispotism" ("নয়া স্বৈরতন্ত্র") নামক গ্রন্থে এই আশঙ্কার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার মতে আমলাদের অর্পিত আইনপ্রণয়ন ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার যদি সংযত না করা হয় তবে ইহার ফলে স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এই গ্রন্থটি সে সময় একটা সোরগোলের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং সমস্যাটি লইয়া বহু বিতর্ক ও আলোচনা হইয়াছিল।

শাসনবিভাগের উপর পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্ব (Control over the Executive)—কমন্স সভার সহিত ক্যাবিনেটের সম্পর্ক : "ক্যাবিনেট একনায়কত্বের" (Cabinet dictatorship) প্রবণতা কি বর্ত্তমান ? উহার কারণ বিশ্লেষণ :

পার্লামেণ্টের কার্য্যাবলীর মধ্যে একটি প্রধান কার্য্য হইল শাসন-বিভাগের নিয়ন্ত্রণ। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় কার্য্যত: কমন্সসভাই শাসন কর্তৃপক্ষ বা ক্যাবিনেটকে অধিষ্ঠিত করে ; কমন্সসভা গঠিত হইবার পর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তাহার পরও ক্যাবিনেট সকল কার্য্যকলাপের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকে এবং যে মুহূর্ত্তে কমন্সসভার আস্থা হারায় সেই মুহূর্ত্তে পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকে। কোন্ কোন্ ঘটনা ক্যাবিনেটে কমন্সসভার অনাস্থা সূচিত করে সে সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। যদিও এসবই সত্য, এগুলি কিন্তু তত্ত্বের কথা। তত্ত্বগতভাবে ক্যাবিনেট কমন্সসভার অধীন, তার অস্তিত্ব কমন্সসভার খুশির উপর নির্ভর করে। মন্ত্রী এবং দপ্তরের কর্ম্মচারীদের কমন্সসভার ইচ্ছামত প্রশাসন চালাইবার কথা এবং যে কোন ব্যাপারে কমন্সসভা কোন তথ্য জানিতে চাহিলে মন্ত্রীরা সে তথ্য জানাইতে বাধ্য বা কোন প্রশাসনিক কাজের জবাবদিহি চাহিলে মন্ত্রীরা তাহা দিতে বাধ্য। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ধারামত এখানেও তত্ত্ব ও বাস্তবে অনেকটা তফাৎ দেখা যায়। দুই দলীয় রাজ-নীতি ও দৃঢ় দলীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠান দুইটির সম্পর্ক বাস্তবে সম্পূর্ণ অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। ক্যাবিনেট সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে দেশ শাসনের জন্য সব প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এখন ক্যাবিনেটে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং সকল দায়িত্বও ক্যাবিনেটেই বর্ত্তিয়াছে। কি আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে, কি অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে, কি প্রশাসনের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। এ সকল বিষয়েই ক্যাবিনেটই উদ্যোগ গ্রহণ করে ও নীতি নির্দ্ধারণ করে এবং স্থায়ী কর্ম্মচারীদের (permanent civil service) মাধ্যমে সেগুলি রূপায়িত করে, তবে ক্যাবিনেট যাহা কিছু করে পার্লামেণ্ট এবং বিশেষত: কমন্সসভাকে জানাইয়া করে এবং সভার সদস্যদের সমালোচনা ও সম্মতি সাপেক্ষে করে। কিন্তু ক্যাবিনেট তাহার কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব অন্য কাহারও সহিত ভাগ করিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। বর্ত্তমানে পার্লামেণ্ট ও ক্যাবিনেট

বা শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্কটা দাঁড়াইয়াছে এইরূপ যে আইন প্রণয়ন, অর্থব্যবস্থা বা প্রশাসন পরিচালনা—সকল ক্ষেত্রেই ক্যাবিনেট একচ্ছত্র আধিপত্য দাবি করে এবং পূর্ণ দায়িত্বও গ্রহণ করে ; তবে ক্যাবিনেট কমন্সসভার সদস্যদের যে কোন প্রশ্ন করিবার বা ব্যক্তিগত ভাবে মতামত প্রকাশ করিবার বা সমালোচনা করিবার অধিকার শুধু স্বীকারই করে না, আহ্বান করে। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে বিরুদ্ধ ভোট অনাস্থাজ্ঞাপন বলিয়াই গ্রহণ করে এবং সেক্ষেত্রে পদত্যাগ করে বা প্রায়শঃই রাজাকে দিয়া কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করে। ইহার অর্থ হইল বর্ত্তমান সদস্যদের সদস্যপদ হারান এবং নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে নামিয়া প্রচুর অর্থব্যয়, হয়রানি ইত্যাদি এবং শেষে নিজ পুনঃনির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা। তাছাড়া একটা আশঙ্কা থাকে যদি তাঁদের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তবে বিরোধীদল যাদের নীতি ও কার্য্যক্রম সম্পূর্ণ বিপরীত তারাই ক্ষমতাসীন হইবে যাহার অর্থ হইল তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তির অবসান। এইসব ফলশ্রুতির নীরিখে কমন্সসভার সদস্যগণ এই আত্মঘাতী চরমপন্থা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। তাছাড়া মন্ত্রীরাই দলের নেতৃত্বস্থানীয়। ভোটাভুটির সময় কোন দলীয় সদস্য নেতৃত্বের নির্দ্দেশমত ভোট না দিলে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে দলের সমর্থন হারাইবেন এবং দলের সমর্থন ছাড়া নির্ব্বাচনে জয় বর্ত্তমানে একপ্রকার অসম্ভব। এই আশঙ্কা হইতেও কোন সদস্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস করেন না। কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলভুক্ত সদস্যরা ক্যাবিনেটের সকল সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। সুতরাং বলা যায় কার্য্যতঃ ক্যাবিনেটই সভাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যদিও সভার সদস্যগণ ক্যাবিনেটের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিবার এবং সমালোচনা করিবার পূর্ণ সুযোগ পাইয়া থাকেন। অনেকে ক্যাবিনেটের এই প্রাধান্যকে 'ক্যাবিনেট স্বৈরতন্ত্র'' আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এই আখ্যা সঠিক বলা যায় না। কারণ ক্যাবিনেটকে প্রতি পদে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় এবং সকল কার্য্যই প্রকাশ্যে করিতে হয় যেটা স্বৈরতন্ত্রের স্বভাববিরুদ্ধ। বর্ত্তমানে ক্যাবিনেট বা শাসনবিভাগ ও পার্লামেণ্টের সম্পর্কের সঠিক মূল্যায়ণ প্রেসিডেণ্ট লাউয়েলের (Lowell) দুইটি উক্তি হইতে পাওয়া যায়। উক্তি দুইটি নিম্নরূপ :

(1) "If the cabinet today legislates with the advice and consent of the House, it administers subject to its constant supervision and criticism. × × In both the English system

seems to be approximating more and more to a condition where the cabinet initiates everything, frames its own policy, submits that policy to a searching criticism in the House, and adopts such suggestions as it deems best ; but where the House, after all this has been done, must accept the acts and proposals of the government as they stand, or pass a vote of censure and take the chances of a change of ministry or a dissolution."

(2) "If the parliamentary system has made the cabinet of the day autocratic, it is an autocracy exerted with the utmost publicity, under a constant fire of criticism ; and tempered by the force of public opinion, the risk of a vote of want of confidence, and the prospects of the next election." [Lowell—"Greater European Governments", p. 55 & p. 58]

(1) "যদি বলা যায় যে বর্ত্তমানে ক্যাবিনেটই কমন্সসভার সম্মতি ও পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করে তবে ইহাও বলা যায় ক্যাবিনেটই উহার অবিরত সমালোচনা ও তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। × × উভয় ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন একটি অবস্থার দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইতেছে যাহাতে ক্যাবিনেটই সকল বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে, নিজস্ব নীতি নির্দ্ধারণ করে ও সেই নীতিগুলি কমন্স-সভায় উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার জন্য পেশ করে এবং সভার যেসব প্রস্তাব উহার মনোমত মাত্র সেগুলিই গ্রহণ করে কিন্তু এই সমস্ত করার পর সভাকে হয় ক্যাবিনেটের চূড়ান্ত প্রস্তাবগুলি ও কার্য্যগুলি মানিয়া লইতে হয় নতুবা, একটি অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন অথবা সভা ভাঙ্গিয়া দিবার সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়।"

(2) "যদি বলা যায় যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বর্ত্তমানে ক্যাবিনেটকে স্বৈরতান্ত্রিক করিয়া তুলিয়াছে তবে বলিতে হইবে ইহা এক অভিনব স্বৈরতন্ত্র যাহাকে কার্য্য করিতে হয় সর্ব্বপ্রকার গোপনীয়তা বর্জ্জন করিয়া, তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া এবং জনমতের কাছে নতি স্বীকার করিয়া ও সব সময় অনাস্থা প্রস্তাবের ঝুঁকি ও পরবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের সম্ভাবনার মুখোমুখি থাকিয়া।"

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে একদিকে যেমন ক্যাবিনেট সকল বিষয়ে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী, অর্থাৎ উহাকে এমনভাবে কাজ চালাইতে হয় যে উহার উপর সংসদের আস্থা অব্যাহত থাকে এবং যে মুহূর্ত্তে সে আস্থা হারায় তাহাকে পদত্যাগ করিতে হয়, অথবা কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে আবেদন করিতে হয় ; অপরদিকে ক্যাবিনেট যাহাতে তাহার দায়িত্ব যথাযথ পালন করিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা তাহাকে দিতে হয়। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে ক্যাবিনেট যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে। ইহার অর্থ পার্লামেণ্ট খুঁটিনাটি ব্যাপারে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করিবে না, সামগ্রিকভাবে তাহার কার্য্যকলাপ সন্তোষজনক দেখিয়াই ক্ষান্ত হইবে। সুতরাং যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করার সব ক্ষমতা হারাইয়াছে বস্তুতঃ তাহা ঠিক নয়। কেননা সভার সদস্যদের ক্যাবিনেটের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিবার এবং সে সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জানিবার প্রচুর সুযোগ দেওয়া হয় এবং এইভাবে ক্যাবিনেটের কার্য্য পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইসব সুযোগগুলি হইল,—(1) অধিবেশনের শুরুতে প্রদত্ত রাজার ভাষণের উত্তরে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করার, (2) প্রতিদিন মন্ত্রীদের যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার, (3) মুলতুবী প্রস্তাব আনার, (4) বেসরকারী সদস্যদের প্রস্তাব আনার অধিকার, (5) সমগ্র কক্ষের ব্যয়মঞ্জুর কমিটিতে অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনার, (6) সংবদ্ধ তহবিল (Consolidated Fund) প্রস্তাব, ব্যয়মঞ্জুরী প্রস্তাব ও বাজেটের উপর বিতর্ক, ইত্যাদি। এই সকলের মাধ্যমে সদস্যরা ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কার্য্যকলাপ সমীক্ষা করিবার এবং সমালোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়া থাকে। মন্ত্রীদের তাঁহাদের প্রত্যেকটি কার্য্যের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়, সুতরাং তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলীর অপব্যবহার করিতে সাহসী হন না। এইভাবেই মন্ত্রীসভার উপর কমন্সসভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়।

এছাড়া আছে সদাজাগ্রত জনমতের চাপ। কমন্সসভায় সরকারের কার্য্যকলাপের যেসব সমালোচনা হয় এবং সরকার তাহার কি উত্তর দেন পরদিনই প্রভাতী পত্রিকায় ছাপা হয় এবং সমগ্র জাতি তাহা অনুধাবন করে। এইসব সমালোচনা শুধু যে বিরোধী পক্ষীয় সদস্যরাই করিয়া থাকেন তাহা নয়, শাসকদলের সাধারণ সদস্যগণও করিয়া থাকেন কেননা

তাঁহারা জানেন যে যদি ক্যাবিনেটে তাঁদের দলের নেতৃবৃন্দ কোন অপ্রিয় কার্য্য করেন বা ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেন তাহার ফলে পরের নির্ব্বাচনে জনগণের কাছে তাঁহাদেরও জবাবদিহি করিতে হইবে এবং সদুত্তর দিতে না পারিলে তাঁহাদের আসন হারাইবার আশঙ্কা আছে। কাজেই সময় থাকিতে তাঁহাদের নেতৃবৃন্দকে সাবধান করিয়া দিবার প্রয়োজনে সমালোচনা করিতে হয়। ইহার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়, যেটাও কমন্সসভার একটি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য সেটি হইল জনমত শিক্ষিত করিয়া তোলা। কিন্তু যদিও কমন্সসভায় কি বিরোধী, কি সমর্থক সকল সদস্যেরই সমালোচনা করিবার পূর্ণ ক্ষমতা ও সুযোগ আছে, কোন কার্য্যের জন্য ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে ভোট দিবার ক্ষমতা কমন্সসভার আইনতঃ থাকিলেও কার্য্যতঃ ইহা বিলুপ্ত হইয়াছে বলা চলে। কেননা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এরূপ ভোট গৃহীত হইলে প্রস্তাবটির উত্থাপকের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন ক্যাবিনেট ইহাকে অনাস্থা প্রস্তাব বলিয়াই ধরিবে এবং হয় পদত্যাগ করিবে যাহার অর্থ বিরোধী দল যাহার কর্ম্মসূচী প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহুত হইবে, অথবা রাজাকে কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন করাইতে অনুরোধ করিবে, সেক্ষেত্রে নির্ব্বাচকমণ্ডলী যে দলের পক্ষে রায় দিবে সেই দলই ক্ষমতাসীন হইবে। এই দুইটি ঘটনার কোনটিই মন্ত্রিসভার সমর্থকদের নিকট গ্রহণীয় হইবে না এবং দ্বিতীয়টি এমন কি বিরোধী সদস্যদেরও মনঃপূত হইবার কথা নহে যদি না সারা দেশে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এমন একটা বিরূপ ভাব গড়িয়া উঠিয়া থাকে যে নির্ব্বাচনে শাসকদলের পরাজয় সুনিশ্চিত। অন্যথায় মন্ত্রিসভাও বহাল থাকিবে এবং যে কোন সদস্যের আসন হারানর সমূহ সম্ভাবনা থাকিবে।

কাজেই মন্ত্রিসভার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ না হইলে অধিকাংশ সদস্য উহার বিরুদ্ধে ভোট দেন না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্ত্রিসভার নীতি ও কার্য্যকলাপ মানিয়া লন। এজন্য অনেক সময়ই ক্যাবিনেটের কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে বিরোধিতার আভাস পাইলে ক্যাবিনেট প্রস্তাবটিকে আস্থার ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করে এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ভয় দেখায় এবং ইহাই বিরোধিতা নিরসনের পক্ষে যথেষ্ট হয়। এজন্যই বলা হয় বর্ত্তমানে কমন্সসভার সম্মুখে মাত্র দুইটি বিকল্প পথ খোলা আছে,—প্রথম মন্ত্রীদের কার্য্যের সমালোচনা ও দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে (এবং সেই সঙ্গে কমন্সসভারও) মৃত্যুদণ্ডাদেশ যেটা চরম অবস্থা ভিন্ন কেহই পছন্দ করে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও কমন্সসভার সদস্যদের সমালোচনা যে সম্পূর্ণ নিরর্থক একথা বলা যায় না। এই

সমালোচনা নিঃসন্দেহে ক্যাবিনেটের নীতি ও কর্ম্মসূচীকে প্রভাবিত করে। মন্ত্রীগণ জানেন সভায় যা বলা হয় পরদিন প্রভাতেই তাহা সংবাদপত্র মারফৎ জনসাধারণের গোচরে আসিবে এবং যদি তাঁহারা সমালোচনার সদুত্তর দিতে না পারেন তবে জনসাধারণের চক্ষে তাঁহারা হেয় প্রতিপন্ন হইবেন এবং পরের নির্ব্বাচনে তাহা দলের ক্ষতিকারক হইবে। সুতরাং তাঁহারা সরকারের নীতি ও কার্য্যকলাপ এমনভাবে পরিচালনা করেন যাহাতে যে কোন সম্ভাব্য সমালোচনার সদুত্তর দিতে পারেন এবং সভার বাহিরেও জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের ভাবমূর্ত্তি অক্ষুন্ন থাকে। সুতরাং কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে প্রত্যক্ষভাবে চালিত না করিলেও নিঃসন্দেহে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। অতএব শাসনব্যবস্থায় কমন্স-সভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে একথা বলা চলে না।

বিরোধী পক্ষের ভূমিকা :

উপরে কমন্সসভা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা প্রধানতঃ এবং বিশেষ-ভাবে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। শাসকদলের সদস্যরা সরকারের কার্য্যের কখনই সমালোচনা করেন না এমন নয়, তবে অধিকাংশ সমালোচনাই আসে বিরোধী দলের সদস্যদের নিকট হইতে। কেননা এটাই হইল সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের প্রধান ভূমিকা এবং বিরোধী দল হইল সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্যার আইভর জেনিংস বলিয়াছেন,—"Her Majesty's Opposition is no idle phrase. Her Majesty needs Opposition as well as a Government." অর্থাৎ রাণীর স্বীকৃত বিরোধী পক্ষ একটা কথার কথাই নয়। রাণীর সরকারেরও যেমন প্রয়োজন, বিরোধী পক্ষেরও তেমনই প্রয়োজন। বিরোধী পক্ষের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে যে ব্রিটেনে কমন্সসভার বিরোধীপক্ষের নেতাকে রাজকোষ হইতে বেতন বরাদ্দ করা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনীতিকে সরকার পক্ষ ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে একটি সুপরিকল্পিত সংঘর্ষ বলা চলে। বিরোধী-পক্ষ সব সময়ই সরকার পক্ষের দোষত্রুটী সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং সেগুলি সভায় বিতর্ক ও সমালোচনার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরে যাহাতে জনসাধারণ পরের নির্ব্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিরোধী পক্ষের উদ্দেশ্যই হইল নিজেদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলে পরিণত করিয়া শাসন ক্ষমতা দখল করা এবং বর্ত্তমান সরকার পক্ষকে বিরোধী পক্ষে পরিণত করা। কিন্তু সমালোচনা কার্য্যকরী করিতে

হইলে কিছু নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। শুধু সমালোচনার জন্যই সমালোচনা বা বিরোধের জন্যই বিরোধ নিরর্থক। সমালোচনা দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু বিরোধীপক্ষ হইল ভাবী সরকার, তাহাদের সমালোচনায় সরকারের কাছে এমন দাবি রাখিবে না যাহা যখন নিজেরা ক্ষমতাসীন হইবে পূরণ করা সম্ভব হইবে না। তখন বর্ত্তমান শাসকদল বিরোধী পক্ষরূপে এই কারণে সঙ্গতভাবেই তাহাদের আক্রমণ করিবে এবং অপদস্থ করিবে। এজন্য বিরোধীপক্ষের সমালোচনা অবাস্তব ও অসংযত হইতে পারে না। সমালোচনা প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকর (obstructive) হওয়া উচিত নয় যাহাতে সভার কার্য্যে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। বিরোধী পক্ষের সব সময় স্মরণ রাখিতে হয় যে আজ তাহারা যাহা করিতেছে ভবিষ্যতে যখন তাহারা ক্ষমতাসীন হইবে উহা তাহাদের উপরই ফিরিয়া আসিবে।

সরকার পক্ষ যেমন আশা করে যে বিরোধীপক্ষের সমালোচনা দায়িত্বশীল হইবে বিরোধীপক্ষও আশা করে যে সরকার পক্ষ কমন্সসভায় সমালোচনা চালাইবার জন্য সুযোগ সুবিধা করিয়া দিবে, কেননা এটাই তাহাদের ভূমিকা। কমন্সসভার কার্য্যক্রম এমনভাবে রচনা করা হয় যে বিরোধী দলের সদস্যরাও সভার কার্য্যে অংশ গ্রহণ করার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ পায় এবং ইহা বিরোধী পক্ষের নেতার সহিত আলোচনা করিয়াই স্থির করা হয়, অবশ্য সভার সময়ের সিংহভাগই সরকার পক্ষ পাইয়া থাকে। তাহার কারণ সরকারের সমূহ দায়িত্ব সীমিত সময়ের মধ্যে পালন করা ইহার একান্ত প্রয়োজন। বিরোধীপক্ষও এটা স্বীকার করে। কিন্তু বিরোধী পক্ষকেও তাহাদের বক্তব্য রাখিবার এবং সরকারের সমালোচনা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া হয়। সভার সকল স্থায়ী কমিটিতে বিরোধী পক্ষের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়, স্থায়ী নিয়মগুলি এমনভাবে রচনা করা হয় যে বিরোধী পক্ষের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। যেমন একটি নিয়ম অনুসারে বিতর্কের সময় পর্যায়ক্রমে সরকার পক্ষের ও বিরোধী পক্ষের সদস্য বক্তব্য রাখিবে, সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটির (Public Accounts Committee) সভাপতি হইবেন একজন বিরোধী পক্ষের সদস্য, ইত্যাদি। মোটের উপর যদিও বিরোধী পক্ষের কায্য হইল সরকারের বিরোধিতা করা এবং ইহা সরকার পক্ষ কর্ত্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত, তথাপি সভার কার্য্য উভয় পক্ষের সক্রিয় সহযোগিতায় পরিচালিত হয় এবং যদিও রাজনৈতিক স্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ বর্ত্তমান, উহা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে

তাঁহাদের সম্পর্ক তিক্ত করে না। ইহাই ব্রিটিশ দলীয় রাজনীতির একটি বিশেষত্ব এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ জাতির একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। রাজনৈতিক বিরোধ একটি সুস্থ আবহাওয়ার মধ্যে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে চলিতে থাকে। এজন্যই কোন জাতীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হইলে উভয় পক্ষের বিরোধিতা বর্জ্জন করিয়া সঙ্কটের মোকাবেলায় সহজেই হাত মেলান সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রচালনার ব্যাপারে সরকারকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী করিয়াও সরকার স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে না এবং গণতন্ত্র অব্যাহত থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকার, উহার তাৎপর্য্য ; সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliament democracy) কি গণভোটমূলক গণতন্ত্রে (Plebiscitary democracy) পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে ?

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে বর্ত্তমানে ক্যাবিনেটের অপরিসীম ক্ষমতা এবং উহা কি ক্যাবিনেটকে সত্যই একনায়কত্বে পরিণত করিয়াছে এ সম্বন্ধে উপরে বিশদ পর্যালোচনা করা হইয়াছে। রামজে মুর বলিয়াছেন[1] যে, যে ক্যাবিনেটের পিছনে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকে তাহাকে অন্ততঃ তত্ত্বের দিক হইতে প্রায় একনায়কতন্ত্র বলা যায়। তিনি তাহার একাধিক কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ এরূপ ক্যাবিনেট—পার্লামেণ্টের সময় কিভাবে কাজে লাগান হইবে তাহা স্থির করে, কি কি প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হইবে এবং তাহার মধ্যে কোনগুলি আইনে পরিণত হইবে এসবই স্থির করিবার ক্ষমতা উহার, দলের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিটি দলীয় সদস্যকে পার্টি সচেতকের নির্দ্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লইতে বাধ্য করে। সুতরাং এ অবস্থায় ক্যাবিনেট যাহা চায় তাহা কার্য্যকরী করিতে ক্যাবিনেটের কোন বাধাই থাকে না। কিন্তু এ ছাড়াও ক্যাবিনেটের হাতে কমন্সসভাকে কুক্ষিগত রাখিবার আর একটি ব্রহ্মাস্ত্র আছে তাহা হইল প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকার। দিও তত্ত্বের দিক হইতে এটি রাজারই বিশেষ অধিকার (preroga-ve), কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা প্রধানমন্ত্রীরই নিজস্ব ক্ষমতায় পরিণত। ধানমন্ত্রী রাজাকে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার পরামর্শ দিলে উহা প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমানে রাজার আর নাই, যেমন পার্লামেণ্টে পাশ করা বিলে অসম্মতি দিবার ক্ষমতাও তাঁহার আর নাই। এই অস্ত্রটি প্রয়োগ করিবার ভয় দেখাইলেই অতি বেয়াড়া সদস্যকেও বশে আনা

1 Ramsay Muir, "How Britain is Governed," (1938). p.-89.

যায়। নতুন নির্ব্বাচনের অর্থ প্রভূত সময় ও অর্থব্যয় এবং তা সত্ত্বেও আসন লাভ করা সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা। এ ঝুঁকি কেহই সহজে লইতে চায় না। এইভাবে দলের সাধারণ সদস্যদের অবাধ আনুগত্য লাভ করিয়া ক্যাবিনেটের আধিপত্য অপ্রতিহত থাকিয়া যায়। এ্যামেরির (Amery) ভাষায় সংসদীয় শাসনব্যবস্থার স্থলে বর্ত্তমানে ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদিই প্রধানমন্ত্রী রাজাকে দিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেন তাহার অর্থ হইল একদিকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাবিনেট ও তাঁহাদের সমর্থকগণ, অন্যদিকে তাঁহাদের প্রতিপক্ষ সদস্য-বৃন্দের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়টি বা বিষয়গুলি নির্ব্বাচকমণ্ডলীর আদালতে উপ-স্থাপিত হয়। নির্ব্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদের ভোটের মাধ্যমে উহার নিষ্পত্তি করেন। যদি নির্ব্বাচকমণ্ডলী সরকারী দল হইতে অধিকসংখ্যক সদস্য নির্ব্বাচিত করে তবে বুঝিতে হইবে উহার রায় সরকারের পক্ষে এবং সরকারী দল পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়; অন্যথায় বিরোধীদলের জয় হয় এবং বিরোধী দল ক্যাবিনেট গঠন করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে এরূপ বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নির্ব্বাচকমণ্ডলী বা জনগণের আদালতেই হইয়া থাকে। ইহাই গণতন্ত্রের শেষ কথা। শুধু কমন্সসভায় দুপক্ষের মধ্যেই নয়, 1911 সনের আইনে লর্ডসভার ক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাস করার পূর্ব্বে দুই কক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করিলে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট বিষয়টি উপস্থাপিত করিতেন। দুই কক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি—1909 সালে লর্ড-সভা লয়েড জর্জ্জের "জনগণের বাজেট" পাশ না করিলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহার পরিপ্রেক্ষিতে একাধিকবার এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তদানীন্তন উদারনৈতিক দলের সরকার লর্ডসভার বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা লর্ডসভার বাধাসৃষ্টির ক্ষমতা চিরতরে লোপ করিয়া দেন। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হইতে পারে ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র গণভোটমূলক গণতন্ত্রের দিকে একটা প্রবণতার আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে এ ধারণার বিশেষ ভিত্তি নাই। কেননা দেখা গিয়াছে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট এইভাবে আবেদন একটি চরম অস্ত্র হিসাবেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই অস্ত্র প্রয়োগের ভীতিপ্রদর্শনই যথেষ্ট কার্য্যকরী হইয়া থাকে, উহা প্রয়োগের প্রয়োজনই হয় না। ভীতিপ্রদর্শন কার্য্যকরী না হইলেও প্রধানমন্ত্রী জনমত

সম্পূর্ণভাবে তাঁহার পক্ষে, সন্দেহাতীতভাবে সে বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া উহা কখনও প্রয়োগ করেন না। এই অবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র গণভোট-মূলক গণতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছে একথা যুক্তিসহ মনে হয় না। কেননা দৈনন্দিন শাসনকার্য্য অবিরত গণভোটের মাধ্যমে পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তবে গণতন্ত্রের মূলকথা হইল ইহা জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার অর্থ এই নয় যে গণতন্ত্রের প্রতিটি দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গণভোটে যাচাই করিয়া লইতে হইবে।

Suggested Readings

(1) H. Finer : "The Theory and Practice of Modern Government" (1954), Ch. XXI.

(2) H. Finer : "Governments of Greater European Powers" (1956), Chs. VI & VIII.

(3) H. Morrison : "Government and Parliament" (1965), Ch. XI,

(4) R. Muir : Op. cit. Ch. VI.

(5) W. B. Munro & M. Ayearst : Op. cit. Chs. XII & XIV.

(6) Ogg & Zink : Op. cit. Part I, Chs. XII & XIII.

(7) Sir Ivor Jennings : "Parliament" (1969), Chs. VI—IX, XIII & XIV.
"Cabinet Government" 3rd Edn. (1959), Ch. XV.

(8) E. C. S. Wade & G. G. Phillips : "Constitutional Law" (1952), Part III, Ch. III.

(9) J. Harvey & L. Bather : Op. cit. Chs. VIII—XI, Ch. XX.

(10) Lord Campion : An Introduction to the procedure of the House of Commons, (1958), Chs. III—V, VI—IX.

নবম অধ্যায়

বিচার বিভাগ—ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থা

একথা অস্বীকার করা যায় না যে গণতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্ব এবং ফলপ্রসূতার প্রধান শর্ত্ত হইল নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রণীত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সমর্থন। ইহার জন্য প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু আদালত ব্যবস্থা ও বিচার বিভাগ। বস্তুত: ব্রিটেনের রাজনৈতিক আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাফল্য ও কার্য্যকারিতার ভিত্তি হইল রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার ন্যায়পরায়ন, সুদক্ষ কার্য্যপ্রণালী। এই বিচার ব্যবস্থা জনগণের আস্থাসূচক হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র ত্বরিত, সুদক্ষ, দৃঢ়, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই আস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। এই ন্যায়বিচারের অভাবে আইনের অনুশাসন প্রহসণে পর্যবসিত হইতে বাধ্য। নিয়মতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্ত্তে তখন নৈরাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে। গণতান্ত্রিক অধিকার তখনই সংরক্ষিত হয় যখন সরকারের কার্য্যক্ষমতা ও শক্তি আইনানুগ থাকে ও আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেহেতু আইন কতকগুলি রীতিনীতির সমষ্টি, তাহার কার্য্যকারিতা স্বভাবতঃই আইনের ধারক অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বিচারকমণ্ডলীর প্রয়োগ নৈপুন্য ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। এই উদ্দেশ্যেই নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একটি সুসংগঠিত আদালত ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক আদর্শ ও রীতিনীতির পীঠস্থান ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় তাই বিচারব্যবস্থা ও আদালত সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ব্রিটিশ আদালত সমূহের প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য :

ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থায় আদালতগুলির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে। **প্রথমতঃ** পার্লামেণ্টে প্রণীত আইন যেখানে অস্পষ্ট, সেখানে তাহার সুস্পষ্ট অর্থ নির্দ্ধারণ ও তাহার ঘোষণা করা, যাহাতে কাহারও কোন সংশয় না থাকে। **দ্বিতীয়তঃ** যেখানে রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বের সাথে নাগরিকের সংঘাত ঘটে, সেখানে এই সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট আইনকে নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণযুক্ত ভাবে যথাযথ প্রয়োগ করা এবং তাহার মাধ্যমে সরকারের স্বৈরচারিতা প্রতিহত করা। **তৃতীয়তঃ** আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের শাস্তির সঠিক পরিমাণ ও সীমারেখা নিরূপণ করা। **চতুর্থতঃ**, নাগরিকদের

পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসা করা, যাহাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। **পঞ্চমতঃ**, অপরের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতায় যাহারা অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করে বা করার চেষ্টা করে তাহাদের যথাসময়ে নিবৃত্ত করা। পরিশেষে এমনসব আইনানুগ উপায় উদ্ভাবন করা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা নাগরিক যথার্থ প্রতিবিধান লাভে সক্ষম হয়। এই সকল কার্য্যের পিছনে অবশ্য একটিই প্রধান উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইল রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো তথা সামাজিক শৃঙ্খলা অটুট ও অবিকৃত রাখা।

ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থার মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য :

ঐতিহাসিক দিক হইতে ব্রিটেনের বর্ত্তমান বিচার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন স্যাক্সন (Saxon) যুগেই হইয়াছিল। আগাগোড়াই দুইটি নীতি এই ব্যবস্থার পিছনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রথমতঃ, ন্যায়বিচার যেহেতু অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, ইহার পরিচালন দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই থাকিবে এবং সরকারের অন্যতম কার্য্য হিসাবে তাহা সম্পাদিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতি হিসাবে ন্যায় বিচারের পরিচালন ভার যে বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত হইবে তাহা সম্পূর্ণভাবে সরকারের অন্য দুই সংস্থা অর্থাৎ আইন প্রণয়ন বিভাগ ও শাসনবিভাগ হইতে পৃথক হইবে। শাসনতান্ত্রিক বিবর্ত্তনের প্রাথমিক অবস্থায় এই নীতিদুইটির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু 1873–76 সালের বিচারালয় সংক্রান্ত আইনগুলির মাধ্যমে বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোর যে সংস্কার পর্ব সূচিত হয়, তাহার সাথে সাথে এই বিচার ব্যবস্থা তাহার বর্ত্তমান চূড়ান্ত রূপ পায়।

ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ :

ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রনিধান-যোগ্য।

(1) সংগঠনের দিক হইতে দেশের বিভিন্ন অংশে আদালতব্যবস্থা সমরূপ নহে। ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌স্ হইতে স্কটল্যাণ্ডের আইন ও তাহার নীতি ও কাঠামো পৃথক। উত্তর আয়ার্লাণ্ডের বিচারব্যবস্থাও বিভিন্ন প্রকৃতির।

(2) 1873–76 সালের বিচারালয় আইনগুলির দ্বারা সংস্কার প্রয়াসের সাথে সাথে আদালতব্যবস্থার মধ্যে সংহতি আসে। পর্ব্বের বিচ্ছিন্ন,

বহুসংখ্যক এবং মূলতঃ অপ্রয়োজনীয় আদালতসমূহের বদলে একটি একক, সুসংহত, কেন্দ্রীভূত আদালত ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে পুরাতন অস্বাভাবিকতা, [illegible]বিরোধিতা এবং অধিক্ষেত্র (jurisdiction) সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়। নিঃসন্দেহে বর্ত্তমান রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপের দিক হইতে এই ব্যবস্থা অনেক বেশী কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ হইয়াছে।

(3) ফ্রান্স ও ইউরোপ মহাদেশীয় অন্যান্য রাষ্ট্রের মত ব্রিটেনে কোন পৃথক শাসনবিভাগীয় আদালত নাই। এই সকল রাষ্ট্রে দুইপ্রকার আইন ও দুইপ্রকার আদালত আছে—সাধারণ এবং শাসনবিভাগ সম্পর্কিত। ফ্রান্সে রাষ্ট্রপরিষদ (Conceil d' Etat) ও ট্রাইবুন্যাল সমূহ শাসনবিভাগীয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের স্বৈরাচারী ও ক্ষতিকর কার্য্যের পরিণাম হইতে সাধারণ নাগরিককে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শাসনবিভাগীয় আইনপ্রয়োগ ও পরিচালনা করে। অধ্যাপক ফাইনারের মতে সাধারণ আইনের তুলনায় এই আইন একাধারে সুলভ, সস্তা এবং সম্পূর্ণরূপে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের অনুকূল। জার্মানীতে এই প্রথা অধিকতর মার্জ্জিত ও ফলপ্রসূ। কিন্তু ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থায় সকলপ্রকার বিচারকার্য্য একই সাধারণ আদালতে অনুষ্ঠিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রেই একই সাধারণ আইন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। সাধারণ বিচারব্যবস্থার বাহিরে কোন বিশেষ আদালত দেখা যায় না, যদিও সম্প্রতি কিছুটা শাসনবিভাগীয় বিচার ব্যবস্থার আবির্ভাব লক্ষনীয়। শাসন বিভাগীয় আদালতের মত নাগরিক অভিযোগ লাঘবের জন্য বর্ত্তমানে ব্রিটেনে পার্লামেণ্টারি কমিশনার (Parliamentary Commissioner) বা ওম্বুদ্স্মান (Ombudsman) পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে।* ইহা স্ক্যান্দিনেভীয় (Scandinavian) প্রথার অনুকরণে চালু করা হইয়াছে। এসব সত্ত্বেও এখনও পর্য্যন্ত আইনের অনুশাসনই (Rule of Law) ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থার মূলস্তম্ভ স্বরূপ।

(4) ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থার প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary)। যদিও ব্রিটেনে আক্ষরিক অর্থে সরকারের কার্য্যক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণনীতি প্রযুক্ত হয় নাই, এই নীতির একমাত্র সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণের মাধ্যমে। বিচারকগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজশক্তির

---

* Harvey & Bather, "The British Constitution" (2nd Edn.). ch. 16, pp 301-302, A. H. Birch "The British system of Government", (2nd Edn) ch. 15, pp. 261-62.

(Crown) দ্বারা নিযুক্ত হন এবং 'সন্তোষজনক ব্যবহার' (good behaviour) সাপেক্ষে যাবজ্জীবন কার্য্যে বহাল থাকেন। কেবলমাত্র পার্লামেণ্টের দুইকক্ষ যদি সম্মিলিত ভাবে রাজশক্তির নিকট এ সম্পর্কে আবেদন করে, তবেই বিচারকদের অপসারণ করা সম্ভব হয়। বিচারকদের বেতন সুনির্দ্দিষ্ট থাকে, কার্য্যকালের মধ্যে খুসীমত তাহা হ্রাস করা করা যায় না এবং সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক চাপ হইতে তাঁহারা মুক্ত থাকেন। ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায় যে বিচারকগণ নির্ভীক, নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচার করিতে প্রয়াসী হন এবং কোন বাহ্যিক প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করেন না। অবশ্য অনেকের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারক নিয়োগ নীতি গুণগত ভাবে অধিকতর উৎকর্ষের দাবি রাখে। সেখানে রাষ্ট্রপতি নিয়োগকর্ত্তা হইলেও সেনেটের সম্মতির উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়। অর্থাৎ বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে আইনসভা ও শাসনবিভাগ যুগপৎ ক্ষমতার অধিকারী, এবং দুই বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া এই নিয়োগ কখনও সম্ভব হয় না। সাম্প্রতিক ইতিহাসে রাষ্ট্রপতি নিক্সন দুই দুইবার প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সেনেটের কাছে বাধা পাইয়াছেন।

(5) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার (judicial review) কোন স্থান নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট এই ক্ষমতার বলে শুধু বিধিবদ্ধ আইন ও শাসনবিভাগীয় নির্দ্দেশের পদ্ধতিগত বৈধতা পরীক্ষা করিতে পারে তাহাই নয়, ইহার বিষয়বস্তুর সারবত্তা ও নীতিগত উৎকর্ষের বিচার করিতে পারে এবং সেই সুবাদে নূতন আইনের সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হিউস্ (Hughes), এর মতে,—বিচারকগণ যাহা বলিবেন তাহাই হইবে শাসনতন্ত্র। ("The constitution is what the Judges say it is") ব্রিটেনের শাসন-কাঠামোতে এইরূপ বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার কোন স্থান নাই। কেননা সেখানে পার্লামেণ্টীয় সার্ব্বভৌমত্বনীতি শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি এবং পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন চূড়ান্ত ও কোন বহিঃশক্তির অধীন নয়। এই আইন তত্ত্বগতভাবে জনগণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের বিরোধী অথবা অন্যায় হইলেও বিচারকগণ সেই আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য; অর্থাৎ তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র বা এলাকা বিধিবদ্ধ আইনের গণ্ডী দ্বারা সীমাবদ্ধ। অধ্যাপক হারম্যান ফাইনারের (Herman Finer) ভাষায় এই দুইদেশের নীতির মধ্যে মূলগত পার্থক্যটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন: "In the British constitution, nobody has legal authority to declare an act of Parliament unconstitutional. In

Britain, in effect, there is Parliamentary Sovereignty. Parliament is not legally bound ro respect anything, whereas the Congress must respect the article giving it power, and the court will see to it that Congress does, and Congress acknowleges, even if it happens to be irked by the invaldiation of its work. In the British Constitution when Parliament has indubitably stated its will in the unmistakable terms of a statute, that statute is soverdign, and the judges have nothing to do but to apply it to the case before them, If the words are unmistakble, no ground is left for judicial bias in interpretation, no loophole for the introduction of extraneous doctrine or philosophy[1]'. অপর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন: "What, then is the fundamental difference between the American and the British constitution ? It is this. The British Parliament, democratically elected is the ultimate authority over the appropriate principles of the constitution at any given time. The American Congress is only the court of the first instance in such decision, and is overrulable by five members of a Supreme Court of nine, not democratically elected. The fundamental issues are decided by a body of lawyers neither appointable nor dismissable by democracy"*[2]

(6) ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে বিচারবিভাগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। এই দায়িত্ব হইল জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করা। ভারতবর্ষ বা মার্কিন রাষ্ট্রের মত কোন মৌলিক অধিকার এখানে লিখিত আকারে পাওয়া যায় না। ব্রিটেনে স্বাধীনতার ভিত্তি হইল আইনের অনুশাসন। এই আইনের অনুশাসনকে কঠোর প্রহরীর ন্যায় রক্ষা করিতেছে বিচারকরা ও আদালতগুলি। গণতন্ত্রের অপরিহার্য

*1 Herman Finer, "Theory and Practice of Modern Government" (1961) p. 145.

*2. Ibid p. 149.

অন্য যে সকল অধিকার,—অর্থাৎ বাক্‌স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জনসভার অধিকার, সংগঠনের অধিকার ইত্যাদি—সকল আধুনিক রাষ্ট্রেই স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় তাহাদের ভিত্তি মূলতঃ নেতিবাচক। অর্থাৎ, আইন কর্তৃক যাহা নিষিদ্ধ হয় নাই তাহাই স্বাধীনতার ক্ষেত্র। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, অধিকারগুলির সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র ও পরিধি জানিতে গেলে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আইন, যেমন কুৎসা, মানহানি, অশিষ্টাচার, রাষ্ট্রদ্রোহিতা অথবা শান্তিভঙ্গ জনিত অপরাধ সংক্রান্ত আইন ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা প্রয়োজন। তাছাড়া জরুরী ও সংকট অবস্থার সময় যে সব আইন পাশ করা হয় ও যাহাদের উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে নাগরিক অধিকারকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা, তাহাদেরও সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রয়োজন। এগুলি নিরপেক্ষ ও ন্যায্যভাবে করিতে পারে আদালতগুলি। আদালতগুলি যেমন একদিকে আইনের ব্যাখ্যার সূত্রে অধিকার ও তাহার সঙ্কোচনের সঠিক সংজ্ঞা ও পরিধি নিরূপণ করে, অপরদিকে অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারী অধিকার লংঘনে বাধা দিয়া স্বাধীনতার সীমারেখা বিস্তৃত করিতে পারে। আবার, কাহারও বিরুদ্ধে অন্যায় দণ্ডাদেশ বা আটক প্রমানিত হইলে হেবিয়াস কার্পাস' (Habeas Corpus) ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ অধিকার (prerogative) জাতীয় নির্দ্দেশনামা (writ) জারি করিয়া আদালত ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের চেষ্টা করে। বলা হয়, এই বিশেষ অধিকারমূলক নির্দ্দেশনামাগুলি ব্রিটেনে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা কবচ।

(7) এই ব্যক্তি স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ হইতেছে জুরীপ্রথা যাহা আইনের অনুশাসন নীতির একটি অন্যতম প্রকাশ বলিয়া পরিচিত। আইন যেখানে কঠোর, অনুদার ও স্বাধীনতা ও জনমতের পরিপন্থী, জুরীপ্রথা সেখানে মানবিকতার সহিত তাহার সমন্বয় সাধনে চেষ্টিত হইয়াছে। জুরীপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও বক্তব্যের উত্থাপন করা যাইতে পারে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সাধারণভাবে ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আইনকে এক নূতন আকৃতি ও পরিমিতি (dimension) দান করিয়াছে। এ বিষয়ে বৃটিশ শাসনতান্ত্রিক পণ্ডিতগণ ও লেখকসম্প্রদায় প্রায় একমত।

(8) বিচারপদ্ধতির (Judicial process) দিক হইতে দেখিতে গেলে ফৌজদারী আদালতের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থা আসামী বা

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল অর্থাৎ বাদী বা অভিযোক্তার উপর দায়িত্ব থাকে আসামীর অপরাধ প্রমাণ করিবার এবং অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ বলিয়া ধরা হয়। বিচার প্রকাশ্য আদালতে জনসমক্ষে অনুষ্ঠিত হয়, বিচারকগণ কোনরূপ জনশ্রুতি বা মিথ্যাসাক্ষ্যের উপর নির্ভর না করিয়া একমাত্র সত্যভাষণে শপথবদ্ধ সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আইনের গণ্ডীর মধ্যে ন্যায়বিচার পরিচালনা করেন।

(9) ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থায় আদালতগুলি যে আইন প্রয়োগ ও পরিচালনা করে তাহা চারপ্রকারে ভাগ করা যায়; সাধারণ প্রথাগত আইন (Common Law), পূর্ব্বে মামলার সিদ্ধান্তমূলক আইন (Case Law), ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতার নিয়মসংক্রান্ত আইন (Rules of Equity) এবং আইনসভা প্রণীত বিধিবদ্ধ আইন (Legislation)। সাধারণ আইন দেশের প্রাচীন প্রথা ও রীতিনীতি হইতে উদ্ভূত এবং পুরান নজির ও নথিপত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন বিচারকগণ সাধারণ প্রথা ও রীতিনীতির সাহায্যে মামলার নিষ্পত্তি করিতেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি পরবর্ত্তীকালে আদালতগুলির কাছে নজিরের সৃষ্টি করিত। এইরূপে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত সাধারণ প্রথাগত আইনের ব্যবস্থার সূত্রপাত হইয়াছিল যাহা আজও বিচারব্যবস্থাকে পরিচালিত করিতেছে। বর্ত্তমানে গ্লানভিল্ ও ব্লাকষ্টোনের আইনের পুঁথির মধ্যে একটি প্রামাণ্য সংকলন পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একটি প্রথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যখনই সাধারণ আইনের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব বা অস্পষ্টতা দেখা দিয়াছে, তখনই বিচারকগণ নূতন ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাহার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। এইভাবে বিচারকের সিদ্ধান্তই সাধারণ আইনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে। এইজন্য সাধারণ আইনকে বিচারক সৃষ্ট আইন বলা হয় (Judgemade law)। মামলা উদ্ভূত আইনের (Case law) ভিত্তি পূর্বেকার বিচারের নজির, যাহা সমগোত্রীয় মামলার ক্ষেত্রে বিনা দ্বিধায় প্রযুক্ত হইতে পারে। এই আইনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহার দ্বারা ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা আসে ও স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সম্ভাবনা হ্রাস পায়, যদিও ইহার বিরুদ্ধে জনমতও সোচ্চার। বলা হইয়া থাকে, ইহা গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয় ও পরিবর্ত্তনশীল অর্থনৈতিক পটভূমি বা সমাজ দর্শনের সাথে খাপ খাওয়াইতে পারে না। যখন সাধারণ আইন কোন নির্দ্দিষ্ট মামলায় বিচারে ব্যর্থ হয়, তখন বিচারকের নিজস্ব ন্যায়বোধ ও বিবেকের উপর নির্ভর করিয়া নূতন ব্যাখ্যার সূত্রপাত করিতে হয়।

এই আইনের ভিত্তি মূলতঃ নৈতিক, যেহেতু ইহা ব্যক্তিগত নীতিবোধ, দর্শন, বিবেক, সুবিবেচনা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাধারণ আইনের পরিপূরক হিসাবে ইহার মূল্য অপরিসীম। অবশ্য বর্ত্তমানে অধিকাংশ আইনই চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ বিধিবদ্ধ আইনের পর্যায়ে পড়ে। ইহা প্রতিনিধিমূলক আইনসভা কর্ত্তৃক প্রণীত এবং নিদিষ্টরূপে বিধিবদ্ধ, এবং যেহেতু রাষ্ট্রই ইহার জনক এবং ইহার পিছনে আছে বাধ্যতামূলক আদেশ নির্দেশ তাই ইহাকে সহজে লঙ্ঘন করা যায় না। যেহেতু সার্ব্বভৌম পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদন ইহার ভিত্তি, তাই স্বভাবতঃই ইহার মর্যাদা ও গুরুত্ব সর্ব্বাধিক। বস্তুতঃ ব্রিটেনের বিচারকগণ ও আদালতগুলি বিধিবদ্ধ আইনের গণ্ডীদ্বারা সীমিত ও প্রভাবিত। রাষ্ট্রের কার্য্যবৃদ্ধির সাথে সাথে এই আইনের প্রসার হইতেছে।

(10) পরিশেষে, একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে ব্রিটেনের বিচার-ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত মোটামুটি সার্থকভাবে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য ও সমন্বয় বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য। ইহার পিছনে যে সকল উপাদান প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা সহজে অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। তবুও সাধারণভাবে বলা যায় যে ব্যবহারজীবীদের বৃত্তিমূলক সুদৃঢ় ঐতিহ্য, ব্রিটিশ আদালতের সম্মানজনক ভাবমূর্ত্তি, সক্রিয় ও দলীয় রাজনীতি হইতে ইহার বিচ্ছিন্নতা, এবং সরল ও দ্রুত বিচারপদ্ধতি, এই ব্যবস্থাকে এত সফল ও জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। অবশ্য এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত একথা বলা যায় না। বিশেষ করিয়া ইহার ব্যয়বহুলতা সম্প্রতি অনেক সমালোচনার খোরাক জোগাইয়াছে। তবে কোন মানবিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাই কখনই সম্পূর্ণ দোষমুক্ত হইতে পারে না। সেদিক হইতে ইহা খুবই স্বাভাবিক যে ব্রিটেনের বিচার পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যাহা সমালোচনার যোগ্য এবং সমালোচনা গ্রহণ করিতেও তৎপর।

আইনের অনুশাসন :

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের একটি মূলনীতি হইতেছে আইনের অনুশাসন। অধ্যাপক হ্যারল্ড জিঙ্কের (Harold Zink) মতে ইহা ইংরাজ শাসনতান্ত্রিক নীতিগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। ডাইসির মতে পার্লামেণ্টের সার্ব্বভৌমত্বনীতির সহিত এই নীতি নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপনা করে। ইহাকে কেবল ব্যক্তি স্বাধীনতার

রক্ষাকবচ বলিলে যথেষ্ট হইবে না ; সমগ্র ব্রিটিশ জাতির রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ঐতিহ্যের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রতীক্ হিসাবে ইহার স্থান স্বীকৃত হইয়াছে।

আইনের অনুশাসন নীতিটি একদিকে জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি, অপরদিকে সরকারের স্বেচ্ছাচারী আচরণের প্রতি-রোধক। একটি সুসভ্য ও উন্নত সরকারের মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণকে স্বাধীনতা ও সুযোগদানের মাধ্যমে তাহার জীবনধারাকে উন্নত করিয়া তোলা এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়িয়া তোলা। এই প্রাথমিক শর্ত্তপূরণের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে আসিয়াছে আইনের অনুশাসন নীতি। ইহার মূল বক্তব্য আইনের সর্ব্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে কেন্দ্র করিয়া। আইনের উদ্দেশ্য যদি হয় রাষ্ট্রে স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তবে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রয়োগ ও ব্যবহারও হইবে আইনের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে এবং তাহার বিধান অনুযায়ী। আইনের উপর কেহ থাকিতে পারে না এবং আইনে নির্দ্দিষ্ট বিধান ছাড়া কাহাকেও জোর করিয়া শাস্তি দেওয়া বা দৈহিক যাতনা ভোগ করান যায় না। অবশ্য এখানে আইন বলিতে কেবল বিধিবদ্ধ আইন বুঝায় না, মামলার নিষ্পত্তি হওয়া সিদ্ধান্তমূলক আইনও বুঝায়। অতএব কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাংশ নয়, সুশৃঙ্খল পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপিত হওয়াই কাম্য।

লর্ড হিউয়াটের (Lord Hewart) মতে আইনের অনুশাসন বলিতে মূলতঃ বোঝায় "ব্যক্তি স্বাধীনতা বা মৌল অধিকার নির্ণয় বা রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছাচারিতা বা আইন ভিন্ন অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতির পরিবর্ত্তে সাধারণ আইনের সার্ব্বভৌমত্ব বা প্রাধান্য।"

("The supremacy or dominance of law, as distinguished from mere arbitrariness or some alternative mode, which is not law, of determining or disposing of the rights of individuals.")*

অবশ্য এই নীতির মুল সূত্রগুলি আসিয়াছে অধ্যাপক ডাইসির (Dicey) লিখিত "Introduction to Study of the Law of the Constitution" নামক গ্রন্থটি হইতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ডাইসি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদে বিশ্বাস ও প্রচারের নিমিত্ত এই নীতিটি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করেন এবং ইহাকে সুস্পষ্ট রূপে

---

* Lord Hewart, "New Despotism." (1929), p. 19.

দিবার জন্য কতকগুলি মূলসূত্র উদ্ভাবন করেন। সময়ের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও আজও এই সূত্র কয়টি আইনের অনুশাসন নীতির ভিত্তিসূচক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এগুলি আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি, এখানে আরও বিশদ আলোচনা করিব। অধ্যাপক ডাইসির সূত্রগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) কোন ব্যক্তি যদি সুস্পষ্টভাবে আইন ভঙ্গ না করে, এবং তাহার জন্য সাধারণ আইনগত পদ্ধতিতে দেশের সাধারণ আদালতসমূহ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত এবং দোষী প্রমাণিত না হয়, তবে তাহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে না বা তাহাকে তাহার জীবন বা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। এই সূত্রটিতে আইনের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। ইহার বক্তব্য হইতেছে, প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতার পূর্ণ অধিকার আছে যদি না (1) সে আইন ভঙ্গ করে, (2) এই আইন ভঙ্গ করাটি আইনের নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়, এবং (3) এই প্রমাণ দেশের সাধারণ আদালতে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হয়। তিনটি শর্ত্তই একই সাথে পূর্ণ হওয়া দরকার। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই শর্ত্তগুলি যথাযথভাবে পালিত হইতে ইতিহাসের অনেকগুলি অধ্যায় পার হইয়া গিয়াছে।

(খ) ডাইসি কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত নীতির দ্বিতীয় সূত্রটি হইতেছে যে কোন ব্যক্তিই আইনের উর্দ্ধে নয়। শুধু তাহাই নয়; পদমর্যাদা ও অবস্থা নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিই দেশের সাধারণ আইনের অধীন এবং সাধারণ বিচারালয়ের ক্ষমতার এক্তিয়ার ভুক্ত। এই সূত্রের মাধ্যমে 'আইনের চক্ষে সমতার' নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। আইনে যে শুধু বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টি করে না তাহাই নয়, ইহা প্রধানমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া সকল সরকারী কর্ম্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। এই সূত্রটির অপর একটি তাৎপর্য হইতেছে, কোন সাধারণ নাগরিক ও সরকারের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর মধ্যে যে কোন দ্বন্দ্ব বা বিবাদের নিষ্পত্তি হইবে সাধারণ বিচারালয়ে, কোন বিশেষ ধরণের শাসন-বিভাগীয় বিচারালয়ে নয়। শেষোক্ত পদ্ধতিটি ফরাসীরাষ্ট্রে প্রচলিত। এখানে শাসনবিভাগীয় আইন (Droit administratif) ব্যবস্থার অনুসরণ করা হয়। এখানেই ব্রিটিশ প্রথার সহিত ফরাসী, জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপ মহাদেশীয় প্রথার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(গ) আইনের অনুশাসন নীতির তৃতীয় সূত্র হিসাবে অধ্যাপক ডাইসির

বক্তব্য হইল এই যে অন্যান্য রাষ্ট্রে যেমন শাসনতান্ত্রিক আইন বা নি[illegible] কোন নির্দ্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক সংহিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ, ব্রিটেনে তাহা নয়। এখানে এই আইন বহুদিনের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলে বিচারালয় কর্তৃক নির্দ্ধারিত ও প্রযুক্ত অধিকারগুলির ফলশ্রুতি হিসাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে, উৎস হিসাবে নয়। ("With us, the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of a constitutionl code, are not the source, but the consequence of the rights of individuals as defined and enforced by the courts" —Dicey.).

ব্রিটেনে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "অধিকার ঘোষনার" (Declaration of Rights) ন্যায় শাসনতান্ত্রিক নীতি দ্বারা সংরক্ষিত নয়। এই "অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রের উর্দ্ধে ও তাহার পূর্ব্বগামী। ইহাদের অস্তিত্বের পিছনে প্রধান যুক্তি বা কারণ এই যে ইহারা আইনের পরিপন্থী নয়। এখানে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের নীতি বা পদ্ধতি হইতে ব্রিটেনের অধিকার নীতির পার্থক্য সূচিত হয়, কেননা অধিকাংশ লিখিত সংবিধান সম্বলিত রাষ্ট্রেই জনগণের অধিকার ঘোষিত ও লিপিবদ্ধ হয়। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে ব্রিটেনের অলিখিত ও অঘোষিত অধিকারগুলি কোন অংশে কম কার্য্যকরী বা তাৎপর্যপূর্ণ।

সমালোচনা : আইনের অনুশাসননীতির ব্যতিক্রম ও সীমাবদ্ধতা :

অধুনা এই নীতিটি বিতর্কের সূচনা করিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হিসাবে ইহার স্থান প্রশ্নাতীত বলিয়া অনেকে মনে করেন না। এমনই একজন সমালোচক হইলেন স্যার আইভর জেনিংস্ (Sir Ivor Jennings) যিনি তাঁহার "Law and the Constitution" নামক গ্রন্থে ডাইসি প্রচারিত মতবাদকে দুটি দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছেন। **প্রথমতঃ** তাঁহার মতে ডাইসি তাঁহার বিশ্লেষণে ব্যক্তি অধিকারের গুরুত্বের উপর অস্বাভাবিক জোর দিয়াছেন। একথা অনস্বীকার্য যে ডাইসি নিজে উদারপন্থী ছিলেন এবং তাঁহার চিন্তাধারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল। তাঁহার প্রণীত "Law of the Constitution" গ্রন্থটি 1885 সনে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখনও এই মতবাদ বহুল প্রচারিত ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে রাজনৈতিক পটভূমিতে সমাজতন্ত্রবাদ, কল্যানব্রতী রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আবির্ভাবের সাথে রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যক্ষেত্রের প্রসার যে যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল,

ডাইসির আইনের অনুশাসন নীতিতে তাহার প্রতিফলন নাই। সেই দিক হইতে ইহা যুগধর্মোপযোগী ছিল না ; উপরন্তু বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবের সাথে সাথে ইহা ক্রমশঃ অবান্তর প্রতিপন্ন হয়। বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তিত পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনে জাতীয় জীবন অনেকাংশে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অবশ্যম্ভাবীরূপেই সরকার ও তাহার পদস্থ কর্মচারীদের স্বেচ্ছাধীন (discretionary) ক্ষমতার পরিধি ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতীয় স্বার্থে ব্যক্তিগত অধিকারও সেই পরিমাণে যথেষ্ট সংকুচিত হইয়াছে। দৈনন্দিন শাসনকার্য্যের ক্ষেত্রে এইসকল পদস্থ কর্ম্মচারীগণ এখন অনেক বেশী সাধারণ নাগরিকদের সংস্পর্শে আসেন, এবং তাহার ফলে ইঁহাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়াছে। এই অবস্থার মোকাবিলা করিতে পার্লামেণ্ট স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ ধরণের সাধারণ আদালত-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছে, যে ব্যবস্থায় সাধারণ আইনের পরিবর্ত্তে শাসনবিভাগীয় আইন প্রয়োগ করা যায়। ফরাসীরাষ্ট্রের "Droit administratif" এর তুলনায় এই আইন অনেক নিষ্প্রভ এবং অসম্পূর্ণ, কিন্তু ইহার প্রচলন অনেক পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ করা যায়। জেনিংসের মতে, ডাইসি এই সকল পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন নাই এবং তাঁহার আইনের অনুশাসন নীতির মধ্যে ইহাদের প্রতিফলন হয় নাই। **দ্বিতীয়তঃ**, ডাইসির তৃতীয় সূত্রটি, অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের আইন বিচারকদের নির্দ্ধারিত ও প্রযুক্ত অধিকারগুলির ফলশ্রুতি, জেনিংসের কাছে গ্রহণযোগ্য বা যুক্তি গ্রাহ্য নয়, কেননা পার্লামেণ্টের সার্ব্বভৌমত্ব নীতিকে অতিক্রম করা আইনের অনুশাসনের নীতির পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, পার্লামেণ্টের সার্ব্বভৌমত্ব-নীতিকেই একমাত্র মূলনীতি বলিয়া স্বীকার করা উচিত, বিশেষতঃ যখন এই নীতির বলে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি এবং যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব বা হরণ করিতে পারে, এমন কি গণতন্ত্রের মূল কাঠামো ও ভিত্তিকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিতে পারে। বিচারালয় কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত অনেক আইন পর্যন্ত পার্লামেণ্ট খুসীমত রদবদল করিতে পারে এবং বিচারালয় কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয় নাই এমন অনেক নীতি ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

জেনিংসের সমালোচনার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লইলেও একথা স্বীকার করা যায় না যে ডাইসি কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত আইনের অনুশাসন নীতি (সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হইলেও) সম্পূর্ণ ভুল। আধুনিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্য্যকলাপের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই নীতির আংশিক সংশোধন নিশ্চয়ই প্রয়োজন সন্দেহ নাই। তবে এখনও পর্য্যন্ত ব্রিটেনের শাসন-

ব্যবস্থার উপর এই নীতির মূল ধারণাগুলির প্রভাব খুবই প্রকট। এখনও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন পরিচালনার ক্ষেত্রে ডাইসির নীতির অনুসরণ করা হয়। বিশেষ করিয়া প্রথম সূত্রটির মূল্য ও কার্য্যকারিতা সন্দেহাতীত। এই দিক দিয়া বিচার করিলে জেনিংসের সমালোচনা অতিমাত্রায় রূঢ় ও একপেশে বলিয়া মনে হয় এবং এই সমালোচনা ডাইসির উপর যথেষ্ট অবিচার করিয়াছে।

আধুনিক মতবাদ ও রাষ্ট্রদর্শনের মাপকাঠিতে আইনের অনুশাসন-নীতির কয়েকটি ব্যতিক্রম ও সীমাবদ্ধতা লক্ষনীয়। **প্রথমতঃ,** সরকারের কর্মপরিধির ব্যাপক প্রসার, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জটিলতা ও আইন-প্রণেতা হিসাবে পার্লামেণ্ট সভার সময় স্বল্পতার জন্য প্রত্যর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন প্রণয়ন (Delegated Legislation) ব্যবস্থা অনেকাংশে আইনের অনুশাসননীতির মূল আদর্শকে আঘাত করিয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়—যাহাকে লর্ড হিউয়ার্ট "নয়া স্বৈরাচারতন্ত্র" (New Despotism) আখ্যা দিয়াছেন—তেমনি অপরদিকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে প্রচুর। প্রত্যর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণয়ন অবশ্য আইনসভা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তৎসত্ত্বেও ইহা বর্ত্তমানে এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে কার্য্যতঃ আইনের অনুশাসননীতি বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে। ব্রিটেনে অবশ্যই সরকার স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। কিন্তু যদি আইনের অনুশাসননীতি সরকারের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের বিরোধী হয়, তবে এই নীতি বর্ত্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কখনই পুরোপুরি প্রযোজ্য হইবে না। কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়া গত্যন্তর নাই। অবশ্য হল্‌স্‌বেরীর (Halsbury) মতে, এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা যুক্তি ও ন্যায়বিচারের নিয়ম অনুযায়ী প্রযুক্ত হইবে, ব্যক্তিগত মতামত বা ইচ্ছা অনুযায়ী নয়। তাহা ছাড়া এই ক্ষমতা পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত কমিটি ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পার্লামেণ্ট যে আইন পাশ করে, তাহার কাঠামোর মধ্যেই এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সাধারণ নীতিগুলি উল্লিখিত থাকে, এবং এই সীমারেখা লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা আদালত কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আইনের অনুশাসননীতি সংরক্ষণের একটি প্রচেষ্টা সর্ব্বদাই লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, ডাইসি ব্যাখ্যাত আইনের অনুশাসননীতিতে বিচারক প্রণীত আইন বা বিধিবদ্ধ আইনের উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু

বর্ত্তমানে ফৌজদারী আইনের অন্তর্গত অনেক অপরাধ দেখা যায় যেগুলি সরকারী শাসনবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণবিধি হইতে উদ্ভূত। বর্ত্তমান রাষ্ট্রের কার্য্যাবলীর এক অপরিহার্য অঙ্গ এই সকল নিয়ন্ত্রণবিধি। তাছাড়া, শাসনবিভাগের হাতে বিচার বিভাগীয় বহু ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে। ইহার ফলে সাধারণ নাগরিকের অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ের মীমাংসার দায়িত্ব শাসনবিভাগের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা পদস্থ কর্ম্মচারীদের উপর বর্ত্তাইয়াছে। এই বিচার পদ্ধতি বিচারবিভাগীয় পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র। আদালতগুলির স্বাভাবিক বিচারপদ্ধতি এখানে অনুসৃত হয় না। এই সকল ক্ষেত্রে ডাইসির নীতি কার্য্যকরী হয় না।

তৃতীয়তঃ, আইনের অনুশাসননীতির দ্বিতীয় সূত্রটি, অর্থাৎ আইনের চক্ষে সমতা নীতিটির অনেক ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্ম্মচারীর অধিকারের পরিধি সমান নয়। 1947 সালে রাজকীয় কার্য্যবাহ আইন (Crown Proceedings Act, 1947) বিধিবদ্ধ হইবার পরও শাসনবিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ কতকগুলি বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা পাইতেছেন এবং আইনের কতকগুলি বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত থাকেন। তাছাড়া ব্রিটেনে বিচারব্যবস্থা অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় ধনী নাগরিকরা যত সহজে ভাল আইনজীবী নিয়োগের দ্বারা সুবিচার পাইতে পারেন দরিদ্র নাগরিক আইনগত সাহায্য পরিকল্প (Legal Aid Scheme) চালু হওয়া সত্ত্বেও তত সহজে এই সুযোগ পাইতে পারেন না। অর্থাৎ পূর্ণ অর্থে আইনের চক্ষে সাম্য কখনই কার্য্যকরী হইতে পারে না। আবার, সরকারের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট সময় সীমার (limitation) রীতি প্রচলিত আছে। ওয়েড ও ফিলিপসের (Wade & Phillips) মতে 1893 সালের সরকারী কর্ত্তৃত্ব সংরক্ষণ আইনটি (Public Authorities Protection Act) 1939 সনের সীমাবদ্ধতা আইনের (Limitation Act, 1939) 21 নং ধারা দ্বারা সংশোধিত হওয়ার ফলে সরকারী কার্য্য সম্পাদনের সময় সরকারী বিভাগ ও তাহার কর্ম্মচারীগণের ভুলত্রুটি জনিত অপরাধের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ বা মামলা দায়ের করার ব্যাপারে কঠোর সময়সীমা আরোপিত হইয়াছে।* ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বিচারকগণও তাহাদের বিচার বিভাগীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের সময় তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি

---

* Wade & Philips, "Constitutional Law" (1951), p. 55.

পাইয়া থাকেন। বিদেশী রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান এবং কূটনৈতিক কর্ম্মচারীগণ ব্রিটেনে সাধারণ বিচারালয়ের বিচারপদ্ধতির বাধ্যবাধকতা হইতে রেহাই পাইয়া থাকেন। শ্রমিকসংস্থাগুলিও ব্যক্তিগত অপকারজনিত মামলা হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ, আইনের অনুশাসননীতির তৃতীয় সূত্রটির যাথার্থ্যও সন্দেহাতীত নহে। ডাইসির মতে নাগরিকদের অধিকারগুলি আদালতের সিদ্ধান্তের ফলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা নয়। এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ ব্রিটেনে অনেক অধিকার আছে যেগুলি বিধিবদ্ধ আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাহা হইতে উদ্ভূত। এমন কি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকারগুলির অস্তিত্ব না হউক কার্য্যকারিতা নির্ভর করে অনেক বিধিবদ্ধ আইন বা লিখিত দলিলের উপর—যেমন মহাসনদ (Magna Carta), অধিকারের দলিল (Bill of Rights), হেবিয়াস কর্পাস আইন (Habeas Corpus Act), ইত্যাদি। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে এমন অনেক নীতি আছে যেগুলি আদালত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা বা নির্দ্ধারিত হয় নাই—যেমন পার্লামেণ্টের সার্ব্বভৌমত্ব নীতি, পার্লামেণ্টের কার্য্যপদ্ধতি, ক্যাবিনেট ব্যবস্থা ইত্যাদি। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে গণতান্ত্রিক কাঠামো ও নীতিসংরক্ষণের পিছনে অন্যান্য অনেক নীতির মত আইনের অনুশাসন নীতির অবদানও কিছু কম নয়। ব্রিটেনের জন-সাধারণের মতবাদ ও দর্শন বা সনাতন ঐতিহ্যের প্রভাব অস্বীকার না করিয়াও একথা জোর করিয়া বলা যায়।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রের নানাবিধ অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মসূচির তাগিদে ডাইসি ব্যাখ্যাত আইনের অনুশাসন নীতির কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যে অনেক সংশোধন সূচিত হইলেও ইহার মৌল ভাবধারা এখনও ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক প্রণালীকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার নিমিত্ত এই নীতি বহুল পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে এবং তা হওয়াও বাঞ্ছনীয়। ইহার পুনর্মূল্যায়নও তাই কাম্য। ওয়েড ও ফিলিপ্‌স্ এর (Wade & Phillips) মতে বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতির সংশোধিত অর্থ হইল, স্বৈরাচারী ক্ষমতার অনস্তিত্ব, প্রত্যর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইনের যথাযথ প্রচার ও কার্য্যকরী নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি নিরূপণ, প্রতি নাগরিকের সাধারণ আইনের প্রতি আনুগত্য, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারালয় কর্ত্তৃক ব্যক্তিগত অধিকার নির্ণয়, সাধারণ আইনের সাহায্যে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ

ইত্যাদি। আপাতঃ দৃষ্টিতে পার্লামেণ্টের সার্ব্বভৌমত্ব নীতি ও আইনের অনুশাসন নীতি অসঙ্গত ও বিরোধী হইলেও, কার্য্যতঃ আইনের অনুশাসন নীতির জন্যই প্রথমোক্ত নীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং সরকারের স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগের প্রবণতা অনেকাংশে খর্ব্ব হয়।

আইনের অনুশাসন বনাম প্রশাসনবিভাগীয় আইন (Rule of Law vs. Administrative law):

বিগত 70 বৎসরের মধ্যে প্রশাসন বিভাগীয় আইন কেবল ইউরোপ মহাদেশীয় রাষ্ট্রগুলিতে নয়, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাতেও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রশাসনবিভাগীয় আইন কেবলমাত্র শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আইনপ্রণয়নগত ও বিচারকার্য্য নির্ব্বাহসংক্রান্ত আইনকেই বুঝায় না। এই আইন বলিতে সেই সকল আইনকানুনের সমষ্টিকে বুঝায় যেগুলি শাসনবিভাগীয় সংগঠনকে পরিচালিত করে এবং শাসন বিভাগের মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্ক এবং শাসনবিভাগের সহিত সাধারণ নাগরিকের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। ফরাসী লেখক বার্থেলেমির (Barthelemy) মতে প্রশাসনবিভাগীয় আইন সেই সকল নীতির সমষ্টি যাহা দ্বারা শাসন-বিভাগীয় কার্য্যাবলী পরিচালিত হয়। এই আইন সরকারী যন্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি বিশ্লেষণ করে। এই সরকারী যন্ত্র কিভাবে সংগঠিত হইবে তাহা স্থির করে শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional law), কিন্তু কিভাবে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হইবে বা ইহার বিভিন্ন অংশ কিভাবে পরিচালিত হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবে প্রশাসনবিভাগীয় আইন (Administrative law)। অধ্যাপক ফাইনারের মতে, যে দেশেই প্রশাসনব্যবস্থা এবং আইন আছে সেখানেই প্রশাসনবিভাগীয় আইন প্রচলিত আছে। এই আইনের সূত্রপাত ফরাসী দেশে হইলেও বর্ত্তমানে সকল রাষ্ট্রেই ইহার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। ফরাসী রাষ্ট্রে 'Droit Administratif' বলিতে সেই আইনকে বুঝায় যাহা বিশেষ শাসনবিভাগীয় আদালত দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রশাসনবিভাগ জড়িত আছে এমন সব বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রযুক্ত হয়। ফরাসীদেশে সরকারী কর্ম্মচারীগণ নাগরিকদের সাধারণ আদালতের অধিক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন, এবং জনকল্যাণমূলক আদর্শের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ইহাদের বিচার হয় বিশেষ নিয়ন্ত্রণবিধি ও বিশেষ আইন-কানুনের মাধ্যমে।

প্রশাসনবিভাগীয় আইনের প্রধান গুণ এই যে ইহা ব্যয়বহুল নহে এবং সাধারণ নাগরিকের সাধ্যের মধ্যে থাকে। উপরন্তু ইহা দ্রুততার সহিত

বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতে সহায়তা করিয়া থাকে। রক্ষণশীল ইংরাজগণও আজকাল স্বীকার করিয়া থাকেন যে ফরাসী রাষ্ট্রে শাসনবিভাগীয় আইনের ক্রমোন্নয়ন ও সম্প্রসার নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই ব্যবস্থায় সাধারণ আইনকানুনের উপর প্রশাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ বুঝায় না ; বরং আইনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রশাসনিক আচরণের একটি নির্দ্ধারিত মান নিরূপণ করা বুঝায়। এই আইনের প্রধান আলোচ্য বিষয় আইনগতভাবে সরকারী স্বেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রণ।

তাঁহার "Introduction to the Study of the Law of the Constitution" গ্রন্থে অধ্যাপক ডাইসি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে ব্রিটেনের আইনে "Droit Administratif"এর কোন স্থান নাই। পরবর্ত্তী কালে অবশ্য এই মত তিনি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। 1915 সালে মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি একটি প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছিলেন যে ইংল্যাণ্ডেও প্রশাসনবিভাগীয় আইনের প্রভাব ক্রমবর্দ্ধমান। প্রকৃতপক্ষে, বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনের প্রচলন অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী। ইংল্যাণ্ডেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অধ্যাপক রব্‌সন (Robson) বলিয়াছেন যে ইংল্যাণ্ডে প্রশাসনবিভাগীয় আইন প্রচলিত।* তাঁহার মতে প্রশাসনবিভাগীয় আইনের উৎস হিসাবে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন ও আদালতের সিদ্ধান্তগুলির ন্যায় সমান প্রামাণিক হিসাবে গণ্য করা উচিত বিধিবদ্ধ দলিল, প্রশাসনিক আদেশ ও প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্তগুলিকে। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডে অনেকগুলি প্রশাসনিক আদালতও আছে। সেগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে, অথচ রীতিমাফিক গড়িয়া উঠে নাই। ইউরোপ মহাদেশীয় রাষ্ট্রগুলির ন্যায় এগুলি বিচারবিভাগীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হয় নাই। সরকারী বিভাগ অথবা মন্ত্রীদ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত ট্রাইবুন্যালের হস্তে বিচার সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ করার রীতিটি পূর্ব্বে সাধারণতঃ সামাজিক আইনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহা বিস্তার লাভ করিয়াছে। খাপছাড়া ও বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত হইলেও এগুলি আজকাল স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে। Board of Trade, Electricity Commissioner, Transport Tribunal, Marketing Board, Industrial Enquiries Commissioner, National Insurance Commissioner প্রভৃতি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল বা সংস্থা এই ভিত্তিতেই

---

* W. A. Robson, "Administrative Law in England, 1914-48". p. 89

সংগঠিত হইয়াছে ও কার্য্যপরিচালনা করিয়া থাকে। তবে এইভাবে প্রশাসনিক আইন ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেও ইহার মূলনীতি কখনও পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃত বা গৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ ইংরাজদের রাজনৈতিক মানসিকতা।

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, আইনের অনুশাসনের সাথে প্রশাসনিক আইনের বিশেষ বিরোধ নাই ; বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান প্রবণতা অনুযায়ী সকল রাষ্ট্রেই যখন অল্পবিস্তর এই দুই ব্যবস্থা পাশাপাশি চালু থাকে। ইংল্যাণ্ডে যেমন অবস্থার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে প্রশাসনিক আইন ও প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ফরাসী রাষ্ট্র ও ইউরোপ মহাদেশীয় রাষ্ট্রগুলিতেও তেমনই সংশোধিত রূপে আইনের অনুশাসন নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ইহাদের মধ্যে একটি কৃত্রিম বিরোধের বীজ অধ্যাপক ডাইসি বপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে তিনি প্রশাসনিক আইনকে একটি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়া একটি বিকৃত রূপ দিয়াছেন। প্রশাসনিক আইনকে তিনি ফরাসী রাষ্ট্রের 'droit administratif' ব্যবস্থার একটি অংশ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ইহার তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন ; যেমন, সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এমন কতকগুলি আইনকানুনের সমষ্টি দ্বারাই রাষ্ট্রের অধিকার নির্ণীত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রের পদস্থ কর্ম্মচারীগণ তাহাদের সরকারী কার্য্যের সময় জড়িত আছে এমন কোন মামলা বিচারের এক্তিয়ার সাধারণ আদালতের নাই। এই সকল মামলা প্রশাসনবিভাগীয় আদালতের সাহায্যে বিচার করা হয় এবং এই সকল আদালতে বিচারকগণের পরিবর্ত্তে পদস্থ কর্ম্মচারীগণই বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তৃতীয়তঃ এইরূপে ফরাসী আইনব্যবস্থায় পদস্থ কর্ম্মচারীগণ অন্যায় করিলেও বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত হইয়া থাকেন। অধ্যাপক ডাইসির মতে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিরোধী রূপ পাওয়া যায় আইনের অনুশাসনের ক্ষেত্রে। এইভাবে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে প্রশাসনিক আইনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার সকল সময়ই প্রশাসনিক ইচ্ছা ও মর্জ্জির উপর নির্ভর করে, অথচ আইনের অনুশাসনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ইচ্ছা সকল সময়েই ব্যক্তির অধিকারের অধীনে থাকে। অতএব ফরাসীদেশে যেমন আইনের অনুশাসন অনুপস্থিত, ইংল্যাণ্ডেও তেমনই প্রশাসনিক আইন নাই। ডাইসির এই সিদ্ধান্ত বা যুক্তি তাঁহার সমকালীন লেখক গোষ্ঠির দ্বারা গৃহীত ও স্বীকৃত হইলেও পরবর্ত্তীকালে ইহার অসারতা বা ভিত্তি-

হীনতা প্রমাণিত হইয়াছে। ডাইসির প্রস্তাবগুলি (premises) যে যুক্তি গ্রাহ্য নয়, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে যে প্রশাসনিক আইন প্রচলিত, ঠিক সেই রূপ ও আদর্শে না হইলেও ইংল্যাণ্ডে প্রশাসনিক আইন বহুদিন হইতেই তাহার স্থান করিয়া লইয়াছে। তাছাড়া ফরাসীদেশে প্রশাসনিক আইনের প্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়নে তিনি ও তাঁহার সমর্থক প্রেসিডেণ্ট লাউয়েল (Lowell) ভুল করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিচারব্যবস্থার সংগঠন বিন্যাস :

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যুক্তরাজ্যে কোনও একীভূত আদালত ব্যবস্থা নাই। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জন্য একটি ব্যবস্থা, স্কটল্যাণ্ডের জন্য অন্য একটি এবং উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত। অবশ্য বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে প্রচলিত ব্যবস্থাটিই সর্ব্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে সাধারণ ভাবে আমরা এই ব্যবস্থাটিই বর্ণনা করিব, যেখানে কোন ব্যতিক্রম আছে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইবে। 1873 সনের পূর্ব্বে, যখন বিচার বিভাগীয় কোন একত্রীকরণ ছিল না, তিনটি প্রধান সাধারণ আইনের আদালত বিচার-বিভাগের স্তম্ভস্বরূপ কাজ করিত—Court of Kings (Queen's) Bench, Court of Common Pleas, এবং Exchequer। ইহাদের পরে ছিল Court of Chancery, Court of Admiralty, বিবাহবিচ্ছেদের জন্য একটি বিশেষ আদালত (Divorce Court) এবং দেউলিয়াদের সাহায্য আদালত (Court for the Relief of Insolvency Debtors, Bankruptcy Court)। আপীল করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল এবং ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে আপীল একেবারেই চলিত না, যদিও ভুল বিচারের ক্ষেত্রে লর্ডসভাতে মামলা উপস্থাপনা করার অন্যতর পদ্ধতি ছিল। এককথায় বলা যায়, 1873-76 সনের মধ্যে প্রণীত বিচারবিভাগ পুনর্গঠন সংক্রান্ত আইনগুলি দ্বারা সমগ্র বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। বহুসংখ্যক আদালত ছিল যাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অধিক্ষেত্র ছিল এবং অনেক সময় এগুলি সুস্পষ্টভাবে পৃথক করিয়া চিহ্নিত ছিল না। তাহাদের বিচার পদ্ধতিও ছিল বহু প্রাচীন ও যুগোপযোগী নহে। উল্লিখিত আইনগুলি এই অবস্থার অবসান ঘটাইয়া একটি সুসমঞ্জস, সুসংবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত, যুগোপযোগী বিচারব্যবস্থা গড়িয়া তোলে যাহা এখনও চালু রহিয়াছে।

সংস্কার প্রয়াসের ফলশ্রুতি হিসাবে উক্ত উদ্দেশ্যে নিযুক্ত একটি রাজকীয় কমিশনের (Royal Commission) রিপোর্ট অনুযায়ী 1873–76 এই কয় বৎসরের মধ্যে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত কয়েকটি আইন (Judicature Acts) বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনগুলি দ্বারা ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করা হইয়াছে এবং আদালতগুলির কার্য্য পরিচালনা প্রণালীরও পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে। ইহার ফলে একটি Supreme Court of Judicature এর সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার নামের কোন বিশেষ তাৎপর্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেননা এই নামে কোন পৃথক আদালত নাই। ইহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। এই অংশগুলির সমষ্টির নাম "সুপ্রীম কোর্ট অব্ জুডিকেচার", যাহার একটি অংশে আছে High Court of Justice বা উচ্চ বিচারালয় ও অপর একটি অংশ হইল আপীল আদালত। হাইকোর্টের তিনটি অংশ যথাক্রমে King's (or Queen's) Bench Division (রাজা বা রাণীর বিচারবিভাগ), Chancery Division (চানসারি বিভাগ), ও Probate, Divorce and Admiralty Division (ইচ্ছাপত্র, বিবাহবিচ্ছেদ ও নৌ বাহিনীসংক্রান্ত বিভাগ। আপীল আদালতের দুইটি অংশ যথাক্রমে Court of Appeal ও Court of Criminal Appeals বা ফৌজদারী মামলাসংক্রান্ত আপীল আদালত।

ইংল্যাণ্ডের বিচারব্যবস্থায় প্রধান দুইটি ভাগ হইল,—দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত ব্যবস্থা। যে মামলায় একজন নাগরিক অন্য একজন বেসরকারী নাগরিকের বিরুদ্ধে আদালতে চুক্তিভঙ্গ, জুয়াচুরী, মানহানি ইত্যাদি জনিত অন্যায় বা ক্ষতির অভিযোগ আনয়ন করে এবং তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করে তাহা হইল দেওয়ানী। ইহা দুইজন বেসরকারী নাগরিকের মধ্যে বিরোধ। এ মামলায় আদালতের ভূমিকা হইল বিরোধের নিরপেক্ষ বিচার করিয়া বাদীর পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেওয়া। ফৌজদারী মামলার বিষয়বস্তু হইল চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি, খুন প্রভৃতি অপরাধ যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে কোন বেসরকারী নাগরিক বা নাগরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও যাহা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিভূহিসাবে রাজশক্তিই (Crown) বাদীপক্ষ হইয়া মামলা দায়ের ও পরিচালনা করিয়া থাকে এবং অপরাধ প্রমাণ হইলে আসামীকে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়। দেওয়ানী মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাদীর ক্ষতি বা অন্যায়ের প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণ করা হয়। ইংল্যাণ্ডে এই দুই জাতীয় মামলার বিচারের জন্য দুই ভিন্ন শ্রেণীর আদালতের ব্যবস্থা আছে যাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

স্থানীয় বা আঞ্চলিক আদালতের ক্ষেত্রে এই দুই বিভাগের মধ্যে পার্থক্যটি সুস্পষ্টরূপে রক্ষিত হইয়াছে। একেবারে উপরের দিকে কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী অধিকক্ষেত্রের মধ্যে এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। যেমন হাইকোর্টের রাজার আদালত বিভাগ ও লর্ডসভা উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চতম আপীল আদালত।

ফৌজদারী আদালতের বিন্যাস :

ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সর্ব্বনিম্ন স্তর হইল শান্তিরক্ষাকারী বিচারকদের (Justices of the Peace) ও বেতনভুক্ ম্যাজিস্ট্রেটদের (Stipendiary magistrates) আদালত। ইঁহারা খুব ছোটখাট অপরাধের বিচার করিয়া থাকেন যে অপরাধের শাস্তি 20 শিলিং পর্যন্ত জরিমানা অথবা 14 দিন পর্যন্ত কয়েদ। যেসব অপরাধের শাস্তি অপেক্ষাকৃত অধিক কিন্তু বেশী গুরুতর নয় সেগুলি দুই বা ততোধিক জাষ্টিস বা ম্যাজিস্ট্রেট মিলিতভাবে বিচার করেন। তাহাকে বলা হয় পেটি সেসন্স আদালত (Court of Petty Sessions)। এগুলিকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত অধিক্ষেত্রের আদালত (Courts of Summary Jurisdiction)। কারণ ইহাদের বিচার পদ্ধতি খুব ঋজু ও জটিলতামুক্ত। কোন জুরির দরকার হয় না। জাষ্টিস অব্ দ্য পিস (শান্তিরক্ষাকারী বিচারক) পল্লী অঞ্চলের বিচারক। ম্যাজিস্ট্রেটদের (Stipendiary magistrates) কর্ম্মক্ষেত্র শহর এলাকায় বা বড় বড় শহরের বোরোতে (borough)। প্রথমোক্ত শ্রেণী অবৈতনিক, কিন্তু যথেষ্ট সম্মান পান। নানা পেশার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকশ্রেণী হইতে তাঁহারা মনোনীত হন। তাঁহাদের আইনের শিক্ষা আবশ্যিক নয়। ইঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের এলাকা হইল 'ঐতিহাসিক' কাউন্টিগুলির মধ্যে, যাহা স্থানীয় প্রশাসনের এলাকাও বটে। পূর্ব্বে কাউন্টির লর্ড লেফ্টেনাণ্টের এবং বর্ত্তমানে স্থানীয় কমিটির সুপারিশে উঁহারা লর্ড-চ্যান্সেলর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। ষ্টাইপেণ্ডিয়ারি ম্যাজিস্ট্রেটরা কিন্তু বেতনভুক্ কর্ম্মচারী। ইঁহারা ব্যারিষ্টারদের মধ্য হইতে হোম সেক্রেটারি (Secretary of State for Home Affairs) দ্বারা নিযুক্ত হন। এই দুই শ্রেণীর বিচারকদের রায় হইতে ইহাদের উর্দ্ধতন আদালত "কোর্ট অব্ কোয়ার্টার সেসন্স" (Court of quarter Sessions) নামে কাউন্টি বিচারালয়ে আপীল করা যায়। এই আদালত কাউন্টির যে কয়জন বিচারক শপথ নিয়াছেন এবং ইচ্ছুক তাঁহাদের লইয়া গঠিত হয়। এখানে মামলাটি নতুন করিয়া শুনানি হয় প্রতি তিন মাস অন্তর।

অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধগুলি যাহা নিম্ন আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে সেগুলির এখানে প্রাথমিক বিচার ও আপীলের শুনানি হইয়া থাকে। তবে অতি গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ যেমন খুন, ডাকাতি ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলাগুলি কিন্তু এই আদালতে হইতে পারে না। সেগুলি সরাসরি "এসাইজ" (Assizes) আদালতে শুরু হয়। এগুলি হইল সাময়িক ভ্রাম্যমান আদালত যাহার নেতৃত্ব করেন লণ্ডন হইতে প্রেরিত এক একজন বা দুইজন হাইকোর্টের বিচারপতি যাঁহারা কাউন্টির বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচার করিয়া বেড়ান। তাঁহারা স্থানীয় জুরিদের সাহায্যে বিচারকার্য্য পরিচালনা করেন। জুরিরা নিরপরাধ সাব্যস্ত করিলে আসামীকে নিষ্কৃতি দেন এবং অপরাধী সাব্যস্ত করিলে দণ্ড বিধান করেন অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী। লণ্ডনের মেট্রোপলিট্যান এলাকার জন্য একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় ফৌজদারী আদালত আছে যাহাকে ওল্ড বেলি (Old Bailey) বলা হয়। উহা বছরে 12 বার বসে।

উপরোক্ত আদালতগুলি হইতে প্রাধাণতঃ আইনঘটিত প্রশ্নে এবং কখন কখনও ঘটনাজড়িত প্রশ্নেও ফৌজদারী আপীল আদালতে (Court of Criminal Appeals) আপীল করা যায়। এই আদালত লর্ড চীফ্ জাষ্টিস (Lord Chief Justice) ও আরও অন্ততঃ তিনজন রাজা বা রাণীর বিচারবিভাগ হইতে বিচারপতিদের লইয়া গঠিত হয়। এই আদালত জুরি ছাড়াই লণ্ডনে বসে লর্ড চীফজাষ্টিসের সভাপতিত্বে। এটর্নিজেনারেলের সম্মতি সাপেক্ষে এবং আদালত যদি মনে করে এমন এমন কোন আইনঘটিত নূতন প্রশ্ন জড়িত যাহা জনস্বার্থে উচ্চ আদালতে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন তবেই মামলার বিবাদী এই আদালত হইতে সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত লর্ডসভায় আপীল করিতে পারে। খুব বিরল ক্ষেত্রেই এই আপীল হইয়া থাকে। লর্ডসভায় আপীলের শুনানী কিন্তু সমগ্র সভায় হয় না। লর্ড চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে নয়জন (1947 এর পূর্ব্বে ছিল 7 জন) লর্ডস্ অব্ এ্যাপীল (Lords of Appeal in Ordinary) যাঁহাদের এই উদ্দেশ্যে জীবিতকালব্যাপী পিয়ার করা হয় এইসব আপীলের শুনানি করেন। ইঁহাদের রায় চূড়ান্ত যাহা হইতে আর কোনও আপীল হয় না। আপীল লর্ডরা বেতনভোগী হন। ফৌজদারী মামলার গতিপথ নিম্নরূপ :

জে. পি. বা ষ্টাইপেণ্ডিয়ারি ম্যাজিস্টেট্ ও পেটিসেসন্স আদালত→কোর্ট অব্ কোয়ার্টার সেসন্স→এসাইজ কোর্ট—ফৌজদারী আপীল আদালত→লর্ডসভা।

দেওয়ানী আদালতের বিন্যাস:

অপেক্ষাকৃত কম অর্থ জড়িত (400 পাউণ্ডের অধিক নয়) দেওয়ানী মামলাগুলি প্রথমে কাউন্টি আদালতে (County Court) রুজু হয়। এই কাউন্টি কিন্তু 'ঐতিহাসিক' কাউন্টি অর্থাৎ স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত কাউন্টির সীমানার সামিল নয়। বিচারকার্য্যের জন্য ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ এক একটি আদালত বিশিষ্ট পাঁচ শতের মত কাউন্টিতে বিভক্ত। কতকগুলি কাউন্টি লইয়া পঞ্চাশের অধিক সার্কিট গঠিত হয়।

প্রতিটি সার্কিটে একজন করিয়া বিচারক থাকে। বর্ত্তমানে এই সার্কিট আদালতগুলিতে প্রায় 60 জন বিচারক কাউন্টির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন করেন। বিচারকগণ অন্তত: 7 বৎসরের কর্ম্মরত ব্যারিষ্টারদের মধ্য হইতে লর্ডচ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই আদালত হইতে আপীল হয় লণ্ডনস্থ উচ্চ আদালতে (High Court)। দুই বা ততোধিক বিচারকের নিকট আপীলের শুনানি হয়। যদি মামলাটি অধিকতর অর্থসংক্রান্ত হয় কাউন্টি কোর্টে না উঠিয়া সরাসরি হাইকোর্টেই রুজু হয়। সেখান হইতে আবার হাইকোর্টের আর একটি উচ্চশাখা উচ্চ আপীল আদালতে (Court of Appeals) আপীল করা যায়। হাইকোর্টের তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে,—চ্যান্সারী বিভাগ, রাজা বা রাণীর বিচার বিভাগ, এবং ইচ্ছাপত্র, বিবাহ বিচ্ছেদ ও নৌবাহিনী সংক্রান্ত বিচার বিভাগ। প্রতিটি বিভাগের বিচারকার্য্য উহার বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী মামলাগুলি সংশ্লিষ্ট বিভাগে উত্থাপিত হয়। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে চ্যান্সারি বিভাগ ন্যায় বিচার (Equity) সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার পরিচালনা করে এবং এষ্টেট (Estate) প্রশাসন, কোম্পানী ও দেউলিয়া সংক্রান্ত মামলার বিচার করে। সাধারণ দেওয়ানী মামলা আসে রাজা বা রাণীর বিচারবিভাগের নিকট। অপর বিভাগটিতে আনীত মামলার বিষয়বস্তু উহার আখ্যা হইতেই সুস্পষ্ট। এই তিনটি বিভাগ হইতেই আপীল করা যায় আপীল আদালতের নিকট। এই আপীল আদালত (Court of Appeal) "Master of the Rolls" ও হাইকোর্টের তিন বিভাগের সভাপতি সমেত আটজন লর্ড বিচারকদের (Lord Justices) লইয়া গঠিত হয়। ইঁহারা দুই বা তিন বিভাগে বিভক্ত হইয়া বিচার করেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে সকলে একত্রও বিচার করেন। আপীল আদালতের উর্দ্ধে লর্ডসভা (House of Lords) যুক্তরাজ্য ও

উত্তর আয়ার্লাণ্ডের উচ্চতম আপীল আদালত হিসাবে কার্য্য করে। সমগ্র লর্ডসভা অবশ্য আদালত হিসাবে কাজ করে না, যদিও আইনতঃ সমস্ত সদস্যই অংশগ্রহণ করিবার অধিকারী। কার্য্যতঃ ইহা লর্ড চ্যান্সেলর (সভাপতি), 6 জন আইনজ্ঞ লর্ড বা Law Lords (Lords of Appeal in ordinary) এবং অন্য যে সব আইনজ্ঞ ও বিচারকার্য্যে অভিজ্ঞ লর্ড থাকেন এমন লর্ডদের লইয়া গঠিত হয়। তবে সাধারণতঃ লর্ড চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে লে লর্ডরাই বিচার করিয়া থাকেন।* পরিশেষে আর একটি বিশেষ সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালতের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহা হইল প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারসংক্রান্ত কমিটি (Judicial Committee of the Privy Council)। ইহার অধিক্ষেত্র পূর্ব্বে খুবই ব্যাপক ছিল, কিন্তু উহা ক্রমান্বয়ে ক্ষীয়মান। পূর্ব্বে ইহা ভারত, আয়ার্ল্যাণ্ড, ব্রিটিশ উপনিবেশ ও ডোমিনিয়ন সমূহের সর্ব্বোচ্চ আদালত হইতে আনীত আপীল মামলা, এবং ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্মীয় আদালতের মামলার সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত ছিল। বর্ত্তমানে স্বাধীনোত্তর ভারত ও অধিকাংশ ডোমিনিয়নই ইহার এক্তিয়ার বর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমানে অবশিষ্ট ব্রিটিশ উপনিবেশ ও একটিমাত্র ডোমিনিয়ন নিউজিল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্মীয় আদালতগুলি সর্ব্বোচ্চ আদালত হিসাবে ইহার এক্তিয়ার স্বীকার করে। এছাড়া চ্যানেল দ্বীপগুলি, আইন অব্ ম্যান দ্বীপ ও যুদ্ধের সময় প্রাইজ আদালতগুলি (Prize Courts) হইতে মামলার শুনানিও এখানে হয়। ইহা কিন্তু প্রচলিত অর্থে আদালত নয়, ইহা

---

* দেওয়ানী (Civil) মামলার গতিপথ নিম্নরূপ :—

সংক্ষিপ্ত এক্তিয়ারের আদালত (Court of Summary juridiction) → সার্কিট কোর্ট (Circuit Court) → তিন বিভাগ যুক্ত উচ্চ আদালত (High Court of Justice) → আপীল আদালত (Court of Appeals) → লর্ডসভা (House of Lords)

(কাউন্টি আদালত) County Court

প্রিভি কাউন্সিলের বিচার সংক্রান্ত কমিটি (Judicial Committee of the Privy Council) [কেবলমাত্র ব্রিটিশ উপনিবেশ ডোমিনিয়ন প্রভৃতির সর্ব্বোচ্চ আদালত হইতে বিশেষ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত আপীল আদালত]

রাজার প্রিভি কাউন্সিলের একটি কমিটি মাত্র যাহা লর্ডচ্যান্সেলর, প্রাক্তন লর্ড চ্যান্সেলরগণ, আপীল লর্ডগণ, লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব্ দ্য কাউন্সিল, ও প্রিভি কাউন্সিলের অন্য কয়েকজন সদস্য ও ডোমিনিয়নগুলির কিছু বিচারক সর্ব্বসমেত 20 জনের মত সদস্য লইয়া গঠিত। কার্য্যতঃ লর্ড চ্যান্সেলর এবং আপীল লর্ডগণ, যে ডোমিনিয়ন বা উপনিবেশের মামলার শুনানি হয় সেখানকার বিচারকদের সাহায্যে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। মামলার শুনানির পর কমিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে রায় দেয় না, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত রাজার নিকট সুপারিশ ভাবে পেশ করে এবং তাহা কাউন্সিলের আদেশনামা (Orders-in-Council) আকারে কার্য্যকরী করা হয়। যেহেতু সুপারিশগুলি নির্বিচারে গৃহীত হইয়া থাকে এগুলিকে আসলে আদালতের রায়ই বলা যায়। প্রিভি কাউন্সিলের বিচার সংক্রান্ত কমিটির অধিক্ষেত্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই বিভাগেই পরিব্যাপ্ত। তবে ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ইহার এক্তিয়ার খুবই সংকুচিত। মৌল অধিকার ও স্বাধীনতা (Fundamental rights and freedoms) জড়িত ব্যাপার ছাড়া অন্য বিষয়ে আপীল করিতে হইলে আদালতের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয় এবং এই বিশেষ অনুমতি খুব বিরল ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়, কেননা জুডিসিয়্যাল কমিটি সাধারণ ফৌজদারী আপীল আদালত হিসাবে কার্য্য করিতে নারাজ।

(S. A. De Smith, "Constitutional and Administrative Law", (1971) p. 150)। তাছাড়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সব দেশ হইতে কমিটির কাছে পূর্ব্বে আপীল আসিত তাহাদের অনেকেই একে একে ইহার নিকট আপীল প্রথা বর্জ্জন করিতেছে।

উৎসংহারে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। তাহা হইল যে দেওয়ানী এলাকার ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের বিচারব্যবস্থায় যেমন অযৌক্তিকতা, দীর্ঘসূত্রতা, ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতি ত্রুটি লক্ষ করা যায় ফৌজদারী বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনই বিপরীত গুণগুলি সহজেই চোখে পড়ে, অর্থাৎ এই বিচার একাধারে দ্রুত পরিচালিত হয়, ইহা নিশ্চিত, ইহা ব্যয়বহুল নয় এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

Suggested Readings

(1) Brich, A. H. : "The British System of Government", 2nd Edn. (1970), chs, 13 & 15.

(2) Finer, H : "Theory and Practice of Modern Government", (1961) chs. 9 & 36.

(3) Wade, E.C.S. & Phillips, G.G. "Constitutional Law", 7th Edn. (1965) ch. 3

(4) Dicey, A.V. : "Introduction to the Law of the Constitution" (1961) Chs. IV, X & XIV.

(5) Jennings, W, I : "Law and the Constitution", 3rd Edn. ch. II

(6) Robson, W.A. : "Justice and Administrative Law" 3rd Edn, (1951)

(7) Carter, G.M. & others : "The Government of Great Britain", (1954), ch, VIII

(8) Harvey & Bather : "The British Constitution", 2nd Edn. (1968), ch. 18, 21, 22.

(9) Michael Stewart : "The British Approach to Politics" (1967), ch. XV.

(10) R. M. Jackson : "The Machinery of Justice in England", 4th Edn., (1964) ch. 6.

(11) H.W.R. Wade : "Administrative Law", (1961) chs. 5-7.

(12) Lord Hewart : "The New Despotisom", (1945) ch. 2

ব্রিটেনে বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোর ছক
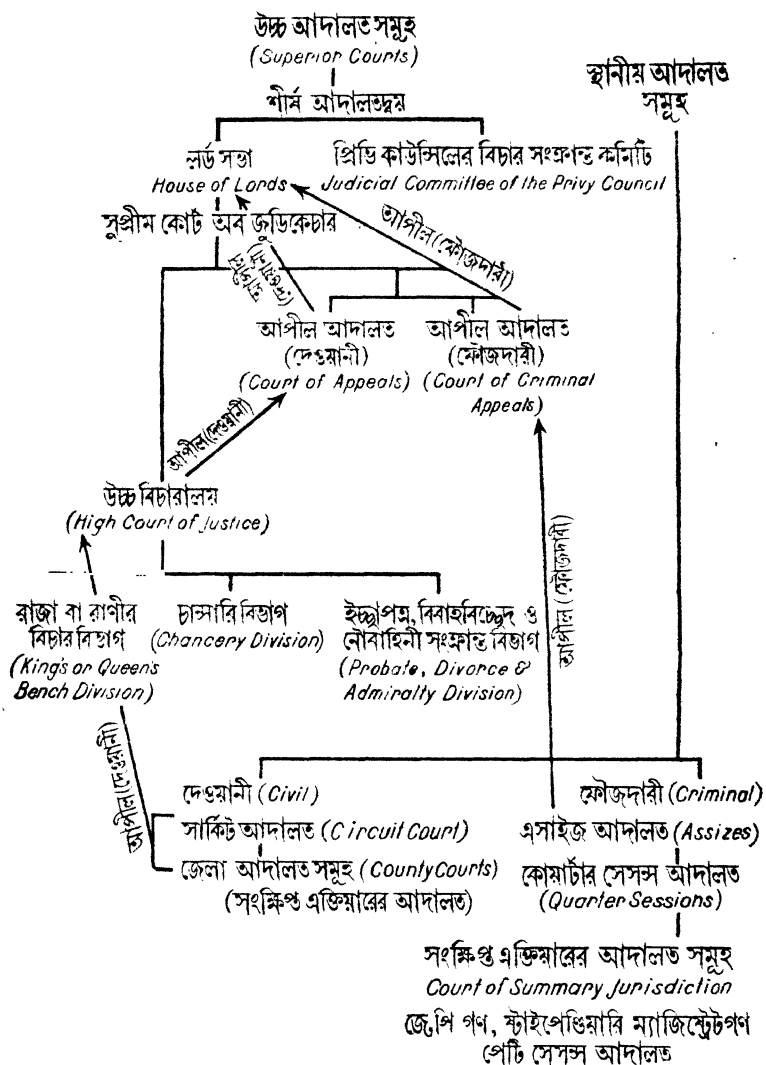
দশম অধ্যায়

ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা

(Party System in Britain)

রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি ও স্বরূপ :

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে যে বর্ত্তমান রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ নয়। কোনও রাজনৈতিক দল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত সংস্থারূপে পরিচিত, আবার কোনও দল নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, দৃঢ় সংবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার রাজনৈতিক আদর্শের সহিত অর্থনৈতিক স্বার্থের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দলের পরিচিতি ঘটে। তবে অর্থনৈতিক স্বার্থানুসারে সংগঠিত হউক অথবা রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হউক, সকল রাজনৈতিক দলই মূলতঃ বহু-উদ্দেশ্য বিশিষ্ট একটি রাজনৈতিক সংস্থা যাহার ভিত্তি হইতেছে একটি সার্ব্বজনীন সামাজিক মতবাদ, যে মতবাদ নির্দ্দিষ্ট নীতি ও কর্ম্মসূচির মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রতিফলিত হয়। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে রাজনৈতিক দলপ্রথা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। দুটি বিশেষ উদ্দেশ্যের দিক হইতে ইহা অপরিহার্য। প্রথমতঃ, নাগরিকের সুষ্ঠুভাবে শাসকগোষ্ঠি নির্ব্বাচন করার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। দ্বিতীয়তঃ, দলগুলিই নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেয় এবং জনস্বার্থসম্পর্কিত নানা বিষয়ে বিভিন্ন নীতির ভাল মন্দ দিকগুলি বুঝাইয়া দেয়। এখন রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাক আইভরের (Mc Iver) ভাষায় "রাজনৈতিক দল হইল এমন একটি সংঘ যাহা কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতির সমর্থনে সংগঠিত হয় এবং যাহা সরকারকে শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়ে ঐসব নীতির ধারক ও বাহক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে।" (An association organised in support of some principles or policy which by constitutional means it endeavours to make the determinant of government, Mc Iver, "The Modern State." p. 396)। অন্য দুইজন গ্রন্থকার তাঁহাদের গ্রন্থে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন,—"এগুলি হইল ভোটারদের এরূপ সমষ্টি বা সমাবেশ যাহারা জনস্বার্থসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে

মোটামুটি এক ধরণের মত পোষণ করে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা সরকারের কর্তৃত্ব দখল করিতে চেষ্টা করে যাহাতে তাহারা নিজেদের মনোমত নীতি ও কর্ম্মসূচি রূপায়িত করিতে সক্ষম হয়।"* দলগুলি কিন্তু সরকারের অংশ নয়। এমন কি তাহারা সংবিধান বা দেশের আইনে অজ্ঞাত হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারাই সরকারের কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিচালিকা শক্তি জোগায়।

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা:

বিশেষতঃ ব্রিটেনের মত সংসদীয় গণতন্ত্রব্যবস্থাযুক্ত দেশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে রাজনৈতিক দলই কর্ম্মসূচি রচনা করে, দলের নির্ব্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়, যাহারা ঐ কর্ম্মসূচি কার্য্যকরী করার প্রয়াসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হিসাবেই ইহাদিগকে নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করে এবং এই প্রার্থীরাই যাহাতে সংসদের অধিকসংখ্যক আসন লাভ করিয়া নিজ দলের ক্যাবিনেট গঠন করিয়া উহার মাধ্যমে দলের ঘোষিত কর্ম্মসূচি রূপায়িত করিতে সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ম্ম-তৎপর হয়। এইভাবে রাজনৈতিক দল স্বরাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সেতু রচনা করে। রাজনৈতিক দলগুলি একদিকে নির্ব্বাচকমণ্ডলী অন্যদিকে ক্ষমতার ধারক ও বাহক পার্লামেণ্ট ও ক্যাবিনেটের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তবুও আইনে বা শাসনতন্ত্রে তাহাদের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি নাই, যদিও পার্লা-মেণ্টের কার্য্যপদ্ধতি, এমন কি কমন্সসভার সদস্যদের আসনবিন্যাস ব্যবস্থায়, কমিটি গঠনে, প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচনে ও ক্যাবিনেট গঠনে এবং বিরোধী নেতা নির্ব্বাচনে দলীয় ব্যবস্থার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। দলপ্রথা বিলুপ্ত হইলে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অধিকাংশ "কনভেনশন"ই অকেজো হইয়া পড়িবে এবং ইহার প্রকৃতিই অন্যরূপ হইয়া যাইবে। মহামহিম রাজার সরকার সংখ্যাগুরু পার্টির সরকার এবং উহার প্রধানমন্ত্রী হইলেন উহারই নেতা। উক্ত সরকার ঐ পার্টির কর্ম্মসূচি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। আবার সংখ্যালঘু বিরোধী পার্টি সরকারের কর্ম্মসূচির বিরোধিতা করিতে ও নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে উহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া ক্ষমতায় আসিতে বদ্ধপরিকর। পার্লামেণ্টে বিরোধী পার্টি ও উহার নেতার ভূমিকা সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। উহাকে "মহামহিম রাজার বিরোধী-পক্ষ" এই আখ্যা দেওয়া হয়। এককথায় ব্রিটেনের সংসদীয় শাসন-

---

* F. A. Ogg & H. Zink, "Modern Foreign Governments." Ch. XIV, p. 295.

ব্যবস্থা সাধারণ ও স্বাভাবিক (normal) অবস্থায় দুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে অবিরাম ও ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংগ্রাম বলা চলে। অধ্যাপক জেনিংস এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উক্তি করিয়াছেন,—"বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাস্তব সমীক্ষার শুরুতে ও শেষেও পার্টি এবং মধ্যস্থলেও পার্টি$_1$।"* ব্রিটেনে দায়িত্বশীল (responsible) শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব একপ্রকার অপরিহার্য। সেখানে সরকারকে টিকিয়া থাকিতে হইলে কমন্সসভায় একটি সুসংবদ্ধ, শৃঙ্খলানুগামী সংখ্যাগুরু সমর্থকগোষ্ঠি থাকা আবশ্যিক। এরূপসংখ্যক সমর্থক সাধারণ নির্ব্বাচনে যাহাতে জয়লাভ করিতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন, নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মতৎপরতা একমাত্র সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলই জোগান দিতে পারে। বর্ত্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি এমনই সুসংগঠিত যে একটি দলের পৃষ্ঠপোষকতা (ticket) ছাড়া কোন প্রার্থীর পক্ষে নির্ব্বাচন বৈতরণী পার হওয়া একপ্রকার অসাধ্য। নির্দ্দলীয় প্রার্থী (Independent) অধুনা খুবই বিরল। নির্ব্বাচকমণ্ডলীও এখন প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার অপেক্ষা প্রার্থী যে দলের সেই দলের কর্ম্মসূচির বিচারেই ভোট দিয়া থাকে। নির্ব্বাচিত হইবার পর একজন সদস্য একটি দলের অনুগামী অর্থাৎ একপ্রকার নির্বিচারে উক্ত দলের সব নীতি ও কার্য্য সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হিসাবেই কমন্সসভায় আসনগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক দল না থাকিলে একদিকে যেমন কোন মন্ত্রিসভা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না, অপরদিকে এক মন্ত্রিসভা কোন কারণে পদত্যাগ করিলে অন্য একটি বিকল্প সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত একটি সদস্যগোষ্ঠি থাকিতে পারে না, অর্থাৎ দায়িত্বশীল সংসদীয় শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। ব্রিটেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের সর্ব্বাত্মক ভূমিকা সম্বন্ধে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রামজে মুর (Ramsay Muir) বলিয়াছেন,—"দলের নেতৃত্বই প্রধানমন্ত্রীকে তাঁহার ব্যাপক ক্ষমতা দেয়; ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের একই পার্টির সদস্য হওয়ার দরুণই ক্যাবিনেটের চরিত্র ও উদ্দেশ্যের ঐক্য; কমন্সসভায় একটি সুসংগঠিত সমর্থক দলের অবস্থিতিই ক্যাবিনেটকে উহায় কার্য্যপরিচালনা করিতে সক্ষম করে এবং

---

* 1. "A realistic survey of the Brtiish Constitution today must begin and end with parties and discuss them at length in the middle." W. I. Jennings, "The British Constitutiou," (1945) p. 31.

যখন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে ক্যাবিনেটকে সরকারের সমূহ কার্য্যক্ষেত্রে একনায়কত্ব প্রদান করে।[1]"

রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য, ভূমিকা ও প্রকৃতি সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে গেলে সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়। সুপ্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) এই ভাবেই রাজনৈতিক দলের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে দলগুলিকে বিশেষজ্ঞ সংস্থা বলিয়া অভিহিত করা যায়, যাহাদের কাজ হইল সমষ্টিগত সংস্থার মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারপূর্ব্বক আদর্শগত বা বৈষয়িক উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হওয়া। অতীতে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল যে দল ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক। বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন যে সার্ব্বজনীন ধারণাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত হইয়াছে তাহার মূল কথা হইল গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে রাজনৈতিক দলের সর্ব্বব্যাপী প্রভাব ও কার্য্যকারিতা। A. D. Lindsay, Robert Mc Iver, Maurice Duverger প্রমুখ রাষ্টবিজ্ঞানীগণ তাই মুক্তকণ্ঠে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও কার্য্যকলাপের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, Duverger এর মতে উন্নত সমাজে স্বাধীনতা ও দলব্যবস্থার মহামিলন হইয়াছে[2]।

ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা :

পূর্ব্বেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা ও অগ্রগতির পিছনে যে উপাদানটির অবদান সর্ব্বাধিক তাহা হইল দুইটি প্রধান দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও পারস্পরিক বোঝাপড়াভিত্তিক কার্য্যক্রম। দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল থাকার জন্য শুধু যে আইনসভাতে একটি স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই নহে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমগ্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে সুষ্ঠু ও সুনিশ্চিত রাজনৈতিক বিকল্প মতামত ও কর্ম্মসূচির উপস্থাপনা করিয়া রাজনৈতিক চেতনার সম্যক উন্মেষ ঘটায়। ইহার মূল্য কম নয়। বিশেষ করিয়া ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে প্রচলিত বহুদল ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে coalition সরকারের ব্যর্থ ভূমিকার

1. R, Muir, "How Britain is Governed." (3rd Edn.) p. 116.
2. "Liberty and the party system coincide."
Duverger, "Political Parties." (1954) pp. 424-25.

পরিপ্রেক্ষিতে ইহার সার্থক রূপায়ণ সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না। "England does not love coalition"—"ইংল্যাণ্ড মিশ্র সরকার পছন্দ করে না।" ইহা একটি বহু প্রাচীন প্রবাদবাক্য এবং ইহা আজও বহুলাংশে স্বীকৃত। একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে জাতীয় সঙ্কটের সময় যখন জাতীয় সরকার অর্থাৎ সকল দলের মিলিত সরকার চালু হয়। অধ্যাপক জেনিংস 1945 সালে প্রকাশিত তাঁহার "The British Constitution" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন বিগত একশত বৎসরের মধ্যে 28 বৎসর সংখ্যালঘু দলের সরকার চলিয়াছে ও 29 বৎসর মিশ্র (coalition) সরকার চলিয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রিটেনে দ্বিদলীয় প্রথার দিকে একটি জাতীয় ঝোঁক দেখা যায়। বর্ত্তমান শতকের তৃতীয় দশকে শ্রমিক-দলের একটি শক্তিশালী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর অল্প কিছু দিন ত্রিদলীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই উদারনৈতিক দলের বহুসংখ্যক সদস্যই রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলে যোগ দেওয়ার ফলে উদার-নৈতিক দল একটি নগণ্য দলে পর্যবসিত হয় এবং কার্য্যতঃ দ্বিদলীয় প্রথাই ফিরিয়া আসে। এক সময়ে "Irish Nationalist Party" নামে একটি দল বিশেষ অবস্থায় আবির্ভূত হইয়াছিল কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনে বিলুপ্ত হয়। এখন ব্রিটেনে একটি কমিউনিষ্ট (Communist Party) দল বর্ত্তমান, কিন্তু এ পর্যন্ত উহার প্রতিনিধিসংখ্যা এতই নগণ্য থাকিয়াছে যে রাজনৈতিক দিক হইতে উহা ধর্ত্তব্যই নয়। পূর্ব্বে যেমন রক্ষণশীল (Conservative) ও উদারনৈতিক (Liberal) এই দুইটি প্রধান দল ছিল, বর্ত্তমানে রক্ষণশীল ও শ্রমিক এই দুইটি প্রধান দল হইয়াছে। নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রধানতঃ ইহাদের মধ্যেই হইয়া থাকে।

ব্রিটেনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা অবশ্য একটি ঐতিহাসিক আকস্মিক ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। বর্ত্তমানে ব্রিটনে প্রচলিত নির্ব্বাচনী পদ্ধতির মধ্যেই ইহার মূল নিহিত আছে। এক সদস্য বিশিষ্ট নির্ব্বাচনী এলাকা (Single member electoral district) ও সর্ব্বাধিক ভোট প্রাপ্তিতে নির্ব্বাচন প্রথার আওতায় তৃতীয় দলের প্রার্থীদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা খুবই দুঃসাধ্য। উহার প্রার্থীরা কয়েকটি নির্ব্বাচনী এলাকায় হয়তো নির্ব্বাচিত হইতে পারে, কিন্তু পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের আশা সুদূর পরাহত। এই অবস্থায় ব্রিটিশ রাজনীতিতে তৃতীয় দলের বিশেষ কোন ভূমিকা বা গুরুত্ব থাকে না। ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম দুইটি প্রধান দলের মধ্যেই সীমিত থাকে। তাছাড়া ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার সূত্রে ব্রিটিশ জনগণের তথা ভোটদাতাদের যে মানসিকতা দৃঢ়মূল হইয়াছে

তাহার আলোকে বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে ব্রিটেনের রাজনৈতিক কাঠামোতে দুই দলের অস্তিত্বই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। এই মানসিকতা সূত্রে প্রতিটি সাধারণ নির্ব্বাচন মূলতঃ দুইটি বিকল্প ও সম্ভাব্য সরকারের মধ্যে সুস্থ্য, সজীব ও প্রাণচঞ্চল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এক ক্রীড়ানুষ্ঠান তুল্য। এই শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রাণীর বিরোধীদল তাই রাজা বা রাণীর বিকল্প সরকাররূপে পরিচিত এবং এই সূত্রেই ইহার এত মর্যাদা ও গুরুত্ব। সম্ভবতঃ এখানেই ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার মূলগত পার্থক্য। তৃতীয় দলের ভূমিকা তখনই উল্লেখযোগ্য যখন প্রধান দুই দলের একটি ভাঙ্গন বা অবলুপ্তির পথে যায়। যেমন, উদারনৈতিক দলের (Liberal Party) পতনের সোপানে শ্রমিক দলের (Labour Party) আবির্ভাব দ্বিদলীয় ব্যবস্থার ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করিয়াছে। ব্রিটেনের সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনী ইতিহাস এই নীতিকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত করিয়াছে। 1970 সালের নির্ব্বাচনের ফলাফলও একই সাক্ষ্য বহন করে। খুব সম্প্রতি অবশ্য ছোটখাট দু একটি উপনির্ব্বাচনে উদারনৈতিক দলের প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তবে এই জয়লাভের বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিক্রমা :

যতদিন পার্লামেণ্টের ভূমিকা ছিল কেবল রাজার পরামর্শদাতা সংস্থার, কর্ত্তৃত্বের অধিকারীর নয় ততদিন দলব্যবস্থার প্রশ্নই ছিল না। কেননা দলব্যবস্থা চালু হইলে দুইটি শর্তের পূরণ প্রয়োজন হয়,—(1) পার্লামেণ্টকে পুরোপুরি একটি আইনসভায় পরিণত হইতে হইবে, যাহা ব্রিটেনে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের পূর্ব্বে ঘটে নাই। (2) এমন কিছু রাজনৈতিক বিতর্কমূলক প্রশ্ন বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন যাহার ভিত্তিতে ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিতে পারে। ব্রিটেনে ঐ একই সময়ে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং রাজা দ্বিতীয় জেমস্‌কে সমর্থনের প্রশ্নে টোরি (Tory) ও হুইগ (Whig) নামে দুইটি দলের আবির্ভাব ঘটে। ক্রমে টোরিরা পল্লী অঞ্চলের অভিজাত, সামন্ত শ্রেণীর সমর্থক হয় এবং হুইগরা শহরাঞ্চলের উদীয়মান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের (Mercantile class) প্রবক্তা হইয়া দাঁড়ায়। পরে অবশ্য তাহাদের মধ্যে মতাদশের পার্থক্যহেতু সীমারেখা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়

একদল ঐতিহ্য, স্থিতিস্থাপকতা, শাসনকর্তৃত্বের সমর্থক, অন্যদল সংস্কার, প্রগতি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে।

1832 সালের সংস্কার আইনের পূর্ব্বে আধুনিক অর্থে রাজনৈতিকদল ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও প্রচলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, যদিও ইহার উৎপত্তি সুদূর অতীতে নিহিত। স্যার আইভর জেনিংসের মতে রিফর্মেশন (Reformation) এবং তাহার ফলশ্রুতি হিসাবে গীর্জার দল (Church Party) হিসাবে টোরিদলের আবির্ভাবের মধ্যে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গোড়াপত্তন লক্ষ করা যায়। তবে সাধারণতঃ স্টুয়ার্ট রাজবংশের (Stuarts) পুনরানয়নের (Restoration) সময়কেই এপ্রসঙ্গে চিহ্নিত করা হয়। তখন টোরিদল রাজার সমর্থক ছিল, আর হুইগদল ছিল পার্লামেণ্টের মুখপাত্র। তবে 1689 খৃষ্টাব্দে গৌরবময় বিপ্লবের অবসান ও পার্লামেণ্টের চূড়ান্ত জয়লাভের সাথে সাথে এই পার্থক্য অর্থহীন হইয়া পড়ে। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব নূতন পার্লামেণ্টের উপর পরিলক্ষিত হয় এবং সর্ব্বপ্রথম রক্ষণশীল ও উদারপন্থী মতবাদের পার্থক্য সূচিত হয়। যদিও 1832 সন পর্যন্ত দুই দলই মূলতঃ অভিজাততান্ত্রিক (aristocratic) ও কয়েকটি বড় পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে এই দুই দলের প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন শুরু হয়। ইহার ফলে উৎপাদনকারী (manufactures) ও শ্রমিকদের মধ্যে এক দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের সূচনা লক্ষ করা যায়। 1832 সনের সংস্কার আইনের উপর বিতর্কের সময় পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে দুই প্রধান দলের পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। সংস্কার আইনের ফলে ভোটাধিকার সীমা প্রসারিত হয়। ইহার ফলে সম্প্রসারিত ক্ষেত্রে নির্ব্বাচনসংক্রান্ত আবেদন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। পার্লামেণ্টের প্রার্থীগণ এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে হুইগদল উদারনৈতিক (Liberal) নামে পরিচিত হইতে শুরু করিল, এবং টোরিদল রক্ষণশীল (Conservative) নাম পরিগ্রহ করিল। শতাব্দী শেষ হওয়ার সাথে সাথে শ্রমিকদল (Labour Party) ব্রিটেনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইল ও 1922 সালে উদারনৈতিক দলকে স্থানচ্যুত করিয়া দ্বিতীয় বৃহৎ দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের সাথে সাথে অথবা গণভিত্তিক সরকারের আবির্ভাবের সাথে সাথে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের চারটি ধাপ

লক্ষ করা যায়। প্রথম ধাপ 1832 সালের সংস্কার আইনের সাথে সূচিত হয় ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে সর্ব্বপ্রথম দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক সংস্থা এই সময় আবির্ভূত হয়,—রক্ষণশীল দল কর্তৃক স্থাপিত Carlton Club এবং উদারনৈতিক দল কর্তৃক স্থাপিত Reform Club। এই দুই সংস্থাই মূলতঃ পালামেণ্টের সদস্য বা নির্ব্বাচনপ্রার্থী, প্রাদেশিক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ইহাদের কাজ ছিল প্রধানতঃ স্থানীয় সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং স্থানীয় ও পার্লামেণ্টের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করা। দলব্যবস্থার বিবর্ত্তনের দ্বিতীয় ধাপে দেখা যায় স্থানীয় রেজিষ্ট্রীকরণ সংস্থাগুলির জাতীয় সংস্থার সাথে একীকরণ (Union)। এইভাবে 1861 সালে Liberal Registration Association এবং 1867 সনে National Union of Conservative and Constitutional Associatrions এর সূত্রপাত হয়; অর্থাৎ এইভাবে জাতীয় নির্ব্বাচনী সংস্থার গোড়া পত্তন হয় এবং দলগুলি একটি জাতীয় রূপ লাভ করে। তৃতীয় ধাপে লক্ষ করা যায় ইহারই সম্প্রসারণ ও দৃঢ়মূল রূপান্তর। সাংগঠনিক দিক হইতে প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। প্রতিনিধিমূলক সদস্যসংস্থা, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলী, দৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো, এমন কি দলীয় আমলাতন্ত্রেরও সূচনা হয়। তবুও 1867 সালের সংস্কার আইনের (Reform Act of 1967) পরও বর্ত্তমান অর্থে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে নাই। গণতান্ত্রিক কাঠামো থাকিলেও গণতান্ত্রিক নীতি নিদ্ধারণ পদ্ধতির সূচনা তখনও হয় নাই। চতুর্থ ধাপে এটি লক্ষ করা যায়। আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রশ্নে Home Rule Bill কে কেন্দ্র করিয়া যে বিতর্কের সূচনা হয় তাহার ফলে ব্রিটেনের রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে একটি পুনর্বিন্যাস সূচিত হয়। উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে শ্রেণীগত চরিত্রের দৃঢ়তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সম্প্রসারণের পূর্ব্বে প্রায় 200 বৎসর যাবৎ ইংল্যাণ্ডে পুরাপুরি জাতীয় রাজনৈতিক দল বলিতে কিছু ছিল না। পার্লামেণ্টের বাহিরে কোন দলীয় সংগঠনও ছিল না। একমাত্র শহরবাসী শ্রমিকশ্রেণীর নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্তির পর নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপক সম্প্রসারণের পরই দলীয় ব্যবস্থার একটি সুসংহত, দৃঢ়, জাতীয় সংগঠনের সূত্রপাত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, উদারনৈতিক দল ইহার সাংগঠনিক বিস্তার ও জাতীয়করণে সচেষ্ট না

থাকার জন্যই অবলুপ্তির পথে যাইতে বাধ্য হয়। রক্ষণশীল দলও 1950 সালের আগে এ ব্যাপারে সবিশেষ সাফল্য দেখাইতে পারে নাই। লর্ড উলটনের (Lord Woolton) সাংগঠনিক নেতৃত্বের জন্যই এই দল শ্রমিক দলের ন্যায় এক সুষ্ঠু জাতীয়রূপ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রায় সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক দলপ্রথার উত্থানের পিছনে আছে ক্রমসম্প্রসারণশীল এবং কালক্রমে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার নীতি। এই প্রসঙ্গে V. O. Key এর নিম্নলিখিত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য,—"Even in countries such as Britain where the parliamentary stage had been restricted to the traditional elites it was no longer possible to ignore the broad strata of potential supporters who had become politically significant with the extension of the franchise".*

ব্রিটিশ দলব্যবস্থার প্রকৃতি :

ব্রিটেনেই দুই প্রধান দলের মধ্যে বর্ত্তমানে (1975) শ্রমিক দল (Labour Party) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং বিরোধী দল হিসাবে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) সাংগঠনিক দিক হইতে অনেকাংশে সদৃশ। দুই দলই যথেষ্ট পরিমাণে কেন্দ্রীভূত, এবং দুইটি দলই সামগ্রিক অর্থে জাতীয় দল। নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে দুই দলই মূলতঃ শীর্ষনেতৃত্বকে এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করে। তবু সাধারণভাবে একথা বোধহয় বলা যায় যে শ্রমিকদল অপেক্ষাকৃত অধিকভাবে সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করে এবং এই দলের সংগঠন অধিকতর গণভিত্তিক। তবে আপাতঃ সাদৃশ্য ছাড়া ইহাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য প্রচুর।

ঐতিহাসিক দিক হইতে দেখিতে গেলে হুইগদল (Whigs) রাজার ক্ষমতা হ্রাস এবং পার্লামেণ্টের ক্ষমতাবৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিল। তাহাদের পিছনে শহরবাসী (urban population) এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর (mercantile) সমর্থন ছিল। তাহা ছাড়াও কিছুসংখ্যক জমিদারবংশও ইহাদের পিছনে ছিল। অপরদিকে টোরিগণ (Tories) Catholicismএ বিশ্বাসী ছিল এবং প্রাচীন রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল। তাহারা রাজার ঐশ্বরিক অধিকার (Divine Right) নীতিতে বিশ্বাস করিত এবং

* V. O. Key, "Po tics, Parties and Pressure Groups", 4th Edn. 1958, p. 220.

অভিজাত শ্রেণীর (nobility) কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিল। ইহাদের সমর্থকদের মধ্যে ছিল অধিকাংশ জমিদারশ্রেণী এবং বিপুল সংখ্যক একচেটিয়া পুজিপতি ও রাজবংশের পেটোয়া সমর্থনপুষ্ট ব্যবসায়ী শ্রেণী। টোরিদের তুলনায় হুইগগণ অধিকমাত্রায় অবাধ প্রতিযোগিতা ও উদারপন্থী সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিল। অবশ্য ইহাদের কেহই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিপ্লবের পন্থা সমর্থন করে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশরাজনীতি যখন অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতির পঙ্কিল আবর্ত্তে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সাময়িকভাবে টোরিদলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায় হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাদের পুনরুত্থান হয় এবং ইহাদের কাঠামোর ভিত্তিতে বর্ত্তমান রক্ষণশীল দল (Conservative Party) ব্রিটিশ রাজনীতির এক বৃহৎ অংশীদার হিসাবে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করে। হুইগদল উদারনৈতিক দলে (Liberal Party) রূপান্তরিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রমিক দলের (Labour Party) প্রতিষ্ঠা হয় প্রধানতঃ শ্রমিক আন্দোলনকে অবলম্বন করিয়া এবং অচিরেই এই দল উদারপন্থী দলকে স্থানচ্যুত করিয়া ব্রিটেনের রাজনৈতিক মানচিত্রে দুইদল প্রথার অন্যতম অংশীদার বা স্তম্ভ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ব্রিটেনে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সংগঠনও এক অভিনব সংহতি ও জাতীয় চরিত্র লাভ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার সহিত ব্রিটেনের দলব্যবস্থার এইখানেই মূলগত পার্থক্য। ব্রিটেনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দুই দলই নেতৃত্ব ও নীতি নির্দ্ধারণে (leadership and policy) সাহায্য করে। প্রতিটি পার্লামেন্টীয় নির্ব্বাচন বস্তুতঃ একটি জাতীয় নির্ব্বাচন এবং নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে দুই বিকল্প আদর্শ ও নীতির মধ্যে সরাসরি পছন্দের এক অপূর্ব সুযোগ আনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করিলেও এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের (decision making) প্রধান দাবিদার হইলেও রাজা বা রাণীর বিরোধীদলের কার্য্যকরী ভূমিকা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বোঝা-পড়া ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে পরিচালিত এই সরকারী কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় রাজনীতির ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তবে আদর্শ, নীতি ও ভূমিকার দিক হইতে দুইদলের মধ্যে পার্থক্য বেশ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। রক্ষণশীল দল ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মৌল রূপটি ও ধারাবাহিকতা সংরক্ষণে প্রয়াসী এবং আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের পক্ষপাতী নহে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই দলের বক্তব্য—সমাজতন্ত্র, অর্থ-

নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার বিপক্ষে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও শ্রমিক-দলের সৃষ্ট সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই দলকে প্রাচীন নীতি ও আদর্শের যথেষ্ট সংশোধন করিতে হইয়াছে। তবে তাহা প্রধানতঃ নির্ব্বাচনী কলাকৌশলের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে, আদর্শগতভাবে নহে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই দল সকল সময়ই জাতীয়তাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী। অপরপক্ষে, শ্রমিকদল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী, যদিও ইহাদের নীতি ও কর্ম্মসূচির সাথে মার্ক্‌সীয় দর্শনের প্রচুর পার্থক্য এমন কি বিরোধ আছে। ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ব্রিটেনে একটি সমাজ-কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের (Welfare State) প্রতিষ্ঠা করা এবং এই উদ্দেশ্যে প্রধান মৌল শিল্পগুলির জাতীয়করণ করা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্ব্বিক নিয়ন্ত্রণ ইহাদের কাম্য নহে, তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যম সরকারী নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করা ইহাদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই দলের বৈদেশিক নীতি সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না। এক্ষেত্রে ইহাদের ঘোষিত নীতির সাথে সরকার গঠনের পর, বাস্তব কার্য্য-পদ্ধতির অনেক অমিল একাধিকবার লক্ষ করা গিয়াছে। সাধারণভাবে এই দল বৈদেশিকক্ষেত্রে যথেষ্ট উদারপন্থী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী।

ব্রিটিশ ও মার্কিন দলব্যবস্থার তুলনা :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলে ব্রিটেনের দল-ব্যবস্থার প্রকৃতি ও ভূমিকার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হইবে। বলাই বাহুল্য, নিজ নিজ রাজনৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরে দুই দেশের রাজনৈতিক দলগুলি মূলতঃ পৃথক ভূমিকা পালন করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ব্রিটেনে দলীয় সরকার বিদ্যমান, যাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যায় না। দুই দেশেই প্রধানতঃ দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত, অর্থাৎ দুই প্রধান বা বৃহৎ দলের মধ্যেই নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পছন্দ ও সরকার গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব সীমিত থাকে এবং তত্ত্বগতভাবে তাহাদের কার্য্যাবলী সমগোত্রীয়, যদিও দুই দেশেই আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দিক হইতে নগণ্য দলের অস্তিত্ব দেখা যায়। দুই দেশেই দলব্যবস্থা শাসনতন্ত্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত নয় এবং একটি প্রায় আধুনিক প্রতিষ্ঠান। দ্বিদল প্রথার দৃঢ়মূল কর্ম্মতৎপরতার পিছনে সামাজিক অবস্থা ও চেতনার পার্থক্য থাকিলেও ঐতিহ্যগত ও চরিত্রগতভাবে দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে একটি আপোসের প্রচেষ্টা ও অনুভূতি বিদ্যমান এবং ইহারা সমাজের মৌল বিষয়ের উপর বোঝা-

পড়ার ব্যাপারে প্রায় সমমতাবলম্বী। স্থায়ী সরকার গঠনের তাগিদে দুই রাষ্ট্রেই কার্য্যকরা, তবে ব্রিটেনে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর জরুরী। তাছাড়া আছে দুই রাষ্ট্রের বিশেষ নির্ব্বাচনী পদ্ধতি। এখানে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সহিত ইঙ্গ-মার্কিন ব্যবস্থার পার্থক্য সুস্পষ্ট। এত মিল থাকা সত্ত্বেও দুই রাষ্ট্রের দলব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রিটেনে সরকারী কার্য্যক্রম ও রাজনৈতিক পদ্ধতির সহিত দল-ব্যবস্থার অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বেশী দিন না হইলেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। পার্লামেণ্টীয় শাসনের শর্ত্ত ও রীতিনীতি অনুযায়ী এখানে সরকার ও বিরোধী দলের যুগপৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। বিরোধী দল যেহেতু বিকল্প সরকার, তাহাদের প্রভাব ও ভূমিকা প্রশ্নাতীত। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোয়ালিশন (coalition) সরকার বা অন্য জাতীয় সঙ্কটকালে সংখ্যালঘু (minority) সরকারের অভিজ্ঞতার কথা বাদ দিলে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কেবল স্বীকৃত তাহাই নয়, সরকারী কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে অপরিহার্যও বটে। অপরপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার সময়েই দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রণেতাদের মনোভাব বেশ কঠোর ছিল এবং তাহা অনেকাংশে মার্কিন সরকারের কার্য্যপদ্ধতিকে প্রভাবিত করিয়া-ছিল। মার্কিন সংবিধানের মূল নীতি ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণের এবং ভারসাম্য নীতির (checks and balances) দ্বারা প্রভাবিত। ব্রিটেনের ন্যায় কেন্দ্রীকৃত সুসংগঠিত দলীয় ব্যবস্থা এবং জাতীয়স্তরে সরকারের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাই কোন সময়ই স্বীকৃত ও গৃহীত হয় নাই। অবশ্য একথা সত্য যে বিংশ শতাব্দীতে দলীয় ব্যবস্থার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবে মার্কিন সরকারী কাঠামো ও কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে একটা সমন্বয় ও যোগসূত্র রচিত হইয়াছে। তবে এ সূত্র যথেষ্ট সুদৃঢ় নয়। এখানকার দলগুলি মূলতঃ অবিন্যস্ত ও স্থানীয় স্বার্থপ্রভাবিত হওয়ার জন্য সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব নিরূপণ করা খুব সহজসাধ্য নহে। এই কারণে মার্কিন সরকারকে দলীয় সরকার না বলিয়া ব্যক্তিশাসিত সরকার বলাই ভাল। Malcolm Shaw এর মতে,[1]—"American Government is government by individuals rather than by

---

1. Malcolm Shaw : "Anglo-American Democracy." London 1968 p. 32.

party". এই কারণে ব্রিটেনে যে অর্থে দায়িত্বশীল সরকার প্রচলিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্যই তাহা পাওয়া যায় না। ওখানে সামগ্রিক দায়িত্বের পরিবর্তে ব্যক্তিগত, স্বাধীন দায়িত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই দায়িত্ব নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে। "Instead of overall responsibility between party and nation, as in Britain, one sees in the United States a series of independent, vertical responsibilities between office-holders and their particular constituencies."[1]

অনেক সময় একথা বলা হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Republican ও Democratic দলের তুলনায় ব্রিটেনের Conservative ও Labour দলের মধ্যে আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্য অনেক স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে চিহ্নিত, অর্থাৎ এই যুক্তি অনুসারে শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে পার্থক্য গুণগত, কিন্তু রিপাব্লিক্যান ও ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট ও পরিমানগত। অনেক সমালোচকের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই দলের মধ্যে নামগত ছাড়া আর কোনও পার্থক্য নাই। বলা বাহুল্য, এই যুক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণ-যোগ্য নয়। শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যেও সরকারী নীতির মৌল ব্যাপারে প্রচুর বোঝাপড়া লক্ষ্য করা গিয়াছে। বরং বলা যাইতে পারে, দুই দেশেই দুটি দল সংঘাত অপেক্ষা সমঝোতা বা বোঝাপড়ার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। যেটুকু পার্থক্য সূচিত হয় তাহা নিতান্তই মাত্রাগত। ব্রিটেনে অপেক্ষাকৃত বেশী অর্থনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে দলগুলি সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। Samuel Beer অবশ্য মনে করেন যে শ্রমিক দলের 'পশ্চাদপসরণ' ও রক্ষণশীল দলের 'অগ্রগতির' ফলে দুই দলের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য অনেকাংশে কমিয়া একটি সাধারণ আদর্শগত কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করিলেও (যেমন কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র এবং নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত অর্থনীতি) এই দুই দলের মধ্যে এখনও নীতিগত বিভেদ ও শ্রেণীভিত্তিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য যে কেবল "অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য" বনাম "শ্রেণীহীন সমাজ"কে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে তাহা নহে। এমন কি শাসনতান্ত্রিক সরকারের কার্য্যকারিতা ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কেও সূচিত হইতেছে।[2] তুলনায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আদর্শগত সংঘাত অনেক কম। ইহার অর্থ অবশ্য কখনই এই নয় যে শ্রমিক দলের সাথে "ডেমোক্র্যাট" দলের, অথবা

1. Ibid, p. 33.
2. Samuel Beer: "Modern British Politics," (1965) p. 386

রক্ষণশীল দলের সহিত 'রিপাব্লিক্যান' দলের কোন মূলগত সাদৃশ্য আছে। অবশ্য সাধারণ মার্কিন নাগরিকের কাছে, দুই রাজনৈতিক দল দুই বিভিন্ন ও পৃথক আদর্শ ও স্বার্থগোষ্ঠির প্রতীক্।

সম্ভবতঃ দুই দেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য সূচিত হয় তাহাদের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করিয়া। ব্রিটেনে দলগুলি সুসংহত, যথাযথভাবে সংগঠিত, কেন্দ্রীভূত, অথচ রাষ্ট্রব্যাপী বিস্তৃত। ইহাদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রখর এবং সদস্যদের উপর প্রভাব ও কর্ত্তৃত্ব যথেষ্ট, যদিও এ ব্যাপারে রক্ষণশীল দলের তুলনায় শ্রমিক দলের কৃতিত্ব অনেক বেশী। পক্ষান্তরে মার্কিন দলগুলি বিকেন্দ্রীকৃত, স্থানীয়-স্বার্থ প্রভাবিত ও অবিন্যস্ত এবং ইহাদের নিয়মশৃঙ্খলাবোধ অতিমাত্রায় কম। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে যেমন বহু বিভাগ দেখা যায়, তেমনই কার্য্যকলাপের মধ্যেও কোনও ঐক্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। দলীয় পদ্ধতি এবং নিয়মকানুনের মধ্যেও অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ব্রিটেনে পার্লামেণ্টীয় (সংসদীয়) দল যেমনই শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসীয় দল তেমনই দুর্ব্বল। ব্রিটেনে নেতৃত্বের সাথে সাধারণ সদস্যের যোগাযোগ বেশ নিবিড়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহার খুব অভাব। তাই রাজ-নৈতিক পদ্ধতি ও সরকারী কার্য্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের দলগুলির ভূমিকা বহুলাংশে অধিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের উপর দলগুলির তুলনায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠিগুলির (Pressure and Interest Groups)[1] ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব উল্লেখযোগ্য। এই পার্থক্যের মূল কারণ দুই দেশের সরকারের প্রকারভেদ। ব্রিটেনে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের উপরই নির্ভরশীল, সুতরাং কঠোর দলীয় শৃঙ্খলা ছাড়া সরকার ভঙ্গুর হইয়া পড়ে। এজন্যই ব্রিটেনে দলীয় শৃঙ্খলারক্ষার বিশেষ তাগিদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-শাসিত (Presidential) সরকারে যেহেতু জাতীয় শাসক রাষ্ট্রপতিকে অস্তিত্বের জন্য কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না দলীয় শৃঙ্খলা শ্লথ হইলেও বিশেষ কিছু যায় আসে না। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ও ব্রিটেনের দলগুলির মধ্যে আপেক্ষিক কেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে যে পার্থক্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার কারণও দুই দেশের সরকারের কাঠামোর পার্থক্যে সূচিত হয়। ব্রিটেনে সরকার এককেন্দ্রিক অপরপক্ষে

1. ব্রিটেনে Pressure Groups সম্বন্ধে একটি বিবরণ এই অধ্যায়ের শেষে যুক্ত করা হইল।

মার্কিন দেশে সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয়। ব্রিটেনে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারেই অবস্থিত। সুতরাং পার্টির সংগঠনে কেন্দ্রীয় শাখাই শক্তির প্রধান আধার, আঞ্চলিক শাখাগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং পার্টির জাতীয় নেতৃত্বের অধীন। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বহুলাংশে পার্টির রাজ্য ও আঞ্চলিক শাখাগুলিতেই ন্যস্ত, পার্টির জাতীয় নেতৃত্ব ইহাদের সমর্থনের উপর অতীব নির্ভরশীল। জাতীয়স্তরে পার্টির সংগঠনের কর্ম্মতৎপরতা প্রধানতঃ নির্ব্বাচনের সময়ই প্রকট, মধ্যবর্ত্তী সময়ে উহা প্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে। রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরে সংগঠনগুলি কিন্তু সর্ব্বদাই প্রাণচঞ্চল ও কর্ম্মমুখর থাকে।

সোভিয়েট প্রথার সহিত তুলনা :

সর্ব্বশেষে এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট দলপ্রথার সহিত ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রথার তুলনার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যদিও এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা সোভিয়েট শাসনব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে করা হইবে। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের এক-দলীয় ব্যবস্থা ও ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয় পরন্তু মৌলিক; উহাদের পার্থক্য মূল প্রকৃতিগত। এই পার্থক্যের কারণ দুই ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উহার সম্বন্ধে ধ্যানধারণাও সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপরে ব্রিটিশ ও মার্কিন দল-প্রথার তুলনায় দেখা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে যেসব পার্থক্য দেখা যায় সেগুলি গভীর নয়। কারণ উভয় দেশের শাসনব্যবস্থাই ধনতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই পরিচালিত; কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্র একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারক ও বাহক।

ব্রিটেনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ (Pressure Groups) সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ[1] :

উপরে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রসঙ্গত বলা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের উপর কংগ্রেসীয় দলের তুলনায় বরং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির (Pressure and Interest Groups) প্রভাব অনেক বেশী। ইহার অর্থ এই নয় যে ব্রিটেনে এরূপ গোষ্ঠীগুলির কোন ভূমিকা বা সার্থকতা নাই ; শুধু যুক্তরাষ্ট্রে উহাদের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ভূমিকার কথাই বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের গ্রন্থে বিশদ আলোচনার স্থান। এখানে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে এগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

গণতন্ত্রের মূল কথা হইল জনমতের স্বীকৃতি ও প্রাধান্য, কেননা গণতন্ত্র শাসিতদের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনমত বলিতে কি বুঝায়? যে কোন বিষয়ে সকল মানুষ একভাবে চিন্তা করে না বা একই মত পোষণ করে না। জনসমষ্টির মধ্যে বিভিন্ন ধারার মতের সমন্বয়ে জনমত গঠিত হয়, যাহাকে Consensus বলা যায়। গণতন্ত্র সফল হইতে হইলে বিভিন্ন ধরণের মতকে মানিয়া চলিতে হয়, যথা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত, সংখ্যালঘুর মত, সমাজে শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ শ্রেণীর মত, ও বিভিন্ন গোষ্ঠি ও সংস্থার মত। গণতন্ত্রে যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত কিন্তু তাই বলিয়া শাসকশ্রেণী সংখ্যালঘুদের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, সংখ্যালঘুদের মতকেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়। ব্রিটিশ গণতন্ত্রে বিরোধীপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই তাহার প্রমাণ। এসম্বন্ধে স্থানান্তরে আলোচনা করা হইয়াছে; আবার বিরোধীপক্ষকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকশ্রেণীর মতামতকে কিছুটা গ্রহণ করিয়া লইতে হয়। ব্রিটেনের সংসদীয় গণতন্ত্র এরূপ পরস্পরের মতসহিষ্ণুতা ও আপসরফার উপরই প্রতিষ্ঠিত। আবার গণতন্ত্রে শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ শ্রেণীর মতামতের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কেননা রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি নির্দ্ধারণ ব্যাপারে এরূপ মতামতের মূল্য যথেষ্ট। যত বেশী লোক শিক্ষিত ও বিজ্ঞ হইয়া ওঠে সেই পরিমাণে গণতন্ত্রের বুনিয়াদও দৃঢ় হয়।

---

1. এই বিবরণটী রচনায় গ্রন্থকার J. Harvey & L. Bather : The British Constitution (Chs. 7, 10, 29 & 30) পুস্তকটী হইতে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত উহার জন্ম ঋণ স্বীকার করা হইতেছে।

এছাড়া বর্ত্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিভিন্ন স্বার্থ ও ঝোঁকের ভিত্তিতে নানাবিধ গোষ্ঠী, সংস্থা বা সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের পর শিক্ষাবিস্তার, যানবাহনের উন্নতি ও ভোটাধিকারের ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে জনগণ বিভিন্ন স্বার্থভিত্তিক গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ হইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক কর্ম্মতৎপরতার প্রয়োজন অনুভূত হয়, যেমন শ্রমিকসংস্থাসমূহ (Trade Union), ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের সংস্থা, বৃত্তিমূলক সংস্থা ও প্রচারকার্য্য মূলক সংস্থাসমূহ। এইসব সংঘবদ্ধ সংস্থা নানা বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সুষ্ঠু কার্য্যকারিতায় বিশেষ সাহায্য করে। অবশ্য গণতান্ত্রিক সরকার সমগ্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়িত্বশীল, তবুও এইসব সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর মতামত না মানিয়া পারে না। ব্রিটেনের ইতিহাসে অনেক কিছু সংস্কারই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংগঠিত সংস্থাসমূহের আন্দোলনের ফলেই সংঘটিত হইয়াছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ দাস প্রথানিরাকরণ সংঘ (Anti-Slavery League), কর্ণ-ল বিরোধী সংঘ (Anti-Corn Law League), নারী ভোটাধিকার আন্দোলন (Suffragate movement) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসে কালা মানষদের নাগরিক অধিকার (Civil Rights) আন্দোলন, নারীদের সমান অধিকার আন্দোলনের (Womens Lib. Movement) উল্লেখ করা যাইতে পারে।* এইসব গোষ্ঠি, সংস্থা বা আন্দোলনকেই সাধারণতঃ প্রেসার গ্রুপ বা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু একজন প্রখ্যাত লেখক এস্, ই, ফাইনারের মতে এদের সম্বন্ধে এই আখ্যাটি বিভ্রান্তিকর (misleading)। কেননা ইহারা সাধারণতঃ কোন অবৈধ চাপ সৃষ্টি করে না, বরং সরকার ও আমলাদের সহিত সহযোগিতার মাধ্যমেই কাজ করে। এসম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে। তাছাড়া অ খ্যাটি যুক্তিযুক্তও নয় বরং দুর্ভাগ্যজনক, কেননা "pressure" শব্দটিতে একটা প্রচ্ছন্ন,

---

* সমাজে এইসব বৃত্তিগত বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসূত গোষ্ঠী বা সংঘগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্বন্ধে অধ্যাপক ল্যাস্কি, বার্কার, এ, ডি, লিণ্ডসে প্রমুখ বহুকেন্দ্রীক সার্বভৌমত্ববাদী (Pluralists) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সবিশেষ সচেতন এবং উহাদের উপযোগিতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে এতই জোর দিয়াছেন যে নিজ নিজ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে তাহারা স্বয়ং নির্ভর এবং রাষ্ট্রের সহিত সমমর্য্যাদাসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; এমন কি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের সীমার মধ্যে তাহাদের রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

অসুস্থ, অবৈধ প্রভাব সৃষ্টির ইঙ্গিত আছে যে প্রভাব খাটাইয়া তাহারা যেন জনস্বার্থের হানি ঘটাইয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াস পায়। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সেরকম কোন উদ্দেশ্য থাকে না। বরং ইহারা শাসনতন্ত্রের সুষ্ঠু রূপায়ণে সহায়তাই করিয়া থাকে। এসম্বন্ধে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করিব।

গোষ্ঠীগুলির প্রকার ভেদ :

ইহাদিগকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(1) অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত ও (2) কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াই গঠিত। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও অন্যান্য বৃত্তিগত সংস্থাসমূহ, যেমন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, ইত্যাদিদের পেশাগত সংস্থা। ইহারা সাধারণতঃ নিজ নিজ বৃত্তিতে রুজি রোজগার ও অন্যান্য পেশাগত সুযোগ সুবিধা লইয়াই ব্যস্ত থাকে, তাছাড়াও অনেক সময় নিজেদের কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধির ও বৃত্তিগত মান উন্নয়নের বিষয়ও চিন্তা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শ্রমিক ও মালিকদের সংস্থাগুলি অতিকায় হইয়া থাকে। যেমন British Transport and General Workers Unionএর সভ্যসংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী, National Farmers' Union এর সভ্যসংখ্যা ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের সমগ্র কৃষক গোষ্ঠীর প্রায় 90 শতাংশ লইয়া, আবার Confederation of British industry প্রায় 13000 ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে। উল্লিখিত সংস্থাগুলি শুধু নিজ নিজ রুজিরোজগার সম্পর্কীয় সমস্যার কথাই চিন্তা করে না, সমসাময়িক সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহ লইয়াও চিন্তা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাম্প্রতিককালে য়ুরোপীয় সাধারণ বাজারে ব্রিটেনের সামিল হওয়া উচিত কিনা এবিষয়ে সকলেই নিজ নিজ সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াই গঠিত সংস্থাগুলির আবার প্রকারভেদ দেখা যায়। কতকগুলি একটি আদর্শ সামাজিক আচরণবিধি লইয়া বিচার বিবেচনা করে,—যেমন ব্রিটেনের Howard League for Penal Reform, the Royal Society for the prevention of cruelty to animals প্রভৃতি। আবার কতকগুলি ধর্ম্ম ও নীতিসংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত, যেমন Lord's Day Observance Society, The Student Christian Movement। অন্য কতকগুলি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অবসর বিনোদনমূলক বিবিধ কর্ম্মসূচি লইয়া লিপ্ত, যেমন Royal Institute of British Archi-

tects, The Council for the Preservation of Rural England, ইত্যাদি। আবার সমাজের এক এক শ্রেণীর মানুষ অনেকসময় তাহাদের বিশেষ স্বার্থরক্ষার জন্য সংস্থা গঠন করিয়া থাকে, যেমন মোটর মালিকদের The Automobile Association, প্রাক্তন সৈনিকদের The British Legion ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্যায় লিপ্ত সংস্থাগুলির কথা উল্লেখ্য যথা—The Association of Municipal Corporations, The Conty Councils Association, the Magistrates' Associations ইত্যাদি।

এখন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ উহারা সরকারের দপ্তরগুলি ও বেসরকারী জনস্বার্থমূলক সংস্থাগুলির সহিত সহযোগিতা করিয়াই চলে। বিশেষতঃ আইনরচনার ক্ষেত্রে এবং আইন কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রেও একটি প্রথাই (Convention) প্রচলিত হইয়াছে—যে সরকার প্রস্তাবিত আইনের সহিত সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীগুলির সহিত পরামর্শ করে বা তাহাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ করিয়া দেয়। এমন কি কোন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেও গোষ্ঠীগুলির সহিত কথাবার্ত্তা চালান হয়। সময় সময় আইন প্রণয়নের প্রস্তাবও ইহাদের নিকট হইতে আসিয়া থাকে, অবশ্য প্রচারকার্য্যের মাধ্যমে প্রেস বা পার্লামেণ্টের সদস্যদের সমর্থন না পাইলে সরকার কর্ত্তৃক এগুলি গৃহীত হইবার আশা খুবই কম। আবার অনেক সময় পার্লামেণ্টে এইসব গোষ্ঠীর মুখপাত্র সদস্যরাই Private Members' bill হিসাবে এরূপ আইনের প্রস্তাব আনয়ন করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সমর্থন লাভ করিয়া তাঁহার ও মুখপাত্র সদস্যদের সাহায্যে কোন প্রস্তাবিত বিলের সংশোধনও ঘটায়। এছাড়া স্থানীয় স্বার্থ সম্বলিত Private Bill আইনগুলি প্রায়শই এইসব গোষ্ঠীগুলিই প্রবর্ত্তন (Sponsor) করিয়া থাকে। প্রাইভেট বিলগুলি অনেক সময়ই দুই বা ততোধিক প্রতিযোগী গোষ্ঠীর মধ্যে আধা বিচারবিভাগীয় সালিশীর মাধ্যমে আইনে পরিণত হইয়া থাকে। কোন আইন পাশ হইবার পরও উহাকে কার্য্যকরী করিতে সরকারী দপ্তরগুলিকে অনেক বিধি, নিয়ম ও নির্দ্দেশনামা (Rules, Regulations, Orders) জারি করিতে হয়। এই স্তরেও সরকারী আমলাবর্গ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীদের সহিত আলোচনা আইনগত কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 1947 সনের কৃষি আইনে (Agriculture Act) কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রীকে কৃষিক্ষেত্রে সকল উৎপাদকদের স্বার্থজড়িত সংস্থা ও ব্যক্তিদের

সহিত পরামর্শ আবশ্যিক করা হইয়াছে। এইভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি এইসব গোষ্ঠীর নিকট বিষয়টি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অভিজ্ঞ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া উপকৃত হয় এবং কোন বিষয়ে সরকারী নীতি যাহাদের প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে তাহাদের যথেষ্ট সমর্থনও লাভ করে। এইভাবে এইসব গোষ্ঠীর সহিত প্রশাসনের সকল স্তরেই বন্ধুত্বপূর্ণ যোগসূত্র স্থাপিত হয় যাহা উভয় পক্ষেরই হিতকারক। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত ; যেমন জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদে (National Economic Development Council) ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক।

এইসব গোষ্ঠি যখন কোন বিষয়ে সরকারী নীতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইহারা কমন্সসভায় সদস্যদের মাধ্যমে চাপসৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলির সাধারণতঃ পার্লামেণ্টে সমর্থক থাকে যাহারা মন্ত্রীদের প্রশ্ন করিয়া বা কোন সংশোধনী প্রস্তাব মাধ্যমে উহাদের সহায়তা করে। অনেক সময় এইসব গোষ্ঠী কোন সংসদীয় রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট; যেমন খনিশ্রমিকদের জাতীয় সংস্থার (National Union of Mineworkers) পার্লামেণ্টে শ্রমিকদলের 30 জনের অধিক সদস্য সমর্থক আছে। জাতীয় ব্যবসা সংস্থার (National Chamber of Trade) তার চেয়েও অধিক সংখ্যায় রক্ষণশীল দলের সদস্য সমর্থক। এছাড়া স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন কর্ম্মী ও শিক্ষকদের সংস্থাগুলিও উভয় দলেরই কিছু কিছু সদস্যদের সমর্থন পুষ্ট। শ্রমিকদলের গঠনতন্ত্র অনুসারে ট্রেড ইউনিয়নগুলি পার্লামেণ্টে সদস্যপ্রার্থী দাঁড় করাইতে পারে এবং দলের নির্ব্বাচনী ব্যয়ের 80 শতাংশ বহন করে এবং দলের সংগঠনের ব্যয়েরও একটা বড় অংশ প্রদান করে। রক্ষণশীল দলের গঠনতন্ত্রে যদিও এরূপ কোন নিয়ম নাই কোন কোন সংস্থা, যেমন ব্রিটিশ মেডিক্যাল সংস্থা ও আরও অন্যান্য সংস্থা রক্ষণশীল দলের সদস্যপ্রার্থীদের নির্ব্বাচনী ব্যয়ের অংশ বহন করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এইসব বিশেষ স্বার্থসংশ্রয়ী গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক দলগুলির সহিত নিবিড় যোগাযোগ থাকার দরুণ ব্রিটেনের ন্যায় সংসদীয় গণতন্ত্রে যেখানে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরই করায়ত্ত উহারা খুবই কার্য্যকরী হইতে পারে। যখন পার্লামেণ্টে কোন সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রতিভূ হিসাবে বক্তৃতা করেন সকলে তাহা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে, কেননা উহা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রসূত। এইসব গোষ্ঠীর মতামত পার্লামেণ্টে অভিব্যক্ত হয়। ইহার ফলে ঐসব স্বার্থ সম্বন্ধে লোকের পরিচয় ঘটে, জনমতের সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজনীয় আইন রচিত হয়। সর্ব্বোপরি

রাজনৈতিক কর্ম্মতৎপরতার জন্য বহুলোকের সমাবেশ ঘটাইয়া এই গোষ্ঠীগুলি আমলাতান্ত্রিকতার (Bureaucracy) প্রতিরোধ সাধন করে। অনেকে মনে করেন যে এগুলি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে দুর্ব্বল করে। ইহা সত্য তো নয়ই, বরং যাহারা সরকারের নীতি নির্দ্ধারণ করে তাহাদের সহিত নীতিগুলির যাহারা ফলভোগী তাহাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইয়া ইহারা গণতন্ত্রে একটি অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু যদি কোন গোষ্ঠী জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যে সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাদের বিরোধিতা করে তবে তাহাদের. ক্ষতিকর ক্রিয়াকলাপ রাজনৈতিক দলগুলি ও সংবাদপত্রের (Press) বিরূপ সমালোচনার ফলে জনসাধারণের গোচরে আসে এবং উহারা হেয় প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং তাহারা জাতীয় স্বার্থের হানিকর কিছু করিতে পারে না। তাছাড়া যদিও কোন দলীয় সরকারের কোন কোন স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ সহানভূতি থাকেও— যেমন শ্রমিক সরকারের ট্রেড ইউনিয়নগুলি সম্বন্ধে আছে,—তথাপি সাধারণ নির্ব্বাচনে জয়লাভের জন্য উহাকে সমগ্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হইবে, শুধু দয়িত গোষ্ঠীর বা গোষ্ঠীগুলির সমর্থনই যথেষ্ট হয় না। অতএব বলা যায় এইসব বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই।

পরিশেষে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথাকথিত চাপসৃষ্টিকারী সংস্থার একটি দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করিয়া বিবরণটি শেষ করিব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘকে এরূপ একটি চাপসৃষ্টিকারী সংস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যায়। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব অগ্রগতির ফলে বিশ্ব অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই এখন সম্পূর্ণ স্বয়ংনির্ভর হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যেই পরস্পর সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘ এই সহযোগিতারই প্রতীক্ এবং বিশ্বজনীন মতের প্রবক্তা। সেই হিসাবে ইহা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ চাপসৃষ্টিকারী সংস্থা। আজিকার দিনে কোন রাষ্ট্রই বিশ্বমতকে উপেক্ষা করিয়া বেশীদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। প্রতিটি রাষ্ট্রকেই উহার নীতি (policy) ও কার্য্যকলাপের ন্যায্যতা বিশ্বের দরবারে প্রতিপন্ন করিতে হয়। সুতরাং রাষ্ট্রসংঘে যদি কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে কোন রাষ্ট্রই উহা উপেক্ষা করিতে পারে না, একমাত্র যদি না উহা জাতীয় মর্যাদার পরিপন্থী বা উহার কোন মৌলিক নীতির বিরোধী হয়।

Suggested Readings

1. Ogg & Zink : Op. cit. Chs. XIV—XV.
2. Neumann, Sigmund : "Modern Political Parties," University of Chicago Press, (1956).
3. Key, V. O. (Jr.) : "Politics, Parties and Pressure Groups," 4th Edn. (1958), New-York.
4. Duverger, Maurice : "Political Parties." Methuen & Co., (London), (1964).
5. Sydney D. Bailey : "The British Party System," (London), (1952).
6. Stout Hiram : "British Government," Oxford, NewYork, (1953).
7. Leslie Lipson : "The Two Party System in British Politics" in "American Pol. Science Review." Vol. 47, (1953).
8. Shaw, Malcolm : "Anglo-American Democracy," (1968), Chs. III & IV.
9. Jennings, W. I. : "The British Constitution" (1945), Ch. II.
10. Stewart, Michael : "The British Approach to Politics," (1951), Ch. XIII.
11. Neumann, R. G. : "European and Comparative Governments." (1951), Ch. VIII.
12. Harvey & Bather : Op. cit. Ch. VII.
13. Lord Morrison : "Government and Parliament." 3rd Edn. (1964), Chs. VI & VII.

একাদশ অধ্যায়

ব্রিটেনে স্থানীয় শাসন

(Local Government in Britain)

স্থানীয় শাসনের উপযোগিতা :

যে কোন দেশের শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন (local government) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। স্থানীয় শাসন বলিতে বুঝায় মানুষ যে এলাকায় বাস করে সেখানে সকলের স্বার্থঘটিত সমস্যাগুলি নিজেদের চেষ্টা ও কর্ম্মোদ্যোগের মাধ্যমে সমাধান করা। জাতীয় সমস্যাগুলি হয়তো সংবাদপত্রের শিরোনামায় স্থান পাইতে পারে, কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্থানীয় সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের উপরে তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশী নির্ভর করে এবং সেগুলি তাহাদের অনেক বেশী নিকটে।

গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণের দিক হইতেও স্থানীয় শাসনের মূল্য অনস্বীকার্য। বলা হয় গণতন্ত্রের একটি প্রধান গুণ হইল ইহা লোক-শিক্ষার বাহন। ইহা লোককে স্বনির্ভর করিয়া তোলে এবং সেই সূত্রে তাহাদের সহজ শক্তি ও বৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটাইয়া থাকে। আবার গণতন্ত্রের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার উপর। বলা হইয়া থাকে স্থানীয়শাসন হইতেছে গণতন্ত্রের শিক্ষাপীঠ, স্থানীয়স্বায়ত্তশাসন লোকের দরজার কাছে নিজেদের স্বার্থঘটিত ব্যাপারগুলি সুসম্পন্ন করিবার সুযোগ আনিয়া দেয় এবং তাহাদের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধের উন্মেষে সাহায্য করে। জাতীয়স্তরে শাসন পরিচালনাতেও এই নাগরিক কর্ত্তব্যবোধ ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য সন্দেহাতীত। প্রায় সকল গণতন্ত্রেই যাঁহারা জাতীয়স্তরে সরকার বা আইনসভার সদস্য হন, প্রায়ই দেখা যায় তাঁহাদের অধিকাংশই শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতার প্রথম পাঠ স্থানীয় প্রশাসনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অনেক সদস্যই বা ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ প্রথম জীবনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গণতন্ত্রের শিক্ষাভূমি হিসাবে স্থানীয় শাসনের ভূমিকা শুধু রাজনৈতিক নেতাদের শিক্ষানবীশির সুযোগদানেই নিবদ্ধ নয় বৃহত্তর জনসমাজকে শাসনকার্য্যে জড়িত করিয়াও বটে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের বোঝা লাঘব করিয়া ইহা বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতিকে স্থানীয়

সঙ্কীর্ণ প্রশ্নগুলি হইতে মুক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীকে উদার ও ব্যাপক করিতে সহায়তা করে। ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে খ্যাতনামা আইনবিশারদ ব্লাকষ্টোন (Blackstone) সঙ্গতভাবেই বলিয়াছেন,—"The liberties of England may be ascribed above all things to her free local institutions. Since the days of their Saxon ancestors, her sons have learned at their own gates the duties and responsibilities." অর্থাৎ, 'ইংল্যাণ্ডের মানুষরা যেসব স্বাধীনতা ভোগ করে তার সব চেয়ে বড় কারণ সেখানকার স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলি। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের সময় হইতেই ইংরাজরা তাদের গৃহদ্বারেই কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা করে।' একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে ইংরাজদের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি যে বিশেষ আকর্ষণ তার মূলে হইল তাহাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং পার্লামেণ্ট ও সংসদীয় ব্যবস্থা যে এত জোরদার হইয়াছে তাহারও প্রধান কারণ হইল যে তাহারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে রসের জোগান পাইয়াছে। ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপ মহাদেশীয় দেশগুলিতে কিন্তু স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির এরূপ নিজস্ব সত্তার ঐতিহ্য নাই এবং সেগুলি অল্পবিস্তর কেন্দ্রীয় সরকারেরই অঙ্গে পরিণত।

ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

প্রথমত: বর্ত্তমান স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মূল সুদূর অতীতে প্রোথিত এবং ইহা সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলশ্রুতি। সুদূর স্যাক্সন যুগ হইতে শুরু করিয়া নর্ম্যান, এঞ্জেভ্যান, টুডর, ষ্টুয়ার্ট যুগ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে যুগের পরিবর্ত্তনের সহিত বিবর্ত্তিত হইয়া ইহা বর্ত্তমানের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান কাউণ্টি ও প্যারিশ (Parish) স্যাক্সন যুগের shire, hundred, vill ও township প্রভৃতির রূপান্তর বলা চলে। মধ্যযুগে প্রতিটি কাউণ্টি বা শায়ারে (shire) একটি করিয়া শাসনসংস্থা (court) ছিল, যাহা কাউণ্টির স্বাধীন ব্যক্তিদের (freemen) লইয়া গঠিত হইত। রাজার প্রতিনিধি হিসাবে শেরিফ উহার সভাপতিত্ব করিতেন। বর্ত্তমান বরোগুলি (borough) তদানীন্তন ঐতিহাসিক বরোগুলিরই উত্তরসূরী হইলেও তাহাদের এলাকা, সংগঠন ও কার্য্যক্রমের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন প্যারিশগুলিরও রূপান্তর হইয়াছে, প্রথমে গির্জার ক্ষুদ্র আঞ্চলিক অংশ হিসাবে আবির্ভূত হইয়া ইহা বর্ত্তমানে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার নিম্নতন অঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল স্থানীয় শাসনব্যবস্থাও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ও অন্যান্য ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের মতই কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী সুসমঞ্জস-ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে খণ্ড খণ্ড ভাবে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কাজেই ফ্রান্স বা অন্যান্য দেশের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার যেমন যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় ব্রিটেনে তাহার অভাব; কিন্তু ব্যবহারিক কার্য্যকারিতায় ইহার বিশেষ ত্রুটি দেখা যায় না। যখনই সেরূপ ত্রুটি দেখা গিয়াছে তাহার সংশোধন করিয়া পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। অধিকাংশ পরিবর্ত্তনই সাম্প্রতিক কালে অর্থাৎ 1835 সাল হইতে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে সাধিত হইয়াছে, এবং সেগুলি করা হইয়াছে কোন তাত্ত্বিক সূত্র ধরিয়া নয়, পরিবর্ত্তিত বাস্তব অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া। ইহার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংগঠন, কার্য্যবিধি ও কর্ম্মসচির বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

তৃতীয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যদিও স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলি তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের ঐতিহ্যে দৃঢ়ভাবে অচল থাকিয়াছে সাম্প্রতিককালে তাহাদের ক্ষমতা ও কার্য্যের পরিধি ক্রমবর্দ্ধমানভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়াছে। তাই বলিয়া তাহারা তাহাদের নিজস্ব সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সংস্থাগুলি অপেক্ষা তাহারা অনেক বেশী গণতান্ত্রিক। তাহারা স্থানীয় প্রয়োজনমত উপবিধি (by-laws) প্রণয়ন করে, স্থানীয় কর ধার্য করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করে, স্থানীয় জনসেবামূলক কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিজস্ব প্রশাসনিক কর্ম্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক অঙ্গ হিসাবে তাহাদের অনেক বিষয়েই কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া লইতে হয়। বিশেষ করিয়া গত 75 বৎসরের মধ্যে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির উপর হোয়াইটহল ও পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইহার মাত্রা আরও বাড়িয়াছে। এসত্ত্বেও তাহাদের স্বাধিকারের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ আছে এবং তাহারা যথেষ্ট সজীব ও প্রাণচঞ্চল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কার:

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে লণ্ডন মহানগরীতে একটি স্বতন্ত্র স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ছিল, তাহা ছাড়া ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে শহরাঞ্চলে ও

গ্রামাঞ্চলে ভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় শাসন পরিচালিত হইত কয়েকটি কাউণ্টি বা জেলা এবং তাহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলিতে প্যারিশসংস্থায়। কোন কোন কাউণ্টি প্রাচীন শায়ারগুলিরই অনুবৃত্তি (continuation) ছিল। আবার কোথাও কোথাও নূতন অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল। ইহাদের প্রধান কর্ম্মচারীরা ছিল নিম্নরূপ,—(1) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ও উহারই স্থানীয় প্রতিভূ স্বরূপ একজন শেরিফ (sheriff), (2) একজন লর্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট (Lord Lieutenant) যাঁহার দায়িত্ব ছিল প্রধানতঃ সামরিক বিষয়সংক্রান্ত এবং তিনিও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত, (3) কয়েকজন করোনার (coroners) যাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করা, (4) এছাড়া ছিল কিছুসংখ্যক (অঞ্চলের আয়তন অনুযায়ী কম বেশী) শান্তিরক্ষাকারী বিচারক (Justices of the Peace)। সাম্প্রতিক কালে ইঁহারা শুধু বিচার-কার্য্যই করিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা বিচারকার্য্য ছাড়াও স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত নানা কার্য্যও করিতেন এবং তাহাই ছিল ইঁহাদের প্রধান ভূমিকা। ইঁহারাও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং সাধারণতঃ ক্ষুদ্র জমিদার বা যাজকশ্রেণী হইতে মনোনীত হইতেন। সুতরাং দেখা যায় তখন কোন নির্ব্বাচিত পরিষদ ছিল না এবং উহাদের সংগঠন গণতান্ত্রিক ছিল না। ছোট ছোট গ্রামীন প্যারিশগুলিতে কিন্তু ব্যবস্থা কতকটা গণতান্ত্রিক ছিল। এখানকার কার্য্য পরিচালনা করিত জনগণের সভা (Parish meetings) এবং ইহারা একে একে স্থানীয় শাসনের সনদ গ্রহণ করিতে থাকে।

শহরাঞ্চলের স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলি অর্থাৎ বরো (borough) বিভিন্ন সময়ে পৌর সনদ পাইয়া 'কর্পোরেশন' গঠন করিত। 'কর্পোরেশন' বলিতে বুঝায় একটি সংস্থা যাহা আইনের চক্ষে একটি ব্যক্তি (legal person) যাহা সম্পত্তির মালিক হইতে পারে ও মামলা রুজু করিতে পারে এবং যাহার বিরুদ্ধে অন্য কেহ মামলা করিতে পারে। এলাকার সকল burgesses or freemen (স্বাধীন নাগরিক) যাহাদেরকে সনদ প্রদত্ত হইত তাহাদের লইয়া কর্পোরেশন গঠিত হইত। ইহারাই আবার অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারদের নির্ব্বাচিত করিত এবং এই কাউন্সিলই কর্পোরেশনের শাসনসংস্থা হইত ও স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য পরিচালনা করিত। এগুলি প্রতিটি কাউণ্টির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত থাকিত। লণ্ডনের শাসনব্যবস্থা একটু পৃথক ধরণের ছিল। উহা যথা-স্থানে বর্ণিত হইবে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের জনজীবনে যে বিরাট পরিবর্ত্তন আসিল এবং তাহা হইতে যে সব সমস্যার স্বষ্টি হইল, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চল হইতে শিল্পাঞ্চলে দলে দলে আগত মানুষদের বসতিস্থাপনকে কেন্দ্র করিয়া যে সব সমস্যা দেখা দিল তাহার ফলে উপরে বর্ণিত স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ স্বষ্টি হইল এবং উহার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে যুগপৎ সমস্ত ব্যবস্থাটার সংস্কার করা ব্রিটিশ জাতির ঐতিহ্যবিরোধী। এ ব্যাপারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নূতন পরিস্থিতিতে শহরের জনজীবনই অধিকমাত্রায় বিপর্যস্ত হইয়াছিল। হঠাৎ অতিরিক্ত জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে শিল্পাঞ্চলে যে নূতন শহরগুলি গড়িয়া ওঠে সেখানে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, রাস্তাঘাট নির্ম্মান, পানীয় জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য, আবর্জ্জনা নিষ্কাষণ, পয়ঃপ্রণালা, গৃহনির্ম্মান ও পরিবহন প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সব তীব্র সমস্যা দেখা দেয় সেগুলি সুষ্ঠু সমাধান করার উপযুক্ত ক্ষমতা ও সঙ্গতি তদানীন্তন বরো-গুলির বা কাউণ্টিগুলির আদৌ ছিল না। সেজন্য প্রথমেই শহরাঞ্চলে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জরুরী প্রয়োজন অনুভূত হইল এবং সংস্কারের শুরু হইল বরোগুলিকে কেন্দ্র করিয়া। পার্লামেণ্ট প্রথমে বিক্ষিপ্তভাবে বিশেষ বিশেষ পৌর এলাকার সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়। কিন্তু শেষে সকল এলাকার জন্য একইরূপ সংস্কার সাধনের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও তথ্যানু-সন্ধান করিতে একটি রাজকীয় কমিশন (Royal Commission) গঠিত হয়। উহারই সুপারিশের ভিত্তিতে 1835 সালে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন (Municipal Corporations Act) নামে একটি আইন পাশ হয়। ইহার আওতায় সকল বরোতেই একই ধাঁচের শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়, পরে গ্রামীন ব্যবস্থার সংস্কারও এই ধাঁচেই হইয়াছিল। শাসন-সংস্থাগুলির ক্ষমতা ও সঙ্গতিও বৃদ্ধি করা হয় এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে উহাদের সংগঠন হয়। পরে আরও কয়েকটি সংশোধন আইন পাশ হয় এবং সবগুলি সম্বলিত করিয়া 1882 সালে Municipal Corporations Consolidation Act নামে একটি ব্যাপক আইন পাশ হয় যাহা বহুলাংশে বর্ত্তমান বরো শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হইয়া আছে। লণ্ডন মহা-নগরীর শাসনব্যবস্থা 1855 সালের একটি আইনে পুনর্গঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কারে কিন্তু বেশ বিলম্ব হয়। সেখানে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন সংস্থার পত্তন হয়, যেমন শিক্ষার জন্য স্কুল বোর্ড জেলা (School Board Districts), রাস্তাঘাটের জন্য হাইওয়ে জেলা

(Highway districts), ময়লা সাফাই-এর জন্য কনজারভেন্সি জেলা (Conservancy districts), ইত্যাদি এবং প্রত্যেকেই আলাদাভাবে নিজ নিজ কাজ চালাইবার জন্য কর আদায় করিত, যেমন শিক্ষা কর, স্বাস্থ্য কর, বরো কর ইত্যাদি। এগুলির এক্তিয়ার স্পষ্টভাবে চিহ্নিত না থাকায় এবং এতগুলি পৃথক সংস্থা একইসঙ্গে চালু থাকায় স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা ও অপব্যয় চলিতে থাকে। এই অবস্থার নিবারণের জন্য শেষে পার্লামেণ্ট দুইটি আইন পাশ করে বিভিন্ন সময়ে। একটির নাম Local Government Act of 1888 ও অপরটি District and Parish Councils Act of 1894। এই দুইটি আইনের আওতায় গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্তরে—কাউন্টি, জেলা (পৌর ও গ্রামীন), প্যারিশ—বিভিন্ন সংস্থার পত্তন হয়, এবং প্রত্যেকটিতেই করদাতাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত একটি পরিষদ (Council) শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ সংস্থাগুলি লোপ করিয়া সকল কাজের ভারই একটি কাউন্সিলে ন্যস্ত করা হয় এবং সেজন্য সেগুলিকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলির সংগঠন ও কার্যক্রমে একটা সমতার সৃষ্টি করা হয়। 1933 সালে স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত সমস্ত সংশোধন একত্র সম্বলিত করিয়া Local Government Act of 1933 (স্থানীয় শাসন আইন) নামে একটি ব্যাপক আইন পাশ হয় যাহার ফলে ব্রিটেনের সমূহ স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয় এবং পূর্ব্বের Municipal Corporations Consolidation Act of 1882 আইনটি বাতিল হইয়া যায়। 1835 সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হয় ও উহার আধুনিকীকরণও হয়। এখন আমরা বর্ত্তমান ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার বর্ত্তমান রূপরেখা :

ব্রিটেনে প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইল তিনটি, কাউন্টি, বরো ও প্যারিশ। নর্ম্যান এমন কি প্রাক্‌নরম্যান যুগে ইহাদের উদ্ভব হয়। সামন্ত যুগের প্রয়োজনে ইহাদের কাজে লাগান হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্যারিশগুলি মূলতঃ গির্জ্জার প্রয়োজনে আবির্ভূত হইয়াছিল, পরে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়। পৌর জেলা ও পৌরবরোগুলিতে প্যারিশ লোপ পাইয়াছে, কিন্তু গ্রামীন জেলাগুলিতে এখনও টিকিয়া আছে।

বর্তমানে স্থানীয় শাসনের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ (লণ্ডন ছাড়া) ছয়টি ভিন্ন শ্রেণীর এলাকায় বিভক্ত,—(1) প্রশাসনিক কাউন্টি (Administrative County), (2) কাউন্টি বরো (County Borough), (3) পৌর বরো (Municipal or non-County Brough), (4) পৌর জেলা (Urban Districts), (5) গ্রামীন জেলা (Rural Districts), (6) প্যারিশ (Parish)। ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রাথমিক শ্রেণী হইল—(1) প্রধানতঃ গ্রামীন এলাকায় পরিব্যাপ্ত প্রশাসনিক কাউন্টি যাহা সব সময় ভৌগোলিক কাউন্টির সহিত এক নয় এবং (2) উহারই এলাকার মধ্যে বিক্ষিপ্ত প্রধান প্রধান শহরগুলি বা ঘন বসতি পূর্ণ ছোট শহর এলাকার কাউন্টি বরো (County Borough)। প্রশাসনিক কাউন্টির এককগুলি (Units) হইল কাউন্টি জেলা (County Districts)। কাউন্টি জেলার মধ্যে আছে জনসংখ্যার তারতম্য অনুসারে কিছু পৌরজেলা (Urban Districts) ও অবশিষ্ট গ্রামীন জেলা (Rural Districts)। ইহাদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া আছে বহু সনদপ্রাপ্ত পৌর বা ননকাউন্টি বরো। ইহাদের সহিত কাউন্টি বরোর প্রভেদ শুধু আয়তনেই নয়, কাউন্টিবরোগুলি কাউন্টির সমান অধিকার, ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে এবং কোনভাবে কাউন্টির অধীন নয়। পৌর জেলাগুলি আবার পৌর ও গ্রামীন প্যারিশে (Urban & rural Parish) বিভক্ত। সারা ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে প্রায় 11,000 প্যারিশ বর্তমান। লণ্ডনের শাসনব্যবস্থা স্বতন্ত্র, উহা পরে আলোচিত হইবে। প্রত্যেকটি এলাকাতেই একটি করিয়া প্রতিনিধিমূলক কাউন্সিল থাকে যাহা সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় শাসন পরিচালনা করে। এখন আমরা উপরোক্ত ছয়টি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। নিম্নে একটি ছক দেওয়া হইতেছে যাহাতে ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার চিত্রটি এক পলকে দেখা যাইবে।

ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা কাঠামোর নকশা (1972 সাল)
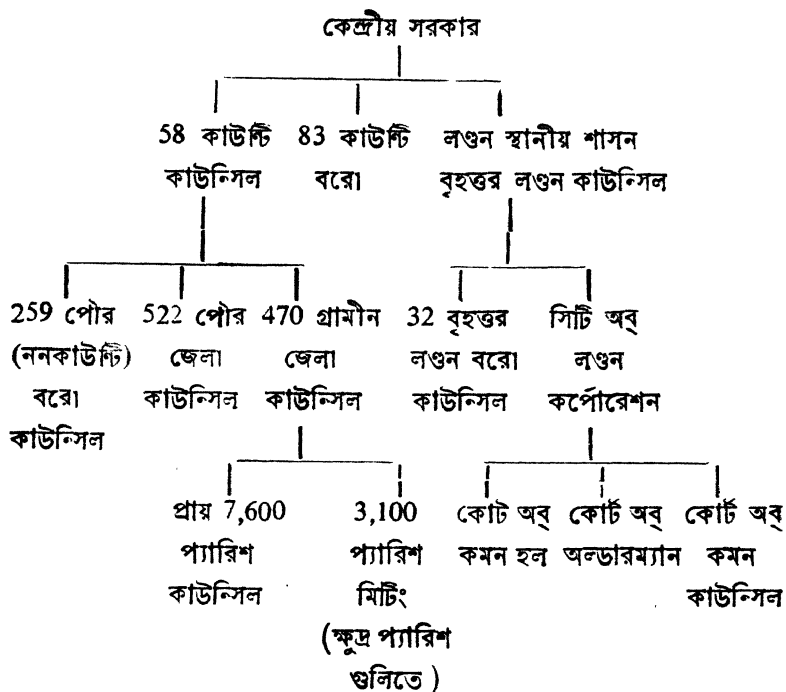
প্রশাসনিক কাউন্টি :

1888 সালের স্থানীয় আইনে (Local Government Act of 1888) কাউন্টি কাউন্সিলের সৃষ্টি হয়। 1972 সালে সারা ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল ছাড়া ইহাদের সংখ্যা ছিল 58। উল্লেখ করা যাইতে পারে সময়ে সময়ে সীমানার পুনর্বিন্যাসের ফলে উল্লিখিত সব কয়টি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার হেরফের হইয়া থাকে। প্রতিটি কাউন্টি একটি সনদপ্রাপ্ত কর্পোরেশন, সুতরাং আইনগত ব্যক্তিত্ব (Legal personality) আছে অর্থাৎ সম্পত্তির মালিক হইতে পারে, মামলা দায়ের করিতে পারে, ইত্যাদি। ইহার প্রশাসনিক কাঠামো 1835 সালের পর স্থাপিত বরোগুলিরই ধাঁচের। শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য ইহার একটি কাউন্সিল আছে। কাউন্সিলাররা স্থানীয়শাসন ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্ব্বাচিত হয়। কাউন্টিকে কয়েকটি নির্ব্বাচনী এলাকায় বিভাগ করা হয়

ও প্রতিটি এলাকা হইতে একজন করিয়া কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন তিন বছরের জন্য। তিন বছর পরে আবার নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান হয়। নির্ব্বাচিত কাউন্সিলাররা তাঁহাদের মোট সংখ্যার এক তৃতীয় সংখ্যক অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত করেন নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির হইতে, তবে তাঁহাদের কাউন্সিলার হইবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। কোন কাউন্সিলার অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত হইলে সেই আসনটিতে আবার উপনির্ব্বাচন হয়। অল্ডারম্যানের পদ বিশেষ সম্মানের হইলেও তাঁহারা কাউন্সিলার অপেক্ষা অধিক কোন ক্ষমতার অধিকারী নন। অল্ডারম্যানরা ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন, প্রতি তিন বৎসর পর তাঁহাদের অর্দ্ধেক সংখ্যক অবসরগ্রহণ করেন। 1946 সন হইতে কাউন্সিলের ভোটারদের যোগ্যতা কমন্সসভার ভোটারদেরই অনুরূপ করা হইয়াছে। কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানগণ মিলিতভাবে নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির হইতে একজন সভাপতি (Chairman) নির্ব্বাচিত করেন। চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইতে হইলেও কাউন্সিলার হবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে একজন ভাইসচেয়ারম্যানও নির্ব্বাচিত হন এক বছরের জন্য। চেয়ারম্যান যতদিন কর্ম্মরত থাকেন জাষ্টিস্ অব্ দ্য পীস (J. P.) হিসাবেও কাজ করেন। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আরও একবছর এই কাজ করিতেন। কিন্তু 1949 সনের Justice of Peace Act আইনে এই বিশেষ সুবিধাটি হইতে বঞ্চিত করা হয়। চেয়ারম্যান তাঁহার কাজের জন্য বেতন পান, কিন্তু কাউন্সিলাররা কাউন্সিলের কাজ করার জন্য শুধু যাতায়াতের ভাতা পান।

কাউন্টিকাউন্সিলের কার্য্য হইল প্রধানতঃ কাউন্টির প্রশাসন পরিচালনা, উহার নীতি নির্দ্ধারণ এবং নিম্নস্তরের সংস্থাগুলির তত্ত্বাবধান। তাছাড়া ইহারা নানা বিষয়ে যেমন পেন্সন ও সরকারী সাহায্য বিতরণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগী (agency) হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের এলাকায় রাস্তাঘাট (জাতীয় সড়ক ছাড়া) ও পুলসমূহ নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, কাউন্টির মধ্যে পুলিশের ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরী ও উচ্চতর শিক্ষার পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্য করা, বৃদ্ধ, শিশু ও বিকলাঙ্গদের কল্যাণমূলক কাজ, জীবজন্তুদের রোগনিরাময়, অগ্নিরোধক ব্যবস্থা (fire protection), খাদ্য, ঔষধপত্র, ওজন ও পরিমাপ, বিপণি প্রভৃতির পরিদর্শনব্যবস্থা, পরিবহন রেজিষ্ট্রিকরণ, সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা, এইসব কাজের জন্য কর ধার্য ও আদায় করা এবং প্রয়োজনীয় উপবিধি (by-Law) রচনা করা, ইত্যাদির দায়িত্ব

কাউন্সিলের। এই সব দায়িত্ব পালনের জন্য কাউন্সিল অনেক স্থায়ী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকে যাহারা উহার কর্তৃত্বাধীন। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল একজন কাউন্টি করণিক (County Clerk), একজন কোষাধ্যক্ষ (Treasurer) এবং একজন সার্ভেয়ার (Surveyor)। কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী মোটামুটি নিম্নোক্ত পর্যায়ে ভাগ করা যায়—অর্থসংক্রান্ত, সমাজসেবামূলক, নিয়োগসম্পর্কিত, নগর ও কাউন্টিসজ্জা সংক্রান্ত (Town and County Planning)। ছোটবড় নির্ব্বিশেষে এগুলি সকল কাউন্টিরই একই রূপ, অবশ্য কোন কোন কাউন্টি কাউন্সিলকে প্রাইভেট বিল আইনের মাধ্যমে বিশেষ ব্যাপারে ক্ষমতা দেওয়া হয়। সাধারণ বা বিশেষ ক্ষমতা সবই ইহারা পার্লামেণ্টের আইনের মাধ্যমেই পায় এবং ইহাদের কোন কাজ আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করিলে তাহা বেআইনী হইয়া যায়।

কমিটি প্রথা:

কাউন্সিলের আয়তন প্রায়ই এতবড় হয় যে ইহা অনবরত বসিতে পারে না এবং সাধারণতঃ বছরে চারবার করিয়া বসে, যাহা অবশ্য আইনতঃ আবশ্যিক। তাছাড়া এত বড় সংস্থার খুঁটিনাটি আলোচনা সম্ভব নয়। সেজন্য অধিকাংশ দৈনন্দিন কাজই হইয়া থাকে কতকগুলি কমিটি ও স্থায়ী কর্ম্মচারীদের মাধ্যমে। আইন অনুযায়ী প্রতিটি কাউন্সিল কতকগুলি বিষয়ে যেমন, অর্থ, শিক্ষা, দরিদ্রত্রাণ (Poor relief), বৃদ্ধদের পেন্সন, জনস্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, কৃষি, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ—12টি কমিটি গঠন করিতে বাধ্য। কছাড়াও কাউন্সিল ইচ্ছা করিলে অন্য অনেক বিষয়ে কমিটি গঠন করিতে পারে এবং সাধারণতঃ পথঘাট ও পুল, ওজন ও পরিমাপ (Weights and Measures) এবং একটি কার্য্যকরী সমিতি (Executive Committee) লইয়া প্রায় 20 হইতে 30 সংখ্যক কমিটি গঠন করে। এছাড়া যুগ্ম কমিটিও হইয়া থাকে যাহাতে কাউন্সিলের অর্দ্ধেক প্রতিনিধি থাকে, যেমন কাউন্টি পুলিশ সংক্রান্ত কমিটিতে অর্দ্ধেক সভ্য কাউন্টি কাউন্সিলের ও বাকী সভ্য জাষ্টিস্ অব দ্য পীস (J.P.)। অনেক কমিটিতে আবার অতিরিক্ত কাজের চাপের জন্য সাবকমিটি নিয়োগ করিতে হয়। কাউন্টি শাসনের অধিকাংশ কার্য্যই কিন্তু কাউন্সিলারগণ বা কমিটিগুলি করে না; স্থায়ী কর্ম্মচারীরাই উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশে করিয়া থাকে। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের মধ্যে করণিক, কোষাধ্যক্ষ, সার্ভেয়ার ছাড়া একজন শিক্ষা অধিকর্ত্তা, একজন স্বাস্থ্য-

অধিকর্ত্তা (Health Officer),. একজন ওজন ও পরিমাপ পরিদর্শক (Inspector of weights and measures) ও একজন ল্যাণ্ড এজেণ্টও (Land agent) থাকে। ইহারা কাউন্সিল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয় ব্যক্তিগত ও পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে, কোন বাঁধাধরা নিয়মানুসারে নয়। যদিও আইনতঃ কাউন্সিল যে কোন সময় তাহাদের কর্ম্মচ্যুত করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ খুব বিশেষ কারণ ছাড়া তাহা করে না, অন্ততঃ রাজনৈতিক মতের কারণে কর্ম্মচ্যুতি ঘটে না। ইহার ফলে স্থায়ী কর্ম্মচারীরা নিজেদের কার্য্যকলাপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্যপালন করিয়া থাকে এবং তাহাদের সততা, নিষ্ঠা, কর্ম্মপটুতা ও অভিজ্ঞতার উচ্চমানের জন্য ব্রিটেনে কাউণ্টি শাসন খুবই প্রগাতশীল ও মিতব্যয়ী। কাউণ্টির কাউন্সিলারদের যোগ্যতা ও জনকল্যাণনিষ্ঠার উচ্চ মানও বহুলাংশে কাউণ্টিশাসনের উৎকর্ষের কারণ।

পৌরবরো ও কাউণ্টিবরো (Municipal or Noncounty and County Borough) :

বর্ত্তমানে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে শতকরা প্রায় 80 জন মানুষই শহর এলাকায় বাস করে এবং এইসব অঞ্চলের স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলি হয় পৌর জেলা (urban district), কাউণ্টি বরো (county borough) অথবা পৌর বরো (municipal or noncounty borough) হইয়া থাকে। বরোর বিশেষত্ব হইতেছে,—ইহা রাজার নিকট সনদপ্রাপ্ত। কোন গ্রামীন অথবা পৌর জেলা জনসংখ্যাবৃদ্ধি পাইলে রাজার নিকট সনদের জন্য আবেদন করিতে পারে এবং সনদ মঞ্জুর হইলে উহা বরোতে রূপান্তরিত হয়। পৌর জেলাগুলি যতদিন না সনদ পায় ততদিন 1894 সালের আইনের আওতায় শাসিত হয়। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে প্রায় তিন শতের মত বরো আছে যাহাদের মধ্যে কিছু কিছুর জনসংখ্যা কয়েক হাজার মাত্র; আবার ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুলের মত জন-বহুল শিল্পনগরীও আছে। বরো হইতে হইলে জনসংখ্যার কোন ন্যূনতম সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। তবে বর্ত্তমানে একটি অলিখিত নিয়ম অনুসারে অন্ততঃ 20,000 জনসংখ্যা না হইলে কোন পৌরজেলাকে বরোর সনদ দেওয়া হয় না। 1933 সালের পূর্ব্বে সনদের জন্য আবেদনপত্র বহু-সংখ্যক অধিবাসীদের স্বাক্ষর লাগিত, বর্ত্তমানে আবেদনটি জেলা কাউন্সিলের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সভায় অনুমোদিত হইলে তবেই পেশ করা হয়। এক মাসের মধ্যে কোন আপত্তি না আসিলে একটি রাজকীয়

নির্দ্দেশনামা (order-in-council) মাধ্যমে সনদ মঞ্জুরি হয়। কোন পৌর জেলা বরো সনদ লাভ করিলে উহার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায় বরো পৌর জেলা কাউন্সিলের ক্ষমতাগুলি ছাড়াও সনদ হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ক্ষমতাও লাভ করে। কোন কোন বরো প্রথাগতভাবে বা রাজকীয় নির্দ্দেশে 'সিটি' বলিয়া অভিহিত হয় ; ইহাদের মযাদা আরও অধিক। অনেক সিটির মেয়রদের 'লর্ড মেয়র' আখ্যা দেওয়া হয়।

কোন বরোর জনসংখ্যা এক লক্ষে (100,000) পেঁৗছিলে উহা 'কাউণ্টি বরোর' (county borough) মর্যাদা লাভের জন্য একটি আইন পাশ করিতে পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন করিতে পারে, তবে সকল বরোই যে তাহা করে এমন নয়। কিন্তু 1888 সাল হইতে কাউণ্টি বরোর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা আশীর উপর। বরো এবং কাউণ্টি বরোর মধ্যে প্রভেদ সংগঠন বা প্রশাসনিক আকৃতিতে নয়। প্রভেদ হইল এই যে বরো ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক দিক হইতে প্রশাসনিক কাউণ্টির অংশ, কাউণ্টিবরো স্বতন্ত্র-ভাবে একটি কাউণ্টির ক্ষমতা ও দায়িত্ব মণ্ডিত। সুতরাং ইহা যে কাউণ্টির মধ্যে অবস্থিত তাহার কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত। এছাড়া সাধারণ বরো ও কাউণ্টি বরোর সংগঠন বা ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই। বরো বলিতে সাধারণভাবে একটি শহর এলাকাকে বুঝায় যাহা রাজার নিকট সনদপ্রাপ্ত। স্থানীয় শাসনব্যবস্থার একক (unit) হিসাবে বরো ও কাউণ্টি বরো ছাড়াও আর এক প্রকারের বরো আছে তাহা হইল পালামেণ্টীয় বরো। এগুলি কমন্সসভার সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য গঠিত এক একটি এলাকা। সাধারণতঃ পার্লামেণ্টীয় ও পৌরশাসন, বরোর সীমানা একই হয়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথকও হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন পূর্ব্বে যদিও সব বরোই রাজকীয় সনদ দ্বারাই সৃষ্ট হইত বর্ত্তমানে কাউণ্টি বরো শুধু পার্লামেণ্টের সম্মতিক্রমেই গঠিত হইতে পারে।

পৌর বরোর শাসনসংস্থা :

বরোগুলির শাসন কাঠামো মোটামুটিভাবে প্রশাসনিক কাউণ্টিরই অনুরূপ, কতকগুলি ছোটখাটো পার্থক্য ছাড়া। যেমন বরোকাউন্সিলের সভাপতিকে 'চেয়ারম্যান' (প্রশাসনিক কাউণ্টির ক্ষেত্রে) না বলিয়া 'মেয়র' বলা হয় ; কাউণ্টির ক্ষেত্রে নির্ব্বাচনী এলাকা এক-আসন বিশিষ্ট, বরোর

ক্ষেত্রে একাধিক আসন বিশিষ্ট, এবং ভোটাররা নির্ব্বাচনী এলাকার আসন-সংখ্যা যত ততসংখ্যক ভোট দিয়া থাকে ; কাউণ্টির মতই বরোগুলিতেও কাউন্সিলাররা তিন বছরের জন্য ও অল্ডারম্যানরা ছয় বছরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু বরোতে প্রতি বৎসর কাউন্সিলারদের এক তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করেন ও তাঁহাদের স্থলে নূতন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন ও অল্ডারম্যানদের ক্ষেত্রে প্রতি তিন বছর অন্তর অর্দ্ধেক অবসর গ্রহণ করেন। বরোর মেয়রের পদমর্যাদা কাউণ্টির চেয়ারম্যান অপেক্ষা অধিক। তিনি কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন, অন্যান্য সদস্যের মত ভোট দেন এবং উৎসবাদিতে বরোর প্রতিনিধিত্ব করেন। অবশ্য তাঁহার কোন বিশেষ প্রশাসনিক ক্ষমতা নাই বা কোন ভিটো ক্ষমতা নাই। সাধারণতঃ তিনি কোন বেতন পান না, তবে তাঁহার পদটি খুবই সম্মানের। কাউণ্টির মতই বরোর ক্ষেত্রেও সকল ক্ষমতাই একটি নির্ব্বাচিত কাউন্সিলেই কেন্দ্রীভূত। বরো কাউন্সিলের ক্ষমতার উৎস বিবিধ,—(1) রাজার সনদ, (2) সাধারণ প্রথাগত আইন (common law), (3) স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত পার্লামেণ্টের সাধারণ আইন ও বিশেষ আইন (প্রাইভেট বিল), (4) প্রভিসন্যাল অর্ডার (Provisional order)। কাউণ্টির মতই ক্ষমতাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—উপবিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত, অর্থসংক্রান্ত ও প্রশাসনিক। ইহার কার্য্যাবলী একাধারে কাউণ্টি, জেলা ও প্যারিশগুলি সকলের যুক্ত কর্ম্মতৎপরতা একত্রিত করিয়া ; শহর এলাকার উপযোগিতার কারণে অবশ্য কিছুটা তারতম্য হয়। কাউণ্টির মতই বরো কাউন্সিলও প্রধানতঃ দৈনন্দিন ও খুঁটিনাটি কার্য্যের জন্য কমিটিগুলি ও স্থায়ী কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর করে, এবং উহাদের গঠন ও কার্য্যপদ্ধতিও একই ধরণের।

প্যারিশ এবং গ্রামীন ও পৌর জেলা, (Parishes and Rural and Urban districts) :

প্রতিটি প্রশাসনিক কাউণ্টির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান দেখা যায় নিজ নিজ শাসনব্যবস্থা লইয়া। ইহাদের মধ্যে শহরাঞ্চলের বরো ও কাউণ্টিবরো সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনা করা প্রয়োজন। এসবগুলির শাসনব্যবস্থাই 1894 সালের District and Parish Councils Act দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বর্ত্তমানে 1933 সালের স্থানীয় শাসন আইন দ্বারা। পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্রতম প্রাথমিক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান হইল প্যারিশ

(Parish) ; কতকগুলি প্যারিশের সমষ্টি লইয়া একটি গ্রামীন বা পৌর জেলা গঠিত হয়। কোন পল্লী এলাকায় শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া ওঠার ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি হইলে গ্রামীন জেলা কাউন্টি কাউন্সিলের কাছে পৌরজেলায় পরিণত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারে এবং উহার অনুমোদনক্রমে পৌরজেলার পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। দুই রকমের জেলারই সংগঠন একরূপ। গ্রামীন জেলার সংখ্যা বর্ত্তমানে 470 এবং পৌর জেলার সংখ্যা কিছু অধিক। দুই প্রকার জেলাতেই একটি নির্ব্বাচিত কাউন্সিল আছে, জেলার প্রত্যেক প্যারিশ হইতে একজন করিয়া কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হয়। কাউন্সিলের কার্য্যকাল তিন বৎসর, প্রত্যেক বৎসরে এক তৃতীয়াংশ কাউন্সিলার অবসর গ্রহণ করে ও তাহাদের স্থলে প্রতি বছর নূতন নির্ব্বাচন হয়, আবার কাউন্সিলাররা পুরা তিন বছরও কর্ম্মরত থাকিতে পারেন, যদি জেলা কাউন্সিলের অনুরোধক্রমে কাউন্টিকাউন্সিল সেরূপ নির্দ্দেশ দেয়। বরো বা কাউণ্টির মত ইহাদের অল্ডারম্যান নাই। কাউন্সিলাররা নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির হইতে প্রতি বৎসর একজনকে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করে। পৌর জেলা ও বরোর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল বরো সনদপ্রাপ্ত, পৌরজেলা তাহা নয়। তবে পৌরজেলা সনদের জন্য আবেদন করিতে পারে এবং সনদ পাইলে বরোতে রূপান্তরিত হয়। গ্রামীন ও পৌর জেলাগুলির আয়তন সংশ্লিষ্ট কাউন্টি কাউন্সিল ইচ্ছামত নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। দুই প্রকারের জেলা কাউন্সিলেরই ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী একই প্রকারের। এলাকার পানীয়জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য, আবর্জ্জনা নিষ্কাশন, ছোটখাট স্থানীয় রাস্তা ও বাজার নির্মাণ ও মেরামত, জনগণের অবসরবিনোদন ব্যবস্থাদি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির দায়িত্ব ইহাদের উপর। এছাড়া উহারা নানা ব্যাপারে লাইসেন্স মঞ্জুর করে ও অন্যান্য বিবিধ কার্য্য করে। পৌর জেলা কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্য্যের পরিধি অপেক্ষাকৃত অধিক। জেলাগুলি প্যারিশদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার বা কাউন্টি কাউন্সিল গৃহনির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে জেলা-দের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া থাকে। কাউণ্টি ও বরোদের মত জেলাগুলিতেও বেতনভুক্ কর্ম্মচারী থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল একজন করণিক, কোষাধ্যক্ষ, স্বাস্থ্য-অধিকর্ত্তা, স্বাস্থ্য পরিদর্শক (Sanitary Inspector) ও একজন ইঞ্জিনিয়ার।

গীর্জার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড কতকগুলি প্যারিশে বিভক্ত। ইহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে এক হাজারেরও বেশী। স্থানীয় শাসন উদ্দেশ্যে প্যারিশ

শুধু পল্লী অঞ্চলেই বর্ত্তমান। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কিছু গ্রামীণ প্যারিশ ও কিছু পৌর প্যারিশ আছে, স্থানীয় অবস্থার তারতম্য অনুসারে। যেখানে জনসংখ্যা তিনশতের অধিক এমন প্যারিশের স্থানীয়শাসন-কর্তৃত্ব একটি প্যারিশ কাউন্সিলে ন্যস্ত থাকে, জনসংখ্যা উহার কম হইলে কর্তৃত্ব প্যারিশ সভায় (Parish meeting)এ অর্থাৎ সকল করদাতার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে স্থানীয়শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেখানে জনসংখ্যা দুই শতের অধিক কিন্তু তিন শতের কম এমন প্যারিশে—প্যারিশ মিটিং যদি কাউন্সিল চায় তবে কাউণ্টি-কাউন্সিল নির্দ্দেশ জারি করিয়া একটি প্যারিশ কাউন্সিল গঠন করিতে বাধ্য; কিন্তু জনসংখ্যা দুইশতের কম হইলে প্যারিশ মিটিংএর অনুরোধে ইচ্ছা করিলে একটি প্যারিশ কাউন্সিল গঠন করিতে পারে। গ্রামীণ জেলাগুলিতে অবস্থিত প্যারিশগুলি এখনও পর্যন্ত স্থানীয় শাসন কার্য্য ছাড়াও গীর্জ্জাসম্পর্কিত কাজও করিয়া থাকে, কিন্তু পৌর জেলাগুলিতে 1894 সালের আইন পাশ হইবার পর প্যারিশের শুধু গীর্জাসম্পর্কিত কাজই আছে। বড় প্যারিশগুলিতে করদাতাদের সভায় 5 জন হইতে 21 জন নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া কাউন্সিল গঠিত হয় এবং কাউন্সিলের কার্য্যকাল তিন বৎসর। কাউন্সিলের সঠিক সদস্যসংখ্যা কাউণ্টি কাউন্সিল নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। প্যারিশ কাউন্সিল বা প্যারিশ সভার স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত কাজ খুবই অল্প—প্যারিশে শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, পূর্ত্তকার্য্য-সমূহ (public works), স্থানীয় রাস্তা, কবরখানা, গণভবন (Town Hall) বা জনসাধারণের মিলন স্থান নির্মাণ ও রক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ও অবসরযাপন, রাস্তায় আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। কখনও কখনও উর্দ্ধতন স্থানীয় সংস্থা তাহাদের উপর স্থানীয় ফুটপাত সারান বা পানীয়জল সরবরাহ প্রভৃতি কাজের ভারও অর্পণ করিতে পারে। এক-জন বেতনভুক্ করণিক ছাড়া প্যারিশের আর কোন কর্ম্মচারী থাকে না। স্থানীয় শাসনের এই সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছু করিবার প্রয়োজন হইলে প্যারিশ কাউন্সিলকে সে বিষয়ে উর্দ্ধতন সংস্থাগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু করনণীয় নাই।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক :

লণ্ডনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে, কেননা কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত লণ্ডন

মহানগরীর (metropolis) সম্পর্ক অধিকতর নিবিড়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে যদিও ব্রিটিশ স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলির বহুদিন হইতে স্বাধিকারের ঐতিহ্য দৃঢ়মূল, বিগত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ইহাদের সংযোগ এবং উহাদের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে; বিশেষ করিয়া 1945 সালের পর শ্রমিক সরকার কর্ত্তৃক জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয়করণের নীতি কার্য্যকরী করার পর হইতে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির কাজের এলাকায় কেন্দ্রের অনুপ্রবেশ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অনেকেই ইহাদের আত্মকর্তৃত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করিতেছে। অবশ্য পূর্ব্বেও এই সংস্থাগুলির সংগঠন জাতীয় স্তরে প্রণীত আইন দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইত, কিন্তু আসলে তাহারা নিজেদের কাজকর্ম্ম আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করিত। কিন্তু বাস্তব অবস্থার ও রাষ্ট্রের বিধেয় কর্ম্মপরিধি সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির কার্য্যক্রমের এক একটি করিয়া দফা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসিতে থাকে যাহাতে কোন একটি ব্যাপারে সম্পাদনের মান সমান ও সুষ্ঠু হয়। বর্ত্তমানে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্য, মানসিক উন্নয়ন ও সাধারণ কল্যাণ সংক্রান্ত একটি বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র অধিগ্রহণ করিয়াছে এবং সেজন্যই স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির সহিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগগুলির সংযোগ, সহযোগিতা ও সামঞ্জস্যবিধানের জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কারণ ঐসব কার্য্যের সুষ্ঠু সম্পাদনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় শাসনসংস্থাই সমানভাবে আগ্রহী। অবশ্য এই নূতন পরিস্থিতি শুধু যে ব্রিটেনেই ঘটিয়াছে এমন নয়, বর্ত্তমানে প্রায় সকল দেশেই এই প্রবণতা অল্প বিস্তর দেখা যায়। এখন কিভাবে বর্ত্তমানে এই সংযোগ, সহযোগিতা ও সামঞ্জস্যবিধান সাধিত হইতেছে তাহা জানা দরকার।

প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়, পার্লামেণ্ট স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিয়া বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির সংগঠনের রূপ-রেখা নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়,—যেমন স্থানীয় শাসনের জন্য কি কি এলাকা হইবে এবং তাহাদের কি ধরণের শাসনব্যবস্থা হইবে এবং তাহারা কি কি কার্য্যের ভার লইবে এমন কি তাহারা কি কি কমিটি গঠন করিতে ও অন্ততঃ কতগুলি সভা অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য থাকিবে, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারী দ্বারা উহাদের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এইভাবে অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের মতই স্থানীয়শাসনসংস্থাগুলিও এই আইনগুলির

মাধ্যমে পার্লামেণ্টের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধীন। দ্বিতীয়তঃ পার্লামেণ্ট ইহাদের বিভিন্ন কাজের জন্য, যথা শিক্ষা, পুলিশ, পানীয়জল সরবরাহ প্রভৃতির জন্য অনুদান মঞ্জুরি করে এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করে। ইহার সাথে সাথেই আসে কেন্দ্রীয় সরকারের—(ক) স্থানীয় শাসনসংস্থা যথাযথভাবে মঞ্জুরিকৃত অর্থ ব্যয় করিতেছে কি না তত্ত্বাবধানের অধিকার, ও (খ) যে সব কাজের জন্য অনুদান মঞ্জুরি হয় সেগুলির উপযুক্ত মান নির্দ্ধারণ করার অধিকার ঘোষণা এবং উক্ত মান যাহাতে রক্ষিত হয় সে উদ্দেশ্যে সাহায্য করা। এইভাবে কাউণ্টি, বরো, জেলা প্রভৃতি সকল পর্যায়ের স্থানীয় শাসনসংস্থা নানা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসিয়া পড়ে।

তৃতীয়তঃ প্রিভি কাউন্সিল অথবা প্রকৃতপক্ষে সপরিষদ রাজা (King in Council) বরো প্রভৃতি সংস্থাকে কর্পোরেশন গঠনের সনদ মঞ্জুরির মাধ্যমে উহাদের কিছু কিছু ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করে এবং তার সাথে সাথে আসে কতকটা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ, যেমন তাদের সম্বন্ধে নতুন আইন বলবৎ হইবার তারিখ ধার্য করা ও এক সংস্থা হইতে অন্য সংস্থায় কাজের ভার হস্তান্তরিত করা ইত্যাদি।

পরিশেষে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকগুলি প্রশাসনিক বিভাগ (Executive Departments) নানা স্থানীয়শাসন সম্পর্কিত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে বিভাগটি সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য সেটি হইল গৃহনির্ম্মাণ ও স্থানীয় শাসন মন্ত্রক (Ministry of Housing and Local Government)। পুলিশ তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক (Home Office) এবং অর্থসাহায্য ব্যাপারে অর্থমন্ত্রকও (Treasury) এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া যে সব বিভাগ অল্পবিস্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলি হইল শিক্ষামন্ত্রক, স্বাস্থ্যমন্ত্রক, জাতীয় বীমামন্ত্রক, কৃষি ও মৎস্যমন্ত্রক ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগগুলি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিলেও স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলি কখনও হোয়াইটহলের (Whitehall) অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের শাখাতে পরিণত হয় নাই, যদিও অনেক ব্যাপারে তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ নিজ এলাকায় কেন্দ্রের সহযোগী (agency) হিসাবে করিয়া থাকে। দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা মোটামুটি এই যে স্থানীয় শাসনকার্য্যের সম্পাদন এবং সীমিতভাবে উহার নীতি নির্দ্ধারণও এই সংস্থাগুলিতে বর্ত্তায় এবং উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা ও

বন্ধুত্বপূর্ণ অংশীদারের সম্পর্ক বিদ্যমান। একমাত্র লণ্ডন পুলিশ প্রশাসনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দ্বারা প্রত্যক্ষ পরিচালনা ছাড়া কোনও স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি নিজেদের কর্ম্মচারী মারফৎ হস্তক্ষেপ করে না ; তবে সরাসরি হস্তক্ষেপ ব্যতীত অনেক কিছুই করিয়া থাকে। যেমন কেন্দ্রীয় বিভাগগুলি পরামর্শ ও তথ্যাদি সরবরাহ করে, অভিযোগাদি গ্রহণ করে, নানা বিষয়ে তদন্ত করে, বিতর্কিত বিষয়ের সালিশী করে। উহাদের সংগঠন, কার্য্যপদ্ধতি, লক্ষ্য এবং কর্ত্তব্য-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মকানুন কেন্দ্রই রচনা করে যাহা তাহাদের পালন করিতে হয়। তাহারা যদি এমন কোন উপবিধি রচনা করে যাহা তাহাদের ক্ষমতার গণ্ডীর বাহিরে তাহা কেন্দ্র বাতিল করিয়া দেয়। অনেক ব্যাপারেই কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিসাপেক্ষে কাজ করিতে পারে এবং অনুমতি ব্যতীত পারে না। কতকগুলি খাতে তাহাদের হিসাব নিকাশ কেন্দ্রই পরীক্ষা করে এবং তাহাদের যদি কোন ঋণ লইতে হয় তবে কেন্দ্রের অনুমোদন লাগে, এমন কি 1948 সনের আইন অনুসারে স্থানীয় কর আদায়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির মূল্যায়নও (assessment) কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব।

ব্রিটেনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনের মধ্যে সম্পর্ক আরও পরিষ্কার-ভাবে বুঝা যাইবে যদি ফ্রান্সের সহিত উহার তুলনা করা যায়। ফ্রান্সে কি কেন্দ্রীয়, কি স্থানীয়, দেশের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার সকল সূত্র কেন্দ্রেরই একটি প্রশাসনিক বিভাগে কেন্দ্রীভূত, ঐ বিভাগটি হইল আভ্যন্তরীণ মন্ত্রক (Ministry of the Interior) এবং স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার এককগুলিকে (units) কেন্দ্রীয় সরকারের শাখা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যাহাদের নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। উক্ত মন্ত্রকের একজন কর্ম্মচারী প্রিফেক্ট (prefact) সেখানকার স্থানীয় শাসনসংস্থা,—(Depart-ment) এর সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহারই নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থাপনায় উহার কাজ চলে। সেখানে স্থানীয় শাসনের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তৃত্ব প্রশাসনিক (executive) ধরণের এবং উহা এতই ব্যাপক যে প্রকৃত-পক্ষে স্থানীয় শাসনের কোন অস্তিত্বই থাকে না। আরও উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্রের এই সার্ব্বিক কর্ত্তৃত্ব ফ্রান্সে পরিকল্পিত ও সচেতনভাবেই প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র শাসনব্যবস্থার মধ্যে একটা যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকে। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু অবস্থাটা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এখানে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা কর্ত্তৃত্ব কোন তত্ত্ব অনুসারে বা পরিকল্পিতভাবে

প্রবর্ত্তিত হয় নাই ; বাস্তব অবস্থার চাপে ধাপে ধাপে নিতান্ত অনিবার্য কারণে ও অনিচ্ছায় ইহা গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; কেননা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্রিটেনের স্থানীয় শাসনের স্বাতন্ত্র্যের ঐতিহ্যবিরোধী। কাজেই এই ব্যবস্থায় কোন যৌক্তিকতা বা সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে এখানে ওখানে তাহার হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। এজন্য এই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি ফ্রান্সের ন্যায় কোন একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে কেন্দ্রীভূত হয় নাই। স্থানীয় শাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে ঠিক কর্তৃত্বের ভিত্তিতে না, অনেকটা সমানদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে, যাহাতে দুই সরকারের কর্ত্তব্যগুলি সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়। পার্লামেণ্ট স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির কাজ সুসম্পন্ন করিতে বার্ষিক অনুদান মঞ্জুরি করে, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগ মঞ্জুরিকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়িত হইতেছে কিনা তাহার উপর লক্ষ রাখে এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে তাহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে,—যে সংস্থা বিশেষ উদ্যোগী নয় তাহাকে কর্ম্মতৎপর করিয়া তুলিতে এবং যে সংস্থা অতিরিক্ত আগ্রহী ও অধীর তাহাকে সংযত করিতে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির স্বাধীন সত্তা নিঃশেষ করিতে নয়। প্রত্যেকটি সংস্থার নির্ব্বাচিত কাউন্সিল স্থানীয় মানুষদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তৎপর এবং সেজন্য তাহারা কর ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য পরিচালনার জন্য স্থায়ী কর্ম্মচারী নিয়োগ করে এবং তাহাদের কাজের তত্ত্বাবধান করে। এইসব দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে না, কেন্দ্র শুধু লক্ষ রাখে যে ঠিকমত কাজ চালাইবার জন্য যে সব বিধিনিষেধ পার্লামেণ্ট বা কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রশাসনিক বিভাগ আরোপ করিয়াছে সেগুলি পালিত হইতেছে কিনা এবং প্রশাসনের নির্দ্ধারিত ন্যূনতম মান বজায় থাকিতেছে কিনা। উহার ক্ষমতা অনেকটা নেতিবাচক (negative)।

লণ্ডন মহানগরীর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা :

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রিটেনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামোতে লণ্ডন মহানগরীর কিছুটা বিশেষত্ব ও অনন্যতা আছে। সেজন্য ইহার পৃথক আলোচনা প্রয়োজন। এখানেও অবশ্য বর্ত্তমান ব্যবস্থা প্রাচীন কাল হইতে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলশ্রুতি। বর্ত্তমান মহানগরীর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত আদি লণ্ডন নগরী যাহা 'City of

London' নামে খ্যাত তাহার শাসনব্যবস্থা এখনও প্রায় সেই যুগেরই রহিয়াছে। কিন্তু উহাকে কেন্দ্র করিয়া চতুষ্পার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত যে সব ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল গড়িয়া ওঠে যাহাকে লণ্ডন মহানগরী (Metropolitan London) বলা হয়, 1855 সালের মেট্রোপলিটান পরিচালনা আইন (Metropolitan Management Act) চালু হওয়ার পূর্ব্ব পর্যন্ত সেগুলির স্থানীয় শাসন ন্যস্ত ছিল একশতের উপর প্যারিশে যাহাদের শাসনসংস্থা ছিল ভেষ্ট্রি (vestries) নামে একটি ক্ষুদ্র নির্ব্বাচিত বোর্ড ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্যারিশগুলিতে কয়েকটি করিয়া একত্রে একটি জেলাবোর্ড এবং সমগ্র মহানগরীর (Metropolis) জন্য মেট্রোপলিট্যান বোর্ড অব্ ওয়ার্কস্ (Metropoliton Board of Works) নামে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ছিল যাহাতে লণ্ডন সিটি, প্যারিশ ভেষ্ট্রি ও জেলাবোর্ডগুলির মনোনীত প্রতিনিধিরা থাকিত। মিডল্‌সেক্স, সারে ও কেণ্ট কাউন্টিগুলিও মেট্রোপলিট্যান বোর্ডের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। দ্রুতগতিতে শিল্পায়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে সব জটিল সমস্যা দেখা দেয় তাহার মোকাবিলা করা এইসব সংস্থার সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়ায়। ফলে পৌরজীবন প্রায় বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন পৌরব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য পার্লামেণ্টকে অগ্রণী হইতে হয়। 1855 সনের আইনেও সমস্যার সমাধান হয় না। 1888 সালে স্থানীয় শাসন আইন (Local Government Act) নামে যে ব্যাপক আইনটি পাশ হয় তাহাতে লণ্ডনের শাসনব্যবস্থারও কিছু সংস্কার সাধন হয়। এই আইনে লণ্ডন মেট্রোপলিস্ হইতে মিডল্‌সেক্স, সারে ও কেণ্ট কাউন্টিগুলিকে বাদ দিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কাউন্টি (Administrative County of London) করা হয় এবং ইহার প্রশাসনসংস্থা লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল (London County Council) মেট্রোপলিট্যান বোর্ড অব্ ওয়ার্কসের স্থলাভিষিক্ত হয়। প্রায় 117 বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া এই লণ্ডন কাউন্টি স্থাপনের সময় হইতেই লণ্ডনের আধুনিক স্থানীয় শাসনব্যবস্থার পত্তন বলা যাইতে পারে। কিছুদিন পরেই লণ্ডন কাউন্টিকে 28টি মেট্রোপলিট্যান বরোতে (Metropolitan Borough) বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটিতে সীমিত স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা বিশিষ্ট কাউন্সিল স্থাপিত হয়। 1899 সালে লণ্ডন মহানগরীর স্থানীয় শাসনের ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার রূপরেখা একত্রিত করিয়া লণ্ডন শাসন আইন (London Government Act) নামে একটি আইন পার্লামেণ্টে পাশ হয়। ইহার সাথেই লণ্ডনের শাসনব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সাধিত হয়। ইহাতে লণ্ডন মহানগরীতে তিন স্তরবিশিষ্ট শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়—লণ্ডন

কাউন্টি কাউন্সিল, সিটি অব্ লণ্ডন কর্পোরেশন ও 28টি লণ্ডন মেট্রোপলিটান বরো কাউন্সিল লইয়া। 1965 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু থাকে। মেট্রোপলিটান বরোগুলি গঠিত হইলে প্যারিশ ভেষ্ট্রি ও জেলাবোর্ডের অস্তিত্ব লোপ পায়, কিন্তু লণ্ডন সিটি কর্পোরেশনটি অব্যাহত থাকে। সিটি কর্পোরেশনের শাসনব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত প্রায় একই রকমের রহিয়াছে। পরে ইহার বর্ণনা করা হইতেছে। লণ্ডনের বাকী অংশের শাসনব্যবস্থায় লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ও মেট্রোপলিটান বরো কাউন্সিলগুলির মধ্যে কার্য্য ও ক্ষমতা বণ্টন অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচে করা হইয়াছিল। সাম্প্রতিক কালে London Government Act of 1939 নামে আর একটি আইন পাশ হয় যাহাতে ঐ সময় পর্যন্ত ঐ এলাকার স্থানীয় শাসনের তদানীন্তন রূপরেখা সন্নিবেশিত হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি লণ্ডন শহর প্রসারিত হইয়া মিডল্‌সেক্স ও চারিদিকের অন্যান্য কাউন্টিতেও অনুপ্রবেশ করে, ফলে এইসব এলাকাগুলির সুষ্ঠু স্থানীয় শাসনের নূতন সমস্যা দেখা দেয় এবং মেট্রোপলিটান এলাকায় পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে 1957 সনে স্যার এডুইন হার্বার্টের (পরে লর্ড হার্বার্ট) সভাপতিত্বে একটি রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশনকে এই এলাকায় যাহাতে সুষ্ঠুভাবে স্থানীয় শাসন কার্য্যকরী হইতে পারে এবং সেজন্য কিভাবে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা প্রয়োজন সেসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংস্কার সুপারিশ করিতে বলা হয়। 1960 সালে কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টে সুপারিশ করা হয় লণ্ডন বরোগুলি হইবে স্থানীয় শাসনের প্রাথমিক একক এবং যে সব কাজ বৃহত্তর লণ্ডনের সমগ্র এলাকায় একত্রে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়, সেগুলি ছাড়া অন্যসব ব্যাপারে ইহাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে। পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির ভার থাকিবে বৃহত্তর লণ্ডন সংস্থার উপর। বৃহত্তর লণ্ডন হইবে 101টি বিভিন্ন স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের এলাকা জুড়িয়া। রিপোর্টের ভিত্তিতে 1963 সনের লণ্ডন শাসন আইন (London Government Act, 1963) নামে একটি আইন পাশ হয় যাহা লণ্ডনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে নূতনভাবে বিন্যাস করে। আইনটি 1965 সনের 1লা এপ্রিল হইতে কার্য্যকরী হয়। এই আইনের আওতায় লণ্ডন ও মিডল্‌সেক্স প্রশাসনিক কাউন্টি দুইটি, 28টি মেট্রোপলিটান বরো, বৃহত্তর লণ্ডন এলাকার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পৌর বরো ও পৌর জেলা, সর্ব্বসমেত 85টি সংস্থা অবলুপ্ত হয় এবং লণ্ডন ও মিডল্‌সেক্স কাউন্টি এবং হার্টফোর্ড শায়ার, এসেক্স, কেন্ট ও

সারে কাউন্টিগুলির অংশবিশেষ, তিনটি কাউন্টি বরো এবং 83টি পৌরবরো ও পৌরজেলা লইয়া 'বৃহত্তর লণ্ডন'' গঠিত হয় যাহার আয়তন হইল প্রায় 620 বর্গমাইল ও জনসংখ্যা 80 লক্ষের মত। অবলুপ্ত এলাকাগুলির শাসনসংস্থার স্থলে স্থাপিত হইল,—(1) একটি বৃহত্তর লণ্ডন সংসদ (Greater London Council), ইহা পূর্ব্বের লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের স্থলাভিষিক্ত হয়, কিন্তু বৃহত্তর এলাকা ব্যাপিয়া, (2) 32টি বৃহত্তর লণ্ডন বরো কাউন্সিল (প্রতিটি বরোর জনসংখ্যা 1,70,000 হইতে 3,40,000 এর মধ্যে)। ইহারাই লণ্ডনের স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক একক হিসাবে ধার্য হইয়াছে, নূতন কার্য্য ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া। বৃহত্তর লণ্ডনের কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী 12টি বরো ও লণ্ডন সিটি লইয়া আভ্যন্তরীণ লণ্ডন শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ (Inner London Education Authority) গঠিত। শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় শাসনঘটিত কার্য্য বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল ও লণ্ডন বরোগুলির মধ্যে বণ্টিত। ক্ষমতা ও কার্য্য বণ্টনের নীতি হইল যত বেশী সম্ভব কাজের ভার লণ্ডন বরোগুলির উপর ন্যস্ত করা এবং বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিলের উপর এমন সব কাজের ভার অর্পণ করা যাহা সারা বৃহত্তর লণ্ডন এলাকার সহিত সংশ্লিষ্ট। বৃহত্তর লণ্ডন বরোগুলি পূর্ব্বেকার মেট্রোপলিট্যান বরোগুলি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারী এবং জনসংখ্যা ও আর্থিক সঙ্গতির দিক হইতেও উহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। বড় বড় পরিকল্পনা, প্রধান প্রধান সড়ক নির্মান ও রক্ষণ, এ্যাম্বুলেন্স, অগ্নিনির্ব্বান-কার্য্য, ময়লা নিষ্কাশন, পয়ঃপ্রণালী, জলনিষ্কাষন ব্যবস্থা (drainage), জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিধিনিষেধ প্রণয়ন ও টেমস বন্যানিবারণী ব্যবস্থা প্রভৃতির দায়িত্ব বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিলে ন্যস্ত হইয়াছে। আবার গৃহনির্মানের ক্ষেত্র বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল ও লণ্ডন বরোকাউন্সিল উভয়েরই এক্তিয়ার-ভুক্ত, বরোর কর্ম্মতৎপরতা উহার সীমানার মধ্যে সীমিত, অন্যটির সারা বৃহত্তর লণ্ডন এলাকায় এমন কি সীমান্তবর্ত্তী নগরগুলির যোগসাজসে বৃহত্তর লণ্ডন এলাকার বাহিরেও। উল্লিখিত কার্য্যাবলী ছাড়া স্থানীয়শাসনসংক্রান্ত অন্যান্য জনসেবামূলক কাজের ভার বৃহত্তর লণ্ডন বরোগুলিতেই বর্ত্তায়, যেমন মেট্রোপলিট্যান সড়কগুলি ছাড়া অন্যসব আঞ্চলিক রাস্তাঘাট নির্মান মেরামত, পরিষ্কার রাখা, আলোর ব্যবস্থা করা, পাকা পয়ঃপ্রণালী নির্মান, সাধারণ স্নানাগার, গ্রন্থালয়, কারখানা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি। স্থানীয়শাসনঘটিত কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার বিশেষ বিশেষ সংস্থার উপর ন্যস্ত আছে, যেমন জলসরবরাহের জন্য মেট্রোপলিটন ওয়াটার বোর্ড, পরিবহন ব্যবস্থার জন্য লণ্ডন ট্রান্সপোর্ট

বোর্ড, বন্দর পরিচালনার জন্য লণ্ডন বন্দর কর্তৃপক্ষ (Port of London Authority), ও সিটি এলাকা ছাড়া বৃহত্তর লণ্ডনে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার যাঁহার এলাকাকে বলা হয় Metropolitan Police District ইত্যাদি।

সিটি অব্ লণ্ডন :

লণ্ডন সিটির আয়তন ও কার্য্যক্রম এই আইনেও বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। উহা বহুলাংশে সামন্তযুগীয় চরিত্র বজায় রাখিয়াছে এবং বৃহত্তর লণ্ডন সংসদের নিয়ন্ত্রণ হইতে অনেকটা মুক্ত। সিটি কর্পোরেশন প্রধানতঃ বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত রাজকীয় সনদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং পূর্ব্বের ন্যায় তিনটি পরিষদের (court) মাধ্যমে কাজ চালাইয়া থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে সিটিতে আভ্যন্তরীণ লণ্ডন বরো কাউন্সিল (Inner London Borough Council) কার্য্যনির্ব্বাহ করে। সিটি কর্পোরেশনের কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা আছে,—যেমন ইহার নিজস্ব পুলিশবাহিনী পরিচালনা, স্বাস্থ্যবিধান (Sanitation), টেমস্ নদীর পুলগুলির ও বন্দর এলাকার স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব। তাছাড়া ইহার জিম্মায় প্রচুর বেসরকারী অর্থ তহবিল ও সম্পত্তি আছে যাহা হইতে নানা শিক্ষামূলক ও দাতব্য প্রকল্পের ব্যয়বরাদ্দ করা হয় এবং লর্ড মেয়রের বেতন (1965 সালে 15,000 পাউণ্ড) ও আতিথ্য ও আপ্যায়ন খাতে আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়।

এখন 1963 সালের আইনের আওতায় লণ্ডনের স্থানীয় শাসনের তিনটি প্রধান সংস্থার (লণ্ডন সিটি কর্পোরেশন, বৃহত্তর লণ্ডন বরো কাউন্সিল ও বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল) সংগঠনের বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইতেছে।

সিটি অব্ লণ্ডন কর্পোরেশন :

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আদি লণ্ডন নগরীর সীমানা ও শাসনব্যবস্থা পুরাকাল হইতে প্রায় অপরিবর্ত্তিতই আছে। ইহার এলাকা মাত্র এক বর্গমাইলের মত এবং সারাক্ষণ বসবাসকারী বাসিন্দাদের সংখ্যা কয়েক হাজারের মত। 1835 সালে Municipal Corporations Act দ্বারা ইংল্যাণ্ডের পৌর কর্পোরেশনগুলির যে সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল লণ্ডন নগরীকে তাহা স্পর্শ করে নাই। লণ্ডন সিটির কর্পোরেশন লর্ড মেয়র ও তিনটি কাউন্সিলের (court) মাধ্যমে পৌরশাসন পরিচালনা করে। এগুলিকে বলা হয় যথাক্রমে কোর্ট অব্ কমন কাউন্সিল (Court

of Common Council), কোর্ট অব্ অল্ডারমেন (Court of Aldermen), ও কোর্ট অব্ কমন হল (Court of Common Hall) । ইহাদের মধ্যে Court of Common Councilটিই প্রধান কার্য্যকরী সংস্থা। কর্পোরেশনের যাবতীয় সম্পত্তি ও সীলমোহর (seal) ইহারই হেঁপাজাতে থাকে। নগরীটি মোট 26টি ওয়ার্ডে (ward) বিভক্ত এবং প্রতিটি ওয়ার্ড হইতে আয়তন অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় কোর্ট অব্ কমন কাউন্সিলে। সিটিতে বসবাস বা ব্যবসা করা ভোটারের যোগ্যতার ভিত্তি। প্রতি বৎসর ভোটারগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত 159 জন কাউন্সিলার ছাড়া কোর্ট অব্ কমন কাউন্সিলে ভোটার দ্বারাই (অন্যান্য সংস্থার মত কাউন্সিলারগণ কর্ত্তৃক নয়) প্রতি ওয়ার্ড হইতে একজন করিয়া প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত 26 জন অল্ডারম্যান থাকেন যাঁহারা যাবজ্জীবন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে অন্য কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে অল্ডারম্যানরা যাবজ্জীবন পদাভিষিক্ত থাকেন না। লর্ড মেয়র (Lord Mayor) কমন কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করেন। 1952 সাল পর্যন্ত কাউন্সিলারদের সংখ্যা ছিল 206, কিন্তু ঐ বছর সংখ্যা হ্রাস করার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করায় এই সংখ্যা ক্রমশঃ 159 এ কমান হইয়াছে। লর্ড মেয়রসহ অল্ডারম্যানদের লইয়া কোর্ট অব্ অল্ডারমেন (Court of Aldermen) গঠিত হয়। অল্ডারম্যানরা পদাধিকারবলে জাষ্টিস্ অব্ দ্য পীস্ (J. P.) হইয়া থাকেন। তৃতীয় কাউন্সিল হইল কোর্ট অব্ কমন হল (Court of Common Hall)। ইহা লর্ড মেয়র, দুইজন শেরিফ (Sheriff), দুইজন অল্ডারম্যান এবং সমস্ত লিভারিম্যান (Liverymen) যাঁহারা আবার সিটির ফ্রীম্যান (freemen) হিসাবে বিভিন্ন সিটি কোম্পানীর (city companies) বিশিষ্ট পোষাক পরিবার অধিকারী তাঁহাদের লইয়া গঠিত। এগুলি সবই মধ্যযুগের অবশিষ্ট নিদর্শন। তখনকার দিনে বিভিন্ন ব্যবসায় ও গিল্ডের (guild) সভ্য হিসাবে তাঁহারা বিশেষ সুবিধার অধিকারী হইতেন এবং সিটির ফ্রিম্যানের (freeman) মর্যাদা লাভ করিতেন। বর্ত্তমানে সিটি কম্প্যানিগুলি প্রাক্তন বিশেষ বিশেষ বৃত্তির নামে চিহ্নিত গিল্ড-গুলিরই উত্তরসূরী, যদিও এখন তাহাদের এইসব বৃত্তির সহিত কোন সংশ্রব নাই। ইহাদের লিভারিম্যানরা (Liverymen) বিশেষ বিশেষ পোষাক পরিধানের অধিকারী। ইঁহারাই সিটির কমনহল পরিষদের (Court of Common Hall) সভ্য হন। এই পরিষদ দুইজন শেরিফ নির্ব্বাচিত করে এবং প্রাক্তন শেরিফদের মধ্য হইতে দুইজন

অল্ডারম্যানকে মনোনীত করে। কোর্ট অব্ অল্ডারমেন এই দুইজন অল্ডারম্যানের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর 29শে সেপ্টেম্বর তারিখে লর্ড মেয়র নির্ব্বাচিত করে ও রাজার অনুমোদনের জন্য নাম পাঠায়। রাজার অনুমোদন অবশ্য আনুষ্ঠানিক। লর্ড মেয়রকে হাইকোর্টের বিচারপতিরা সিটির প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে শপথ পড়ান। লর্ড মেয়রের পদটি খুবই সম্মানের এবং জাঁকজমকপূর্ণ, কিন্তু তাঁহার বিশেষ কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা নাই। তিনি কোন কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন না বা তাদের কার্য্য তত্ত্বাবধানও করেন না বা অন্য কোন কার্য্য স্বাধীনভাবে পরিচালনা করেন না। তিনি তিনটি কাউন্সিলের সভাতেই সভাপতিত্ব করেন এবং সরকারী উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে 'সিটির' প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। তিনি যদি আগেই 'নাইট' না হইয়া থাকেন তবে তাঁহার কার্য্যকালের মধ্যে রাজা তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার কার্য্য-কালে পদাধিকারবলে প্রিভি কাউন্সিলার হইয়া থাকেন। তিনি উচ্চ-হারে বেতন পান এবং তাঁহার বাসের জন্য "ম্যানসন হাউস" সৌধটি নির্দ্দিষ্ট আছে। 'সিটিতে' একাধিক জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠান হয় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া, একটি হইল 'গিল্ড হলে' তাঁহার কার্য্যালয়ে "লর্ড মেয়র দিবস" (Lord Mayor's Day) পালন, যাহাতে সারা লণ্ডনের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হন এবং আদর আপ্যায়ন পান এবং আর একটি—লর্ড মেয়রের বার্ষিক শোভাযাত্রা (Lord Mayor's Show) যাহা সকল লণ্ডনবাসীর দর্শনীয় বস্তু। সকল পৌর উৎসবে বা বিদেশী রাজারাজড়া বা সম্ভ্রান্ত অতিথিদের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদিতে ঐতিহাসিক গিল্ডহল সৌধে লর্ড মেয়র ও তাঁহার অল্ডারম্যান ও কমন কাউন্সিলারদের বর্ণাঢ্য উপস্থিতি বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিলের সভাপতি ও কাউন্সিলারদের ম্লান ও নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। এক কথায় বলিতে গেলে সিটি অব্ লণ্ডন পৌর প্রতিষ্ঠানটি তাহার মধ্যযুগীয় সাজসজ্জামণ্ডিত হইয়া এখনও সামন্তযুগের স্মৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে। বর্ত্তমান যুগে চতুর্দ্দিকের গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের সহিত মধ্যযুগের এই স্মৃতিচিহ্নটি একান্তই অযুগোপযোগী অসঙ্গতি বলিয়া মনে হয় এবং ইহা সংস্কারপন্থী প্রগতিশীল মানুষদের কাছে চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন ইহার অতিরিক্ত মর্যাদা ও সম্ভ্রম বৃহত্তর লণ্ডনের বাকী অংশের গণতান্ত্রিক পৌরব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। কিন্তু তবুও ইহা যে টিঁকিয়া আছে তাহার প্রধান কারণ হইল মোটের উপর ইহার এলাকাটি সুশাসিত। কর্ম্মচারীরা সৎ ও দক্ষ এবং পৌর কাজকর্ম্ম

ভালভাবেই পরিচালিত হয়, করের বোঝাও সম্পত্তির মূল্যের তুলনায় কমই। সুতরাং বাসিন্দারা ইহার কাজে সন্তুষ্ট। অবশ্য প্রধান প্রধান পৌরকর্ম্মের জন্য সিটি প্রধানতঃ লণ্ডনের অন্য পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইহার একটি নিজস্ব পুলিশবাহিনী ও আদালত আছে যাহা লণ্ডনের অন্য কোন শাসনপ্রতিষ্ঠানের নাই। ইহার টিকিয়া থাকার আর একটা কারণ ইংরাজ জাতির সহজাত রক্ষণশীলতা যাহা প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে আঁকড়াইয়া রাখিতে অভ্যস্ত যদি না উহার অসুবিধা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 1963 সালের লণ্ডন শাসন আইনে লণ্ডন সিটি কর্পোরেশনের সংগঠন ও ক্ষমতার কোন পরিবর্ত্তন না করিলেও উহাকে উহার পূর্ব্বেকার বিশেষ ক্ষমতা-গুলি ছাড়াও একটি বৃহত্তর লণ্ডন বরোর ক্ষমতাগুলি দেওয়া হয়, অতিরিক্ত ক্ষমতা হিসাবে, যদিও সেজন্য ইহা একটি লণ্ডন বরোতে পরিণত হয় নাই।

বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল (Greater London Council) :

একজন সভাপতি (Chairman) একজন উপসভাপতি (Vice-Chairman), একজন সহকারি সভাপতি (Deputy Chairman), 100 জন কাউন্সিলার ও 16 জন অল্ডারম্যান লইয়া বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল গঠিত হয়। কাউন্সিলাররা স্থানীয়শাসন ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্ব্বাচিত হন বৃহত্তর লণ্ডন এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড হইতে। তাঁহাদের কার্য্যকাল তিন বৎসর ও সকলেই একযোগে অবসর গ্রহণ করেন যখন নূতন সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্ব্বাচনে জাতীয়স্তরের রাজনৈতিক দলগুলিই নির্ব্বাচনী অভিযান চালায় ও প্রার্থী মনোনয়ন করে। কাউন্সিলাররা নিজেদের সংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ 16 জন অল্ডারম্যান নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির হইতে নির্ব্বাচিত করে। তাঁহাদের কার্য্যকাল ছয় বৎসর ও প্রতি তিন বৎসর অন্তর অর্দ্ধেক অবসর গ্রহণ করেন। কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যান সমেত সমগ্র কাউন্সিল প্রতি বৎসর নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির হইতে একজন সভাপতি বা চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করে। কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে একজনকে ভাইসচেয়ারম্যান ও আর একজনকে ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করা হয় যথাক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ও সংখ্যালঘু দলের সভ্যদের মধ্য হইতে। চেয়ারম্যানের কোন কার্য্যনির্ব্বাহক ভূমিকা নাই। তিনি শুধু কাউন্সিলের সভার সভাপতিত্ব করেন। অবশ্য কাউন্সিলে তিনি

একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। কার্য্যনির্ব্বাহের দায়িত্ব কাউন্সিলেই বর্ত্তায়। কিন্তু যেহেতু এতবড় সংস্থার পক্ষে প্রশাসনিক কাজ চালান সম্ভব নয় সেজন্য কাউন্সিলকে ইহার কতকগুলি স্থায়ী কমিটি ও বহুসংখ্যক স্থায়ী কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হয়। ব্যবস্থাটা প্রায় লণ্ডনের বাহিরে প্রশাসনিক কাউন্টিগুলিরই অনুরূপ।

বৃহত্তর লণ্ডন বরো কাউন্সিল :

নূতন সৃষ্ট লণ্ডন বরোর অধিকাংশই তদানীন্তন মেট্রোপলিট্যান বরো, কাউন্টি বরো, ননকাউন্টি বরো ও কাউন্টি জেলাগুলি একত্র যুক্ত করিয়া গঠিত হয়, অবশ্য কোন কোন বরো বা জেলাকে খণ্ডিত করা হয়। যে 12টি লণ্ডন বরো 'সিটি' সমেত ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন প্রশাসনিক কাউন্টি ছিল, সেগুলিকে "আভ্যন্তরীণ লণ্ডন বরো" (Inner London Boroughs) বলা হয়, এবং অবশিষ্টগুলিকে "বহিঃ লণ্ডন বরো" (Outer London Boroughs) বলা হয়। 32টি লণ্ডন বরোর প্রত্যেকটিতে কাউন্সিল গঠিত হয় একজন মেয়র ও কয়েকজন করিয়া কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যান লইয়া। কাউন্সিলারদের সংখ্যা প্রতিটি বরোর সনদে নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু লণ্ডন শাসন আইনে এই সংখ্যা 60 এর অধিক হইতে পারে না। কাউন্সিলাররা নিজেদের সংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ প্রায় দশজন অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত করেন। কাউন্সিলারগণ বরো ভোটারদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হন। কাউন্সিলারদের কার্য্যকাল তিন বৎসর এবং সকলে একযোগে অবসর গ্রহণ করেন। অল্ডারম্যানদের কার্য্যকাল ছয় বৎসর এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর অর্দ্ধেক অবসর গ্রহণ করেন। কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যান সমেত সমগ্র কাউন্সিল দ্বারা মেয়র নির্ব্বাচিত হন এক বছরের জন্য। মেয়রের পদটি খুবই সম্মান ও মর্যাদা বিশিষ্ট। মেয়র কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন, কিন্তু তাঁহার বিশেষ কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা নাই। লণ্ডন বরোগুলির ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী অন্য পৌর বরোগুলির ধাঁচের, বরং আরও ব্যাপক। নিজ নিজ এলাকার মধ্যে জনসেবামূলক সকল কাজের ভারই ইহাদের উপর ন্যস্ত,—যেমন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত, পয়ঃপ্রণালী ও আবর্জ্জনা নিষ্কাষণ, রাস্তা নির্ম্মাণ, মেরামত ও আলোর ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন, দোকান-বাজার তত্ত্বাবধান, সাধারণ স্নানাগার ও সাঁতারের ব্যবস্থা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ, ওজন ও পরিমাপ পরিদর্শন ব্যবস্থা, নানাবিধ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্স দান ইত্যাদি। সিটিকে বেষ্টন করিয়া এবং লণ্ডন কাউন্টি ও আরও কয়েকটি

প্রশাসন কাউন্টির এলাকা ব্যাপিয়া প্রায় 700 বর্গমাইল স্থান লইয়া একজন পুলিশ কমিশনারের অধীনে মেট্রোপলিট্যান পুলিশ জেলা (Metropolitan Police District)। ইহার প্রশাসন সরাসরি আভ্যন্তরীণ মন্ত্রক বা Home Office এর পরিচালনাধীন, কোন স্থানীয় শাসনসংস্থার অধীন নয়। লণ্ডন মেট্রোপলিট্যান পুলিশ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহারা কেবল বিশেষ বিশেষ কাজটি লইয়াই থাকে যেমন জলসরবরাহের জন্য মেট্রোপলিট্যান ওয়াটার বোর্ড, বন্দর পরিচালনার জন্য পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটি, টেমস নদী রক্ষণের জন্য টেমস্ কনজারভ্যেন্সি বোর্ড, লণ্ডন পরিবহন ব্যবস্থার জন্য লণ্ডন ট্র্যান্সপোর্ট বোর্ড, ইত্যাদি। সম্প্রতি লণ্ডনের পরিবহন ব্যবস্থা (বাস ও ভূগর্ভ রেল) বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিলের পরিচালনায় আসিয়াছে।

স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থব্যবস্থা :

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধ্যানধারণার পরিবর্ত্তনের ফলে রাষ্ট্রের কর্ম্মতৎপরতার যথেষ্ট সম্প্রসারণ হইয়াছে। রাষ্ট্র আর শুধু পূর্ব্বের পুলিশী রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করে না, উহা সমাজসেবা ও কল্যাণব্রত গ্রহণ করিয়াছে। দেশের জাতীয় স্তরের শাসনব্যবস্থার অঙ্গরূপে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই পরিবর্ত্তন প্রতিফলিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের অনেক কর্ত্তব্যই স্থানীয় স্তরে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়, সেগুলির ভার স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানরাই গ্রহণ করিয়াছে,—বিশেষ করিয়া পরিবেশউন্নয়নমূলক কাজ (environmental services) যেমন পৌর ও গ্রামীন পুনর্বিন্যাস প্রকল্প (Town and Country planning), রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মান, রক্ষণ ও নিরাপত্তাবিধান, পার্ক ও খেলাধূলার আয়োজন, আবর্জ্জনা অপসারণ ইত্যাদি এবং জনসেবামূলক কার্য্যসমূহ (personal services) যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নানা সমাজ সেবা ও কৃষ্টিমূলক প্রচেষ্টা। এইসব দায়িত্ব পালনের জন্য স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ের বোঝা সাম্প্রতিক কালে প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহা শুধু স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। বর্ত্তমানে জাতীয় সরকার এই ব্যয়ভারের একটা বৃহৎ অংশ জোগাইয়া থাকে।

স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের ব্যয় দুই প্রকারের হইতে পারে,—(1) নিয়মিত দৈনন্দিন কাজের জন্য, ও (2) দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রকল্পের জন্য যাহাকে বলা হয় capital expenditure। প্রথম প্রকার কাজের জন্য অর্থ প্রধানতঃ তিনটি সূত্র হইতে সংগৃহীত হয়,—(1) সরকারী অনুদান,—বিভিন্ন

কাজের খাতে সরকারী অর্থসাহায্য বা grants-in-aid ও এককালীন প্রদত্ত অর্থ বা block grant। ইহাই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের প্রধান উৎস। শতকরা প্রায় 45 ভাগ ব্যয় ইহা হইতেই নির্ব্বাহ হয়। (2) দ্বিতীয় উৎস হইল জমি বা বাড়ী প্রভৃতির মূল্যায়ণের (valuation) ভিত্তিতে ধার্য কর অর্থাৎ rates। শতকরা প্রায় 35 ভাগ ব্যয় ইহা হইতে নির্ব্বাহ হয়। (3) তৃতীয় উৎস হইল বিবিধ খাতে যেমন বাড়ীভাড়া, টোল ফী প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত অর্থ। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয়ই হয় সর্ব্বাধিক, তারপর উল্লেখযোগ্য বিবিধ জনসেবার কাজ যেমন পুলিশ, রাস্তাঘাট, জনস্বাস্থ্য, আবর্জ্জনা অপসারণ, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ ইত্যাদি। মূলধন খাতে ব্যয় (capital expenditure) সাধারণতঃ ঋণের দ্বারা সংগৃহীত হয়। অবশ্য প্রধান প্রধান রাস্তা নির্মান ও সেগুলির আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য আংশিকভাবে সরকার অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক গৃহীত গৃহনির্মান প্রকল্পেও অনেক সময় সরকার বার্ষিক অর্থসাহায্য করে। নিয়মিত সরকারী অনুদান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণের অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হয় বিভিন্ন খাতে, আবার বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যও দেওয়া হয়, যেমন পুলিশ ব্যবস্থা, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারি ইত্যাদি বাবদ।

স্থানীয় রেট (rate) আদায় হয় কৃষিকার্য ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত জমি ও বাড়ীর ভোগদখলকারীদের নিকট হইতে উহার বার্ষিক খাজনা বা ভাড়ার ভিত্তিতে। কাউন্টি বরোতে স্থানীয় রেট আদায় করে উহার কাউন্সিল, প্রশাসনিক কাউন্টিতে করে উহার অন্তর্গত ননকাউন্টি বরো কাউন্সিল ও কাউন্টিজেলাগুলির কাউন্সিলরা এবং বৃহত্তর লণ্ডন এলাকায় লণ্ডন বরো কাউন্সিলগুলি ও 'সিটি'র কমন কাউন্সিল। ননকাউন্টি বরো ও কাউন্টি জেলাতে উক্ত রেটে, বরো বা জেলা কাউন্সিল এবং কাউন্টি কাউন্সিলের প্রাপ্য অংশ আলাদাভাবে দেখান হয়। বৃহত্তর লণ্ডনে বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিলের (G. L. C.) বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য কিছু অংশ চিহ্নিত থাকে। কৃষির জন্য জমি ও বাড়ী (বসবাসের বাড়ী ছাড়া) রেট প্রদান হইতে মকুব পায়, আবার গৃহস্থদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানদের অপেক্ষা কম হারে দিতে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে রেট সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মকুব করাও হয়। রেট আদায়ের জন্য সম্পত্তির মূল্যায়ন কিছুদিন অন্তর বোর্ড অব ইনল্যাণ্ড রেভিনিউ (Board of Inland Revenue) এর কর্ম্মচারীরা করিয়া থাকে।

ঋণ :—স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী প্রকল্পগুলির ব্যয় যাহা capital expenditure-এর পর্যায়ে পড়ে সাধারণতঃ ঋণ দ্বারা সংগৃহীত অর্থে নির্ব্বাহ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় 1933 সালের স্থানীয় শাসন আইন বা অন্যান্য স্থানীয় আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য জমি দখল বা বাড়ীঘর প্রভৃতি নির্মানের জন্য সাধারণতঃ ঋণ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ হইয়া থাকে। বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল এরূপ কাজের জন্য পার্লামেণ্টের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর একটি স্বতন্ত্র বিল আনয়ন করে।

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Financial Control) : প্রতিটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে আভ্যন্তরীণ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ভার থাকে এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত একটি অর্থ কমিটির (Finance Committee) উপর। কাউন্টি কাউন্সিলের ক্ষেত্রে এরূপ একটি কমিটি নিয়োগ আইনতঃ বাধ্যতামূলক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাহা না হইলেও প্রথাগতভাবে ইহা চালু থাকে। প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের বাজেট প্রস্তাবগুলি এই কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে যাহাতে ব্যয়ের প্রস্তাব প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়; সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহিত আলাপ আলোচনার পর তবে প্রস্তাবগুলি বাজেটে স্থান পায় ও মঞ্জুরির জন্য কাউন্সিলে উপস্থাপিত হয়। ব্যয়ের পর হিসাব পরীক্ষার (audit of accounts) জন্যও ব্যাপক ব্যবস্থা আছে যাহাতে প্রশাসনিক কর্ম্মচারীরা বা কাউন্সিলের কমিটিগুলি অবৈধভাবে বা কাউন্সিলের মঞ্জুর বহির্ভূত কোন ব্যয় করিয়াছে কিনা ধরা যায়।

লণ্ডনের বাহিরে স্থানীয় শাসন কাঠামোর সংস্কারের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা :

উপরে বর্ত্তমানে বৃহত্তর লণ্ডন ও লণ্ডনের বাহিরে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা মোটামুটি বর্ণনা করা হইল। কিন্তু এই ব্যবস্থায় লণ্ডনের স্থানীয় শাসনের সাম্প্রতিক কালে সংস্কার সাধিত হইলেও লণ্ডনের বাহিরে বর্ত্তমান শতাব্দীতে কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয় নাই, অথচ দুইটি বিশ্ব-মহাযুদ্ধোত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারের জরুরী প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকে এবং কয়েক বছর পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা ও আলোচনা শুরু হয়। 1966 সালের মে মাসে সার জন মড্ (পরে লর্ড র‍্যাডক্লিফ মড) এর সভাপতিত্বে বৃহত্তর লণ্ডন বাদে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের স্থানীয় শাসনের কাঠামো সম্পর্কে তদন্ত

করার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিশন 1969 সালে উহার রিপোর্টে সুপারিশ করে,—প্যারিশ কাউন্সিলগুলি ছাড়া অন্য সব স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের স্থলে একস্তর বিশিষ্ট 58টি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে, কেবল বার্মিংহাম, লিভারপুল ও ম্যাঞ্চেষ্টারে দুইস্তর বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান থাকিবে। এই 61টি প্রতিষ্ঠান আবার গুচ্ছবদ্ধ হইয়া 8টি প্রদেশে বিন্যস্ত হইবে। প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক কাউন্সিল থাকিবে।[1] তদানীন্তন শ্রমিক সরকার রিপোর্টটি নীতিগতভাবে গ্রহণ করিয়া 1970 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উহার উপর কিছু রদবদল করিয়া একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। পরের বছর (1971-72) প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতে পার্লামেণ্ট একটি বিল আনিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু 1970 সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিকদল পরাজিত হইলে উহা বানচাল হইয়া যায়। নূতন রক্ষণশীল সরকার 1971 সালে "ইংল্যাণ্ডে স্থানীয় শাসন" শীর্ষক একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে যাহাতে সারা দেশে কাউন্টি কাউন্সিল ও জেলা কাউন্সিল এই দুইস্তরবিশিষ্ট স্থানীয় শাসনব্যবস্থার প্রস্তাব দেওয়া হয়।[2] প্রস্তাবগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ। বৃহত্তর লণ্ডনের বাহিরে বর্ত্তমানে যে বার শতর মত (প্যারিশ কাউন্সিলগুলি ছাড়া) স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে সেগুলির স্থলে 44টি নূতন কাউন্টি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে এবং এগুলির মধ্যে থাকিবে তিন শতর মত জেলা প্রতিষ্ঠান। উভয় প্রকারের প্রতিষ্ঠানেরই স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে নির্বাচিত কাউন্সিল থাকিবে যাহাদের কার্য্যক্রমও হইবে পৃথক। স্থানীয় শাসনকার্য্যের বড় বড় দফাগুলি কাউন্টি কাউন্সিলে ন্যস্ত থাকিবে এবং ছোটখাটো স্থানীয় কাজগুলি জেলা প্রতিষ্ঠানগুলিতে থাকিবে। রেট প্রবর্ত্তন ও আদায়ের দায়িত্ব থাকিবে কাউন্টিগুলির উপর। যাদুঘর, আর্ট গ্যালারি, পার্ক, খেলাধূলার মাঠ ইত্যাদি বিষয়ে উভয়ের যুগ্ম ক্ষমতা থাকিবে। জেলা কাউন্সিলগুলি গঠিত হইবে বর্ত্তমানের অপেক্ষাকৃত বড় বরোগুলিতে অথবা ছোট বরোর সহিত পৌর জেলা বা গ্রামীন জেলা যুক্ত করিয়া। পূর্ব্বের পৌর ও গ্রামীন সংস্থার প্রভেদ লোপ করা হইবে। মার্সিসাইড (Merseyside), উত্তর-পূর্ব্ব ল্যাঙ্কাশায়ার, পশ্চিম

1. Report of Royal Commission on Local Government in England, Comd. 4040 (1967).

2. Local Government in England : Proposals for Reorganisation. Comd. 4584 (1971).

মিডল্যাণ্ডস্ প্রভৃতি ছয়টি ঘনবসতিপূর্ণ মেট্রোপলিট্যান কাউন্টিতেও কতকগুলি জেলা গঠন করা হইবে এবং তাহাদের উপর বড় বড় কাজগুলির ভারও দেওয়া হইবে। শ্বেতপত্রে নূতন সংস্থাগুলির নাম ও প্রশাসনিক সীমানাও মোটামুটি নির্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের বর্ত্তমান প্যারিশ কাউন্সিল ও প্যারিশ মিটিংগুলি বহাল থাকিবে, যদিও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্যারিশগুলি কয়েকটি করিয়া যুক্ত করার প্রস্তাব আছে। শহর এলাকায় প্যারিশগুলি লোপ পাইবে। নূতন কাউন্সিলগুলিতে শুধু চেয়ারম্যান, ভাইসচেয়ারম্যান ও কাউন্সিলার থাকিবে। অল্ডারম্যান থাকিবে না। প্রস্তাবগুলি সম্বলিত করিয়া নূতন একটি স্থানীয় আইন পাশ হইয়া গিয়াছে এবং কাউন্সিলগুলিও নির্ব্বাচিত হইয়াছে। নূতন সংস্থাগুলি বর্ত্তমান বৎসরে (1974) 1লা এপ্রিল হইতে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে।

Suggested Readings

W. E. Jackson : "The Structure of Local Government in England and Wales ;" 5th Edition. (1966).

K. B. Smellie : "A History of Local Government," 4th Edition, (1968).

R. M. Jackson : "The Machinery of Local Government," 3rd Edition, (1968).

H. V. Wiseman : "Local Government in England, 1958-69," (1970).

H. Finer : "English Local Government," (1950) 4th. Edn.

G. Rhodes & S. K. Ruck : "The Government of Greater London," London (1970).

Harvey Bather : Op. cit. Chs. 23-26, 2nd. Edn. (1970).

John Prophet : "The Structure of Government," 2nd. Edn. Ch. XI.

Sir James Maud & S. E. Finer : "Local Government in England and Wales," 2nd. Edn. (1953), Chs. 5-7.

"Report of Royal Commission on Local Government in Greater London 1957-60." Comd. 1164 (1960).

"Local Government in England : Government Proposals for Reorganisation." Comd. 4584 (1971).

Pamphlet on "Local Government in Britain." Prepared for British Information Services by the Central Office of of Information, London. R. 5505/72 (1972) classification 3(d).

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রিটেন ও কমনওয়েলথ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও কমনওয়েলথ :

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও কমনওয়েলথের প্রকৃতি অতীব জটিল। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলশ্রুতি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, কমনওয়েলথের আবির্ভাব, উহার ক্রমক্ষীয়মান কার্য্যকারিতা এবং বর্ত্তমান পরিণতি নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ছাত্রের কাছে অতিশয় কৌতুহলোদ্দীপক এবং শিক্ষামূলক তথ্য উপাদান।

সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে স্যার উইণ্টস্টন চার্চিল (Sir Wintston Churchill) এক সময় বলিয়াছিলেন,—"আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসোৎসবে সভাপতিত্ব করিবার জন্য মহামহিম রাজার প্রথম মন্ত্রী হই নাই।" ("I have not become His Majesty's First Minister to preside over the dissolution of the British Empire.") কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস, যে মাত্র কয়েকটি বৎসরের মধ্যেই তাঁহার উত্তরসূরী শ্রমিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী অ্যাট্লি ঠিক এই নীতিকেই কার্য্যকরী করিতে অগ্রণী হইলেন। 1947 সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি এ্যালবার্ট হলের (Albert Hall) স্তম্ভিত জনতার সম্মুখে ঘোষণা করিলেন "ব্রিটেনের ইতিহাসে আজ সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের দিন।" ("This is the proudest day in British history.") একদিক হইতে দেখিতে গেলে, ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির প্রতীক্ ও প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ইহার পর একে একে অসংখ্য রাষ্ট্র এশিয়া ও আফ্রিকার ভূমি হইতে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য' শব্দটি ইতিহাসের আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করিয়া স্বাধীনতার আস্বাদ পায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠন ও প্রসারের ধারাবাহিক ইতিহাস এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেবল একথা স্মরণ রাখিলেই চলিবে যে পরিবর্ত্তিত পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ছিল। ব্রিটিশ সরকারী কর্ত্তৃত্বের কৃতিত্ব এইখানেই

যে, তাঁহারা পরিবর্ত্তিত অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া নূতন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মালয়, কেনিয়া, জাম্বিয়া, উগাণ্ডা, মরিশস্ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই উপলব্ধি আসিয়াছে অনেক বিলম্বে, অনেক দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলশ্রুতি হিসাবে। কেননা সেখানে কায়েমী স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে স্বীকার করিতে বিশেষ কালক্ষেপ হয় নাই। এইভাবেই ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, বর্মা, মিশর, মালয়, আফ্রিকার অনেকগুলি রাষ্ট্র প্রভৃতি একের পর এক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যাদুঘরে রক্ষিত দ্রষ্টব্য বস্তুতে পর্যবসিত করিয়াছিল। বরং একথা বলা যাইতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদোত্তর যুগে প্রবেশ করিতে ফ্রান্স, বেলজিয়াম হল্যাণ্ড, পর্তুগাল ইত্যাদির তুলনায় ব্রিটেনের পদক্ষেপ অনেক দ্রুততর ও বলিষ্ঠ হইয়াছে। এই উত্তরণ সম্ভব হইয়াছে "কমন-ওয়েল্থ" ধারণার মাধ্যমে।

কমনওয়েল্থের তাৎপর্য ও উহার বিবর্ত্তন :

"কমনওয়েল্থ" শব্দটি ক্রমওয়েলের শাসনকালীন সরকারের পরিচয় বহন করিলেও, বাস্তবে ইহা 1920 খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী যুগে ব্রিটেনের সহিত তাহার পুরাতন উপনিবেশগুলির (যাহারা সম্প্রতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে) সম্পর্ক প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হয়। ইতিপূর্ব্বে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা (Dominion Status) দেওয়া হইয়াছিল। 1920 সালের পর ডোমিনিয়নের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 1926 সালে সাম্রাজ্যসম্মেলনে (Imperial Conference) ব্রিটেন ও তাহার প্রাক্তন কলনি হইতে রূপান্তরিত ডোমিনিয়নগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রচেষ্টা হইয়াছিল এবং তাহার ফলশ্রুতি হিসাবে 1931 খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার আইন (Statute of Westminister) প্রণীত হইল। ইহার ফলে ব্রিটেনের রাজশক্তিকে কমনওয়েল্থের সদস্যদের আনুগত্যের প্রতীক্ হিসাবে ঘোষণা করা হইল। তবে এই আইনে কোথাও কমনওয়েল্থের সঠিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয় নাই। ওয়েষ্টমিনিষ্টার আইন প্রণয়নের পর অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাক্তন ডোমিনিয়নগুলি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। একের পর এক এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কমনওয়েল্থের সদস্য হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো গ্রহণ করিয়াছে—যেমন ভারতবর্ষ, বর্মা ও শ্রীলঙ্কা। স্বভাবতঃই, যে প্রতিষ্ঠান রাজশক্তির ঐক্যের

প্রতীক্, তাহার সদস্য হিসাবে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকা আপাত দৃষ্টিতে সামঞ্জস্য পূর্ণ নহে। অবশ্যম্ভাবী ভাবে তাই বিরোধের সূত্রপাত হইল এবং 1949 খৃষ্টাব্দের কমনওয়েল্থ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে "ব্রিটিশ" শব্দটি কমনওয়েল্থ হইতে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইল এবং সকল রাষ্ট্রকে স্বাধীন ও সমান সদস্য হিসাবে স্বীকার করা হইল।

কমনওয়েল্থের সাম্প্রতিক ধারণা :

বর্ত্তমানে কমনওয়েল্থ একটি স্বাধীন, ঐচ্ছিক সংগঠন যাহার সদস্যদের কোন বাঁধাধরা আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই। ইহার সদস্যপদ পারস্পরিক সুবিধা সুযোগ সদ্ব্যবহারে সহায়তা করে। মূলতঃ রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা, আর্থিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা এবং আদান প্রদানের নিমিত্ত এই প্রতিষ্ঠান তাহার সার্থকতা ও যৌক্তিকতা বজায় রাখিয়াছে। কিছু আবেগ প্রবণতাজনিত (Sentimental) সম্পর্ক এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ক্রমশই এই প্রতিষ্ঠান তাহার কার্য্যকারিতা হারাইতেছে।

কমনওয়েল্থের ভবিষ্যৎ :

সাধারাণভাবে ব্রিটেনও এখন কমনওয়েল্থ্ ধারণাকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে চাহে না। বিশেষতঃ ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে (European Common Market) ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তি একদিক হইতে দেখিতে গেলে কমনওয়েল্থের মধ্যে একটি অস্তিত্বের সংকট (Crisis of Existence) আনিয়াছে। ইহাকে লইয়া বিতর্কের ঝড়ও বহিতে শুরু করিয়াছে। হয়তো অচিরেই কমনওয়েল্থ্ একটি অতীত ইতিহাসের ধারণায় পর্যবসিত হইবে। বর্ত্তমানেও যে ইহা বিশেষ অর্থবহ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে এমন কথা বলা যায় না, ইহা শুধু অতীতদিনের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া ও জের টানিয়াই বহাল রহিয়াছে। সুতরাং ইহার অবলুপ্তি একপ্রকার সুনিশ্চিত বলা যায়, তবে কতদিনে ঘটিবে তাহা অনুমান-সাপেক্ষ। সুতরাং বর্ত্তমানে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উপর কোন গ্রন্থে এই বিষয়টি আর দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে না।

Suggested Readings :

1. **Jennings, W. I., :** ' The British Commonwealth of Nations," London, (1948).
2. Wheare, K. C. : "The Statute of Westminister and Dominion Status", 4th Edn. Oxford. (1949).
3. Duncan Hall, K. C. Wheare & A. Brady : "The British Commonwealth—A symposium," in 'American Political Science Review, Vol. 47 (1953).
4. W. I. Jennings & Young : "Constitutional Laws of Commonwealth", 2nd Edn. Oxford, (1952).
5. Sydney Bailey : "Parliamentary Government in the Commonwealth," London, (1951).
6. Robert Neumann : "European and Comparative Government," Part I, Ch. 7.
7. Harvey & Bather : Op. Cit., Ch. 27.

———

সোভিয়েট ইউনিয়ন

(ইউ. এস. এস. আর.)

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

(Introductory)

সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্র ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিবর্তন ঃ

আধুনিক পৃথিবীর বৃহৎশক্তিপুঞ্জের অন্যতম প্রধান শক্তি বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন গণ্য হইয়াছে। এই বৃহৎ রাষ্ট্র পৃথিবীর স্থলভাগের এক ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া আছে। ইহা ইউরোপ এবং এশিয়া এই দুই মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে। জনসংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে সংখ্যার বিপুলতায় ইহার স্থান মহাচীন এবং ভারতের পরই। স্মরণ রাখিতে হইবে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান অথবা প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে বিস্ময়কর অবদান সৃষ্টি করিয়াছে তাহা মাত্র গত অর্দ্ধ শতাব্দীর চেষ্টার ফল। রাষ্ট্রনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইহার আবির্ভাব এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। পশ্চিমী রাষ্ট্র ব্যবস্থা-গুলির সহিত ইহার মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। 1917 সালের অক্টোবর বিপ্লব রুশিয়ার জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিপ্লব একাধারে কুখ্যাত রাজতন্ত্রের অবসান এবং অন্যধারে এক বিরাট সম্ভাবনাময় নবযুগের উন্মেষ সাধন করিয়াছিল।

একথাও অনস্বীকার্য যে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজবাদী রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বিশিষ্ট চিন্তানায়ক এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা এই নূতন সমাজ-ব্যবস্থা এবং তাহার বিচিত্র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বহু প্রশ্ন তুলিয়াছেন : কেহ তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, আবার ইঁহাদের মধ্যে অনেকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত ইহাকে আবাহনও জানাইয়াছেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ রুশ বিপ্লব সংঘটিত হইবার স্বল্পকালবাদেই (1930 সালে) সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করেন। বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার বহু বিষয়ের সহিত তাঁহার গভীর মত পার্থক্য ছিল, তবু মানব ইতিহাসের এই নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে তাঁহার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—"তা হোক্, আপাততঃ রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা

কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্ব প্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে। তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্‌সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বত প্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে—ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম-মহাদেশ বিজ্ঞানের যাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আমি সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হয়েছি।......দেখতে পাচ্ছি বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরী সইছে না, কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী—যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে, এরা যেটা চাচ্ছে সেটা ভুল নয়। ফাঁকি নয়।”[1]

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বিশ্বাসী ফরাসী দার্শনিক “রমাঁ রলাঁ” তাঁহার অনবদ্য লেখনীতে একাধারে নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানাইয়াছেন, অন্যদিকে বিপ্লবকে উপলক্ষ করিয়া যে সমস্ত দুর্বলতি সোভিয়েট ইউনিয়নে সংঘটিত হইয়াছিল তাহাকেও তীব্র সমালোচনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাঁহার মতে “সমস্ত বিচ্যুতি, সমস্ত অপরাধ, অদূরদর্শিতা সত্ত্বেও রুশ বিপ্লবের মতো এত বিরাট, এত শক্তিমান, এত সম্ভাবনাময় সামাজিক প্রয়াস বর্তমানে ইউরোপে আর নাই। যদি ইহা ধ্বংস হইয়া যায় তবে শুধু পৃথিবীর সর্বহারারাই ক্রীতদাসে পরিণত হইবে না, সামাজিক বা ব্যক্তিগত সর্বপ্রকারের স্বাধীনতারই সমাধি হইবে। এই পবিত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলশেভিকরা নির্বোধের মত সংগ্রাম চালাইয়াছে বটে, কিন্তু এই স্বাধীনতাই তো বলশেভিক রুশিয়ার সবচেয়ে বড় বন্ধু। নূতন রুশিয়া ধ্বংস হইয়া গেলে পৃথিবী কয়েক স্তর পিছাইয়া যাইবে এবং রুশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদী পরিচালিত এক দানবীয় যুদ্ধের নাগপাশে ইউরোপের সমস্ত জাতিগুলি ক্রমেই জড়াইয়া পড়িতে থাকিবে।”[2]

---

1 “রবীন্দ্র রচনাবলী”—10 ম খণ্ড, পৃঃ 679

2 রমাঁ রলাঁ—“রাশিয়ার নবজন্ম” (I will not rest) 2য় খণ্ড পৃঃ 95

পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার "আত্মজীবনীতে" সোভিয়েট সমাজ ও সোভিয়েট বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন "এই দেশে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে সেগুলি সম্পর্কে আমার স্বাভাবিক অপছন্দ থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করি ইহাদের দ্বারা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মহৎ আশা সৃষ্টি হইয়াছে।"[3]

পূর্বেই বলা হইয়াছে এই বিপ্লব ও অভিনব সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন বহু মনীষী এবং সমাজবৈজ্ঞানিক সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইয়াছেন—তেমনি আরও অনেকে ইহার নিন্দাবাদ ও কঠোর সমালোচনা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। একথাও অনস্বীকার্য যে অক্টোবর বিপ্লব এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং গত অর্ধশতাব্দীব্যাপী তাহার বিরাট কর্মকাণ্ড শুধু যে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই নয়—ইহা মানব ইতিহাসে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মোটামুটি তিনটি স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে—স্তরগুলি হইল :—

(1) প্রাক্ বিপ্লব যুগে রুশিয়ার অবস্থা।
(2) বিপ্লব ও বিপ্লোত্তর রুশিয়া।
(3) বর্তমান যুগ।

প্রাক্‌ বিপ্লব যুগ :

ইতিহাসের পাতা খুলিলে দেখা যায় যে অতীতে রুশিয়া বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কোন নির্দিষ্ট একটি জাতির অস্তিত্ব এখানে পাওয়া যায় না। রুশিয়ার জার (Tsar) শাসিত সাম্রাজ্যের বিস্তার বহুক্ষেত্রে রোম্যান সাম্রাজ্যের উত্থানের মতই ঘটিয়াছিল। যুদ্ধ ও দেশ জয় ছিল ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত অপর রাজ্য গ্রাস করাই ছিল এই যুগের প্রধান লক্ষ্য। ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে—এই পর্বের এশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব রুশিয়ায় লক্ষ করা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে পিটার দি গ্রেটের আমল (1689-1725) হইতে রুশিয়ায় ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করে,—এবং এক হিসাবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে রুশিয়ার নবযুগ শুরু হয়। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে 1861 সাল পর্যন্ত রুশিয়ার দাস প্রথা প্রচলিত

---

3 Nehru—"An Autobiography" pp. 592—93- "With all my instinctive dislike for much that has happened there, I feel that they offer the greatest hope to the world."

ছিল। জন্তু জানোয়ারদের ন্যায় এই সব দাসদের কেনাবেচা চলিত। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রুশিয়ার পরাজয় এবং সেই সঙ্গে দাসপ্রথা জিয়াইয়া রাখার অসুবিধাগুলি বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অল্প পরেই জার আলেকজাণ্ডারের আমলে সার্ফদের মুক্তিদান করা হইল এবং নানা গঠনমূলক কাজও এই সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

প্রাক্-বিপ্লব যুগে রুশিয়ার অর্থনীতি ছিল একান্তভাবে মধ্যযুগীয়। এই যুগে জনগণের একমাত্র প্রধান উপজীব্য ছিল কৃষি, কিন্তু কৃষি ব্যবস্থা ছিল নিদারুণভাবে অনগ্রসর। অবিজ্ঞানভিত্তিক প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য পরিচালিত হইত। ইহার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রুশিয়ার কৃষি উৎপাদন অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির তুলনায় একান্ত নিম্নমানের ছিল।

অনগ্রসর কৃষি ঃ

অনগ্রসর মধ্যযুগীয় কৃষি ব্যবস্থার ফলে রুশিয়ার কৃষক সমাজ অনাহার, বেকারি এবং অকাল মৃত্যুর মধ্যে এক অভিশপ্ত জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইত।

অনুন্নত শিল্প ব্যবস্থা ঃ

পাশাপাশি শিল্প ব্যবস্থাও ছিল একান্তভাবে অনুন্নত। বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রুশিয়ার শিল্প বিকাশ সীমিত ছিল। সমগ্র জনসংখ্যার হিসাবে প্রতি 100 জনের ভিতর মাত্র দুই জন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ঠিক ঐ একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি 100 শত জন লোকের মধ্যে শিল্প সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল 11·6 জন। এই সময়ের রুশিয়ার অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বহু লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তাহার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বৈদেশিক সাহায্য একান্তভাবে অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে রুশিয়ার বৈদেশিক পুঁজির পরিমাণ প্রায় শতকরা 30 ভাগে পৌঁছাইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে রুশিয়ার লৌহ শিল্প, রসায়ন শিল্প এবং কয়লা শিল্পের প্রায় অধিকাংশই বৈদেশিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলিয়া গিয়াছিল।

ইহারই পাশাপাশি দেখা যাইবে প্রাক্-বিপ্লব যুগে রুশ নাগরিকদের এক দুঃসহ জীবনযাপন করিতে হইত। কৃষক ও শ্রমিক অধিকাংশ ন্যায্য

অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে শুরু করিয়া অক্টোবর বিপ্লব পর্য্যন্ত প্রায় 150 বৎসর ধরিয়া রুশ জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল জার শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু প্রকারের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকার অর্জনের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।[4]

রুশিয়ার জনজীবনের কয়েকটি বিশেষ উপাদান, যেমন দেশের বিরাট আয়তন, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির অস্তিত্ব, তাহাদের অনগ্রসর সাংস্কৃতিক অবস্থা ও প্রাচ্য ঐতিহ্য ও জঙ্গীশাহীর উদ্ভব ইত্যাদি এখানে স্বৈরতন্ত্রের উৎপত্তি ও প্রতিপত্তির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। যদিও কখনও কখনও কোন কোন জার কিছু কিছু জনহিতকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু সেগুলি তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয় বা গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে পদক্ষেপও বলা যায় না; দৃষ্টান্তস্বরূপ জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রুশিয়ার ক্রীতদাস প্রথা (serfdom) রহিত করিয়াছিলেন এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নয়ন করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের অংশ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা না করিলেও প্রদেশ ও জেলাস্তরে কিছুটা সীমিত স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন এবং পরে ইহাদের প্রতিনিধিমূলক সভাগুলিই উনবিংশ শতকের শেষের দিকে একটা উদারনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শাসক সম্প্রদায় এই আন্দোলনকে কোন প্রকার প্রশ্রয় দেন নাই এবং সর্ব প্রযত্নে দমননীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তা সত্ত্বেও মার্কসীয় মতবাদ এই আন্দোলনে ক্রমশঃ অনুপ্রবেশ করে এবং সোস্যাল ডেমক্র্যাটিক্ পার্টি সামাজিক গণতান্ত্রিক দল নামে একটি গুপ্ত দলের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করে যাহার লক্ষ্য ছিল বিপ্লব।

স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের চণ্ডনীতি সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ রূপ লইয়াছিল শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে (1894-1917)। একান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বর্ব্বরতার সহিত তিনি শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই দমননীতির বিরুদ্ধে কৃষক শ্রমিকদের বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করিতে-

4 "No people in Western Europe can show a more significant record of resistance to oppression, at the cost of life, liberty and happiness freely given than those of Tsarist Russia during the 150 years before the revolution of 1917"—
Andrew Rothstein,
"A History of the U.S.S.R." p-17

ছিল এবং দমননীতি সত্ত্বেও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির দলপুষ্টি হইতেছিল এবং তাহারা ক্রমেই সোচ্চার হইয়া উঠিতেছিল; এমন সময় 1905 সালে রুশ জাপান যুদ্ধে রুশিয়ার শোচনীয় পরাজয় হইলে দেশে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয় যাহাতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা আরও ইন্ধন জোগায়। ধর্মঘট, বিক্ষোভ এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা ব্যাপক আকারে দেখা দিল, দারুণ নিষ্ঠুরতার সহিত জার সরকার এই বিক্ষোভকে দমন করিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ফোরণের চাপে কিছুটা নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কয়েকটি নির্দেশের (decree) মাধ্যমে জার একটি শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিলেন যাহাতে সীমিত আকারে জনপ্রতিনিধিদের হস্তে কিছুটা ক্ষমতা দিলেও চূড়ান্ত ক্ষমতা জারের হাতেই অব্যাহত রহিল।

1905 সালে ডুমা স্থাপন ঃ

"ডুমা" (Duma) নামক দ্বিকক্ষবিশিষ্ট একটি জাতীয় পরিষদ (পার্লামেণ্ট) সৃষ্ট হইল। জারের মন্ত্রীদের ডুমার নিকট কোন দায়দায়িত্ব ছিল না, জারের হাতেই ক্ষমতা থাকিয়া গেল। এই পরিষদের উচ্চকক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইয়াছিল অভিজাতশ্রেণী ভূম্যধিকারী ও ব্যবসায়ীদের। পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত নিম্নকক্ষেও অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই প্রতিনিধিত্ব পাইল। শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত নির্দেশগুলিতে পররাষ্ট্র ও সেনাবাহিনী সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবার ক্ষমতা ডুমাকে দেওয়া হয় নাই। একমাত্র সাধারণ আইন রচনা করিতে ডুমার সম্মতির প্রয়োজন ছিল।

রুশিয়ার তদানীন্তন শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া 1907 সালে লেনিন যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন—"পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও রুশিয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে একটি স্বৈরতান্ত্রিক জঙ্গীশাহী শাসন অব্যাহত ছিল" ('a military despotism embellished with parliamentary forms')। 1905 সালের শাসনতন্ত্রে ডুমার গঠন ও ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দুইটি ডুমায় (1906-7) বেশ কিছু সংখ্যক উদার-নৈতিক ও চরমপন্থী সদস্য প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহারা বৈধ ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া নানাপ্রকার দাবি দাওয়া, যেমন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, জমিদারী উচ্ছেদ প্রভৃতি উপস্থিত করে। সরকার পর পর দুটি ডুমাই ভাঙ্গিয়া দিয়া 1907 সালে ডুমার সংগঠন পরিবর্তন করিবার নির্দেশ জারি করে। এই নূতন নির্দেশে যে ডুমা গঠিত হয় তাহা সরকারের অনুগত ছিল এবং 1912 সনে পুর্নগঠিত

ডুমাও সেইরূপই ছিল। যদিও কোনটিই রুশিয়ার জনগণের প্রতিভূ হয় নাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশিয়া ঃ

1914 সালে যখন বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল তদানীন্তন ডুমা প্রথমে সরকারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমর্থন দেয়। কিন্তু 1914-15 সনে পর পর কয়েকটি বিপর্যয়ের পর যখন ডুমা সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ চালাইবার জন্য কয়েকটি সংস্কারের প্রস্তাব দেয় সরকার সেগুলি উদ্ধতভাবে নস্যাৎ করিয়া দেয়। এদিকে সরকারী মহলে চরম অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও নির্বুদ্ধিতা দেশকে চরম দুর্দশার দিকে ঠেলিয়া দেয়। ডুমার সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হন এবং প্রকাশ্যে মন্ত্রী ও আমলাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন। একদিকে সৈন্যদলে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করার ফলে সেনাবাহিনীর বিরাট আয়তন, অন্যদিকে শিল্পে ও কৃষিতে কর্মক্ষম লোকের অভাবে উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ায় ভোগ্যপণ্য ও সমর-সরঞ্জামের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। দেশে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সেনাবাহিনীর লোকেরাও যুদ্ধ সরঞ্জামের ও খাদ্যের অভাবে বিশেষ বিক্ষুব্ধ হয়। তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে কাজেই ক্রমাগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় একমাত্র যুদ্ধ পরিচালনায় ও আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থায় বুদ্ধিদীপ্ত ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেশকে সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে জার নিকোলাস বা তাঁহার পরামর্শদাতারা—কাহারও এই যোগ্যতা ছিল না। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল। 1917 সালের মার্চ মাসে পেট্রোগ্রাডে (প্রাক্তন সেণ্ট পিটার্সবার্গ) বিপ্লব শুরু হইল। ক্ষুধার্ত জনসাধারণ খাদ্যের দাবিতে সমস্ত রাস্তায় বিক্ষোভ করিতে লাগিল। বিক্ষুব্ধ জনতাকে প্রতিরোধ করিতে সৈন্য তলব করা হইল। কিন্তু সৈন্যরাও জনতার সঙ্গে হাত মিলাইল। জারতন্ত্র নিমেষে ধূলিসাৎ হইল। ডুমার একটি কমিটি ক্ষমতা দখল করিয়া একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করিল এবং শীঘ্রই একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। জার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন। অস্থায়ী সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা একটি সোভিয়েট গঠন করে, যাহা শীঘ্রই পেট্রোগ্রাড শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েট (Petrograd Soviet of Workers' and Soldiers' Deputies) নামে অভিহিত হইল। অস্থায়ী

সরকারের সহিত এই সোভিয়েটের অনেক বিষয়েই মতের মিল ছিল না, কিন্তু অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য হইয়া ইহার সহিত হাত মিলাইতে হইল। এই মিলিত কর্ম উদ্যোগ স্থায়ী হইল না। কারণ উহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। অস্থায়ী সরকার গঠিত হইয়াছিল একজন ছাড়া অল্পবিস্তর রক্ষণশীল সভ্যদের লইয়া। কাজেই তাহারা শ্রমিক কৃষকদের সোভিয়েটের মত আমূল বিপ্লব চান নাই বা তখনই যে কোন মূল্যে যুদ্ধাবসান চান নাই। তাঁহারা পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে এবং যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে পেট্রোগ্রাড ছাড়াও দেশের সর্বত্র এবং সেনাবাহিনীতেও সোভিয়েট গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এগুলি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চরমপন্থী অংশ যাহাদের "বলশেভিক"[1] নামে অভিহিত করা হইত তাহাদের কুক্ষিগত হইয়াছিল।

নভেম্বর বিপ্লব ঃ

ইহাদের কর্মতৎপরতায় সৈন্যবাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ণ হইতেছিল এবং অস্থায়ী সরকারকেও প্রায় পঙ্গু করিয়াছিল। ইতিমধ্যে লেনিন প্রমুখ বলশেভিক নেতাগণ রুশিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। "সোভিয়েটদের হাতে সকল ক্ষমতা" এই জিগির তুলিয়া তাঁহারা বিক্ষোভ শুরু করেন। এই বিক্ষোভের মুখে সরকার খুবই বেকায়দায় পড়িয়া গেল। সরকারের তুলনায় বলশেভিক দলের দুইটি বিশেষ সুবিধা ছিল—(1) লেনিনের ন্যায় নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও (2) তাঁহারা জনগণের সম্মুখে একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচী তুলিয়া ধরেন যাহা কৃষক, শ্রমিক ও সেনাবাহিনীর বলিষ্ঠ সমর্থন লাভ করে। এই কর্মসূচীর দুইটি দফা হইল অবিলম্বে শান্তিস্থাপন ও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব (dictatorship of the proletariat)। এই লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া কৃষকরা গ্রামাঞ্চলে ভূস্বামী ও জমিদার শ্রেণীকে উৎখাত করিয়া জমি দখল করিতেছিল এবং মজুররা কলকারখানাগুলি দখল করিতেছিল। অবশেষে অস্থায়ী সরকার ইহাদের দমন করিতে সংকল্প লইল; কিন্তু সংঘর্ষের ফলে সরকারকে

1 রুশ ভাষায় বলশেভিক শব্দটির অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ। পার্টি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল আদর্শগতভাবে—"বলশেভিক" (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ও "মেনশেভিক" (সংখ্যালঘু)। দলের মধ্যে ইঁহারা সংখ্যাগুরু হইলেও সারাদেশে কিন্তু ইঁহারা তখন সংখ্যাগুরু হন নাই।

পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। 1917 সালে 7ই নভেম্বর* দ্বিতীয় বিপ্লবের ফলে বলশেভিক দল ক্ষমতার অধিকারী হইল। নিখিল রুশিয়া সোভিয়েট কংগ্রেস নিজেকে সকল ক্ষমতার অধিকারী ঘোষণা করিল এবং জনগণের প্রতিনিধি পরিষদ (Council of People's Commissars) নামে একটি সরকার লেনিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করিল। পরিষদের অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, ট্রট্স্কি, রাইকভ, ষ্ট্যালিন ও লুনাচারস্কি। এখন হইতে 'বলশেভিকরা' কমিউনিষ্ট নামগ্রহণ করিল এবং রাজধানী মস্কোতে স্থানান্তরিত করিল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াই কমিউনিষ্ট সরকার কতকগুলি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিল।

ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াই সরকারের প্রথম কাজ হইল জার্মানী ও তাহার মিত্রদের সহিত শান্তি চুক্তি করা। অন্যান্য মিত্রপক্ষের কাছেও এই প্রস্তাব রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহারা রাজী না হওয়ায় স্বতন্ত্রভাবে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিল। এই চুক্তি রুশিয়ার পক্ষে খুব সম্মানজনক বা সুবিধা-জনক না হইলেও বৈপ্লবিক সরকারের তখন প্রথম কর্তব্য ছিল দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে সুদৃঢ় করা। ইহা ছাড়া নূতন সরকার কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ জারি করিল। তাহাদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হইল ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সাধন। রেলপথ, কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক, খনি ও বাজেয়াপ্ত ভূমির মালিকানা একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। মুদ্রাভিত্তিক লেনদেনের পরিবর্তে পণ্য বিনিময় প্রথা (Barter) প্রবর্তিত হইল। শহরাঞ্চলে খাদ্য রেশনিং চালু করা হয়। সপরিবারে জার নিহত হইলেন। তা ছাড়া জারের অনেক কর্মচারী; অভিজাত শ্রেণীর লোক, জমিদারগণ ও আরও অনেকে বিরোধী হয় নিহত হইলেন বা নির্বাসিত হইলেন। চার্চ্চকে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বিচ্যুত করা হইল। কিন্তু বৈপ্লবিক সরকারের কাজ খুব সহজ ছিল না। একদিকে প্রতিবিপ্লবী শক্তি এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা এই নূতন সরকারকে ধ্বংস করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে সমস্ত রুশিয়াকে বেষ্টন করিয়াছিল। তাহাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিবার জন্য নূতন সরকার দৃঢ় সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইলেন। উৎপাদনের উৎসগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানার আওতায় আনয়ন করা হইল, সকল প্রকার কৃষি ও বাণিজ্যের উপর কঠোর

* রুশ জুলিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে। অন্য পঞ্জিকামতে তারিখটি অক্টোবরে। সেজন্য ইহা অক্টোবর বিপ্লব নামেও খ্যাত।

নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইল। এইভাবে দেশে কমিউনিষ্ট প্রাধান্য কায়েম করা হইল।

1918 সালের প্রথম সংবিধান :

এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পটভূমিকায় 1918 সালের 10ই জুলাই "সোভিয়েটদের পঞ্চম অল-রাশিয়ান কংগ্রেসের" সম্মেলনে বৈপ্লবিক রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান গ্রহণ করা হইল। নবগঠিত রাষ্ট্রকে রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র (The Russian Socialist Federated Soviet Republic) নামে অভিহিত করা হইল। ইহাও উল্লেখ্য যে এই স্তরে বর্তমান সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত প্রজাতন্ত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। জারের সাম্রাজ্যের তিন-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া এই রাষ্ট্র গঠিত হয়। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে লক্ষ করিব কিভাবে ধাপে ধাপে এই প্রথম সংবিধান রচনা হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী সংবিধানগুলি রচিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ রাখিতে হইবে কিভাবে এই ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব একটি গতিশীল নূতন সভ্যতা এবং পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এক অভিনব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সেই অবিশ্বাস্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশের প্রতিফলনই এই সংবিধান রচনার বিভিন্ন স্তরে লক্ষ করা যাইবে। আধুনিক কাল পর্যন্ত আমরা নিম্নলিখিতভাবে স্তরগুলিকে ভাগ করিতে পারি :—

1. প্রথম যুগ—বিপ্লবের সময় হইতে 1921 সাল পর্যন্ত, ইহাকে কমিউনিষ্ট সংগ্রামের (War Communism) যুগ বলা হয়।

2. নূতন অর্থনৈতিক নীতির যুগ (New Economic Policy বা N.E.P.)—1921 হইতে 1927 পর্যন্ত, লেনিন ইহাকে 'strategic retreat' বা কুশলী পশ্চাদপসারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

3. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগ (Five Year Plans), 1927 হইতে 1939 অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত, ইহাকে বলা যায় শিল্পায়ন ও কৃষির যৌথীকরণের (collectivization) যুগ।

4. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগ—1939 হইতে 1946 সাল পর্যন্ত।

5. যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের যুগ—1946 হইতে 1953 সাল পর্যন্ত।

6. আধুনিক কাল—1953 সালের পরবর্তী অবস্থা।

Suggested Readings

1. W. B. Munro : "The Governments of Europe", 1929. Ch. XXXVII, pp. 722-730.

2. F. A. Ogg & H. Zink : "Modern Foreign Governments," (1953) Ch. XXXVI.

3. A. C. Kapur : "Select Constitutions" (1963)— "Government of U.S.S.R." Ch. 1.

4. G. Vernadsky : "Political and Diplomatic History of Russia", (1936) Ch. I. & XXVI.
also, "The Russian Revolution, 1917-1931" (1932).

5. Andrew Rothstein : "A History of the U.S.S.R.", Ch. I.

6. E. H. Carr : "The Bolshevik Revolution, 1917-21" (1951).

7. V. I. Lenin : "Collected Works".

দ্বিতীয় অধ্যায়

সোভিয়েট সংবিধান গঠনের ইতিবৃত্ত

(Historical background of the Soviet Constitution)

1918 সালের সংবিধান :

1918 সালের সংবিধান ঐ বৎসরের জুলাই মাস হইতে চালু হইয়াছিল। এই সংবিধানটির খসড়া লেনিন ও ষ্ট্যালিনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি (Central Executive Committee) দ্বারা গঠিত একটি কমিশন কর্তৃক রচিত হয়। সংবিধানটি ছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত "সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্রের" সংগ্রামী চেতনায় অনুপ্রানিত এবং নভেম্বর বিপ্লব হইতে তখন পর্যন্ত যে সকল ঘোষণা ও বিধি নির্দেশ জারি হইয়াছিল সেগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হয়, যাহা দ্বারা ইতিপূর্বেই জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও কলকারখানার ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা হইয়াছিল এবং উৎপাদনের উৎসগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল। এই সংবিধানের লক্ষ্য হিসাবে ছিল,—(1) সর্বহারা শ্রেণীর এক-নায়কত্ব স্থাপন এবং শোষক শ্রেণীর উৎসাদন, (2) রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষমতা সোভিয়েটগুলিতে ন্যস্ত করা ও রুশিয়াকে একটি কৃষক, শ্রমিক ও সৈনিক-দের সোভিয়েটগুলির প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা। এই সংবিধানে ধর্ম, জাতি, স্ত্রীপুরুষ, বাসস্থান নির্বিশেষে অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক সকল রুশ নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়, শুধু এই শর্তে যে তাহাদের উৎপাদনাত্মক শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে হইবে এবং মুনাফার জন্য কাহাকেও নিয়োগ করিবে না। এ ছাড়া নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকদের ভোটাধিকার এবং সরকারী পদাধিকার হইতে সুস্পষ্টভাবে বঞ্চিত করা হয়,—(1) যাহারা অন্য-দের নিজ মুনাফার জন্য নিযুক্ত করে, (2) যাহারা অন্যদের শ্রমলব্ধ আয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী শ্রেণা, (3) ব্যবসায়ী, মধ্যসত্ত্ব ভোগী, দালাল ইত্যাদি, (4) সকল শ্রেণীর যাজক, (5) জারের কয়েকটি শাসন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, (6) বিকৃত মস্তিষ্ক বা যাহারা কোন অর্থসংক্রান্ত বা ঘৃণ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইরাছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সংবিধানে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয় নাই এবং ইহা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের ধ্যানধারণা অনুযায়ী হইয়াছিল যাহার লক্ষ্য হইল একটি বিশেষ শ্রেণীর এক নায়কত্ব স্থাপন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নহে।

কমিউনিষ্টদের মতে সর্বহারা শ্রেণী ছাড়া অন্য সকলেই শোষক এবং পরভুক্ যাহারা কোন রাজনৈতিক অধিকারের যোগ্য নহে। সংবিধানে শোষিত এবং শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারের একটি তালিকা ঘোষিত ছিল; সেগুলি অন্য কোন শ্রেণীর জন্য নয়।

সংবিধানে সমগ্র রুশিয়ার ভিত্তিতে একটি সোভিয়েটের ব্যবস্থা ছিল, তাহা হইল নিখিল রুশ সোভিয়েটদের কংগ্রেস (All Russian Congress of Soviets)। এই সংস্থায় শহর ও গ্রাম সোভিয়েটগুলি হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল। নিখিল রুশ সোভিয়েটদের কংগ্রেস গঠিত হয় সারা দেশে বিভিন্ন ধাপে বিন্যস্ত নিম্ন সোভিয়েট হইতে উর্ধ সোভিয়েটে পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বচিত প্রতিনিধিদের লইয়া। বিভিন্ন ধাপের সোভিয়েট-দের বিন্যাস একটি পিরামিডের আকার ধারণ করে। নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেস পিরামিডের শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থিত। সর্বনিম্নে ছিল শহর অঞ্চলের কলকারখানার শ্রমিকদের সোভিয়েটগুলি ও গ্রামাঞ্চলে কৃষক-দের সোভিয়েট। এই সব স্থানীয় সোভিয়েট প্রতিনিধি পাঠাইত পরের ধাপের সোভিয়েটে, শহরাঞ্চল থেকে সিটি সোভিয়েটে এবং গ্রামাঞ্চল থেকে জেলা সোভিয়েটে। আরও উপরের ধাপগুলি হইল কাউন্টি সোভিয়েট (County Congress of District Soviets), আঞ্চলিক সোভিয়েট (Congress of County Soviets), প্রাদেশিক সোভিয়েট (Gubernia বা Provincial Congress of Soviets) এবং সর্বোচ্চ ধাপে নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেস। ইহা উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন ধাপ হইতে প্রতিনিধি সংখ্যা ঠিক জনসংখ্যা বা ভোটার সংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত হইত না। গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শিল্পাঞ্চলকে অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধি দেওয়া হইত, কারণ শ্রমিকদেরই প্রকৃত সর্বহারা বলিয়া গণ্য করা হইত এবং নতুন জামানার প্রতি কৃষকদের অপেক্ষা তাহাদের আনুগত্য অধিক নির্ভর-যোগ্য বলিয়া ধরা হইত। চূড়ান্ত ক্ষমতা এই কেন্দ্রীয় সংস্থার উপর বর্তাইয়াছিল। সংবিধানে ইহার সভ্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। কিন্তু নিম্নের সকল সোভিয়েট নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইলে ইহার সভ্য সংখ্যা কয়েক হাজারে দাঁড়ানর কথা। মস্কোতে বৎসরে দুবার করিয়া ইহার অধিবেশন হইত। All Russian Congress হইতে Central Executive Committee (কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি) গঠনের ব্যবস্থা ছিল এবং মূল কংগ্রেসের বিপুল আয়তনের হেতু আইনের খুঁটিনাটি রচনার ভার এই সংস্থার উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত থাকা কালে কমিটিই কংগ্রেসের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিত। কিন্তু ইহার

আয়তনও ত্বরিত কাজ চালাইবার পক্ষে অতি বৃহৎ হওয়ায় বেশীর ভাগ কাজই একটি ছোট প্রেসিডিয়াম (Presidium) বা সভাপতি মণ্ডলীর মাধ্যমে সম্পন্ন হইত। শাসনকার্য্য (executive function) পরিচালনার জন্য সেণ্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি বার (12) জন্য সদস্যবিশিষ্ট একটি 'কাউন্সিল অব্ পিপ্‌ল্‌স্ কমিশার' (Council of People's Commissars) মনোনীত করিত। ইহার অবস্থান অনেকটা পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যাবস্থায় ক্যাবিনেটের মতই ছিল। এক একজন কমিশার এক একটি শাসন-বিভাগের বা কমিসারিয়েটের প্রধান হইতেন। তাঁহারা কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট তাঁহাদের কাজের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকিতেন এবং কংগ্রেসের নিকটও সময় সময় নিজ নিজ বিভাগের কাজের রিপোর্ট পেশ করিতেন। কমিশারদের নিজ নিজ বিভাগে গৃহীত সব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটিকে ওয়াকিবহাল রাখিতে হইত; অবশ্য জরুরী ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। কোন প্রধানমন্ত্রীর পদ ছিল না, তবে কাউন্সিল নিজেদের মধ্যে একজনকে চেয়ারম্যান বা সভাপতি মনোনীত করিত, যাঁহার ক্ষমতা বা মর্য্যাদা ঠিক প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় ছিল না।

1924 সালের সংবিধান :

উপরোক্ত সংবিধানের পরবর্তী অধ্যায় হইল 1924 সালের সংবিধান। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে 1918 সালের সংবিধানের আওতায় জারের অধীনস্থ সমগ্র রুশিয়া আসে নাই। কিছু অঞ্চল প্রতিবিপ্লবীদের করায়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এইসব অঞ্চলও শত্রু সৈন্যের কবল হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া স্বাধীন সমাজবাদী সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে। 1922 সালে ইহারা পূর্বোক্ত রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের (R. S. F. S. R.) সহিত অঙ্গরাজ্য হিসাবে যুক্ত হইবার জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তির ফলে একটি পরিবর্দ্ধিত যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় চারটি অঙ্গরাজ্য লইয়া। এগুলি হইল রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র, শ্বেত রাশিয়া (White Russia) সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র এবং ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র। ইহাদের লইয়া মিলিত রাষ্ট্রের নাম হয় ইউনিয়ন অব্ সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিকস্ (U. S. S. R.)। চুক্তিটির ভিত্তিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান রচিত হয় এবং 1923 সালে অনুমোদিত হইয়া 1924 সাল হইতে চালু হয়। 1924 সালে আরও দুইটি অঙ্গরাজ্য, উজবেক (Uzbek) ও

তুর্কোমেন (Turkomen) প্রজাতন্ত্র এবং 1929 সালে তাধঝিক (Tadzhik) প্রজাতন্ত্র নামে আর একটি অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিলে অঙ্গরাজ্যের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় সাত। নূতন সংবিধানটি প্রায় পূর্ব্ব সংবিধানেরই পুনরাবৃত্তি বলা চলে। তবে তিনটি নূতন সংস্থা ইহাতে যুক্ত হয়। এগুলি হইল সারা ইউনিয়নের কংগ্রেস, সারা ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সারা ইউনিয়নের প্রেসিডিয়াম। এই সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে। কেন্দ্রকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) অঙ্গরাজ্যগুলিতে ন্যস্ত করা হয়। কেন্দ্রকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ছিল—বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণা, বৈদেশিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ সারাদেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, রেলপথ, ডাক ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পরিচালনা ইত্যাদি। অঙ্গরাজ্যগুলির এক্তিয়ারে থাকে শিক্ষা, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, বিচারব্যবস্থা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি। কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন অর্থ ব্যবস্থা, খাদ্য উৎপাদন, শ্রম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলি উভয়েরই কর্তৃত্ব ছিল। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে এই ক্ষমতা বণ্টনব্যবস্থায় কেন্দ্রকে সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আসলে কিন্তু তাহা নহে, বরং বিপরীত বলা যায়। কারণ, প্রথমতঃ, অঙ্গরাজ্যগুলির কোন আইন বা নির্দেশ 1922 সালের চুক্তি বা সংবিধানের কোন ধারার বিরোধী হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে উহা নাকচ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে এমন কতকগুলি মূলসূত্র প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহা অঙ্গরাজ্যগুলি দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি, শ্রম-সংক্রান্ত ও বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে মানিতে বাধ্য ছিল। সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়ার ফলে কেন্দ্রের ক্ষমতা প্রায় সর্বব্যাপী হইয়াছিল।

ইউনিয়নের স্থষ্টির ফলে চারটি অঙ্গরাজ্যের সংবিধানগুলি নাকচ হয় নাই, অবশ্য যে অংশগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চুক্তি বা ইউনিয়ন সংবিধানের কোন ধারার বিরোধী সেগুলি ছাড়া। অঙ্গরাজ্যগুলির সরকার সমূহের কাঠামোগুলি অবশ্য একই ধাঁচের এবং সোভিয়েট ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ছোটখাট পার্থক্যগুলি যা ছিল, ইউনিয়ন গঠিত হইবার পরও সেগুলি রহিয়া গেল। এখন ইউনিয়নের নূতন তিনটি সংস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা

প্রয়োজন। ইউনিয়ন শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্নে যেমন গ্রামীন সোভিয়েট ও কারখানার সোভিয়েট অবস্থিত ছিল, শীর্ষে সারা ইউনিয়ন সোভিয়েটদের কংগ্রেস চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বিভিন্ন ধাপের সোভিয়েটদের প্রতিনিধিরা ইহার সভ্য হইত। যদিও কংগ্রেসই ছিল সংবিধান অনুসারে আইনসভা, কিন্তু প্রায় দুহাজার সদস্যবিশিষ্ট হওয়ার এবং অনেকদিন অন্তর ইহার অধিবেশন বসাতে কাজের সুবিধার জন্য ইহার ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির (Central Executive Committee) হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল। নিখিল ইউনিয়ন সেণ্ট্র্যাল এক্সিকিউটিভ্ কমিটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ছিল, একটি ইউনিয়নের সোভিয়েট (Soviet of the Union) নামে জনসংখ্যার ভিত্তিতে 600 সদস্যবিশিষ্ট কক্ষ এবং অপরটি জাতিসমূহের সোভিয়েট (Soviet of the Nationalities) নামে 150 সদস্যবিশিষ্ট কক্ষ ইউনিয়নের প্রতিটি আঞ্চলিক অঙ্গ হইতে পাঁচ জন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত হইত। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটিও বছরে মাত্র চার বার করিয়া অল্প সময়ের জন্য বসিত এবং ইহার আয়তনও সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাই-বার পক্ষে অতি বৃহৎ ছিল। সেজন্য ইহাও দৈনন্দিন কাজ চালাইবার জন্য ও বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের অন্তবর্তীকালে 27 জন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রেসিডিয়াম বা সভাপতি মণ্ডলীর হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল। প্রেসিডিয়াম কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দায়ী থাকিত। তাছাড়া শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সেণ্ট্রাল এক্সিকিউটিভ্ কমিটি একটি নিখিল ইউনিয়ন মন্ত্রী পরিষদ (All Union Peoples' Commissary) নির্বাচিত করিত। ইহার সদস্যসংখ্যা ছিল 17 এবং ইহাদের কার্য ছিল পার্লামেণ্টীয় শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীদেরই অনুরূপ।

পূর্ববর্ণিত রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের (R. S. F. S. R.) ন্যায় ইউ, এস্ এস্, আরেরও (U.S.S.R) প্রশাসনিক কাঠামো সোভিয়েট পুঞ্জের পিরামিডের আকারই ছিল যাহার সর্বনিম্নে ছিল গ্রামীন সোভিয়েট ও শহরের কারখানা সোভিয়েটগুলি এবং শীর্ষে ইউনিয়ন কংগ্রেস অব্ সোভিয়েটস্ এবং মধ্যে পর্যায়ক্রমে সিটি সোভিয়েট, জেলা সোভিয়েট, কাউণ্টি, অঞ্চল, প্রদেশ, স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র ও অঙ্গরাজ্য প্রজাতন্ত্রগুলির সোভিয়েট। লেনিনের ভাষায় রুশিয়ায় সকল রাষ্ট্র ক্ষমতার ভিত্তি হইল সোভিয়েটগুলি এবং বর্তমানে সোভিয়েটগুলি রুশিয়ার জনগণের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। কমিশারগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান হইতেন। লেনিন কমিশার পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 1936 সাল পর্যন্ত এই সংবিধান কার্যকরী ছিল।

1936 সালের সংবিধানের পটভূমিকা ঃ

1924 হইতে 1936, এই কয় বৎসর সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে এক বিশেষ স্মরণীয় কাল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তাহা যথাযথ কার্যকরী করিয়া সোভিয়েট সরকার জনগণের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনিয়াছিল। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র ইউ, এস্, এস্, আর এ যোগ দিয়াছিল। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার (1928-32) শেষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনারও শুভ উদ্বোধন হইয়াছিল। কৃষি-ক্ষেত্রে যৌথীকরণ (collectivisation) উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হইয়াছিল। শান্তি শৃঙ্খলা পুন: প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা আসিয়াছিল, বহুদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক ও মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রগোষ্ঠিতে এই নূতন রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করিয়া লইয়াছিল। এইসব পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। 1935 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ষ্ট্যালিনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় এক্সিকিউটিভ্ কমিটি সপ্তম সারা ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মতিক্রমে নূতন সংবিধান রচনা করিবার জন্য তাঁহারই সভাপতিত্বে 31 জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি কমিশন নিয়োগ করে। এক বছরের উপর কাজ করিয়া এই কমিশন 1936 সালের জুন মাসে একটি খসড়া সংবিধান পেশ করে এবং উহা জনগণের বিবেচনা ও মন্তব্যের জন্য প্রচার করা হয়। সংবিধানটি সারা দেশে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। বহু জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে উহা লইয়া আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয় এবং বহু সংখ্যক সংশোধনী সুপারিশও আসে। 1936 সালের 5ই ডিসেম্বর ইউ, এস্, এস্, আর্ অষ্টম সোভিয়েট কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে এই সব সুপারিশ আলোচিত হয় এবং উহার মধ্যে মাত্র 43 টি সুপারিশ সহ মূল খসড়া সংবিধানটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ; এগুলিও প্রধানত: ভাষাগত। ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে রচিত হওয়ায় ইহা ষ্ট্যালিন সংবিধান নামেই পরিচিত হয়। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর হইতে অবশ্য ইহা সোভিয়েট সংবিধান নামেই অদ্যাবধি চালু রহিয়াছে। সম্প্রতি আবার সংবিধানের পরিবর্তনের কথা উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই আবার নূতন সংবিধানের প্রবর্তন হইবে।

এই সংবিধানের বিশদ আলোচনার পূর্বে ইহার পটভূমি সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রুশ বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল দ্বিবিধ—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আমূল পরিবর্তন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ইহা জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাইয়া সর্বহারাদের এক-নায়কত্বের ভিত্তিতে সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের স্থলে সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ (communism) কায়েম করিতে চাহিয়াছিল। সেজন্য ভূমি, বনসম্পদ, জলসম্পদ, খনি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যক্তিগত মালিকানা হইতে রাষ্ট্রের মালিকানায় আনিয়াছিল। শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎসাদন করিয়া উৎপাদনের সব উৎসগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়া-ছিল। ব্যক্তিগত ব্যবসা মালিকদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল এবং সরকারী পরিচালক নিযুক্ত করা হইল। কর্মীদের কাজের জন্য বেতন চাকতিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল যাহার পরিবর্তে সরকারী বিপণি হইতে তাহারা ভোগ্যপণ্য লইতে পারিত। মুদ্রা অর্থনীতির পরিবর্তে পণ্যবিনিময় প্রথার (barter) প্রবর্তন করা হইল। কৃষকদের নিজ পরিবারের প্রয়োজনমত শস্য রাখিয়া বাকী শস্য সরকারকে দিয়া দিতে বাধ্য করা হইল। শহরাঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা চালু হইল। কিন্তু দেখা গেল কৃষক ও শ্রমিকদের এই সব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বিরূপতার কারণে সরকার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইল। লেনিন প্রমাদ গণিলেন এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে কিছুটা পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং "নয়া অর্থনৈতিক নীতি" (New Economic Policy বা N.E.P.) প্রবর্তিত করিলেন। ইহা 1921 হইতে 1927 সাল পর্যন্ত চালু ছিল। বৃহদায়তন শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তে থাকিলেও ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-দেরও ব্যবসা খুলিবার অনুমতি দেওয়া হইল। সীমিতভাবে বিদেশী উৎপাদকদেরও ব্যবসার লাইসেন্স দেওয়া হইল। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য লগ্নী প্রতিষ্ঠানদের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে কাজ চালাইতে দেওয়া হইল। এককথায় নভেম্বর বিপ্লবের নীতি আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হইল প্রতিকূল অবস্থার চাপে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রতিফলন হইয়াছিল। প্রথম-দিকে বলশেভিক বা তদানীন্তন কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিল সারা বিশ্বে বিপ্লবের প্রসার এবং ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের নীতি। এখন বিশ্ববিপ্লবের নীতি একেবারে পরিত্যক্ত না হইলেও তাহা শ্লথ করা হইল—এই যুক্তিতে যে প্রথমে "একটি দেশে বিপ্লবকে" সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিলে অন্য দেশগুলিও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং তখন বিশ্ব বিপ্লব ঘটান সুগম হইবে। দলের নেতৃত্বের মধ্যে এই প্রশ্নে আদর্শগত দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হয়। ট্রট্স্কি ছিলেন "এখনই বিশ্ববিপ্লব বিস্তার" নীতির

পক্ষে, ষ্ট্যালিনও প্রথমে এই নীতির পক্ষে থাকিলেও শেষ পর্যন্ত "প্রথমে একটি দেশে বিপ্লব" নীতির সমর্থক হন এবং 1924 সালে লেনিনের মৃত্যুর পর তিনিই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও আপাততঃ আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের আদর্শ অগ্রাধিকার লাভ করে। দলের নেতৃত্ব আপাততঃ জাতীয় পুনর্গঠন ও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার কাজে সর্বপ্রযত্নে আত্মনিয়োগ করে। 1924 সালের সংবিধান এই নূতন চেতনা ও নীতিরই প্রতিফলন বলা যায়। ষ্ট্যালিন ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর দেশকে শক্তিশালী করিবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন অনুন্নত দেশকে শক্তিশালী করার প্রধান উপায় হইল শিল্পায়িতকরণ। এই প্রক্রিয়া তিনি পর্যায়ক্রমে পাঁচশালা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ইহা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়। একই সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে ভারী শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে বৃহদাকার যৌথ খামারসমূহ (collective farm) গড়িয়া তোলা হইতে থাকে। ব্যক্তিগত ব্যবসার স্থলে সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা ও পণ্য বণ্টন প্রবর্তন করা হয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মতপ্রকাশের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কর্মসূচি সম্পর্কে ঔদাসীন্য বা বিরোধিতা বরদাস্ত করা হইত না। সকল প্রকার প্রচার কার্যের মাধ্যমে—যেমন সংবাদ পত্র, রেডিও, প্রভৃতি এমন কি রঙ্গালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সমাজতন্ত্র ও পাঁচশালা পরিকল্পনার গুণগানে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। এই কার্যক্রমের ফলে সরকার দেশ হইতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আর ইহারই পাশাপাশি শিল্পে এবং অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছিল। কৃষিতে কুলাক (kulak) অর্থাৎ সম্পন্নচাষী বা জোতদারশ্রেণীর উৎসাদন করিয়া সমস্ত প্রকার শোষণের অবসান করা হইয়াছিল। কৃষিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার প্রথার প্রচলন করিয়া কৃষির ব্যাপক উন্নতিসাধন করা হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে 1924 হইতে 1932 সাল এই স্বল্পকালের ভিতর এক অনগ্রসর সামন্তশাসিত রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক, সমাজতান্ত্রিক, শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অতি বিস্ময়কর ঘটনা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের এই যুগান্তকারী পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই ফলশ্রুতি হইল 1936 সালের ষ্ট্যালিন সংবিধান প্রণয়ন।

1928 হইতে 1938 সাল পর্যন্ত সময়ে দুইটি পরিকল্পনা রুশিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। সমাজের শ্রেণীবিন্যাস সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ষ্ট্যালিন সংবিধান এই পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিরই আইনগত রূপায়ন বলা যায়। এই সংবিধানের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন,—"বহু কৃচ্ছ্রসাধন ও সংগ্রামের পথ অতিক্রম করিয়া আমরা এমন একটি সংবিধান পাইয়াছি যাহা আমাদের বিজয়ের ফল নিশ্চিত করিয়াছে, এটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক।" ["After the path of struggle and privation that has been traversed, it is pleasant and joyful to have our constitution which treats of the fruits of our victories."]

1937 সাল হইতে এই সংবিধান চালু রহিয়াছে, অবশ্য অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সময়ে সময়ে এই সংবিধানে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে, যেমন প্রেসিডিয়ামের সংগঠন ও আয়তনে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। "কাউন্সিল অব্ পিপ্‌ল্‌স্ কমিশারস" নাম পরিবর্তন করিয়া পাশ্চাত্য নাম "কাউন্সিল অব্ মিনিষ্টারস্" করা হইয়াছে। সুপ্রীম সোভিয়েটে নির্বাচনপ্রার্থীর বয়সসীমা 18 হইতে 23শে বাড়ান হইরাছে। অঙ্গরাজ্য প্রজাতন্ত্রগুলিকে নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করার এবং পররাষ্ট্রদের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরিবর্ত্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সব পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এসব সত্বেও 1936 সালের সোভিয়েট সংবিধান মূল বিধানগুলিতে প্রায় অপরিবর্ত্তিতই আছে। পরের অধ্যায়গুলিতে আমরা ইহার প্রধান সূত্রগুলির বিশদ আলোচনা করিব।

Suggested Readings

S. N. Harper & R. Thompson : "The Government of the Soviet Union," (1952) Ch. I

W. B. Munro : "The Governments of Europe", (1929) Ch. XXXVII

A. L. Strong : "The New Soviet Constitution", (1937) Ch. III

Ogg & Zink : "Modern Foreign Governments", (1953), Ch. XXXVIII.

L. Grigoryan & Y. Dolgopolov : Fundamentals of Soviet State Law", (1971), Ch. II Sec. 3

Leonard Schapiro : "The Government and Politics of the Soviet Union", (1967), Ch, II

তৃতীয় অধ্যায়

বর্তমান সোভিয়েট সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

(Distinctive features of the Constitution of U.S.S.R.)

1936 সালের সোভিয়েট সংবিধানের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যাহা ইহাকে একটি স্বকীয়তা দিয়াছে। নিম্নে এগুলি আলোচনা করা হইতেছে।

(1) একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান ঃ

15টি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত সোভিয়েট সংবিধান তেরটি অধ্যায় ও 146টি ধারায় বিন্যস্ত একটি সুবৃহৎ দলিল। সংবিধানটির সর্বাগ্রে যে বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে তাহা হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র। একথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে পৃথিবীর ইতিহাসে পরিকল্পিত-ভাবে মার্কসীয় মতাদর্শ অনুসারে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। সংবিধানের 1 নং ধারাতেই ইহা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। উহাতে বলা হইয়াছে,—"ইউ, এস্, এস্ আর্ (সোভিয়েট সমাজ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন) একটি শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র।" 1918 ও 1924 সালের সংবিধান দুটিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তনের কোন উল্লেখ নাই, কেননা তখনও এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিলেও উহা বাস্তবে পরিণত হয় নাই। 1936 সালে ইহা একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছিল। ষ্ট্যালিন সমাজতন্ত্রের এই বাস্তবরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "আমাদের কল ও কারখানাগুলি ধনপতিদের বাদ দিয়াই জনগণই চালাই-তেছে। ক্ষেতে-খামারেও জমিদার ও জোতদার শ্রেণী ছাড়াই চাষীরাই কৃষিকার্য চালাইতেছে। ইহাকেই বাস্তবে ও দৈনন্দিন জীবনে সমাজতন্ত্রের রূপায়ন বলা যায়।" সমগ্র জমি ও উহার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদনের যাবতীয় উৎসগুলি রাষ্ট্রের মালিকানায় আনা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে জনগণ সেগুলি চালাইতেছে। ধনতন্ত্রের প্রতীক্ সর্বপ্রকারের শোষণ ও উৎপীড়নের অবসান হইয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা শোষণমুক্ত জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মৈত্রীর ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে। এই সমাজে সকলেই শ্রমিক এবং সকলেই নিজের ও শ্রমিকদের সমাজের জন্য কাজ করিয়া থাকে এবং উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিলি হয়,—"প্রত্যেকের নিকট

হইতে তাহার কর্মক্ষমতা অনুযায়ী লওয়া এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া।" ("From each according to his capacity to each according to his needs")। এই নীতির ভিত্তিতে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রমের আবশ্যিকতা সংবিধানে স্বীকৃত। 12 নং ধারায় বলা হইয়াছে,—"যে কোন কাজ করিবে না সে খাইবেও না।" ("He who would not work, neither shall he eat") 1930 সালে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন যে "কাজ একটা সম্মানের ব্যাপার, গৌরবের ব্যাপার এবং সাহস ও শৌর্যের ব্যাপার।" ধনতান্ত্রিক দেশে কাজ লোকের ইচ্ছাধীন, আবশ্যিক নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের পক্ষে কর্ম বাধ্যতা-মূলক বলিয়া সংবিধানে স্বীকৃত। প্রত্যেকটি লোককেই অতি অবশ্য সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করিতে হয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান 118 নং ধারায় প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের কর্মসংস্থানের অধিকার সম্বন্ধেও নিশ্চয়তা দেয়। সেখানে বেকারি সম্পূর্ণ নির্মূল করা হইয়াছে। যদিও উৎ-পাদনের উৎসগুলি, এবং বড় বড় ব্যবস্থাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা হইয়াছে সংবিধানের 9 ও 10 নং ধারায় কৃষক ও মজুরদের সীমিতভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হইয়াছে, অবশ্য যদি তাহারা নিজেরাই তাহার তত্ত্বাবধান করে। সোভিয়েট সংবিধানের সমাজ-তান্ত্রিক চরিত্র ইহার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যবস্থায় প্রকট। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কাঠামোতে জাতীয় অর্থনীতির একটি নিয়ন্ত্রিত অখণ্ড রূপ-রেখা এক অপরিহার্য অঙ্গ। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের 11 নং ধারায় বলা হইয়াছে,—"ইউ, এস্, এস্, আর"-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মেহনতী মানুষদের জীবনে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা ও উহার স্বাধীনতা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা নির্ণীত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।" ["The state economic plan shall determine and guide the economic affairs of the U.S.S R. for the purpose of increasing the wealth of society, steadily raising the material and cultural standards of the working people, and strengthening the independence of the U.S.S.R. and its defence potential."] এই পরিকল্পনাগুলি বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক ও সপ্তবার্ষিক ভিত্তিতে সময়ে সময়ে রচিত হইয়াছে।

সোভিয়েট সংবিধানে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহা কোন পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সংবিধানে দেখা যায়

না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের ধারণার বিশেষত্বই এইখানে যে একটি নূতন ধাঁচের অর্থনীতিই হইল উহার বনিয়াদ। সেজন্য সংবিধানের এই বৈশিষ্ট্যটিই অগ্রগণ্য। সংবিধানের দুই নম্বর ধারা হইতে বারো নম্বর পর্যন্ত ধারা-গুলিতে এই নূতন সমাজবাদী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। মোট বারোটি ধারাবিশিষ্ট প্রথম অধ্যায়টিকে "সামাজিক কাঠামো" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

(2) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়:

সংবিধানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহা লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। 'লিখিত' বলিতে 1936 সালে যে খসড়া শাসনতন্ত্রটি গৃহীত হয় তাহারই চতুঃসীমানার মধ্যে ইহা নিবদ্ধ তাহা বুঝায় না। পরে কয়েকটি পরিবর্তন আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। এছাড়াও অনেক চিরাচরিত প্রথা ও আচার ব্যবহার সংবিধানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, যদিও ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অতটা প্রভাব বিস্তার করে নাই। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্তম্ভস্বরূপ পল্লী অঞ্চলের কৃষকশ্রেণী এখনও চিরাচরিত প্রথার অনুগামী এবং সেজন্য এগুলির প্রভাব সংবিধান এড়াইতে পারে না। কার্ল মার্কস্, এঙ্গেল্স্ প্রভৃতি যাঁহারা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের উদ্গাতা তাঁহাদের রচনা ও লেনিন, ট্রট্স্কি, ষ্ট্যালিন ও অন্যান্য রুশ বিপ্লবীদের ঐ সব লেখার ভাষ্যও সংবিধানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। সংবিধানের ধারাগুলির ব্যাখ্যা এইসব মূল্যবান মন্তব্যের আলোকেই করা হয়। এছাড়া সংবিধানে যাহাই লিখিত থাকুক সংবিধান কিভাবে বাস্তবে প্রযুক্ত হইবে সেটা বুঝিতে হইলে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের ধ্যান ধারণা, মতি গতি অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যদেশের দলীয় নেতাদের অপেক্ষা রাষ্ট্র পরিচালনায় কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বের ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তাঁহারাই। সংবিধানকে তাঁহারা ইচ্ছা মত ঢালিয়া সাজাইয়া দিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষমতা এখানে সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হয় নাই, এ ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামকে দেওয়া হইয়াছে এবং প্রেসিডিয়াম কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সারির নেতাদের লইয়াই গঠিত। এঁদের মধ্যে আবার লেনিন, ষ্ট্যালিন বা ক্রুশ্চেভের মত এক একজন ব্যক্তিসম্পন্ন শীর্ষ নেতার প্রভাব অপরিমেয়। সংবিধানে যাহাই থাকুক তাঁহাদের বা তাঁহার ইচ্ছা প্রতিরোধ করিবার

ক্ষমতা উহার নাই। কোন সময়ে সংবিধানের পরিচালনা বুঝিতে হইলে এই নেতৃত্বের ধ্যানধারণা, ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা ধরিতেই হইবে।

এ ছাড়া সংবিধানের পাশাপাশি আর একটি উপাদানকেও উপেক্ষা করা চলে না। ইহা হইল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রণীত সাধারণ আইন; যেমন নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন সাধারণভাবে প্রণীত হইলেও ইহার সাংবিধানিক তাৎপর্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এবং পরেও অনেক বিষয়েই এই ধরণের অনেক আইন পাশ হইয়াছিল যাহাদের সংবিধানের অঙ্গ বলিয়াই ধরা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক বিধির মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে সোভিয়েট সংবিধান লিখিত শ্রেণীর মধ্যে পড়িলেও উহা কেবল-মাত্র লিখিত ধারাগুলির মধ্যে আবদ্ধ নয়, পূর্ববর্ণিত উপাদানগুলিকেও উহার অঙ্গ বলিয়া ধরিতে হইবে।

সাধারণভাবে সোভিয়েট সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বা অনমনীয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কিন্তু ইহা একদিকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মত অত নমনীয় না হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সুইস শাসনতন্ত্রের মত দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। এই সংবিধান সংশোধন করিবার প্রস্তাব ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েটের দুই কক্ষের প্রত্যেকটিতেই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাশ করাইতে হয়। কিন্তু একটিমাত্র দলের আধিপত্য থাকায় ঐ পার্টির নেতৃত্ব কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করিলে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পাওয়া মোটেই দুরূহ নয়। আবার ইহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব পাশ করান কল্পনাতীত। সুতরাং কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব ইচ্ছা করিলে সংবিধানের যে কোন প্রকার সংশোধন খুবই সহজ। বাহ্যিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় হইলেও বাস্তবে ইহাকে নমনীয়ই বলা যায়।

(3) যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র ঃ

সোভিয়েট সংবিধানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র এবং ইহার এই যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রেরও কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। 1924 সালের সংবিধানের ন্যায় 1936 সালের ষ্ট্যালিন সংবিধানও যুক্তরাষ্ট্রীয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহা সমান অধিকারবিশিষ্ট 15টি "সংযোগী প্রজাতন্ত্র" (Union Republics) অভিহিত অঙ্গরাজ্যের ইচ্ছাকৃত সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের স্বতন্ত্র সংবিধান আছে, উহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আইনসভা,

শাসনবিভাগ ও প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট ক্ষমতা-বণ্টন করা হইয়াছে ও অনুল্লিখিত ক্ষমতাসমূহ অঙ্গরাজ্যগুলিতে ন্যস্ত করা হইয়াছে। সংবিধানে তাহাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা আছে। কোন অঙ্গরাজ্যের আঞ্চলিক সীমা উহার সম্মতি ছাড়া পরিবর্তন করা যায় না। এ পর্যন্ত যে লক্ষণগুলির কথা বলা হইল পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিশেষ ভিন্ন নয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষত্ব আছে সেগুলি বিশুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের মৌলনীতির সহিত ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এগুলি আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব।

(4) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রানুগতা (Democratic Centralism) ঃ

সোভিয়েট ইউনিয়নের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল ইহার অন্তর্নিহিত একটি বিশেষ নীতি যাহাকে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রানুগতা (democratic centralism)। কথাটা একটু পরস্পরবিরোধী শুনায় এবং বিরূপ সমালোচকরা ইহা অবাস্তব বলিয়াও থাকেন। তাঁহাদের মতে ইহাতে গণতন্ত্রের অপেক্ষা কেন্দ্রের আধিপত্যই অধিক প্রকট। সোভিয়েট নেতাদের ধারণা অনুযায়ী ইহার অর্থ হইল এই যে সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক শাসন সংস্থাগুলিকে পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং সাথে সাথে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা ব্যাপারেও যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য ইহাও স্বীকৃত যে নিম্নস্তরের সংস্থাগুলিকে উচ্চ স্তরের সংস্থাগুলির তত্ত্বাবধান ও সম্মতি সাপেক্ষে তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয় অর্থাৎ অধস্তন সংস্থাগুলি ততটাই স্বাধীনভাবে কার্য করিয়া থাকে যাহাতে উর্দ্ধতন সংস্থার কোন আপত্তির কারণ উপস্থিত না থাকে। উহার আপত্তি থাকিলে অধস্তন কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য উচ্চতর সংস্থা নাকচ করিয়া দিতে পারে। বাস্তবে এই নীতি কিভাবে কার্যকরী হয় বলা খুব শক্ত। সব সময়ে বা সব ব্যাপারেই যে ইহা একভাবে কার্য করে তাহা নয়। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত ইহা কাজে লাগাইয়া থাকে ও সাধারণতঃ দৈনন্দিন খুঁটিনাটি বিষয়ে ও স্থানীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না, এবং অধস্তন কর্তৃপক্ষ এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে।

(5) নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের খতিয়ান ঃ

সোভিয়েট সংবিধানের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হইল অন্যান্য অনেক লিখিত সংবিধানের ন্যায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের জন্য বিস্তৃত মৌলিক

অধিকারও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যদিও এখানেও সোভিয়েট সংবিধানে কিছুটা মৌলিকতা দেখা যায়। সংবিধানের দশম অধ্যায়ে 118 নম্বর ধারা হইতে 129 নং ধারায় মোট 12 প্রকারের মৌলিক অধিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। 129 নং ধারায় বিবৃত মৌল অধিকারটি অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণে নির্যাতীত বিদেশীদের আশ্রয় পাইবার অধিকার বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মৌলিক অধিকার ছাড়া উক্ত অধ্যায়ে নাগরিকদের জন্য চারটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকার-গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কর্ম সংস্থানের অধিকার। পৃথিবীতে সোভিয়েট ইউনিয়নই সর্বপ্রথম এই ধরণের অধিকার স্বীকার করিয়াছে। মৌল অধিকারের সাথে সাথে নাগরিকদের মৌল কর্তব্যের উল্লেখ একমাত্র সোভিয়েট সংবিধানেই দেখা যায়। এ বিষয়ে এই সংবিধানের অনন্যতা বিশেষ লক্ষণীয়। নাগরিকদের মৌল অধিকার বা কর্তব্য তালিকা কিন্তু ষ্ট্যালিন সংবিধানেই সর্ব্বপ্রথম সন্নিবেশিত হয়, পূর্ব্ব সংবিধান দুটিতে উহা স্থান পায় নাই। ইহার তাৎপর্য হইল, তখন রুশ নেতাদের সব সময় প্রতি বিপ্লবের আক্রমণের সম্ভাবনা হইতে আত্মরক্ষায় লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। 1936 সাল নাগাদ এই সঙ্কট একপ্রকার দূর হইয়া নূতন জমানা প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্থিতিশীল হয়। এজন্য নাগরিকদের ব্যাপক অধিকার দেওয়াতে কোন আশঙ্কার কারণ থাকে নাই, কিন্তু নাগরিকদের অধিকার দেওয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং 125 নং ধারায় অধিকারগুলিকে একটি বিশেষ শর্তাধীন করা হইয়াছে, তাহা হইল বাক্-স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা প্রভৃতির অধিকার একমাত্র মেহনতি মানুষের স্বার্থে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না। এই শর্তটি অধিকারগুলির মূল্য প্রায় নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির নাগরিক অধিকারের ধারণা হইতে ইহা স্বতন্ত্র। সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে অন্যান্য নাগরিক অধিকারের তুলনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

(6) একদলীয় ব্যবস্থা :

সোভিয়েট সংবিধানের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হইল একদলীয় ব্যবস্থার স্বীকৃতি যাহা পশ্চিমী গণতন্ত্রে রীতি-বিরুদ্ধ। তাছাড়া পশ্চিমী গণতন্ত্রে রাজনৈতিক

দল যদিও শাসনযন্ত্র পরিচালনার পিছনে মুখ্যশক্তি হিসাবে কাজ করে সংবিধানে উহার কোন স্বীকৃতি থাকে না। রাজনৈতিক দল সেখানে সংবিধান ও আইন বহির্ভূত (extralegal and extraconstitutional), যদিও আইন বিরুদ্ধ নয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রথম হইতেই একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়, কেননা ইহার মূল কথা হইল একটি শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং অন্য শ্রেণীদের উৎসাদন। প্রথম দুইটি সংবিধানে দলের কোন উল্লেখ করা হয় নাই, যদিও একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিকেই কাজ করিতে দেওয়া হইত। কিন্তু 1936 সালের সংবিধানে একমাত্র এই দলকেই সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হইল এবং অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার নিষিদ্ধ হইল। ষ্ট্যালিন সংবিধানে 126 নং ধারায় কমিউনিষ্ট পার্টিকে "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা ও জোরদার করার সংগ্রামে শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রণী অংশ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ("vanguard of the working class")। ইহাও বলা হইয়াছে যে সরকারী ও বেসরকারী স্তরে মেহনতি মানুষদের যত প্রকার সংগঠন আছে তাহাদের মধ্যে এই দলই পুরোধা ("the leading core of all organisations of the working people, both public and state") এবং শ্রমিকশ্রেণীর ও মেহনতি মানুষদের অন্যান্য অংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রাজনৈতিক চেতনাযুক্ত ও সক্রিয় নাগরিকদের কাছে এই দলই গ্রহণযোগ্য। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে যে কোন রাজনৈতিক দল জনগণের সংখ্যাধিক ভোটে ক্ষমতাসীন হইতে পারে, কোন একটি বিশেষ দলকে রাষ্ট্র ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকার সংবিধানে দেওয়া হয় না।

(7) প্রেসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী :

একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান :—সোভিয়েট সংবিধানের সপ্তম বৈশিষ্ট্য হইল ইহাতে একটি বহুসংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্ট্র প্রধানের ব্যবস্থা যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে প্রেসিডিয়াম বা সভাপতিমণ্ডলী। ইহা একটি অনন্য ব্যবস্থা। ইতিপূর্বে কোন দেশে বা সুইট্জারল্যাণ্ড ছাড়া কোন ধনতান্ত্রিক দেশে একাধিক সংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্ট্র প্রধানের দৃষ্টান্ত নাই। ষ্ট্যালিন ইহাকে 'ইউ, এস্, এস্, আর্'-এর যৌথ (collegial) রাষ্ট্র প্রধান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাসন-ব্যবস্থায় অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় কোন একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা নাই। এই রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব এবং অন্যান্য অনেক দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একজন সভাপতিত্ব করেন। ইনি অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপতির অনেক

আনুষ্ঠানিক কর্তব্য যেমন বিদেশী রাষ্ট্রদূতের স্বীকৃতি দান, জাতীয় উৎসবাদিতে পৌরহিত্য করা, রাষ্ট্রীয় সম্মান বিতরণ, ইত্যাদি পালন করেন, কিন্তু প্রেসিডিয়ামে তাঁহার কোন বিশেষ মর্যাদা বা ক্ষমতা নাই। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয়কক্ষ মিলিত ভাবে এই প্রেসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীকে নির্বাচিত করিয়া থাকে। সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন স্থগিত থাকা কালে এই সংস্থা সুপ্রীম সোভিয়েটের বহু গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। বিভিন্ন জাতি-গুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এই প্রেসিডিয়ামই রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতাকে দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া থাকে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী-পরিষদ অন্তবর্তীকালে প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকে। সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে প্রেসিডিয়াম 47 নং ধারার ব্যবস্থা অনুযায়ী সুপ্রীম সোভিয়েট ভঙ্গিয়া দেয় এবং পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সারির নেতারাই প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত হন ও এইভাবে পার্টি ও শাসনসংস্থার মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

(৪) ক্ষমতা বিভাজন নীতির বর্জন :

সোভিয়েট সংবিধানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহাতে ক্ষমতা বিভাজন নীতি পরিহার করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় এই নীতির প্রয়োগ দেখা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থায় যেহেতু সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা একস্থানে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে, উহা হইল কৃষক মজুর শ্রেণীর মুখপাত্র কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং উহার মাধ্যমে সাংবিধানিক কাঠামোর প্রেসিডিয়াম সংস্থায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের মতে ক্ষমতাবিভাজননীতি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উপযোগী এই কারণে যে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষের কারণে এক শ্রেণীর ক্ষমতাতিশয্যের উপর অন্যশ্রেণীর প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটানর ফলে এরূপ কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। এখানে সমগ্র ক্ষমতা এক শ্রেণীতেই ন্যস্ত হইয়াছে এবং ষ্ট্যালিন সংবিধানে এই নীতিরই প্রতিফলন হইয়াছে। যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তিনটি মুখ্য রাষ্ট্র-ক্ষমতা—আইন-প্রণয়ন, শাসনকার্য ও বিচারকার্য যথাক্রমে সুপ্রীম সোভিয়েট,

মন্ত্রীপরিষদ ও সুপ্রীম কোর্টে ন্যস্ত হইয়াছে, এটা মাত্র কার্যগত (functional) বিভাজন। আসলে সংবিধানে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে দেশের সমস্ত মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিবিশিষ্ট সোভিয়েটগুলিতে। কার্যগত বিভাগও সুস্পষ্টভাবে বিভাগ করা হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে, প্রেসিডিয়াম আইন-প্রণয়ন ও শাসনকার্য সংক্রান্ত দুই প্রকারের কার্যই করিয়া থাকে আবার বিচার বিভাগেরও তদারকি করে। আইন বা বিধি নির্দেশের ব্যাখ্যা যাহা অন্য দেশে বিচারালয়ের কার্য এখানে তাহা প্রেসিডিয়ামে বর্তিয়াছে।

(9) বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য :

সোভিয়েট সংবিধানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন, তাহা হইল সোভিয়েট বিচার বিভাগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যাহা অন্যত্র দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে আমরা স্থানান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিব। এখানে শুধু সোভিয়েট বিচার ব্যবস্থার একটা দিক সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলা দরকার, তাহা হইল বিচারালয়গুলি সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্র হিসাবে কার্যকরী এবং এই উদ্দেশ্য হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সোভিয়েট ব্যবস্থাকে জোরদার করা। আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল বিচাপতিদের নির্বাচন প্রথা। সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব-নিম্ন আদালত (পিপল্স্ কোর্ট) পর্যন্ত সর্বস্তরের বিচারপতিরাই নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

(10) নির্বাচনী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :

সর্বশেষে, বর্তমান সোভিয়েট সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন তাহা হইল উহার নির্বাচনী ব্যবস্থা (electoral system)। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহার অনেকগুলি নীতি পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতেও দেখা যায়, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে সেগুলির প্রয়োগে কিছু বিশেষত্ব আছে। সোভিয়েট সংবিধানে নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে যে সংবিধানের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে (একাদশ অধ্যায়) ইহা সম্বলিত হইয়াছে। অন্যত্র সাধারণতঃ ইহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সংবিধানের 134 নং ধারায় বলা হইয়াছে, শ্রমজীবী মানুষদের প্রতিনিধি বিশিষ্ট সকল সোভিয়েটের (ইউ, এস্, এস্, আর-এর সুপ্রীম সোভিয়েট যাহা সর্বোচ্চ সোভিয়েট উহা হইতে শুরু করিয়া, জেলা, নগর ও গ্রামীন

সোভিয়েট পর্যন্ত সর্বস্তরের) সদস্যগণ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা **সার্বজনীন, সমান এবং প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে** নির্বাচিত হইবে। নিম্নরেখা চিহ্নিত শব্দগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। উপরোক্ত ধারাটির সারমর্ম হইল প্রতিটি স্তরের সোভিয়েটেই শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুষরাই প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের গঠনে ও উহাদের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন হয় নাই। কেননা তখনও কিছু শোষকশ্রেণীর অস্তিত্বহেতু তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়; কিন্তু 1936 সালের মধ্যে এই শ্রেণীর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটায় নূতন সংবিধানে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনে আর কোন বাধা থাকে না, সেজন্য এই সংবিধানের 135 নং ধারায় বলা হইয়াছে একমাত্র যাহারা আইনগতভাবে উন্মাদ বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহারা ছাড়া অন্য সকল সোভিয়েট নাগরিক আঠার বছর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই কুলগত পার্থক্য, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, শিক্ষা, বাসস্থান, সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তিগত বৈষম্য বা অতীত কার্যকলাপ নির্বিশেষে প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার পাইবে। ভোটাধিকারের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাটি হইল 18 বছর বয়স অর্থাৎ সাবালকত্ব এবং এটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেননা সাবালক না হওয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় আশা করা যায় না। 1945 সাল পর্যন্ত কি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে কি সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধানে ভোটাধিকার ও নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার অধিকার বিষয়ে 18 বছর বয়সসীমা সম্বন্ধে কোন পার্থক্য করা হইত না। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয় অর্থাৎ নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়, কেননা অনুভব করা হয় প্রতিনিধির কার্য সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিতে হইলে বৈষয়িক জ্ঞান ও জীবনের অভিজ্ঞতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বর্তমান আইনে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার বয়সসীমা 23, সংযোগী রাজ্যগুলির ও স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে 21 এবং সোভিয়েটগুলিতে 18 নির্দিষ্ট হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্যের স্থান নাই, বা সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীদের মধ্যেও কোন প্রভেদ করা হয় না (137 ও 138 নং ধারা)। সকলকেই সমানভাবে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। সোভিয়েট নির্বাচনী ব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব এবং কৃতিত্ব হইল ভোটাধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেক নাগরিকেরই একটিমাত্র ভোট এবং কাহারও একাধিক ভোট নাই। কিছু-

কিছু পূর্বেও ব্রিটেনে কিছু লোকের একাধিক ভোট ছিল বিভিন্ন যোগ্যতার ভিত্তিতে। সোভিয়েট ইউনিয়নে তাহা নাই। এই সাম্যের আর একটি দিক হইল সকল নির্বাচকই সমান যোগ্যতার কারণেই ভোট দেয়। 1936 সালের সংবিধান প্রতিটি সংস্থায় সমানসংখ্যক অধিবাসীবিশিষ্ট এক একটি নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন মাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া এই নীতি সুনিশ্চিত করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েটের নিম্নকক্ষে 300,000 জন নাগরিক বিশিষ্ট এক একটি নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। অনুরূপভাবে প্রতিটি স্তরের সোভিয়েটেই এই নীতি অনুসারেই নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়। যাহার ফলশ্রুতি হইল প্রতিটি সোভিয়েট নাগরিকের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমান মূল্য। সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে কিন্তু এই নীতি অনুসৃত হয় নাই। তখন কৃষকদের অপেক্ষা শ্রমিকদের অধিক সুবিধা দেওয়া হইত। নিখিল ইউনিয়ন ও নিখিল রুশ সোভিয়েটদের কংগ্রেসে শ্রমিকদের 25,000 ভোটার পিছু একজন প্রতিনিধি এবং কৃষকদের 1,25,000 ভোটার পিছু একজন প্রতিনিধি দেওয়া হইত। এই পক্ষপাত মূলক ব্যবস্থার কারণ শ্রমিকদের সর্বহারাদের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা হইত, কিন্তু কৃষকরা শ্রমজীবী হইলেও তাহাদের নিজ নিজ জমির মালিকানা ছিল। পরে যৌথ খামার প্রচলিত হওয়ার সাথে তাহারাও শুধু শ্রমিকে পরিণত হয় এবং এই প্রভেদের প্রয়োজনীয়তা লোপ পায়। নূতন সংবিধানে সেজন্য সমান ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব হইল সকল স্তরের সোভিয়েটেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রবর্তন (139 নং ধারা)। 1936 সালের সংবিধান চালু হইবার পূর্বে কিন্তু শুধুমাত্র শহর (city) ও গ্রামীণ সোভিয়েট সদস্যরাই প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হইতেন। তাহাদের উর্ধ্বতন প্রতিনিধিমূলক সংস্থাগুলি পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নিম্নতন সোভিয়েটগুলি কর্তৃক নির্বাচিত হইত। ইহার কারণ তখন শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর এইসব সংস্থায় অনুপ্রবেশের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু 1936 সালে এই শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ হওয়ায় এই আশঙ্কা দূর হয় এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রবর্তন হয়। নির্বাচন ব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব হইল গোপন ব্যালটে ভোটদান (140 নং ধারা)। প্রথম দিকে হাত তুলিয়া প্রকাশ্যে ভোট দেওয়ার প্রথা ছিল একই কারণে অর্থাৎ অবাঞ্ছিত শোষক শ্রেণীর লোক যাহাতে ভোট দিতে না পারে। তাছাড়া অনেক ভোটারই অশিক্ষিত ও

নিরক্ষর ছিল। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হেতু গোপন ব্যালট প্রথা চালু করা হইয়াছে।

উপরে বর্তমান সোভিয়েট নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধি সংস্থা নির্বাচনে শ্রমজীবীদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু এই অংশ গ্রহণ শুধু ভোটদানের ব্যাপারেই নিবদ্ধ মনে করিলে ভুল হইবে। সোভিয়েট গণতন্ত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হইল যে শ্রমজীবী মানুষেরাই সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তাহারাই প্রার্থী মনোনয়ন করে, ভোটদান করে, ভোটগণনা করে এবং নির্বাচনী অভিযানের সমস্ত ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করে। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে এই ব্যয় প্রার্থীরা এবং রাজনৈতিক দলগুলি বহন করে, যেজন্য ধনী প্রার্থীদেরই বিশেষ সুবিধা হয়।

নির্বাচনী ব্যবস্থার আরও দুইটি বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন—প্রার্থী মনোনয়ন ও রি-কল (Recall) বা প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহার।

সংবিধানের 141 নং ধারায় বলা হইয়াছে নির্বাচন প্রার্থী মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হইল শ্রমজীবীদের সংগঠন ও সমিতিগুলিকে, কমিউনিষ্ট পার্টি সংস্থাগুলিকে, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, যুব সংঘ ও সাংস্কৃতিক সমিতিগুলিকে। কোন সোভিয়েটের সদস্য (deputy) হইবার জন্য মনোনয়ন পাওয়া খুব সম্মানের ব্যাপার। নির্বাচনী এলাকার শ্রমজীবিগণই উপযুক্ত লোকদের মনোনয়ন গ্রহণ করিতে রাজী করায়, মনোনয়ন প্রার্থী এ বিষয়ে অগ্রণী হয় না। নির্বাচন অভিযানে প্রার্থী মনোনয়ন হইল প্রথম পদক্ষেপ। অভিযান চালাইবার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রমজীবীদের লইয়া একটি নির্বাচনী কমিশন (electoral commission) গঠিত হয়। ইহাতে কোন সরকারী কর্মচারী থাকে না। সারা দেশে অসংখ্য কমিশন গঠিত হয় এবং নির্বাচনী অভিযানে লক্ষ লক্ষ উদ্যোগী কর্মী সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে থাকে কারখানার মজুর, অফিস কর্মচারী, পার্টি কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা। এজন্যই সোভিয়েট নির্বাচন এত নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হয় এবং বেশী ভোটার ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। সোভিয়েট সরকার ও কমিউনিষ্ট পার্টির যুক্ত প্রচেষ্টার ফলে জনসাধারণ রাজনৈতিক কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ফলে এবং তাহাদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ায়

সার্বজনীন ভোট শুধু সংবিধানের পৃষ্ঠাতেই লিখিত থাকে নাই, ইহা আক্ষরিক অর্থে বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে শহর ও গ্রামগুলির সোভিয়েট নির্বাচনে শতকরা 99·9 জন ভোটার অংশগ্রহণ করিয়া থাকে, যাহা কোন পশ্চিমী গণতন্ত্রের সম্ভব হয় না। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে নির্বাচনের সাথে নির্বাচকমণ্ডলী রাজনৈতিক তৎপরতা অন্ততঃ সোভিয়েট সদস্যদের কার্য্যকাল পর্যন্ত স্তব্ধ থাকে না, সাধারণতঃ অন্যত্র যেরূপ হয়। যে কোন সোভিয়েটের সদস্যকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হয় যে তিনি তাঁহার ক্রিয়াকলাপের জন্য যাঁহারা তাঁহাকে নির্বাচন করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য। তাঁহাকে সময়ে সময়ে নির্বাচক মণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার এবং সংশ্লিষ্ট সোভিয়েটের কার্য্যাবলীর রিপোর্ট দিতে হয়, তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হয়। যে সদস্য, নির্বাচকমণ্ডলী যে নীতি ও কার্য্যক্রম রূপায়িত করার জন্য তাঁহাকে নির্বাচিত করিয়াছে তাহা হইতে বিচ্যুত হন বা কোন হীন আচরণ করেন তাঁহাকে প্রতিনিধিত্ব হইতে অপসারিত হইতে হয়। সংবিধানের 142 নং ধারায় প্রত্যেক ডেপুটির উপর তাঁহার ও সংশ্লিষ্ট সোভিয়েটের কাজের বিবরণ দেবার দায়িত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে কোন সময় নির্বাচকদের অধিকাংশের সিদ্ধান্তে আইনসিদ্ধ প্রণালীতে কোন ডেপুটিকে অপসারণ করা যায়। বিভিন্ন সোভিয়েট, প্রতিনিধি অপসারণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিয়াছে। শুধু কাগজেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকে নাই, বিভিন্ন সোভিয়েট হইতে এই প্রণালী প্রয়োগ করিয়া বহু ডেপুটিকে অপসারিত করা হইয়াছে।

সোভিয়েট সংবিধানের অনেকগুলি অভিনব ও নানাভাবে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের উপরে আলোচনা করা হইল। সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং ইহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে অনেকটা ভিন্ন ধরণের তাহা সংবিধানের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেই প্রতীয়মান হইবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে একদিকে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং ইহারই পাশাপাশি মানুষকে সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্ত করার চেষ্টা হইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিকদের যে সমস্ত মৌলিক অধিকার প্রদান করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কর্মসংস্থানের অধিকার পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। সর্বশেষে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। অঙ্গরাজ্য ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেই স্বীকার করা হইয়াছে।

খুব সঙ্গতভাবেই ইহা বলা যাইতে পারে যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান পৃথিবীর শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে এক অভিনব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ শাসনতন্ত্র।

Suggested Readings

Ogg & Zink : Op. cit., Ch. XXXVII, pp. 811-814, 829-32
Ch. XXXVIII pp. 834-835.

L. Grigoryan &
Y. Dolgopolov : Op, cit. Ch. II, Secs. 1-2 & 4.

L. Schapiro : Op. cit. Ch. IV.

চতুর্থ অধ্যায়

সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য

Fundamental Rights and Duties of citizens in Soviet Constitution

সোভিয়েট সংবিধানের দশম অধ্যায়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। লিখিত সংবিধানে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা একটি অতি প্রচলিত প্রথা। মৌলিক অধিকার ভোগের ভিতর দিয়া নাগরিক তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। মৌলিক অধিকার সব রাষ্ট্রে একই প্রকারের হয় না। রাষ্ট্রের সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর উপর মৌলিক অধিকারের প্রকৃতি ও গুণগত মান নির্ভর করে। এই কারণেই সোভিয়েট ইউনিয়নে মৌলিক অধিকারগুলির ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় যে সম্বন্ধে আমরা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে যেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি নিম্নে বিবৃত হইল :—

(1) অধিকার ও কর্তব্য নিবিড়ভাবে জড়িত ঃ

সোভিয়েট রুশিয়ায় অধিকারভোগের সহিত কর্তব্য পালনের ব্যবস্থাও রাখা হইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছে। কার্ল মার্কস্ বলিয়াছেন,—"কর্তব্য ছাড়া অধিকার থাকিতে পারে না।" সোভিয়েট সংবিধান এই উক্তির স্বাক্ষর বহন করে। অন্যান্য দেশে সংবিধানে নাগরিক অধিকারের আবৃত্তি থাকিলেও নাগরিক কর্তব্যের উল্লেখ থাকে না ; সোভিয়েট সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, অধিকারের সহিত কর্তব্যেরও উল্লেখ করা হইয়াছে শুধু তাহাই নয়, নাগরিক কর্তব্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এখানে অধিকারের প্রশ্ন নাগরিকের ইচ্ছাধীন। কেহ ইচ্ছা করিলে উহা দাবি করিতে পারে নাও করিতে পারে ; কিন্তু নাগরিক কর্তব্য পালন বাধ্যতামূলক, ইচ্ছাধীন নয়। কেননা এগুলি রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা উহার নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এখানে কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য মৌলিক যাহা

সংবিধানের ধারায় নিয়ন্ত্রিত, আবার কতকগুলি গৌণ যাহা দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

(2) অর্থনৈতিক অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ :

অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির তুলনায় সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। কারণ সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন অর্থনৈতিক অধিকারের মাধ্যমেই অন্যান্য অধিকার অর্জন করা সম্ভব হয়। এ সম্পর্কে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন—"একজন বেকার ব্যক্তি যে তাহার শ্রমশক্তি কাজে লাগাইতে পারে না এবং ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করিতে পারে না তাহার আবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কি ? ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই সার্থক হইতে পারে যখন শোষণ নির্মূল হয়, বেকারি, নিপীড়ন ও ভিক্ষাবৃত্তির অবসান হয় এবং যখন যে কোন মুহূর্তে কাহারও বাসস্থান ও জীবিকা হারাইবার আশঙ্কা না থাকে।" এজন্যই সোভিয়েট সংবিধানে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার (civil and political rights) অপেক্ষা অর্থনৈতিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং সংবিধানে মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের অধ্যায় শুরু হইয়াছে কর্মসংস্থানের অধিকার দিয়া, তাহার পর বলা হইয়াছে বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার, বার্দ্ধক্যে বা অসুস্থ অবস্থায় ভরণপোষণ প্রভৃতির কথা।

(3) ব্যক্তির অধিকার সমষ্টির উন্নয়নের ভিতর সম্ভব হইয়াছে :

পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রেই বিশেষ করিয়া পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সংবিধানে লক্ষ করা যায়। অপরপক্ষে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রাম ও উৎপাদনের সমস্ত উৎসের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাইয়া রাষ্ট্রে একমাত্র কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ লোপ পাইয়া অভিন্নতা স্থাপিত হইয়াছে। কমিউনিষ্টদের মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজে অধিকার ও কর্তব্যের অভিন্নতা নাগরিকদের সত্যকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে জাতি, ভাষা, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পূর্ণ সমান ঘোষিত হইয়া থাকে। কেহই কোন বিশেষ সুবিধাভোগী হয় না, যেটা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু কাগজ কলমেই থাকিয়া যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার

জন্যই নিয়োজিত। 1936 সালের সংবিধান অধিকারের ক্ষেত্রে সকলের সাম্য নিশ্চিত করিয়াছে এবং এগুলি যাহাতে মেহনতি মানুষের স্বার্থে ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অটট রাখিতে ব্যবহৃত হয় এবং এমনভাবে ব্যবহার না হয় যাহাতে ঐগুলি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে সেজন্য যথেষ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(4) প্রতিটি অধিকার রক্ষার জন্য উপায়ের ব্যবস্থা ঃ

সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিক অধিকার ব্যবস্থার ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য যে প্রতিটি অধিকারের বিবৃতির সাথে সাথে তাহা কার্যকরী করার উপায়ও বিবৃত হইয়াছে, যাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অথবা অন্য কোন পশ্চিমী দেশের সংবিধানে দেখা যায় না। সংবিধাম প্রণেতারা এরূপ রক্ষাকবচের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন, কেননা তাঁহাদের মতে এগুলি ছাড়া শুধু অধিকারগুলির বিবৃতি অর্থহীন ও অসার হইয়া পড়ে। ইহাদের বিভিন্ন ধরণের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে—রাজনৈতিক, আইনগত, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত। রাজনৈতিক রক্ষাকবচ হইল সোভিয়েট সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মেহনতি মানুষদের সর্বময় কর্তৃত্ব, যাহা সোভিয়েট নাগরিকদের অধিকারগুলিকে বাস্তব রূপ দেয়। আইনগত রক্ষাকবচ হইল এই যে সোভিয়েট আইন ব্যবস্থায় যাহারা নাগরিক অধিকারগুলি এমন-ভাবে ব্যবহার করিবে যাহাতে মেহনতি মানুষদের স্বার্থ বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যাহত হয় তাহারা দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ হইল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিব্যবস্থা ও উৎপাদনের মৌলিক হাতিয়ারগুলি ও উপায়সমূহকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা। তাঁহাদের মতে এইগুলির ব্যক্তিগত মালিকানাই হইল সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণী সংঘর্ষের উৎপত্তির কারণ যাহার পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক অধিকার অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে। আদর্শঘটিত রক্ষাকবচ হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রে একমাত্র মার্কস্ লেনিন দৃষ্টিভঙ্গী ও কমিউনিষ্ট জীবনচর্যার প্রচলন এবং এজন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার শ্রমিকশ্রেণীর হাতিয়ার হইল কমিউনিষ্ট পার্টি, যাহাকে 126 নং ধারায় উক্ত শ্রেণীর সকল রকম সংগঠনের অগ্রণী বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং এই পার্টিই একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। এছাড়া নাগরিকদের সকল বৈধ অধিকার ও স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব সংবিধান প্রকিউরেটর জেনারেলের (Procurator General) দপ্তরের উপর ন্যস্ত হইয়াছে যাঁহার সংবিধান নির্দিষ্ট কর্তব্য হইল ইহা দেখা যে সকল মন্ত্রক, সকল সরকারী বিভাগ

ও কর্মচারী এবং সকল নাগরিক যথাযথ আইন মানিয়া চলে এবং এই তত্ত্বাবধানের জন্য সংবিধানে তাঁহাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের বিবৃতি একটি মামুলি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র নয়।

(5) সমাজ ও ব্যক্তির স্বার্থের সমন্বয় ঃ

সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিক অধিকার ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে সেগুলিকে মেহনতি মানুষের স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ। সংবিধান প্রণেতাদের মতে সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থার ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। কোন ব্যক্তি তাহার অধিকারগুলি এমনভাবে ব্যবহার করিবে না যাহাতে সমাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এ দুয়ের মিলন একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই ঘটিতে পারে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ দেখা দেয়।

(6) রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার—বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক অধিকারগুলি কার্যকর করিতে রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ গ্রহণ প্রয়োজন হয়, যেমন শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিতে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকারগুলি এবং কর্তব্যগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি, আবার উহার অধীনও বটে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সমূহের উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন এগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights) :

সোভিয়েট সংবিধানে নিম্নোক্ত বিভিন্ন প্রকারের অধিকার বিবৃত হইয়াছে।

অধিকারগুলি হইল : (1) কর্মের অধিকার, (2) বিশ্রাম ও অবসর ভোগের অধিকার, (3) পীড়িত ও অকর্মণ্য অবস্থায় এবং বৃদ্ধবয়সে ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকার, (4) শিক্ষার অধিকার, (5) পুরুষের সহিত

নারীর সমান অধিকার, (6) সকল নাগরিকের সমান অধিকার, (7) বিবেকের স্বাধীনতা, গির্জার সহিত রাষ্ট্রের ও বিদ্যালয়ের সম্পর্কচ্ছেদ ও ধর্মোপাসনার স্বাধীনতা এবং ধর্মের বিরোধী প্রচারকার্যের অধিকার, (8) বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রণ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতি, সম্মেলন, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা, (9) রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও সংগঠনের উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, যুবসংঘ, প্রভৃতি সংস্থা গঠনের অধিকার, (10) ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্থাৎ আদালতের আদেশ ব্যতীত গ্রেপ্তার না হওয়ার অধিকার, (11) নাগরিকদের বাসগৃহের নিরাপত্তা ও চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার, (12) কয়েকশ্রেণীর বিদেশী নাগরিকদের রাজনৈতিক আশ্রয় পাইবার অধিকার—এই শ্রেণীগুলি হইল, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা, বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতা বা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জন্য নির্যাতীত ব্যক্তিগণ।

(1) **কর্মের অধিকার** (Right to work) ঃ

সোভিয়েট সংবিধানের 118 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে নাগরিকদের কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার আছে। ইহার অর্থ হইল কর্মক্ষম ও কর্ম করিতে ইচ্ছুক নাগরিকদের কাজ পাইবার নিশ্চিত অধিকার এবং কাজের পরিমাণগত ও গুণগত মানের ভিত্তিতে মজুরি পাইবার অধিকার। লক্ষণীয় যে পৃথিবীতে সোভিয়েট ইউনিয়নই সর্বপ্রথম এই ধরণের মৌলিক অধিকার তাহার নাগরিকদের প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে সব কারণের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে এই প্রকারের অধিকার সৃষ্টি করা সম্ভব হইল সংবিধানে তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে এই কর্মের অধিকার নিশ্চিত করার মূলে হইল জাতীয় অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সোভিয়েট উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমান্বয় অগ্রগতি, অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্ভাবনা দূরীকরণ এবং বেকারির বিলোপসাধন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে যেখানে শিল্পে আধুনিকীকরণ বা নূতন কোন যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে বেকার সমস্যার উদ্ভব হয় সোভিয়েট রাষ্ট্রে উপরোক্ত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে বেকার সমস্যার সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 12 নং ধারায় সোভিয়েট ইউনিয়নে "যে কোন কাজ করিবে না সে আহারও করিবে না" (He who would not work, neither shall he eat') এই নীতি অনুসারে কাজকে প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের পক্ষে কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(2) বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার (Right to rest and liesure) :

সংবিধানের 119 নং ধারায় সোভিয়েট নাগরিকদের বিশ্রামের ও অবকাশের অধিকার বিবৃত হইয়াছে। যাহাতে শ্রমিকশ্রেণী বিশ্রাম ও অবসর ভোগ করিতে পারে সেজন্য সাধারণ শিল্প শ্রমিক, অফিসের কর্মী ও পেশাগত কর্মীদের ক্ষেত্রে কাজের সময় দৈনিক 7 ঘণ্টা ধার্য করা হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য কাজের ক্ষেত্রে দৈনিক 6 ঘণ্টা এবং ততোধিক কষ্ট-সাধ্য কাজে দৈনিক 4 ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শিল্প শ্রমিক ও উপরোক্ত অন্যান্য শ্রমিকদের বৎসরে দুই সপ্তাহ হইতে চার সপ্তাহ পর্যন্ত সবেতন ছুটি দেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে শ্রমিকরা অবসর যাপন করিতে পারেন সেজন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক স্বাস্থ্যনিবাস, অবসর ভবন ও ক্লাব প্রভৃতি নির্মাণ করা হইয়াছে।

(3) পীড়িত বা অকর্মণ্য অবস্থায় ও বার্ধক্যে ভরণপোষণের অধিকার :

সোভিয়েট সংবিধানে প্রদত্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল বৃদ্ধ বয়সে এবং অকর্মণ্য অবস্থায় ভরণপোষণ পাইবার অধিকার। (120 নং ধারা) এই অধিকারকে সুনিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে শিল্প শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিকদের প্রয়োজনে ব্যাপক সামাজিক বীমার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও বহু সংখ্যক স্বাস্থ্য নিবাসের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। বার্ধক্যে সামাজিক বীমার মাধ্যমে ভাতার (pension) ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। উহা বেতনের তারতম্য ও কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী ধার্য হয়। পেন্সনভোগীর মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারের নাবালক কর্মক্ষম নন এমন পোষ্যদেরও ভাতা দেওয়া হয়। যে সব কর্মী বিপজ্জনক কাজ করিতে দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ, অংশিক বা সাময়িকভাবে কার্যক্ষমতা হারান তাঁহাদের দুর্ঘটনার প্রকার অনুযায়ী পেন্সন দেওয়া হয়।

(4) শিক্ষার অধিকার (Right to education) :

সোভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিকদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে (121 নং ধারা)। বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ভাবে অষ্টবর্ষব্যাপী সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যাপকভাবে সাধারণ মাধ্যমিক কারিগরী বিদ্যা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং বিদ্যালয়, বাস্তবজীবন ও উৎপাদনের

মধ্যে যোগাযোগের ভিত্তিতে বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্মরত শ্রমিকদের সুবিধার জন্য নৈশ বিদ্যালয় ও পত্র যোগে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রসার সাধিত হইয়াছে। শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশ্যে সকল বিদ্যালয়েই শিক্ষা অবৈতনিক করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সরকারী সাহায্যে বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়গুলিতে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের আয়োজন করা হইয়াছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথখামারে নিযুক্ত কৃষি কর্ম্মীদের জন্য অবৈতনিক কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও কৃষিবিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। শিক্ষার উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করার অন্যতম কারণ হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। শিক্ষার প্রসার একদিকে সোভিয়েট নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে ইহা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়। প্রাক্‌বিপ্লব যুগে রুশিয়ার শিক্ষার গুণগত ও পরিমানগত অবস্থার সহিত তুলনা করিলে ও বিপ্লবোত্তর যুগে শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেখানে 1914-15 শিক্ষাবর্ষে সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষার কলেজে ছাত্র সংখ্যা ছিল 1,80,000 বর্তমানে ঐ সংখ্যা হইয়াছে 80 লক্ষ। জারের আমলে রুশিয়ার জনগণের দুই-তৃতীয়াংশ নিরক্ষর ছিল, কিন্তু বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য একটি ডিক্রি জারি করা হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়। 1970 সালের প্রারম্ভে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট 80 লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিতে থাকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রুশিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে শুধু যে নিরক্ষরতাই দূর করিয়াছে তাহা নয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।[1]

(5) নারীর সমানাধিকার ঃ

সংবিধানের 122 নং ধারায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বস্তরে পুরুষের সহিত নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই সমান অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে

1. L. Grigoryan & Y. Dolgopolov : "Fundamentals of Soviet State Law", (1971) Ch IV, pp. 162-65

যে জারশাসিত রুশিয়ার নারীর প্রায় কোন অধিকারই ছিল না। তাহারা পণ্য সামগ্রীর মতই গণ্য হইত। সংবিধানের উক্ত ধারায় মাতা ও শিশুদের স্বার্থ যথাযথ রক্ষার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যেমন বহু সন্তানের জননী বা অবিবাহিত অবস্থায় যাহারা জননী হয় তাহারা রাষ্ট্রের সাহায্য পায়। শেষোক্ত শ্রেণীর সন্তানদের ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে যাহা অন্য কোন রাষ্ট্রে দেখা যায় না। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সবেতন ছুটি দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের ব্যয়ে বহু প্রসূতিসদন, শিশুভবন, কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। যে সব কাজ কঠিন শ্রমসাধ্য বা যাহাতে বিপদের আশঙ্কা বেশী সে রকম কাজে নারী ও শিশুদের নিয়োগ করা নিষিদ্ধ। একই প্রকারের কাজে নারী ও পুরুষের বেতনহার সমান। পুরুষদের ন্যায় নারী কর্মীদেরও বিশ্রাম, অবসরযাপন সামাজিক বীমা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(6) সাম্যের অধিকার (Right to Equality) **:**

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে 123 নং ধারায় জাতি, বর্ণ ও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে সাম্যের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। জাতি কিংবা বর্ণের ভিত্তিতে এই সব অধিকার এবং সুযোগ সুবিধার কোন প্রকার বাধা বা সংকোচ সৃষ্টি বা কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের লোকের বিশেষ সুবিধাদানের প্রচেষ্টা আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সোভিয়েট সমাজে নাগরিকের স্থান নিরূপণ হয় কাজ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে সম্পত্তি, জাতি বা কুলগৌরবের ভিত্তিতে নয়। কেহ জাতি বা বর্ণ বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টির প্রয়াস করিলে তাহা আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। সকল নাগরিকের সমান অধিকার ব্যবস্থা সম্বলিত ধারাটির লঙ্ঘন সোভিয়েট রাষ্ট্রে একটি গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এই অধিকারটির তাৎপর্য হইল প্রত্যেকটি নাগরিকের কাজ, বিশ্রাম, অবকাশ, শিক্ষা, বার্ধক্যে বা অসুস্থ ও অকর্মক্ষম অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। এ ছাড়া প্রত্যেকটি সোভিয়েট নাগরিক জাতি ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থায় নির্বাচিত হইবার বা যে কোন সরকারী পদে নিযুক্ত হইবার অধিকারী।

(7) বিবেক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা :

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ বাস করিয়া থাকেন।

সকল নাগরিকই যাহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ বিবেক ও ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী বাস করিতে পারেন সেজন্য সংবিধানের 124 নং ধারায় ধর্মকে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নাগরিক-দের নিজ বিবেক অনুযায়ী ধর্মীয় উপাসনার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ইহার সহিত নাগরিকদের ইচ্ছামত ধর্ম বিরোধী প্রচারকার্য চালাইবার অধিকার ও স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল রাষ্ট্র কোন ধর্মকেই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা বা সাহায্য দেয় না, যেমন ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত চার্চকে করা হয়। তবে সাধারণ মানুষ নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী কোন ধর্ম মতে বিশ্বাসী হইয়া উহার নির্দেশিত উপাসনা অনুষ্ঠানাদি বিনা বাধায় করিতে পারিবে। আবার যাহারা ধর্মে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক তাহাদেরও নিজ মত প্রচারের স্বাধীনতা থাকিবে।

ইহার পর সংবিধানের 125 নং হইতে 128 নং ধারাগুলিতে যে সব স্বাধীনতার উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি যে কোন উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সংবিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে অনুরূপ হইলেও সোভিয়েট ইউনিয়নে এগুলির তাৎপর্য ও রূপায়ণে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

(8) বাক্-স্বাধীনতা, জন সমাবেশ করিবার অধিকার ও সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা ঃ

125 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এবং মেহনতি মানুষের স্বার্থে আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত অধিকারগুলিকে নিশ্চিত করা হইবে,—(ক) বাক্যের স্বাধীনতা, (খ) সংবাদপত্রের ও মুদ্রনের স্বাধীনতা, (গ) সমাবেশ ও জনসভার স্বাধীনতা, (ঘ) মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার স্বাধীনতা। এইসব অধিকার যাহাতে নাগরিকগণ যথাযথভাবে ভোগ করিতে পারেন সেজন্য রাষ্ট্র নাগরিকদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীর হস্তে মুদ্রাযন্ত্র, প্রয়োজনীয় কাগজ, সরকারী বাড়ী, পথঘাট, যানবাহনের সুবিধা এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। লক্ষণীয় যে উপরোক্ত স্বাধীনতাগুলির উপর একটি তাৎপর্যপূণ শর্ত আরোপ করা হইয়াছে ; শর্তটি হইল "এগুলি এমনভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষা হয় এবং রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক বুনিয়াদ দৃঢ় হয়।" শুধু তাহাই নয় এই শর্ত পালিত

হইতেছে কিনা তাহা বিচার করিবার ভার পশ্চিমী গণতন্ত্রের ন্যায় নিরপেক্ষ স্বাধীন আদালতকে দেওয়া হয় নাই, দেওয়া হইয়াছে শাসনযন্ত্রের পরিচালকদের অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের হস্তে। সুতরাং ইঁহাদের মতে যাঁহারা মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষা বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করিতে তৎপর নয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন সোভিয়েট ইউনিয়নে এরূপ ব্যক্তিদের কোন স্বাধীনতাই থাকে না এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিবিধান এমন কি অপসারণও (liquidation) হইয়া থাকে। ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। এজন্য পশ্চিমী গণতন্ত্রবাদীদের মতে সোভিয়েট সংবিধান বর্নিত এই স্বাধীনতাগুলি মূল্যহীন ও অসার। কিন্তু সেখানে যাহারা ঐ শর্তের অধীনে অর্থাৎ পার্টি-নির্দিষ্ট মূলনীতির (party line) কাঠামোর মধ্যে এগুলি প্রয়োগ করিতে চান রাষ্ট্র তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেন। যেমন বক্তৃতা দিবার বা জনসভা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বাড়ী, সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজ সরবরাহ, মিছিল, সমাবেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করার জন্য পথঘাট ও যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়। সরকার এগুলির ব্যবস্থা না করিয়া দিলে অধিকারগুলি ব্যবহার করাই চলে না। পশ্চিমী গণতন্ত্রে কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি নাগরিকদের এরূপ কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে না। নাগরিকদের নিজেদেরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হয়।

(9) সমিতি ও সংঘগঠন করিবার অধিকার :

সংবিধানের 126 নং ধারায় এই মৌলিক অধিকারটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই অধিকারের মাধ্যমে সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিকদের সাংগঠনিক উদ্যোগ ও রাজনৈতিক তৎপরতাকে সজীব ও উন্নত করিবার অধিকার স্বীকৃত হইরাছে। নাগরিকরা ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি প্রভৃতি গণপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। দেশের নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতি কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা কর্মঠ ও রাজনৈতিক দিক হইতে সচেতন তাঁহারা স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টিতে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকেন। সংবিধানে এই দল সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে ইহা মেহনতি মানুষদের পুরোগামী বাহিনী হিসাবে কমিউনিষ্ট সমাজ গঠনের সংগ্রামে উদ্যোগী এবং মেহনতি মানুষদের সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রকারের সংগঠনের পুরোধা সংস্থা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নাই। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায়

যে বিরোধী দল দেখিতে পাওয়া যায় সোভিয়েট সমাজব্যবস্থায় তাহার স্থান নাই। পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে একটি দল থাকার ফলে সোভিয়েট সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা সঠিকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না।

(10) বিনা বিচারে আটক না হইবার অধিকার ঃ

সংবিধানে 127 নং ধারায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই অধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে কোন আদালতের সিদ্ধান্ত অথবা প্রকিউরেটরের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করা চলিবে না, অবশ্য সোভিয়েট আইনভঙ্গকারীরা এই অধিকারের আওতায় আসিবে না।

(11) বাসভবনের নিরাপত্তা ও পত্রালাপের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ঃ

128 নং ধারায় নাগরিকদের বাসভবনের নিরাপত্তা ও পত্রালাপের গোপনীয়তার অধিকার স্বীকার করা বইয়াছে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনে যদি কোন সরকারী কর্মচারী অন্যায় জুলুম বা বে-আইনী আচরণ করেন তবে এই অধিকারের বলে নাগরিকগণ ঐ সব অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। তবে এসব অধিকারই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া বহাল থাকে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে এগুলি নিশ্চিত-লঙ্ঘিত হইতে পারে।

পূর্ব বর্ণিত দুইটি অধিকার (বিনা বিচারে আটক না হইবার অধিকার ও বাস ভবনের নিরাপত্তা ও পত্রালাপের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার) সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে যথেষ্ট বিরূপ আলোচনা হইয়াছে। বলা হইয়াছে সংবিধানে এগুলি স্বীকৃত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি অসার। এগুলি শুধু কমিউনিষ্ট পার্টির কট্টর সমর্থকদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; কিন্তু যখনই কেউ পার্টি নির্দিষ্ট মতাদর্শ (party line) হইতে ভিন্ন মত পোষণ প্রকাশ করিবেন তখনই তিনি এই অধিকার দুটি হইতে বঞ্চিত হইবেন। এরূপ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করিবার অনুমতি কোন সোভিয়েট আদালত বা প্রকিউরেটর জেনারেলের কাছে আদায় করা মোটেই দুষ্কর নয় কেননা তাঁহারা নিরপেক্ষ নন, বরং পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক। তাছাড়া যেহেতু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় যে কোন অধিকার হরণীয় এবং কাহারও মতপ্রকাশে বা কার্যকলাপে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার হানি হইয়াছে কিনা তাহা বিচার করিবার

কোন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নাই, নাগরিকদের এই অধিকারগুলি আদৌ সুরক্ষিত বা নিশ্চিত নয়। স্বনামধন্য রুশ লেখক সলজ্‌ঝেনিটসিন্ (Alexander Solzhenitsyn) তাঁহার তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁহার বিতর্কিত এবং বহুল প্রচারিত "গুলাগ্ আর্কিপেলেগো" (Gulag Archipelego) নামক গ্রন্থে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এই ব্যাখ্যাই সমর্থন করে।

(12) রাজনৈতিক আশ্রয় পাইবার অধিকার (Right of asylum):

মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে উল্লিখিত 129নং ধারাটি বিশেষ তাৎপযপূর্ণ। এই অধিকার অন্য রাষ্ট্র হইতে আগত নির্যাতিত নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে। যে সমস্ত বৈদেশিক নাগরিক মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য অথবা বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিম্বা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত থাকার কারণে নিগৃহীত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের জন্যই সোভিয়েট রাষ্ট্রে আশ্রয় ও অন্যান্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। পরাধীন অবস্থায় ভারত এবং অন্যান্য দেশ হইতে বহু নির্যাতীত নাগরিক সোভিয়েট রাষ্ট্রে আশ্রয় পাইয়াছেন এবং নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছেন।

উপরে বর্ণিত নাগরিক অধিকারগুলি ষ্ট্যালিন সংবিধানের "নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য" শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি ছাড়া সংবিধানের অন্যত্র বর্ণিত আর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সে দুইটি হইল,—(1) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও (2) সার্ব্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার ও নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার। বর্ত্তমান সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সংবিধানের প্রথম অধ্যায়টিতে তিন প্রকারের সম্পত্তির বিষয় বলা হইয়াছে,—রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, সমবায়সংস্থা ও যৌথখামারের সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি। প্রথমটি বর্ণিত হইয়াছে 6 নং ধারায়, দ্বিতীয়টি 7 ও 8 নং ধারায় ও তৃতীয়টি 9 ও 10 নং ধারায়। 9নং ধারায় বলা হইয়াছে যদিও সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই প্রাধান্য, কৃষক ও কারুশিল্পীদের এককভাবে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান আইনের স্বীকৃতি পাইবে যদি অবশ্য এগুলি নিজশ্রমে চালান হয়, অন্যের শ্রম না খাটাইয়া। 10 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে আইন নিম্নোক্ত প্রকারের ধনসম্পত্তিগুলিতে

নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করিবে,—শ্রম দ্বারা অর্জিত আয় ও সঞ্চয়, বাসগৃহ, উদ্যানসমেত বাসগৃহের জন্য জমিখণ্ড, গৃহস্থালি ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দ্রব্য ও আসবাবপত্র এবং এইসব ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে নাগরিকদের উত্তরাধিকারের অধিকারও স্বীকৃত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সোভিয়েট নাগরিকদের যথেষ্ট পরিমান ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগে আইনতঃ কোন বাধা নাই, যদি সেগুলি নিজ শ্রমদ্বারা অর্জ্জিত হয় কিন্তু অন্যের শ্রমদ্বারা অর্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করা নিষিদ্ধ।

এছাড়া 7নং ধারায় বলা হইয়াছে যৌথখামারে একটি গৃহস্থ যৌথ-কৃষিলব্ধ আয় ছাড়াও নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলির অধিকারী হইবে,—ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে এবং পরিবারের ব্যবহারের জন্য গৃহসংলগ্ন একখণ্ড জমি এবং পরিবারের প্রয়োজনমত স্বতন্ত্র কৃষিকর্ম্মের জন্য গৃহ, পশু, হাঁসমর্গী ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি।

প্রাপ্তবয়স্ক সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার :

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিভিন্নস্তরের রাষ্ট্রশক্তির সংস্থাগুলিতে যথা ইউনিয়ন, ইউনিয়ন রিপাব্লিক, স্বয়ংশাসিত রিপাব্লিক ইত্যাদির সুপ্রীম সোভিয়েটগুলিতে নির্ব্বাচন হইয়া থাকে সার্ব্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যূন অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক, জাতি, ধর্ম্ম, স্ত্রীপুরুষ, শিক্ষা, বাসস্থান, সামাজিক উদ্ভব, সম্পত্তিগত মর্যাদা ইত্যাদি নির্ব্বিশেষে—সকল নাগরিকের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোটাধিকার আছে, একমাত্র যাহারা উন্মাদ সাব্যস্ত হয় তাহারা ছাড়া। আবার অন্যূন তেইশ বৎসর বয়স্ক উক্তপ্রকার নাগরিকদের সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার স্বীকৃত। প্রত্যেকটি নাগরিকের একটিমাত্রই ভোট থাকে এবং সকল প্রতিনিধিপদপ্রার্থীরা সমান সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতেই নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করে।

নাগরিকদের মৌল কর্ত্তব্যসমূহ (Fundamental Duties of Citizens) :

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সহিত অবশ্যপালনীয় কয়েকটি কর্ত্তব্যেরও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অধিকার ও কর্ত্তব্যকে পৃথক ভাবে চিন্তা করেন নাই। এই দুইটির মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক

রহিয়াছে তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রমকে সফল করিতে হইলে নাগরিকদের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন একান্তভাবে আবশ্যক। সংবিধানে মোট চার-প্রকার কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলি হইল নিম্নরূপ :

(ক) সংবিধান ও আইন মানিয়া চলার কর্ত্তব্য :

130 নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিককে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের নির্দ্দেশ এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য আইনগুলি যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক নাগরিককে শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মশৃঙ্খলা পালন, সততার সহিত সামাজিক কর্ত্তব্যপালন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের নিয়মকানুনগুলি শ্রদ্ধা করিতে হইবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে কোন বিরোধের স্থান নাই। উহারা অবিচ্ছেদ্য। তাঁহারা মনে করেন রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মানিয়া চলিলেই প্রত্যেক নাগরিকেরই কল্যাণসাধন সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে, নতুবা ন্যূনতম সময়ে সর্ব্বাধিক উৎপাদনের যে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য পূরণ তাহা করা সম্ভব হইবে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কাজকে অবশ্যকর্ত্তব্য এবং সম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করা হয়। "যে কাজ করিবে না, সে আহারও করিবে না"—সোভিয়েট রাষ্ট্রের এই সূত্রটি শ্রমসংক্রান্ত নিয়মশৃঙ্খলার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়।

(খ) সমাজতান্ত্রিক সাধারণ সম্পত্তি রক্ষার কর্ত্তব্য (Safeguarding and fortifying public Socialist property) :

131 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য হইল সমাজতান্ত্রিক সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিশ্চিত করা, কারণ ইহাই হইল সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার ভিত্তি, দেশের সম্পদ ও শক্তির উৎস এবং সকল মেহনতি মানুষের সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি উৎস। সেজন্য যে সমস্ত ব্যক্তি এই সমাজতান্ত্রিক সাধারণ সম্পা র ক্ষতিসাধন করিবে তাহাদিগকে জনগণের শত্রু বলিয়া গণ্য করা হইবে। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির রক্ষণ বলিতে রাষ্ট্রীয়, সমবায়ভিত্তিক, ও যৌথখামার সংস্থাগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা বুঝায় যাহাতে মেহনতি মানুষদের সাব্বিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন সম্ভব হয়।

(গ) সার্ব্বজনীন সামরিক কর্ত্তব্য, (Universal Military Service) :

সংবিধানের 132 নং ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আইন দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক কর্ত্তব্যপালনের কথা বলা হইয়াছে। অবৈতনিক ভাবে সামরিকবাহিনীতে যোগদান করা সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিকদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। কমরেড লেনিন বলিয়াছিলেন "মজুর এবং কৃষকদের ক্ষমতা জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণীর দস্যুদের হাত হইতে রক্ষার জন্য আমাদের একটি শক্তিশালী লালফৌজের প্রয়োজন।" তাঁহার এই বাণীই তাঁহার উত্তরসূরীরা রাষ্ট্রের সংবিধানে এবং আইনে রূপান্তরিত করিয়াছেন। আবশ্যিক সামরিক কর্ত্তব্য সম্বলিত আইন 1939 সনে গৃহীত হয়। ইহাতে বলা হয় ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ, শিক্ষা প্রভৃতি নির্বিশেষে সকল পুরুষ নাগরিককে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়া সামরিক কর্ত্তব্য বাধ্যতামূলক ভাবে পালন করিতে হইবে। 19 বৎসর বয়সে সকল কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয় এবং দুই হইতে চার বৎসর সামরিক কর্ত্তব্য সমাধার পর সাধারণতঃ 50 বৎসর বয়স পর্যন্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত (Reserve) অংশে তালিকাভুক্ত রাখা হয়। পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ইহাই রক্ষাকবচ বলিয়া মনে করা হয় এবং লালফৌজে যোগ দেওয়া সোভিয়েট নাগরিকদের একটি অতি সম্মানজনক কর্ত্তব্যরূপে গণ্য হয়।

(ঘ) মাতৃভূমির প্রতিরক্ষা (Defence of the Motherland) :

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র কর্ত্তব্য হইল দেশের প্রতিরক্ষার ভার গ্রহণ করা। এই কারণে মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করা, দেশের সৈন্যবাহিনী ছাড়িয়া শত্রুশিবিরে যোগ দেওয়া, রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে দুর্ব্বল করা এবং গুপ্তচর প্রভৃতি কাজকে জঘন্যতম অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং ইহার জন্য আইনে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। 1950 সনের একটি আইনে এসব ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডই বহাল রাখা হইয়াছে, যদিও 1947 সনের একটি ডিক্রিদ্বারা সোভিয়েট ইউনিয়নের মৃত্যুদণ্ড তুলিয়া দেওয়া হয়।

উপরে বর্ণিত নাগরিক অধিকার ও কর্ত্তব্যগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক হইতে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—(1) সামাজিক-অর্থনৈতিক (Socio-economic) অধিকার সমূহ, (2) সামাজিক রাজনৈতিক (Socio-Political) অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহ, (3) ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহ এবং (4) মৌল কর্ত্তব্যসমূহ।

প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল,—কর্মের অধিকার, বিশ্রাম ও অবসরযাপনের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, শিক্ষার অধিকার।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল,—সার্ব্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা গঠনের অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও মুদ্রনের স্বাধীনতা, সভা ও সমাবেশের স্বাধীনতা, পথমিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা, ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল,—ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বাসভবনের নিরাপত্তা, চিঠিপত্রের গোপনীয়তার অধিকার, বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্ম্মীয় উপাসনার ও ধর্ম্মবিরোধী প্রচারের স্বাধীনতা।

চতুর্থ শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল,—সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানের নির্দ্দেশ ও আইনসমূহ মানিয়া চলার কর্ত্তব্য, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিরক্ষার কর্ত্তব্য, সার্ব্বজনীন সামরিক কর্ত্তব্য ও মাতৃভূমি প্রতিরক্ষার কর্ত্তব্য।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারসমূহের তুলনামূলক আলোচনা :

যদিও উপরে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানে নাগরিক অধিকার ও কর্ত্তব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির সংবিধানে সম্বলিত অধিকারসমূহ হইতে উহাদের পার্থক্য যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে তবুও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যে সব নাগরিক অধিকার বিবৃত হইয়াছে সেগুলির সহিত একটু সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বিশেষতঃ যেহেতু এই দুই দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা একপ্রকার বিপরীতধর্ম্মী বলা চলে।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে কোন দেশের সংবিধানে প্রতিশ্রুত মৌলিক অধিকারগুলির প্রকৃতি ও গুণগত মান নির্ভর করে রাষ্ট্রের সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর উপর এবং সংবিধান রচনাকালে প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদ ও ধ্যানধারণার উপর। যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলির সহিত সোভিয়েট সংবিধানে বিবৃত অধিকারগুলির তুলনা করিলে উক্তিটির উপযোগিতা প্রকট হইবে। যদিও দুইটি সংবিধানের অধিকারসমূহের তালিকাতে কতকগুলি সাধারণ দফা লক্ষিত হয়, যেমন বাক্‌স্বাধীনতা, মুদ্রন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা ও সমাবেশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বাসভবনের

নিরাপত্তা ও চিঠিপত্রের গোপনীয়তার অধিকার, বিবেকের স্বাধীনতা ইত্যাদি, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি এগুলির তাৎপর্য এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ সোভিয়েট ইউনিয়নে, যুক্তরাষ্ট্র সমেত পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি হইতে স্বতন্ত্র। সোভিয়েট ইউনিয়নে এগুলির উপর একটি বিশেষ শর্ত্ত আরোপ করার দরুণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের দৃষ্টিতে এগুলি অসার প্রতীয়মান হইবে। শর্ত্তটি হইল,—"এগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে এমনভাবে যাহাতে মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষা হয় এবং রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক বুনিয়াদ দৃঢ় হয়," এবং শর্ত্তটি পালিত হইতেছে কিনা তাহা বিচার করিবার ভার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় নিরপেক্ষ স্বাধীন আদালতের উপর দেওয়া হয় নাই, দেওয়া হইয়াছে শাসকগোষ্ঠীর হস্তে অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের হস্তে। ইঁহাদের মতে যাঁহারা মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষা বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করিতে উৎসাহী নন বলিয়া বিবেচিত হইবেন তাঁহাদের কোন অধিকারই স্বীকৃত হয় না, এক কথায় বলা যায় সোভিয়েট ইউনিয়নে তাঁহাদের কোন স্থানই নাই। অধিকারগুলি সম্পর্কে দুই রাষ্ট্রের নেতাদের ধারণার পার্থক্যের মূল কারণ হইল উভয়ের ভাবাদর্শের (idealogy) মৌলিক পার্থক্য। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব ও তাহাদের স্বার্থের সমন্বয় বিধানের সম্ভাবনা সমাজব্যবস্থায় স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। সোভিয়েট নেতারা কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় মেহনতি শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর স্থান নাই। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গঠনের পথে একটি ধাপ, যাহাকে সর্ব্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সুতরাং এ রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত অধিকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন স্বার্থসংঘাতের প্রশ্ন ওঠে না। অপর পক্ষে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান রচনা কালে একটি Bill of Rights বা অধিকার সনদের অন্তর্ভুক্তির জন্য যে আন্দোলন গড়িয়া ওঠে তাহার মূলে দেখা যায় রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অপব্যবহারের সম্ভাবনার সংশয়, ঔপনিবেশিক যুগে তিক্ত অভিজ্ঞতায় যাহার উৎপত্তি। সুতরাং এগুলির প্রকৃতি মূলতঃ নেতিবাচক (negative)। ব্যক্তির জীবনে কয়েকটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের হস্তক্ষেপের সীমারেখা নির্দ্দেশই Bill of Rights এর প্রধান উদ্দেশ্য। 1789 সালে ফিলাডেলফিয়া কনভেনসনে গৃহীত খসড়া সংবিধানে একত্রিত Bill Rights বলিয়া কোন অনুচ্ছেদ নাই, যদিও বিক্ষিপ্তভাবে কতকগুলি অধিকার সম্বলিত ছিল; কতকগুলি 1791 সালে দশটি সাংবিধানিক সংশোধনে অন্তর্ভুক্ত হয়,

আবার অনেকগুলি বিভিন্ন রাজ্যের (States) সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও অনেক অধিকার "কমন ল" (সাধারণ চিরাচরিত আইন) এ নিহিত। সামগ্রিকভাবে একত্রিত Bill of Rights যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংবিধানে নাই, যেমন আছে সোভিয়েট সংবিধানে অথবা ভারতীয় সংবিধানে বা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তার জার্মান ভাইমার (Weimar) সংবিধানে। বরং যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের নবম সংশোধনে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে সংবিধানে বিবৃত কতকগুলি অধিকার এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে না যাহাতে জনগণের রক্ষিত অন্যান্য অধিকার ক্ষুন্ন না হয়। "জনগণের রক্ষিত অধিকার" বলিতে "natural rights" বা "মানুষের সহজাত অধিকারের" ধারণার ইঙ্গিত করা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা বহুল পরিমাণে ইংরাজ দার্শনিক লক্ ও ফরাসী মনীষী মণ্টেস্কোর (Montesquieu) রাজনৈতিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সংবিধানে নাগরিক অধিকারসমূহের বিবৃতির পশ্চাতে লকের "মানুষের সহজাত অধিকার" ও "সরকারের ক্ষমতার সীমিতকরণ' এই দুই ধারণার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাছাড়া লকের জীবন ও সম্পত্তির অধিকারের অলঙ্ঘনীয়তার ধারণারও প্রভাব দেখা যায়। এগুলিই যক্তরাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ও রক্ষণশীলতার দুর্গ রচনা করে। অপরপক্ষে সোভিয়েট সংবিধান রচয়িতারা মার্ক্সীয় মতবাদে অনুপ্রেরিত হইয়া ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হন। কাজেই তাঁহাদের নাগরিক অধিকারের ধারণা একমাত্র মেহনতি শ্রেণীর স্বার্থ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ়মূল করিতে প্রতিশ্রুত। এই মৌলিক পার্থক্য হেতু, সোভিয়েট সংবিধানে যে মৌলিক অধিকারসমূহের কয়েকটি বৈশিষ্ট সম্বন্ধে উপরে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে তাহা যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না,—যেমন অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে নিবিড় সংযোগ, অর্থনৈতিক অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, ব্যক্তির অধিকার সমষ্টির উন্নয়নের কাঠামোর অন্তর্ভুক্তি, প্রতিটি ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার উপায়ের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। আবার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এমন কতকগুলি নাগরিক অধিকার বিবৃত হইয়াছে যেগুলি সোভিয়েট সংবিধানে স্থান পায় নাই, যেহেতু তাহাদের উপযোগিতা অনুভূত হয় নাই, যেমন impeachment ছাড়া অন্য সকল প্রকার গুরুতর অপরাধের জুরির সাহায্যে বিচার হওয়ার অধিকার, নাগরিকদের অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার বা বহন করিবার অলঙ্ঘনীয় অধিকার, কাহারও গৃহে কি শান্তি বা কি যুদ্ধের সময়ও গৃহস্বামীর

সম্মতি ছাড়া এবং আইনে নির্দিষ্ট বিধান ছাড়া কোন সৈনিককে রাখিতে না দেওয়ার অধিকার, যথাযথ আইনের পদ্ধতির (due process of law) মাধ্যম ছাড়া কাহাকেও জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না এই নীতি, জনস্বার্থে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ব্যতীত লওয়া যাইবে না—ইত্যাদি।

এক কথায় বলা যায় যে দুই রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে দুই সংবিধানে বিবৃত অধিকারগুলিকে ঠিক সমপর্য্যায়ভুক্ত বলা যায় না, যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহা প্রতীয়মান হয় না।

Suggested Readings

Ogg & Zink : Op. cit., Ch. XXXVIII.

S. N. Harper & R. Thompson : Op. cit., Ch. XIII.

A. Y. Vyshinsky : "The Law of the Soviet State," (1951), Ch. IX.

Grigoryan & Dolgopolov : Op. cit., Part II. Ch. IV secs. 2-7.

L. Schapiro : Op. cit., Ch. 4.

পঞ্চম অধ্যায়

সুপ্রীম সোভিয়েট

(Supreme Soviet of U. S. S. R.)

সোভিয়েট সংবিধানের 30 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে সুপ্রীম সোভিয়েট হইল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তির সর্ব্বোচ্চ সংস্থা (highest organ of state power in the U. S. S. R.)। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে 30 নং ধারা হইতে 56 নং ধারা পর্যন্ত সুপ্রীম সোভিয়েট এবং প্রেসিডিয়ামের গঠন, পরস্পরের সম্পর্ক এবং ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই সংস্থা (সুপ্রীম সোভিয়েট) একদিকে সমগ্র রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসাবে কাজ করিয়া থাকে, অন্যদিকে ইহা রাষ্ট্রের মূলনীতি নির্দ্ধারণ এবং বিভিন্ন সংস্থাকে সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

গঠন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ন্যায় সোভিয়েট কেন্দ্রীয় আইনসভা (সুপ্রাম সোভিয়েট) দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। কক্ষ দুইটি হইল যথাক্রমে—(1) ইউনিয়নের সোভিয়েট (Soviet of the Union) ও (2) জাতিপুঞ্জের সোভিয়েট (Soviet of Nationalities)। ইউনিয়নের সোভিয়েট হইল সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রথম কক্ষ। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটের দ্বারা এই কক্ষের সদস্যরা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রতি তিন লক্ষ ভোটার পিছু একজন প্রতিনিধি (ডেপুটি) নির্ব্বাচিত হন (34 নং ধারা)। 1969 সালের এক বিবরণীতে দেখা যায় ইউনিয়নের সোভিয়েটের সদস্য সংখ্যা হইল 767 জন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষের লোকসভার (নিম্নকক্ষ) সদস্যসংখ্যা হইল 525 জন।* লোকসভার সদস্যরাও প্রত্যক্ষ ভোটে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

জাতিপুঞ্জের সোভিয়েট (Soviet of Nationalities)

ইহা সুপ্রাম সোভিয়েটের দ্বিতীয় কক্ষ। বিভিন্ন জাতি ভিত্তিতে গঠিত অঙ্গরাজ্যগুলি হইতে এই কক্ষে প্রতিনিধি আসিয়া থাকেন।

---

* পরবর্ত্তী লোকসভার সভ্যসংখ্যা দাঁড়াইবে 542. (Statesman—Decm 19, 1975)

ইহার নির্ব্বাচন পদ্ধতিও নিম্ন কক্ষের ন্যায় প্রত্যক্ষ ভোটে। অঙ্গরাজ্য-গুলি নিম্নলিখিত হারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করে,—আয়তন ও জনসংখ্যা নির্বিশেষে প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাব্লিক হইতে 32 জন করিয়া প্রতিনিধি প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন (Autonomous) রিপাব্লিক হইতে 11 জন করিয়া, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল (Autonomous Region) হইতে 5 জন করিয়া এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা (National Area) হইতে এক জন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন (35 নং ধারা) উল্লেখ করা যাইতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য আয়তন, জনসংখ্যা নির্ব্বিশেষে সমসংখ্যক প্রতিনিধি অর্থাৎ দুইজন করিয়া নির্ব্বাচন করে। সেখানে উচ্চকক্ষে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সমান মর্যাদা স্বীকৃত। সেনেটের গঠন যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে এবং প্রতিনিধি সভার গঠন জাতীয় নীতির ভিত্তিতে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতিগুলির স্বার্থ দ্বিতীয় কক্ষের মাধ্যমে প্রতিফলিত হইয়াছে। সুপ্রীম সোভিয়েটের এই কক্ষটি সোভিয়েট ইউনিয়ন যে একটি বহুজাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্র তাহারই স্বাক্ষর বহন করে। এই কক্ষের সদস্যসংখ্যাও নির্দ্দিষ্ট নয়, 650 এর কাছাকাছি হইয়া থাকে। সুপ্রীম সোভিয়েটের বিপুল সংখ্যক সদস্যই কমিউনিষ্ট পার্টি হইতে নির্ব্বাচিত হন, অবশিষ্টরাও পার্টিভুক্ত না হইলেও পার্টি অনুমোদিত হন। 141 নং ধারা অনুসারে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারে, এছাড়া অন্য যেসব সংস্থা নির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন করিবার অধিকারী সেগুলি হইল শ্রমিকদের এই সব সংস্থা—ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, যুবসমিতি, ইত্যাদি। কিন্তু সকলকেই কমিউনিজমে বিশ্বাসী হইতে হইবে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য অনেক রাষ্ট্রের নিয়মের ব্যতিক্রমে অনেক সরকারী কর্ম্মচারীই সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্য হইয়া থাকেন। বিকৃতমস্তিস্ক, আদালতে দোষী সাব্যস্ত বা অন্য কোন কারণে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এমন সব ব্যক্তি ছাড়া অষ্টাদশ বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সব সোভিয়েট নাগরিকেরই ভোটাধিকার আছে এবং 23 বছর বয়স হইলেই যে কোন কক্ষের সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারে।

সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষই চার বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন। যে কোন আইন পাশ হইতে গেলে প্রত্যেক কক্ষে উহা সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। অর্থবিল ও অন্যান্য সাধারণ বিলের মধ্যে এবিষয়ে কোন পার্থক্য করা হয় না। দুই কক্ষের অধিবেশন একই সঙ্গে আরম্ভ

ও একই সঙ্গে সমাপ্ত হয়। প্রত্যেক কক্ষ একজন সভাপতি ও দুইজন করিয়া সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে। সভাপতি প্রতিটি সোভিয়েটের সভার কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করেন। উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে দুই সভাপতি পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করেন। দুই কক্ষের সমতার ইহা একটি প্রমাণ।

দুই কক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক :

কোন প্রশ্নে দুইটি কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বিতর্কিত বিষয়টি দুই কক্ষ হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এক সালিশী কমিশনের (Conciliation Commission) নিকট প্রেরিত হয়। সালিশী কমিশনের কাজ ব্যর্থ হইলে ঐ প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার উভয় কক্ষ দ্বারা বিবেচিত হইয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত কক্ষ দুইটি তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েটকে বাতিল করিয়া নূতন নির্ব্বাচনের নির্দ্দেশ দিয়া থাকে। আসলে কিন্তু এরূপ কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই। কারণ কমিউনিষ্ট পার্টিই উভয় কক্ষের নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে, কাজেই বিরোধ বাঁধিবার সম্ভাবনা নগণ্য। চার বৎসরের মেয়াদ অবসান হইলে অথবা দুই কক্ষের মধ্যে বিরোধ হইলে প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েট ভাঙ্গিয়া দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে দুই মাসের মধ্যে নতুন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হয়। নির্ব্বাচনের অনধিক তিন মাসের মধ্যে নব নির্ব্বাচিত সুপ্রীম সোভিয়েট বিদায়ী প্রেসিডিয়াম কর্তৃক আহুত হয়। প্রেসিডিয়াম একই সঙ্গে দুটি সোভিয়েটের অধিবেশন বছরে দুবার আহ্বান করে। প্রেসিডিয়াম নিজেই বা কোন অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের দাবীতে প্রয়োজন হইলে জরুরী অধিবেশনও আহ্বান করিতে পারে। অধিবেশন সাধারণতঃ এক সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। নির্ব্বাচকগণ যদি কোন সদস্যের পদচ্যুতি (Recall) দাবি করেন তাহা হইলে সেই সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হয়। সাধারণতঃ বৎসরে দুইবার সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন প্রেসিডিয়াম আহ্বান করিয়া থাকে। কোন অঙ্গ প্রজাতন্ত্র (Union Republic) দাবি করিলে অথবা প্রেসিডিয়ামের নিজস্ব সিদ্ধান্তে সুপ্রীম সোভিয়েটের বিশেষ অধিবেশন আহুত হইতে পারে।

ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী :

সংবিধানের 31 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রেসিডিয়াম, কেন্দ্রীয়

মন্ত্রীসভা ও ইউ, এস, এস, আর মন্ত্রকগুলি (এই সংস্থাগুলি সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট তাহাদের কার্য্যাবলীর জন্য দায়ী থাকে) যেগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকে সেগুলি ছাড়া অন্যান্য ক্ষমতা যাহা সংবিধানের 14 নং ধারায় বর্ণিত হইয়াছে সুপ্রীম সোভিয়েট নিজেই প্রয়োগ করিয়া থাকে। 14নং ধারায় নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি সুপ্রাম সোভিয়েটে ন্যস্ত হইয়াছে।

(1) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব, অন্যরাষ্ট্রের সহিত সন্ধি স্থাপন, অনুমোদন বা বর্জ্জন, পররাষ্ট্রের সহিত সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির (Union Republics) সম্পর্ক স্থাপন ঘটিত পদ্ধতি নিরূপণ ;

(2) যুদ্ধ ও শান্তি রক্ষার প্রশ্ন ;

(3) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নূতন প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন ;

(4) সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানের নিয়মকানুনগুলির পালন সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ এবং সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান ও মূল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে সঙ্গতিরক্ষা হইতেছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ;

(5) বিভিন্ন সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সীমানা পরিবর্ত্তন প্রস্তাবের অনুমোদন দান ;

(6) সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে কোন নূতন স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republic) ও স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চলের (Autonomous Region) সৃষ্টির অনুমোদন দান ;

(7) সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সমগ্র বিভাগের পরিচালনা সম্পর্কে নির্দ্দেশ প্রদান এবং বিভিন্ন সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির ভিতর সামরিক বাহিনী গঠন সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণ;

(8) রাষ্ট্রের একচেটিয়া ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা ;

(9) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান ;

(10) সোভিয়েট রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমূহ প্রণয়ন ;

(11) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক বাজেট ও উহার রূপায়ণ সম্পর্কিত রিপোর্ট অনুমোদন ; ও কেন্দ্রীয়, সংযোগী প্রজাতন্ত্র ও স্থানীয় সংস্থাগুলির বাজেটে যে সকল কর ও আয়ের উৎস অর্পিত হইবে সেগুলির নির্দ্ধারণ ;

(12) সারা ইউনিয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্ক, শিল্প ও কৃষিসংস্থা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা এবং সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির আওতায় যে সব শিল্প ও গৃহনির্মাণ প্রকল্প আছে তাহার সাধারণ তত্ত্বাবধান ;

(13) সমগ্র ইউনিয়নের মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচালনা ;

(14) অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার পরিচালনা ;

(15) রাষ্ট্রীয় বীমার সংগঠন ;

(16) ঋণ গ্রহণ ও দান ;

(17) ভূমি ইজারা, খনিজ সম্পদ, বন ও জল সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত মূলনীতি নির্দ্ধারণ ;

(18) জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মৌলনীতি নির্দ্ধারণ ;

(19) জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে একরূপ সংখ্যায়ন ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ (Uniform System of National economic Statistics) ;

(20) শ্রম আইনের মৌলনীতি নির্দ্ধারণ ;

(21) বিচারব্যবস্থা ও বিচারপদ্ধতি সংক্রান্ত এবং ফৌজদারী, দেওয়ানী ও সংশোধক (Corrective) শ্রম আইন সংক্রান্ত মৌলনীতি নির্দ্ধারণ ;

(22) ইউনিয়নের নাগরিকত্ব এবং বিদেশী নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ণ ;

(23) বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত আইনের মৌলিক নীতি নির্দ্ধারণ ;

(24) সমগ্র ইউনিয়নে দণ্ড মকুব সংক্রান্ত আইন জারি।

উপরিউক্ত ক্ষমতাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে সুপ্রীম সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রায় সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ইহার ক্ষমতা ও কার্য্যাবলীকে মোটামুটি সাতটি দফায় ভাগ করা যায়। এগুলি হইল :—

(1) বৈদেশিক সম্পর্ক ও জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা ;

(2) আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ক্ষমতা ;

(3) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও শিল্প সংক্রান্ত ক্ষমতা ;

(4) কর সম্পর্কীয় ক্ষমতা ;

(5) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা ;

(6) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ;

(7) বিবিধ।

14 নং ধারায় উল্লিখিত ক্ষমতা ছাড়া সুপ্রীম সোভিয়েট নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাগুলি ভোগ করিয়া থাকে। ক্ষমতাগুলি হইল :—

(1) সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় পরিষদ মিলিতভাবে প্রেসিডিয়াম গঠন করিয়া থাকে ;

(2) এই সংস্থা সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রীসভাকে নিয়োগ করিয়া থাকে ;

(3) সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষ সুপ্রীম কোর্টের ও বিশেষ আদালতগুলির (Special Courts) বিচারপতিমণ্ডলীকে নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে ;

(4) সুপ্রীম সোভিয়েট সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রকিউরেটর জেনারলকে সাত বৎসরের জন্য নিয়োগ করিয়া থাকে (114 নং ধারা) ;

(5) সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধান সংশোধনের অধিকারী হইল সুপ্রীম সোভিয়েট। কোন সংশোধন আইন পাশ করিতে হইলে সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রত্যেক কক্ষের দুইতৃতীয়াংশ ভোটে তাহা গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, কমিটি প্রথা :

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সোভিয়েট সংবিধানে উভয় কক্ষকেই সমান ক্ষমতা ও মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। যে কোন বিল (অর্থবিল সমেত) যে কোন কক্ষে সূত্রপাত করা যায়। যদিও যে কোন সদস্য যে কোন কক্ষে বিল আনিতে পারে সাধারণতঃ কোন না কোন মন্ত্রী যাহার দপ্তরের আওতায় বিষয়টি পড়ে সেই সংক্রান্ত বিল উক্ত কক্ষে উপস্থাপিত করেন। যেহেতু উভয় কক্ষেই সদস্যসংখ্যা বিপুল এবং অধিবেশনও মাত্র কয়দিন স্থায়ী হয় সমগ্রকক্ষে কোন বিলের সুষ্ঠু আলোচনা সম্ভব হয় না। তাহা হয় কমিটিতে। দুইটি কক্ষই এজন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটি (সোভিয়েট ইউনিয়নে এগুলিকে কমিশন বলা হয়) নির্ব্বাচিত করে। এগুলি যথাক্রমে Legislative Bills Commission, Foreign Affaris Commission, Budget Commission বা সাধারণ আইন কমিশন, বৈদেশিক সম্পর্ক কমিশন, ও বাজেট কমিশন বলা হয়। যে কোন বিল একটি কক্ষে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হয়। কমিটিতে বিলটি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয় এবং অনেক সংশোধনী প্রস্তাবও অনেক সময় গৃহীত হয়। সেগুলি মূলকক্ষে আসিলে

সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। কমিটিগুলির অধিকাংশ প্রস্তাবই কক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকে। উহাদের কার্য্য মূলকক্ষগুলির স্বল্পকালস্থায়ী অধিবেশনকালেই সীমিত থাকে না। কেননা তাহাদের প্রায়ই বসিতে হয়, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহার ভিত্তিতে বিলটির ধারাওয়ারি বিস্তৃত আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হয়। ইহা বেশ সময় সাপেক্ষ। যদিও সাধারণতঃ কমিশনের কার্য্য হইল সভা হইতে প্রেরিত বিলের আলোচনা করা কিন্তু কখনও কখনও তাহারা নূতন বিলের খসড়াও প্রণয়ন করে। এপ্রসঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলিতে আইনসভার কমিটির ভূমিকার পার্থক্য লক্ষনীয়। সুপ্রীম সোভিয়েটে বিলগুলির আলোচনা সাধারণতঃ নিরুত্তাপ ও উত্তেজনা-বর্জ্জিত হইয়া থাকে, কারণ সেখানে বিলগুলির অন্তর্নিহিত মৌলনীতি-গুলি আলোচিত হয় না। সেগুলি কমিউনিষ্টপার্টির নির্দ্ধারিত নীতিসমূহের রূপরেখার (Party line) সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হয়। সোভিয়েটের সদস্যগণ কেবলমাত্র গৃহীত নীতিগুলির প্রয়োগ লইয়া ক্ষান্ত থাকে। বিলটির ভাষাগত পারিপাট্য সোভিয়েট সদস্যদের তেমন আলোচ্য বিষয় নয়; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তর কিভাবে উহাকে কার্য্যকরী করিবে সেটাই প্রধান আলোচনার বিষয়। সুপ্রীম সোভিয়েটে আইনপ্রণয়ন পদ্ধতির আর একটি বিশেষত্ব হইল এব্যাপারে কোন বিরুদ্ধ ভোটের স্থান নাই। সকল বিলই সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হইয়া থাকে। একদলবিশিষ্ট আইনসভায় ভোটের উদ্দেশ্য শুধু শাসকগোষ্ঠি তথা দলের প্রতি আস্থা ও একাত্মবোধ জ্ঞাপন।

স্থায়ী কমিটিগুলির আখ্যা হইতেই তাহাদের আলোচ্য বিষয় অনুমেয়। সাধারণ আইনসংক্রান্ত বিলগুলি লেজিসলেটিভ বিলস্ কমিশনে পাঠান হয়, পররাষ্ট্র বিষয়ক বিলগুলি পাঠান হয় ফরেন এ্যাফেয়ার্স কমিশনে ও অর্থসংক্রান্ত বিলগুলি যায় বাজেট কমিশনে। তৃতীয়টির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুই কক্ষেরই বাজেট কমিটি অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বাজেট প্রস্তাবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে ও প্রায়শঃই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সুপারিশ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এগুলি ব্যয়বরাদ্দ কমানর পরিবর্ত্তে বাড়ানর দিকেই হয়। লক্ষণীয় যে পশ্চিমী দেশগুলিতে সাধারণত কমানর দিকেই প্রবণতা দেখা যায়। যদি গৃহীত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে দুই কক্ষের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে সেগুলি সমাধানের জন্য উভয়কক্ষের এক যুগ্ম কনফারেন্স কমিটিতে প্রেরিত হয়। উল্লেখ করা যায় সাধারণ আইন বা প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই কক্ষে মতভেদ দেখা দিলেও একই পদ্ধতি

অনুসরণ করা হয়। তাহাতেও মতৈক্য স্থাপিত না হইলে প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সম্প্রতিক কালে বাজেট কমিটিগুলি তাহাদের কার্য্য কেবলমাত্র বাজেটের প্রস্তাবগুলিতেই সীমিত রাখে না, অর্থসংক্রান্ত নানা বিষয়েই তাহাদের মতামত ব্যক্ত করে, যথা কর আদায়ের অধিক কার্য্যকরী পদ্ধতির প্রস্তাব, বাজেট রচনায় বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব, সরকারচালিত সংস্থাগুলিতে ব্যয়বহুলতা রোধের প্রস্তাব ইত্যাদি। এগুলি সাধারণত: আইনের মাধ্যমে কার্য্যকরী করা হয়।

উপরোক্ত স্থায়ী কমিটিগুলি ছাড়া সংবিধানের 50 ও 51 নং ধারায় উভয় কক্ষেই অন্য তিনটি কমিটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এগুলি হইল Credentials Committee বা সদস্যদের যোগ্যতা পরীক্ষা কমিটি, Investigations Commission বা তথ্যানুসন্ধান সংক্রান্ত কমিশন ও Audit Commission বা হিসাব পরীক্ষা সংক্রান্ত কমিশন। ইহাদের মধ্যে প্রথমটির গঠন আবশ্যিক, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি প্রয়োজন বোধে গঠিত হইয়া থাকে। প্রথমটির কার্য্য হইল সংশ্লিষ্ট কক্ষের সদস্যদের নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখা। কমিটি পরীক্ষা করিয়া বিরূপ রিপোর্ট দিলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ উক্ত সদস্যের নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া দিতে পারে। অন্য দুটি কমিশন গঠিত হইলে সকল সরকারী কর্ম্মচারী ও প্রতিষ্ঠানরা ইহাদের প্রয়োজন মত সমস্ত তথ্য, নথিপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করিতে বাধ্য।

এছাড়াও সময় সময় বিশেষ বিশেষ বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য বিশেষ কমিটি (Special Committees) গঠন করা হইয়া থাকে। যেমন বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর লোকদের চলাচল সংক্রান্ত ও কৃষির উপর করধার্য্য করার জন্য আইনের খসড়া বিশেষ কমিটির নিকট পাঠান হইয়াছিল।

সোভিয়েট সংবিধানিক ব্যবস্থায় সুপ্রীম সোভিয়েটের স্থান নিরূপণ ও উহার ভূমিকা :

উপরে সুপ্রীম সোভিয়েটের সংগঠন, ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী, কার্য্য পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ভাষাতেও এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়, কেননা ইহাকে "রাষ্ট্রশক্তির

"সর্ব্বোচ্চ সংস্থা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সংবিধানের সুপ্রীম সোভিয়েটকেই আইনপ্রণয়ন ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী করা হইয়াছে। কিন্তু এসবই তত্ত্বের কথা, ব্রিটেনেরই মত এবিষয়ে তত্ত্ব ও বাস্তবে কিছুটা পার্থক্য দেখা দিয়াছে। তাহার একটি কারণ হইল সুপ্রীম সোভিয়েটের অতি বৃহৎ আয়তন ক্ষমতা যথাযথ ব্যবহারের পক্ষে অনুকূল নয়, তাছাড়া উহার অধিবেশন হয় বছরে মাত্র দুবার তাও প্রতিবার মাত্র 7।8 দিনের জন্য। এই অল্পসময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের মত বিচিত্র ও বিশাল দেশের বহুমুখী সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবিলা করা সুপ্রীম সোভিয়েটের পক্ষে খুবই দুষ্কর। আইনের প্রস্তাব প্রধানতঃ মন্ত্রীসংসদ হইতেই উপস্থাপিত হয় এবং সোভিয়েটের বিভিন্ন কমিটিতে আলোচনার পর সংশোধনী প্রস্তাবসহ সুপ্রীম সোভিয়েটে আসে এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের ভূমিকা দাঁড়ায় সেগুলির অনুমোদন দান। আইন প্রণয়নে ইহার অবদান বাস্তবে খুবই সামান্য। সংবিধানে সুপ্রীম সোভিয়েটকে যে একমাত্র আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে বলা হইয়াছে আসলে সেটাও ঠিক নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিকাংশ আইনই এখন প্রেসিডিয়ামের বিধির (decree) আকারেই চালু হয়। আবার কিছু কিছু আইন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক যুগ্মভাবে গৃহীত "সিদ্ধান্ত" (decisions) বা আদেশ (order) আকারে প্রবর্ত্তিত হয়। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে এগুলি সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুমোদন সাপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়াই এগুলি কার্য্যকরী হয়। সুতরাং যদিও এগুলিকে 'আদেশ' বা 'সিদ্ধান্ত' বলা হয় আইন হইতে ইহাদের কোন মৌলিক প্রভেদ নাই, এবং যদিই কোন প্রভেদ করা হয় সেটাও অর্থহীন হইয়া পড়ে যখন স্মরণ করা হয়, কি প্রেসিডিয়াম, কি সুপ্রীম সোভিয়েট, এমন কি সংবিধানও কমুউনিষ্ট পার্টির ক্ষমতার অধীন এবং সকল প্রকার ক্ষমতার উৎস হইল পার্টি বা পার্টির নেতৃত্ব। তাছাড়া সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিকসংখ্যক সদস্যই পার্টির সভ্য এবং অরিশিষ্টরাও পার্টির কার্য্যক্রমে বিশ্বাসী; সুতরাং সুপ্রীম সোভিয়েটের পক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির কার্য্যক্রম বিরোধী কোন আইন পাশ করা সম্ভব নয়। আবার প্রেসিডিয়াম ও মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণও পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হন। সুতরাং এই সংস্থাগুলি পার্টি ও সুপ্রীম সোভিয়েটের মধ্যে কোন বিরোধের বিশেষ সম্ভাবনা নাই। সকলেরই শক্তির মূল উৎস হইল পার্টি এবং পার্টিই সকলকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও সর্ব্বহারাদের একনায়কত্ব কায়েম করিবার

কাজে সংহত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম সোভিয়েটের "রাষ্ট্রশক্তির সর্ব্বোচ্চ সংস্থা" এই আখ্যার বিশেষ কোন তাৎপর্য্য নাই। তবে সুপ্রীম সোভিয়েটের যে কোন সার্থকতা নাই একথা বলা যায় না। সুপ্রীম সোভিয়েট মন্ত্রীপরিষদ, সুপ্রীম কোর্ট, প্রেসিডিয়াম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে এবং অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রেসিডিয়াম ও মন্ত্রীপরিষদ সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট দায়িত্বশীল, যদিও এই দায়িত্ব সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভার দায়িত্বের মত নয়। কেননা এখানে কোন বিরোধীদল না থাকাতে সোভিয়েটে বিরুদ্ধ আলোচনা বা ভোটের ফলে মন্ত্রীপরিষদের পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। উভয় সংস্থাই সুপ্রীম সোভিয়েটের সঙ্গে একদলভুক্ত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে নীতিগত বিরোধের সম্ভাবনাও নাই। তবে সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্যগণ মূলনীতির প্রয়োগে প্রশাসনের ব্যর্থতা লইয়া সমালোচনা করিয়া থাকে এবং তাহাতে আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সহায়তা করে। সুপ্রীম সোভিয়েট নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনারও একটি মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বিভিন্ন জাতির মানুষ আসিয়া সমবেত হয়, যাহাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা ও দৃষ্টিভঙ্গীও বিভিন্ন। অনেক সময় এই সকল সদস্য আলোচ্য বিষয়ে কিছু নূতন আলোকপাত করিতে পারে। ইহার ফলে মন্ত্রীপরিষদ বা প্রেসিডিয়াম তাঁহাদের কর্ম্মসূচীতে বা প্রস্তাবিত বিলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও করিয়া থাকে কিন্তু তাহা খুটিনাটি ব্যাপারে এবং মূল নীতির কাঠামোর মধ্যে। মৌল-নীতিগুলি নির্দ্ধারিত হয় পার্টির নেতৃত্বের আওতায় এবং এগুলির পরিবর্ত্তন বা বিরোধিতা করা সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্য বা মন্ত্রীপরিষদ বা প্রেসিডিয়াম সকলেরই এক্তিয়ারের বাহিরে। তথাপি একথা সত্য যে সুপ্রীম সোভিয়েটে যে আলোচনা বা সমালোচনা হয় তাহার যথেষ্ট শিক্ষামূলক ও উদ্দীপনা-সৃষ্টি কারক মূল্য আছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া যেমন নিজেদের বক্তব্যও রাখেন কর্ত্তৃপক্ষের অবগতির জন্য, রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে সমাজতন্ত্রবাদ রূপায়ণের কর্ম্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং যে সাফল্য অর্জ্জিত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ সদস্যদের নিকট উপস্থিত করেন এবং প্রেস, বেতার প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার করেন। সদস্যগণ সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগতির এইসব বার্ত্তা ও নেতাদের বাণী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহন করিয়া থাকেন ও সাধারণ মানুষ ইহাতে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন। এটা সুপ্রীম সোভিয়েটের কম গুরুত্বপূর্ণ অবদান নয়।

সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডিয়ামের স্থান :

প্রেসিডিয়ামের গঠন, ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইল তাহা বিশ্লেষণ করিলে সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় এই সংস্থাটির অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। দেশের সমস্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগে দৈনন্দিন ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বলা যায়। সুপ্রীম সোভিয়েটের বিপুল আয়তন ও বৎসরে মাত্র দুবার স্বল্পকালস্থায়ী অধিবেশনের কথা স্মরণ রাখিলে এই সংস্থাটির একান্ত প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। প্রেসিডিয়াম দুই শ্রেণীর ক্ষমতার অধিকারী। প্রথমতঃ সংবিধানে যেগুলি একান্তভাবে ইহার উপর অর্পিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে সব ক্ষমতা সংবিধানে সুপ্রীম সোভিয়েটে ন্যস্ত হইয়াছে এবং সেগুলি সোভিয়েটের অধিবেশন স্থগিত থাকা কালে (এবং সেটা বছরের অধিকাংশ সময়ই) প্রেসিডিয়ামে বর্ত্তায়। উল্লেখ করা যাইতে পারে প্রেসিডিয়াম সারা বছরই সক্রিয় থাকে। কাজেই কার্য্যতঃ ইহাই সুপ্রীম সোভিয়েটের স্থলাভিষিক্ত। যদিও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতার ব্যবহার সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুমোদনসাপেক্ষ সেটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক, যেহেতু প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিয়েটেরও নেতৃস্থানীয় সভ্য এবং পার্টিতেও তাঁহারা নেতৃস্থানীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রেসিডিয়ামের দুই প্রকারের অর্ডিন্যান্স রচনা করার ক্ষমতা আছে, যেগুলিকে বলা হয় ডিক্রি (decree)। প্রথমটি নিজ ক্ষমতাবলে, দ্বিতীয়টি সুপ্রীম সোভিয়েটের ক্ষমতাক্রমে ও উহার অধিবেশন না চলা কালে রচিত ও উহার অনুমোদন সাপেক্ষে। কিন্তু অনুমোদনের পূর্ব্বেই এগুলি কার্য্যকর হয়, অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়াই। অনুমোদন অবধারিত বলিয়াই ধরা হয়। এগুলি দেশের আইন হিসাবেই প্রচলিত। এ স্থলে প্রেসিডিয়াম আইন বিভাগীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সুপ্রীম সোভিয়েট কোন আইন পাশ করিলে উহাতে প্রেসিডিয়ামের সম্পাদক ও সভাপতির স্বাক্ষর লাগে এবং স্বাক্ষরসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার সহিত ব্রিটেনে বিলে রাজার স্বাক্ষরদানের অনেকটা সাদৃশ্য আছে কিন্তু রাজার ন্যায় ইঁহাদের ভিটো প্রদানের বা স্বাক্ষর দিতে অসম্মতি জ্ঞাপনের ক্ষমতা নাই। আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের আইনের ব্যাখ্যা করার যে ক্ষমতা ইহাকে সংবিধানে দেওয়া হইয়াছে সেটাকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা বলা যায়। ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা বিচার বিভাগে ন্যস্ত। কিন্তু ইহার মুখ্য ভূমিকা হইল শাসন বিভাগীয় ও রাষ্ট্র প্রধানের। অন্যান্য দেশে এক ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সোভিয়েট

সংবিধানে এরূপ একক রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যবস্থা নাই। অন্যত্র রাষ্ট্রপ্রধানের যে সমস্ত ক্ষমতা—যেমন মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত, বিধানসভা আহ্বান বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ, যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণা, আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা, পররাষ্ট্রে দেশের দূত নিয়োগ, বিদেশের দূতদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষমতাই এখানে যৌথ সভাপতিমণ্ডলী বা প্রেসিডিয়ামে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার সিদ্ধান্ত বা নির্দ্দেশ সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুমোদনসাপেক্ষ, কিন্তু আগেই বলা হইয়াছে সেটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। এমন কি সংবিধান অনুসারে সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট প্রেসিডিয়ামের সকল কাজের জন্য যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহাও শুধু কাগজে কলমে। আসলে প্রেসিডিয়ামই সুপ্রীম সোভিয়েটকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ পর্যন্ত এমন কখনও ঘটে নাই যে প্রেসিডিয়াম যাহা করিয়াছে সুপ্রীম সোভিয়েট তাহা অনুমোদন করে নাই। অপরপক্ষে সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বিরতিকালে মন্ত্রীপরিষদ ও অন্যান্য সংস্থা প্রেসিডিয়ামের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য। তখন প্রেসিডিয়াম নূতন মন্ত্রী নিয়োগ বা বরখাস্ত করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রেসিডিয়াম পশ্চিমী গণতন্ত্র গুলিতে ক্ষমতা বিভাজন নীতির যে প্রয়োগ দেখা যায় তাহার খণ্ডনের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শাসনব্যবস্থার সকল বিভাগের ক্ষমতাই অল্পবিস্তর এই সংস্থাটিতে ন্যস্ত এবং তাহা নিয়মিতভাবে ব্যবহারও হইয়া থাকে। শুধু দুইটি বিষয়ে ব্যতিক্রম দেখা যায়,—(1) প্রেসিডিয়াম এখনও পর্যন্ত কখনও সুপ্রীম সোভিয়েটকে ভাঙ্গিয়া দেয় নাই; (2) কখনও গণভোট অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ দেয় নাই। এক কথায় বলা যায় যে সংবিধানে সুপ্রীম সোভিয়েটকে রাষ্ট্রশক্তির সর্ব্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে কার্য্যতঃ সে সবই প্রেসিডিয়ামে হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রেসিডিয়ামের এই অনন্য ভূমিকার রহস্য হইল পার্টি, প্রেসিডিয়াম, সুপ্রীম সোভিয়েট ও মন্ত্রীপরিষদের পরস্পরের সহিত সংলগ্নতা। সোভিয়েট ইউনিয়নে পার্টিই হইল চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও মূল নীতি নির্দ্ধারণ পার্টিই করিয়া থাকে। সরকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে সেগুলি রূপায়িত করা হয় মাত্র। পার্টির পরিচালকরাই আবার সরকারের উপযুক্ত সব গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। আগেই বলা হইয়াছে পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রায়ই এই সব সংস্থারও সভ্য নির্ব্বাচিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় লেনিন, ষ্ট্যালিন, ক্রুশ্চেভ ইঁহারা সকলেই কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক হিসাবেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন,

পরে মন্ত্রীপরিষদের সভাপতি ও প্রেসিডিয়ামের সভ্য হিসাবে সরকারেও নেতৃত্ব করেন। ইঁহাদের উপস্থিতি পার্টি ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে। একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে সোভিয়েট ইউনিয়নে পার্টিই সরকার, দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। পার্টির মাধ্যমে সকল সরকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন হয় বলিয়াই ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কখনও কোন বিরোধ বা সংঘর্ষের সুযোগ হয় না।

প্রেসিডিয়ামের গঠন ও কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইহা এক অনন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়া আছে। সংবিধানের ভাষায় ইউ, এস্, এস্, আর এ রাষ্ট্রশক্তির সর্ব্বোচ্চ সংস্থা হইল সুপ্রীম সোভিয়েট। বৎসরে মাত্র দুইবার ইহার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অন্যদিকে ইহার দুই কক্ষের মিলিত সদস্যসংখ্যা প্রায় দেড় হাজারের মত। স্বভাবতঃই বিরাটসংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট এই সংস্থার পক্ষে নিয়মিত বৈঠক করা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তুলনামূলকভাবে ছোট 37 জন সদস্যবিশিষ্ট প্রেসিডিয়ামের পক্ষে দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে প্রেসিডিয়াম দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনায়, বিশেষতঃ দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম চালান ব্যাপারে উহার স্রষ্টাকর্ত্তা সুপ্রীম সোভিয়েট অপেক্ষা অধিক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কি আভ্যন্তরীণ কি বৈদেশিক সম্পর্ক বা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি-নির্দ্ধারণ পার্টিই করিয়া থাকে। সেজন্য প্রেসিডিয়ামসহ সকল সরকারী সংস্থার ভূমিকা সীমিত ক্ষেত্রে নিবদ্ধ। ডঃ ফাইনার খুব সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করিয়াছেন,—"ঘটনা ও আইনের দিক দিয়া বিচার করিলে প্রেসিডিয়ামকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বক্ষণের সরকার বলিয়া অভিহিত করিতে হয়"।* বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েটের বহু ক্ষমতাকে প্রয়োগ করিয়া থাকে। একজন লেখক সঙ্গতভাবেই বলিয়াছেন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে প্রেসিডিয়ামের তুলনীয় কোন সংস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রপ্রধানের বহু দায়িত্বই এই সংস্থা পালন করিয়া থাকে। সুতরাং সব দিক বিচার করিলে প্রেসিডিয়াম যে এক অভিনব সৃষ্টি সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

---

* "The Presidium is the continuous government of the Soviet Union in fact as well as law." Dr. H. Finer.

প্রেসিডিয়ামের সভাপতি :

প্রেসিডিয়াম সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে উহার সভাপতি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রেসিডিয়ামকে "যৌথ রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী" বলিয়া বর্ণনা করা হয়, কেননা অন্যান্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন সোভিয়েট ইউনিয়নে সেগুলি এই সংস্থায় বর্ত্তিয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি কার্য্য প্রেসিডিয়ামের সভাপতিকেই করিতে হয়। কেননা সেগুলি ঠিক যৌথভাবে করার উপযোগী নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষে বিল পাশ হইলে তিনি উহা স্বাক্ষর করিলে পর তবে ইহা আইন বলিয়া ঘোষিত হয়; অনুরূপভাবে প্রেসিডিয়াম যে সব বিধি (decrees) প্রণয়ন করে সেগুলিও কার্য্যকর করিতে তিনিই স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। তিনিই বিদেশের রাষ্ট্রদূত বা পদস্থ ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা করেন (receives), বিদেশে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতগণ তাঁহার স্বাক্ষরিত পরিচয়পত্র সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট পেশ করেন। অন্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের সহিত বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে পত্র বিনিময় তিনিই করিয়া থাকেন। প্রেসিডিয়ামের পক্ষ হইতে সোভিয়েট নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় সম্মানসূচক খেতাব, পদক ইত্যাদি তিনিই বিতরণ করেন বা অপরাধীদের দণ্ড মকুব তিনিই করিয়া থাকেন। এক কথায় অন্যান্য দেশে একক রাষ্ট্রপ্রধান যেসব কর্ত্তব্যপালন করেন এখানে প্রেসিডিয়ামের সভাপতিই সেসব করিয়া থাকেন। তবে এ সমস্তই তিনি প্রেসিডিয়ামের নামেই করেন। কিন্তু সংবিধানে বা দেশের কোন আইনে তাঁহাকে কোন বিশেষ ক্ষমতা বা মর্যাদা দেয় নাই। প্রেসিডিয়ামে তিনি অন্য সদস্যদের সহিত সমমর্যাদাসম্পন্ন। রাজনৈতিক দিক হইতেও তাঁহার কোন বিশেষ গুরুত্ব নাই। তবে তাঁহাকেই সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তিনি সাধারণতঃ পার্টিরও একজন বিশিষ্ট নেতা হইয়া থাকেন।

Suggested Readings

J. Towster : Op. cit., Ch. XI.
A. Y. Vyshinsky : Op. cit., Ch. V.
A. C. Kapur : Op. cit., Ch. IV.
Munro & Ayearst : Op. cit., Ch. XL.
L. Schapiro : Op. cit., Ch. VI.
Grigoryan & Dolgopolov : Op. cit., Ch. VI. sec. 5. pp. 266-267.

সপ্তম অধ্যায়

সোভিয়েট ইউনিয়ন মন্ত্রিপরিষদ

(Council of Ministers of U. S. S. R.)

প্রকৃতি ও অন্য দেশের মন্ত্রীপরিষদের সহিত তুলনা :

সোভিয়েট সংবিধানের 64 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তির সর্ব্বোচ্চ কার্য্যপালিকা ও প্রশাসনিক সংস্থা (the highest executive and administrative organ) হইল ইউ, এস্, এস্, আর মন্ত্রিপরিষদ। 1946 সনের পূর্ব্বে ইহাকে বলা হইত জনগণের কমিশারদের পরিষদ (Council of the Peoples' Commissars); কিন্তু ঐ বৎসরের মার্চ্চ মাস হইতে ইহার বর্ত্তমান নামকরণ হয় পশ্চিমী রাষ্ট্রদের ধাঁচে। ইহাকেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকার বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং ইহাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রশাসন যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়। সোভিয়েট মন্ত্রিপরিষদের গঠন এবং উহার কর্ম্মপদ্ধতি নানা দিক দিয়া অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে বেশ কিছু ভিন্ন প্রকারের। ব্রিটেন, ভারত বা অন্য অনেক দেশের মন্ত্রিপরিষদের সহিত ইহার আপাতঃ দৃষ্টিতে কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও আসলে ইহার প্রকৃতি ভিন্ন ধরণের। অন্যান্য দেশে মন্ত্রিপরিষদকে রাষ্ট্রপ্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত করিয়া থাকে। তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট মন্ত্রিসভা তাহাদের কাজকর্ম্মের জন্য দায়ী থাকে, অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, এবং সংসদের নিকট যৌথভাবে তাঁহারা দায়ী থাকেন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংস্থা সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষ মিলিতভাবে উহার প্রথম অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদ নিযুক্ত করিয়া থাকে। সংবিধানের 65 নং ধারা অনুসারে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশনকালে উহার নিকট দায়ী থাকে এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বিরতিকালে প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকিবে।

সুপ্রীম সোভিয়েট ও প্রেসিডিয়ামের সহিত সম্পর্ক :

সুপ্রীম সোভিয়েট বা উহার প্রেসিডিয়ামের কাছে উহার দায়িত্ব এবং সুপ্রীম সোভিয়েট কর্ত্তৃক উহার গঠন শুধু কাগজে কলমেই। আসলে

মন্ত্রিপরিষদকে পার্টি প্রেসিডিয়াম মনোনীত করে এবং ইহার দায়িত্বও পার্টির নিকট। সংবিধানের ভাষায় ইহাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মপালিকা সংস্থা বলিয়া উল্লেখ করিলেও আসলে তাহা সত্য নয়। পার্টি উহাকে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে দেয় না। মন্ত্রি-পরিষদের সভাপতি যাঁহাকে সাধারণতঃ 'প্রধানমন্ত্রী' বলা হয়, তাঁহার ভূমিকাও পশ্চিমী সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীর মত গুরুত্বপূর্ণ নয়,—দৃষ্টান্তস্বরূপ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী তাঁহার নিজের পছন্দমত অন্য মন্ত্রীদের নির্ব্বাচিত করিতে পারেন না বা তাঁহার সহিত মতের অমিল হইলে তাহাদের পদত্যাগ দাবি করিতে পারেন না। এসব ব্যাপারে এবং সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পার্টিই সর্ব্বেসর্ব্বা। তবে একমাত্র সুরাহা এই যে মন্ত্রীপরিষদের প্রথম সারির সদস্যরা এবং প্রধানমন্ত্রীও অবশ্যই পার্টি নেতৃত্ব হইতে মনোনীত হন। কাজেই এই পরিস্থিতি বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে না। এমন কখনও ঘটে নাই যে মন্ত্রীপরিষদ যাহা করিয়াছে সুপ্রীম সোভিয়েট তাহা অনুমোদন করে নাই। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটকে সব সময় বিরোধী পক্ষের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় এবং তাহার সদুত্তর দিতে হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে মন্ত্রীপরিষদের এ সমস্যা নাই, কেননা এখানে কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক পার্টির অস্তিত্ব নাই। কে মন্ত্রী হইবে বা কে কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হইবে এবং কতদিন মন্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত থাকিবে সবই পার্টি নেতৃত্বের সহিত তাঁহার সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। আর একটি ব্যাপারে সংসদীয় গণতন্ত্রের মন্ত্রিসভার সহিত আপাতঃ দৃষ্টিতে মিল থাকিলেও আসলে তাহা নাই,—সেটি হইল সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্যদের কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদের উদ্দেশ্যে তথ্য আহরণ করার জন্য প্রশ্ন করার অধিকার। সংবিধানের 71 নং ধারায় বলা হইয়াছে সোভিয়েট সরকার অথবা কোন মন্ত্রী সুপ্রীম সোভিয়েটের কোন সদস্যের নিকট হইতে কোন প্রশ্ন পাইলে তাঁহাকে অনধিক তিন দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কক্ষে উহার মৌখিক বা লিখিত উত্তর দিতে হইবে। সংসদীয় ব্যবস্থায় এই অধিকারটিও মন্ত্রীদের দায়িত্ব কার্য্যকরী করার একটা উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়। এখানে কিন্তু সেরকম কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। প্রশাসনিক ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আর একটি বিষয়ে অন্ততঃ ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সহিত সোভিয়েট মন্ত্রিপরিষদের পার্থক্য দেখা যায়। তাহা হইলে ব্রিটেনে রাজনীতিবিদ্‌দের (Politicians) মধ্য হইতেই মন্ত্রীদের বাছাই করা হয়, বিশেষ বিশেষ

দপ্তরের কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের জন্য নয়, যেমন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে পেশাদার সৈনিক হইতে হয় না, বা বাণিজ্যমন্ত্রীকে পেশাদার বণিক হইতে হয় না, বা শিক্ষামন্ত্রীকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ হইতে হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়নে কিন্তু বিভিন্ন দপ্তরের ভার দপ্তরসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের দক্ষতার ভিত্তিতেই মন্ত্রীদের মধ্যে বণ্টিত হইয়া থাকে। সোভিয়েট মন্ত্রি-পরিষদের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অধ্যাপক ডেরেক স্কট মন্তব্য করিয়াছেন,—'অধিকাংশই বিশেষজ্ঞ; কারখানা পরিচালনার মধ্য দিয়াই তাঁহাদের এই পদোন্নতি ঘটিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে তাঁহাদের পদের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও কদাচিৎ তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্তি হইতে সরিয়া আসেন।"*

সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহা দুই প্রকারের মন্ত্রী লইয়া গঠিত। ব্রিটেনের মন্ত্রীসভায়ও দুই প্রকারের মন্ত্রী দেখা যায়,—দপ্তরভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও দপ্তরহীন মন্ত্রী, শেষোক্ত অবশ্য খুবই কমসংখ্যক। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে মন্ত্রীদের শ্রেণীবিভাগ অন্য প্রকারের। এখানে দুই প্রকারের মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রক (ministries) আছে—সারা ইউনিয়ন (All-Union) মন্ত্রক ও ইউনিয়ন রিপাব্লিক (Union Republic) মন্ত্রক। প্রথম শ্রেণী সারা ইউনিয়নের এলাকায় প্রত্যক্ষভাবে বা তাহাদেরই নিয়োজিত সংস্থার মাধ্যমে কার্য্যকর হয়। ইহাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বলা হয় সারা-ইউনিয়ন মন্ত্রী (All-Union Ministers)। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে প্রেসিডিয়াম কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, এছাড়া সংশ্লিষ্ট সারা ইউনিয়ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাজ করে। এগুলির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বলা হয় ইউনিয়ন রিপাব্লিক মন্ত্রী (Union Republic Ministers)। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রণালয় (Ministry) সমগ্র জাতির স্বার্থজড়িত বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে এবং ইহার এক্তিয়ার সমগ্র ইউনিয়ন এলাকায় ব্যাপ্ত। অপর পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মক্ষেত্র সারা ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপাব্লিক উভয়ের যুগ্ম এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়সমূহ। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা নাই। দুই শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই রদবদল হইয়া থাকে। আবার সোভিয়েট রাষ্ট্রের ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্ম্মতৎপরতা হেতু

---

* "Most are specialists, rising through factory management changing their designations from time to time, but rarely straying far from the range of business in which thev have made their careers".

"Russian Political Institutions" by Perek J. Scott. p, 117

বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরী সংস্থা উহারা পরিচালনা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কিছু সারা-ইউনিয়ন মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন আবার অন্যগুলি ইউনিয়ন রিপাব্লিক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন। অন্য কোন্ দেশে মন্ত্রী বা মন্ত্রণালয়ের এরূপ বিভাগ দেখা যায় না।

গঠন: মন্ত্রীপরিষদের গঠন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ ইহাতে বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য থাকে। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন মন্ত্রীপরিষদের সভাপতি, (Chairman of the U. S. S. R. Council of Ministers) যিনি প্রধানমন্ত্রী বলিয়া অভিহিত। ইঁহার পর কয়েকজন "প্রথম উপসভাপতি" (First Vice-Chairmen of the U.S.S.R. Council of Ministers), তাহার পর (সাধারণ) উপ-সভাপতিগণ (Vice-Chairmen of the U.S.S.R. Council of Ministers), তারপর 'ইউ, এস, এস্, আর' এর বিভিন্ন মন্ত্রকের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ—সমগ্র ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপাব্লিক। উল্লেখ করা যাইতে পারে যদিও প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীগণ অধিক প্রভাবশালী ও মর্যাদা-সম্পন্ন হইয়া থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন কোন মন্ত্রী যেমন পররাষ্ট্র দপ্তর, প্রতিরক্ষা দপ্তর, অর্থদপ্তর, বিচারবিভাগীয় দপ্তর প্রভৃতির মন্ত্রীগণ কোন অংশে অন্যদের অপেক্ষা কম প্রভাবশালী নন। এছাড়া থাকেন মন্ত্রীপরিষদের বহু কমিটির সভাপতিগণ। এই কমিটিগুলি সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের সাক্ষ্য বহন করে। সোভিয়েট রাষ্ট্র জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সর্ব্বাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে এই সমস্ত কমিটির মাধ্যমে এবং ইহাদের সভাপতিগণ স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রীপরিষদে আসন পান। এজন্য মন্ত্রীপরিষদের আয়তন খুবই বৃহৎ হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের কর্ম্মকাণ্ড ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকায় ইহার আয়তন ক্রমবর্দ্ধমান। 1953 সালে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহার সভ্যসংখ্যা 50 এর উর্দ্ধে ছিল, তাহার পর মন্ত্রকগুলির পুনর্বিন্যাসের ফলে এবং কয়েকটি মন্ত্রককে এক একজন মন্ত্রীর অধীনে দেওয়ায় বর্ত্তমানে সংখ্যা প্রায় 30 দাঁড়াইয়াছে। এ ছাড়া পরিষদের কিছু সদস্য আছেন যাঁহাদের ভোট দেবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন, যেমন বিজ্ঞান একাডেমি, অর্থনৈতিক কাউন্সিল বা রাষ্ট্রিয় সালিশী কমিশনের প্রতিনিধিগণ। এ ছাড়া ইউনিয়ন রিপাব্লিক মন্ত্রিপরিষদগুলির সভাপতিরা পদাধিকারবলে ইউনিয়ন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হন। ইহাতে যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনকার্যক্রমের সমন্বয় বিধান সম্ভব হয়।

ইউনিয়ন মন্ত্রিপরিষদের বর্ত্তমান কাঠামো সংবিধানের 70 নং ধারায় নিম্নলিখিত পদাধিকারীদের লইয়া গঠিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে :—

(1) ইউ, এস্, এস্, আর মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি, (2) উক্ত পরিষদের প্রথম উপসভাপতিগণ, (3) উহার উপসভাপতিগণ, (4) ইউনিয়নের মন্ত্রীগণ, (5) মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির (State Planning Committee) সভাপতি, (6) মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রীয় গৃহনির্ম্মাণ কমিটির (State Building Committee) সভাপতি, (7) মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রীয় মালমশলা ও কারিগরি দক্ষতা জোগান সংক্রান্ত কমিটির (State Committee for Material and Technical Supply) সভাপতি, (8) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিটির (Peoples' Control Committee) সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিষদের নিম্নোক্ত রাষ্ট্রীয় কমিটি-গুলির সভাপতিবৃন্দ, (9) শ্রম ও মজুরী সংক্রান্ত কমিটি, (10) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটি, (11) মূল্য নির্দ্ধারণ কমিটি, (12) দ্রব্যমান নির্ণয় কমিটি (Standards Committee), (13) বৃত্তিগত শিক্ষাসংক্রান্ত কমিটি, (14) বেতার ও টেলিভিশন সংক্রান্ত কমিটি, (15) বনসম্পদ কমিটি, (16) বৈদেশিক অর্থনৈতিক সংক্রান্ত কমিটি, (17) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিটি, নিম্নোক্ত বোর্ডগুলির সভাপতিরাও ইউনিয়ন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হন, (18) খামার সমূহের জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ও সার জোগানের জন্য গঠিত ইউনিয়ন মন্ত্রীপরিষদের বোর্ড, (19) ইউ, এস্, এস্, আর রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক বোর্ড, (20) ইউনিয়ন মন্ত্রিপরিষদের অধীন কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বোর্ড (Central Statistical Board)। উপযুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সংযোগী প্রজাতন্ত্রসমূহের মন্ত্রিপরিষদগুলির সভাপতিবৃন্দও পদাধিকার বলে সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভ্য হন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মন্ত্রকগুলির মধ্যে কতকগুলি সমগ্র ইউনিয়ন—যেমন আকাশযান শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, নৌবহর, যুদ্ধোপকরণ, রেলওয়ে, জাহাজনির্ম্মাণ, পরিবহন ইত্যাদি সংক্রান্ত মন্ত্রকসমূহ এবং কতকগুলি ইউনিয়ন রিপাব্লিক মন্ত্রক—যেমন আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, যুদ্ধ, অর্থ, উচ্চশিক্ষা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বৈদেশিক সম্পর্ক, জনস্বাস্থ্য, খাদ্যশিল্প, বিচারবিভাগ, রাষ্ট্রীয় খামার প্রভৃতি সংক্রান্ত মন্ত্রকগুলি।* ইউনিয়ন রিপাব্লিক মন্ত্রকগুলির কার্য্য হইল জাতীয়

* দুইজাতীয় মন্ত্রকগুলির বিস্তারিত তালিকা সংবিধানের 77 এবং 78 নং ধারায় বিবৃত হইয়াছে।

অর্থনীতি ও সমগ্র ইউনিয়নের স্বার্থজড়িত প্রশাসনিক বিষয় যেগুলি কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন ইউনিয়ন রিপাব্লিকের মন্ত্রকগুলির মাধ্যমে চালানই বাঞ্ছনীয় সেগুলি পরিচালনা করা এবং এমনভাবে করা যে এইসব ক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের কার্য্যকলাপ সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের ব্যাপক কর্ম্মসূচির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। এইসব মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের ভূমিকা বহুলাংশে সংযোগরক্ষাকারীর। ইউনিয়ন রিপাব্লিক মন্ত্রকের সংখ্যা 1936 সন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে প্রায় 20তে দাঁড়াইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে ইহার কয়েকজন সদস্য অন্যদের অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী। তাঁহারা হইলেন পার্টি প্রেসিডিয়ামেরও সভ্য। যেহেতু পার্টি প্রেসিডিয়ামই সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার ও মৌলনীতি রচনাকারী তাঁহারাই কার্য্যতঃ মন্ত্রিপরিষদ সমেত রাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থা পরিচালনা করেন। তাঁহারা যাহা সিদ্ধান্ত করেন অন্যেরা তাহাই অনুমোদন করে। 66 নং ধারা অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ চলতি আইনের ভিত্তিতে উহার সিদ্ধান্ত ও আদেশসমূহ জারি করিবে এবং সেগুলি কার্য্যকর হইতেছে কিনা লক্ষ করিবে। 67 নং ধারায় বলা হইয়াছে ঐসব সিদ্ধান্ত ও আদেশগুলি সমগ্র ইউনিয়নের এলাকায় বাধ্যতামূলক হইবে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী :

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্ব্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রশক্তির অন্যান্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থাগুলির সহিত মিলিত-ভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ইহার বিশেষ ক্ষমতাগুলি সংবিধানের 68 নং ধারায় নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

(1) সমগ্র ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপাব্লিক মন্ত্রকগুলির, ইউনিয়ন মন্ত্রি-পরিষদের রাষ্ট্রীয় কমিটিসমূহ ও উহার অধীনস্থ অন্যান্য সংস্থার কার্য্য পরিচালনা ও সমন্বয় বিধান করা ;

(2) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণ ও রাষ্ট্রের বাজেটকে কার্য্যকরী করার জন্য এবং দেশের মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(3) দেশে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা ;

(4) পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণ তদারকি করা ;

(5) দেশের সৈন্যবাহিনীসংগঠন নির্দ্ধারণ ও প্রতি বছর কতজন নাগরিককে সক্রিয় সামরিকবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হইবে তাহা নির্ণয় করা ;

(6) অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রতিরক্ষার সুষ্ঠুব্যবস্থাপনার জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় কমিটি সৃষ্টি করা বা প্রয়োজনবোধে ইউনিয়ন মন্ত্রিপরিষদের অধীনে বিশেষ কমিটি, কমিশন বা বোর্ড স্থাপন করা।

উপরে বর্ণিত ইউনিয়ন মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কর্ম্মকাণ্ডের বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উহা বিন্যস্ত,—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তো বটেই।

সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রীরা নিজেদের দায়িত্বে সমগ্র মন্ত্রিপরিষদের আদেশ বা সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং সমগ্র ইউনিয়নের চলতি আইনের ভিত্তিতে নিজ নিজ মন্ত্রকের এক্তিয়ারের গণ্ডীর মধ্যে আদেশ ও সুপারিশ জারি করিতে পারে, কিন্তু প্রায়ই এগুলি তাহাদের মন্ত্রিপরিষদের অবগতির জন্য পাঠাইতে হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ এগুলির মধ্যে অভিপ্রেত আদেশ ও সুপারিশগুলি প্রত্যাহার করিয়া লয়, শুধু মন্ত্রীদেরই নয়, অন্যান্য সংস্থারও অভিপ্রেত কার্য্য নাকচ করিতে পারে। অপর পক্ষে সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামও অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিষদের আদেশাদি নাকচ করিতে পারে। সংবিধানের 65 নং ধারা অনুসারে এই মন্ত্রিপরিষদ ইহার কার্য্যকলাপের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট দায়ী এবং জবাবদিহি করিতে বাধ্য ও সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বিরতিকালে উহার প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকে। অন্যান্য দেশের মন্ত্রিসভার ন্যায় এখানেও প্রত্যেক মন্ত্রীর দুটি ভিন্ন ভূমিকা দেখা যায়, প্রথম এককভাবে, দ্বিতীয়, সমগ্র মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে যৌথভাবে। যৌথভাবে মন্ত্রিসভা যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বা আদেশ জারি করে এককভাবে প্রতিটি মন্ত্রীকে তাহার গণ্ডীর মধ্যেই কাজ করিতে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 1953 সনে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট মন্ত্রিপরিষদের একটি প্রেসিডিয়াম গঠিত হয়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলির সময়মত রূপায়ণের উদ্দেশ্যে। ইহার সদস্যরা হইলেন, মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি বা প্রধানমন্ত্রী, প্রথম উপসভাপতিগণ এবং উপসভাপতিগণ। কাজের সুবিধার জন্য এই প্রেসিডিয়ামও কয়েকটি কমিশন গঠন করেন। ইহাদের মধ্যে অন্যতম হইল দৈনন্দিন কার্য্যের কমিশন (Commission on Current Business)

যাহার কাজ হইল যে সব প্রশাসনিক ব্যাপার প্রত্যহ সরকারের বিবেচনার জন্য আসে সেগুলি লইয়া প্রাথমিক বিচার বিবেচনা করা।

মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি :

এখন মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি প্রসঙ্গতঃ যাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, যাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী বলিয়া সাধারণতঃ অভিহিত করা হয় তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কেননা মন্ত্রিপরিষদের অন্য সদস্যগণ বা সাধারণ মন্ত্রীদের হইতে তাঁহার অবস্থান ও মর্যাদা স্বতন্ত্র। মন্ত্রীরা নিজ নিজ মন্ত্রক পরিচালনা করেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের আইনের এবং মন্ত্রিপরিষদের নির্দ্দেশের আওতায়। মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাদের কার্য্যকলাপ প্রয়োজন বোধে বাতিল করিয়া থাকে। পরিষদের সভাপতি বা প্রধানমন্ত্রী এই সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। অবশ্য ইহার সঠিক পরিমাণ নির্ভর করে ঐ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্বের উপর এবং বিশেষ করিয়া পার্টিতে তাঁহার প্রভাবের উপর। লেনিন, ষ্ট্যালিন বা খ্রুশ্চেভ তাহার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং পরেও ষ্ট্যালিন সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রায় একনায়কত্ব চালাইয়া যান। আবার রাইকভ যিনি 1924 হইতে 1930 সন পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন পার্টির কোপে পড়িয়া দেশদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণ হারান। বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন বর্ত্তমান রাষ্ট্রের নেতৃত্বের অন্যতম হইলেও ব্রেজনেভের সমকক্ষ নন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সহিত সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর তুলনা করিলে দেখা যাইবে মন্ত্রিপরিষদে তাঁহাদের অবস্থান অনেকটা একই রকমের। অন্যান্য মন্ত্রীর ভাগ্য বহুলাংশেই প্রধানমন্ত্রীর আনুকূল্যের উপর নির্ভর করে এবং মন্ত্রিপরিষদের পরিচালনা তাঁহারাই প্রধানতঃ করিয়া থাকেন। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে সকল রাষ্ট্রশক্তির মূল উৎস হইল কমিউনিষ্টপার্টি, অন্যসকল সংস্থা বা পদাধিকারীগণ পার্টির আজ্ঞাবহ এবং সকলেরই স্থল পার্টির নিম্নে। অন্যকোন দেশে পার্টির এরূপ সর্ব্বাত্মক আধিপত্য নাই, কাজেই সেখানে পদের উপর পদাধিকারীর গুরুত্ব অনেক পরিমাণে নির্ভর করে যে কথা সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে খাটে না। অবশ্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা পার্টির নেতৃত্ব হইতে মনোনীত হইয়া থাকেন। কাজেই তাঁহাদের কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন শাসকদলের (ইহা বিভিন্ন দলের অন্যতম) একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হইলেও তাঁহার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা প্রধানতঃ পদের গুরুত্ব

হইতেই আসে, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর কিন্তু দেশের একমাত্র স্বীকৃত দলে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান হইতেই প্রধানত: আসে।

পরিশেষে সোভিয়েট মন্ত্রীপরিষদের আর একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীদের আইনসভার সদস্যপদ বাধ্যতামূলক বলা যায়। আইনসভার নিকটই তাঁহারা তাঁহাদের কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকেন। আইনসভার সদস্যপদ না থাকিলে তাঁহাদের সীমিত কালের মধ্যে মন্ত্রিসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু সোভিয়েট সংবিধানে এই ধরণের কোন নিয়ম নাই। ফলে সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্য না হইয়াও কেহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হইতে পারে। এরূপ মন্ত্রী যে কোন কক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন। অধ্যাপক ডেরেক্ স্কট উল্লেখ করিয়াছেন যে 1954 সালে মন্ত্রিপরিষদের প্রায় 30 জনের অধিক সদস্য সুপ্রীম সোভিয়েটের কোন কক্ষের সদস্য-ছিলেন না। 1962 সনের মন্ত্রিপরিষদে এই ধরণের মন্ত্রীদের সংখ্যা ছিল 11।*

Suggested Readings

Ogg & Zink : Op. cit. Ch. XXXIX, pp. 861—866.
A. C. Kapur : Op. cit., Ch. V
Harper & Thompson : Op. cit., Ch VIII & X
J. Towster : Op. cit., Ch. XI.
L. Schapiro : Op. cit., Ch. VI.
Grigoryan & Dolgopolov : Op cit., Ch. VI-Sec. 6
V, M. Chkhikvadze : Op. cit., Ch. III,

---

* Derek Scott, 'Russian Political Institutions', P. 119.

অষ্টম অধ্যায়

সোভিয়েট বিচারব্যবস্থা—আদালতসমূহ ও প্রকিউরেটরের দপ্তর

(Judicial System of the U.S.S.R.—Courts and the office of the Procurator-General)

আইনের সোভিয়েট ধারণা :

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা আলোচনার পূর্ব্বে আইন সম্বন্ধে সোভিয়েট রাজনীতিবিদ্দের ধারণা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার, কেননা ইহা আইনের প্রচলিত ধারণা হইতে কিছুটা পৃথক। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কস্ লেনিনীয় ধারণা হইতেই ইহার উৎপত্তি। মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র হইল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য একটি দমনমূলক যন্ত্র এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে আইন হইল সমাজের একমাত্র প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠী ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য হাতিয়ার মাত্র। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে আইন যেভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে মার্কস্ এবং এঙ্গেল্স্ উভয়েই সে সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বুর্জোয়া আইন ব্যবস্থায় বহুল প্রশংসিত 'আইনের চক্ষে সাম্যের' নীতি বৈষম্যেরই নামান্তর। কারণ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দরিদ্র শ্রেণীর আদালতে ব্যয়বহুল মামলা চালাইবার সঙ্গতি থাকে না। এছাড়া বিচারকরা সাধারণতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় সম্পত্তির মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিই তাঁহাদের আনুকূল্য থাকে এবং যে আইনের ভিত্তিতে তাঁহারা রায় দিয়া থাকেন সে আইনও ঐ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় রচিত। আইন যে কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ও বিশ্বন্যায়বিচারেরই প্রতিফলন সোভিয়েট আইনবিজ্ঞান এই ধারণা স্বীকার করে না। ইহার মতে আইন হইল রাষ্ট্রের মধ্যে জীবনধারার বৈষয়িক চরিত্রেরই অভিব্যক্তি এবং শ্রেণীভিত্তিক সমাজে ইহা শাসকশ্রেণীরই ইচ্ছামাত্র। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেহেতু শ্রমিকরাই শাসক শ্রেণী আইন সর্ব্বহারাদের রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ স্বরূপ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের হাতিয়ার। যখন রাষ্ট্র শেষপর্য্যন্ত লোপ পাইবে তখন আইনেরও অন্তর্ধান ঘটিবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পর্যন্ত ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক

সমাজ গঠনের জন্য সোভিয়েট আইনকে জোরদার ও দৃঢ় করার প্রয়োজন থাকিবে। সর্ব্বহারাদের একনায়কত্বের ইহা নীতিগত হাতিয়ার। লেনিনের ভাষায় "আইন হইল একটি রাজনৈতিক কর্ম্মব্যবস্থা, আইন রাজনীতিই" ("Law is a Political measure, Law is Politics"—Lenin)। সোভিয়েট ধারণা অনুসারে আইন সর্ব্বসময়ই একটি কর্ম্মপন্থার হাতিয়ার যাহাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য সম্প্রসারিত হয়।

সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার ইতিবৃত্ত :

জারতন্ত্রের আইনের সহিত সোভিয়েট ধারণার সম্পূর্ণ অমিলের কারণে নভেম্বর বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই জারের আমলের বিভিন্ন বিষয়ের সমস্ত আইন ও আদালতসমূহ নাকচ করা হয়। কেননা লেনিন ও তাঁহার সহকারীগণ এগুলিকে ঐ আমলের সমস্ত অন্যায় অবিচারের প্রতীক্ মনে করিয়াছিলেন। প্রাক্তন আদালতগুলির স্থলে জনতার আদালত (Peoples' Courts) স্থাপিত হইল এবং তাহাদের বলা হইল জনগণের ইচ্ছা, সাধারণ জ্ঞান ও অন্যান্য ব্যবহারিক চিন্তার ভিত্তিতে সকল মামলার নিষ্পত্তি করিতে। পূর্ব্ব আমলের আদালতের কোন সিদ্ধান্তের নজির উল্লেখ করা বা পূর্ব্বের আইন অনুসারে সিদ্ধান্ত করা নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল এই ব্যবস্থায় অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে এবং যে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক আইনের প্রয়োজন হইতেছে। 1920 সনের পর হইতে আইনের নূতন ও পুরাতন ধারণার মিশ্রনে বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি আচরণবিধির সঙ্কলন (Codes) রচিত হইল—যেমন শ্রমসংক্রান্ত বিধি-সঙ্কলন (Labour Code), পারিবারিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধিসঙ্কলন (Domestic Relations Code), দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধিসঙ্কলন (Civil Code and Criminal Code)। এগুলি রুশ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে (R S.F.S.R.) আইনের আকারে গৃহীত হয়। কিন্তু অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তনের ফলে এগুলি অচিরেই অকার্য্যকর হইয়া পড়িল ; তাছাড়া পূর্ব্ব আমলের ধারণার সহিত আপস করার ফলে অনেক নেতাই এগুলিকে সুনজরে দেখেন নাই। সেজন্য 1936 সনে নূতন সংবিধানের খসড়া রচনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করা হয় যে সমস্ত আইন জাতীয় ভিত্তিতে এমন ভাবে ঢালিয়া সাজিতে হইবে যে সেগুলি যেন সাম্যবাদের নীতি সম্বলিত হয়। এই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বর্ত্তমান সোভিয়েট বিচারব্যবস্থা স্থাপিত হয়।

নূতন সংবিধানে বিচারব্যবস্থা :

1938 সনে গৃহীত একটি আইনে দেশের বিচারব্যবস্থায় নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় ঐ আইনে সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়। ঐ আইনে বলা হইয়াছে যে "সোভিয়েট আদালতগুলির কর্ত্তব্য হইল নাগরিকদের পিতৃভূমি এবং সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগের মনোভাবে দীক্ষিত করা, যাহাতে তাহারা নিখুঁত ও অবিচলিতভাবে সোভিয়েট আইন পালন করিতে, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষায়, শ্রমসংক্রান্ত নিয়মশৃঙ্খলা ও সততার সহিত রাষ্ট্রের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে এবং রাষ্ট্রের নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব উদ্বুদ্ধ হইতে পারে।"* লেনিন ও ষ্ট্যালিন সোভিয়েট আদালতগুলির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, একদিকে সমাজতন্ত্রের ও জনগণের শত্রুদের, দেশদ্রোহীদের, গুপ্তচর, অন্তর্ঘাতক ও নাশকতামূলক কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দমনের জন্য, অন্যদিকে সোভিয়েট ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের জন্য ও মেহনতি মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নিয়মনিষ্ঠা প্রোথিত করার জন্যই আদালতগুলির প্রয়োজন। লক্ষ করা যায় যে এগুলি নাগরিকদের পালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়াও সংবিধানে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এক কথায় বলা যায় আদালতগুলির উদ্দেশ্য হইল নাগরিকগণ যাহাতে ঠিকমত তাহাদের কর্ত্তব্যগুলি পালন করে তাহা তদারকি করা এবং এই কার্য্যে প্রকিউরেটরের দপ্তরের বিশেষ ভূমিকা আছে। পরে সেসম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য :

এখন আমরা সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ বিভিন্ন স্তরের আদালতেই বিচারকগণ নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। যেমন সর্ব্বোচ্চ কেন্দ্রীয় আদালত সুপ্রীম-কোর্টের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিশেষ আদালতগুলির, ইউনিয়ন রিপাব্লিক, স্বয়ংশাসিত

* "It is the duty of the Soviet Courts to educate the citizens of the U.S.S.R. in a spirit of devotion to the fatherland ('rodine') and to the csuse of Socialism in the spirit of an exact and unfaltering performance of Soviet laws, careful attitude towards Socialist property labour discipline, honest fulfilment of state and public duties, respect towards the rules of the Commonwealth." ["Quoted in A. C. Kapur : Select Constitutions", (1963) 'the Governmet of U.S.S R. P.', 536]

(autonomous) রিপাব্লিকের সুপ্রীমকোর্টগুলির বিচারপতিরা নিজ নিজ সুপ্রীম সোভিয়েট কর্ত্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। আবার নিম্নতর আঞ্চলিক আদালতগুলির বিচারকগণ নিজ নিজ স্থানীয় সোভিয়েট কর্ত্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। আবার সর্ব্বনিম্ন আদালত—জনতার আদালতের বিচারকগণ—জেলার সকল অধিবাসীদের দ্বারা তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। উল্লেখ করা যাইতে পারে সাধারণতঃ পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে বিচারকদের নির্ব্বাচন করা হয় না, রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসনবিভাগ কর্ত্তৃক বিচারকরা নিযুক্ত হন এবং কোন গুরুতর অপরাধ ছাড়া তাঁহারা অবসরের নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত কাজে বহাল থাকেন এবং গুরুতর অপরাধে তাঁহাদের অপসারণের পদ্ধতি অতীব জটিল ও দুষ্কর করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ অন্য দেশের ন্যায় সোভিয়েট বিচারব্যবস্থা সরকারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ নয়। ইহা অর্থমন্ত্রক, শিক্ষামন্ত্রক প্রভৃতির ন্যায় প্রশাসনের অঙ্গবিশেষ। বিচারসংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্মধারা আদালতগুলি প্রকিউরেটর জেনারেলের (অন্য দেশের এ্যাটর্নি জেনারেলের সামিল) সহযোগিতায় পরিচালনা করিয়া থাকে। বিচারালয়ের কার্য্য বিচারকার্য্য পরিচালনা এবং প্রকিউরেটরের কার্য্য বিচারকার্য্য পরিচালনার সুষ্ঠু তদারকি করা। এই দুটি বিষয়ই যে সংবিধানের একটি অধ্যায়েই (9ম অধ্যায়) লিখিত হইয়াছে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ। ইহার অর্থ হইল সংবিধান প্রণেতারা দুইটি ক্রিয়ারই একই উদ্দেশ্য ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। সোভিয়েট সংবিধানিক আইনের দুইজন যুগ্মভাষ্যকার* তাঁহাদের গ্রন্থে এসম্পর্কে বলিয়াছেন,—"সোভিয়েট আদালতগুলি ও প্রকিউরেটরের দপ্তরের উদ্দেশ্য হইল নিম্নোক্ত জিনিষগুলির লঙ্ঘন প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা—

(1) ইউ, এস, এস, আর এর সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি যাহা ইউ, এস্, এস্, আর ও অঙ্গরাজ্যগুলির সংবিধানবলীতে সম্বলিত হইয়াছে ;

(2) নাগরিকদের যে সমস্ত রাজনৈতিক, শ্রমসংক্রান্ত ও অন্যান্য ব্যক্তিগত অধিকারগুলির ব্যবস্থা উপরোক্ত সংবিধানগুলিতে করা হইয়াছে ;

(3) বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যৌথখামার, সমবায় প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার ও আইন দ্বারা রক্ষিত স্বার্থসমূহ।

---

* L. Grigoryan & Y. Dalgopolov, op. cit. Ch, VI, pp. 313-14.

আদালতগুলি ও প্রকিউরেটরের দপ্তরের কার্য্য হইল আইনভঙ্গের সকল প্রকার অপরাধ খুঁজিয়া বাহির করা ও দূর করা। ইহারা অপরাধীদের বিরুদ্ধে শুধু মামলাই রুজু করে না, তাহাদিগকে সংশোধন করিতেও চেষ্টা করে।"

তৃতীয়তঃ যদিও বিচারব্যবস্থা অনেকটা বিকেন্দ্রীকৃত, সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে একই দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি চালু আছে। সোভিয়েট বিচারকগণ শুধু আইনের অধীন, অন্য কোন সরকারী সংস্থার অধীন নন (112 নং ধারা)। রাষ্ট্রশক্তির অন্য কোন সংস্থার আদালতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার অথবা উহার সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করিবার এক্তিয়ার নাই। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যেহেতু অন্যান্য সকল সরকারী সংস্থার মতই বিচারকগণের নিয়োগেও শেষ পর্যন্ত পার্টির তথা পার্টির নেতৃবৃন্দেরই হাত, বিচারকদের সম্পূর্ণ স্বাধীন বলা যায় না। বিশেষতঃ ষ্ট্যালিনের আমলে দেখা গিয়াছে যে কোন লোককে মতপার্থক্যের সন্দেহে তিনি "জনগণের শত্রু" ("enemy of people") বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অপরাধের জন্য বিনা বিচারেই কঠোর নির্যাতন ভোগ করিতে হইত, যেহেতু তিনিই তখন রাশিয়ার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এরূপ অবস্থায় বিচারকদের স্বাধীনতা অলীক ও অবাস্তব হইয়া যায়।

চতুর্থতঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নে বিচারব্যবস্থার কাঠামো কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন স্তরের অঙ্গরাজ্যগুলিতে সর্ব্বত্র একই প্রকার এবং আদালতের কাছে সকল নাগরিকই সমান আচরণ পাইয়া থাকে। জাতি, বর্ণ, সামাজিক উৎপত্তি বা পেশাগত মর্যাদার পার্থক্য হেতু কেহই কোন বিশেষ সুযোগ পায় না। বিচারব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে 'ইউ, এস্, এস্, আর' এর সুপ্রীম কোর্ট। ইউনিয়ন রিপাব্লিকের সুপ্রীম কোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বনিম্ন জনতার আদালত পর্যন্ত সকল আদালতের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শেষ আপীল এই আদালতেই আসে এবং ইহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং তাহা সারা ইউনিয়নে আইনের মর্যাদা পায়।

পঞ্চমতঃ নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সোভিয়েট রাষ্ট্রে আদালত ও প্রকিউরেটরের বিশেষ ভূমিকা আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সংবিধানের 127 নং ধারা অনুসারে আদালতের আদেশ অথবা প্রকিউরেটরের অনুমোদন ছাড়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করা চলে না। তাছাড়া খুব বিশেষ ক্ষেত্রে কোন আইনের বলে ছাড়া কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকাশ্য আদালতে বিচার হইতে বঞ্চিত হয় না। অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই বা কৌঁসিলির সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার

পাইয়া থাকে। বিচার কার্য্য আঞ্চলিক ভাষায় পরিচালিত হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ ভাষায় না জানিলে একজন দোভাষীর ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

ষষ্ঠতঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতিটি আদালত গঠিত হয় বিচারক ও জনগণের সহবিচারকদের (Assessor) লইয়া। এ্যাসেসররা অবিশেষজ্ঞ বিচারক হইলেও কিন্তু জুরর (Juror) নন। তাঁহারা পুরাপুরি বিচারকই বটে কিন্তু অস্থায়ী বিচারক। বিভিন্ন স্তরের আদালতেই ইঁহারা স্থায়ী বিচারকদের সহযোগিতা করেন। সাধারণতঃ আদিম (original) বিচারের ক্ষেত্রে দুইজন এ্যাসেসর ও একজন স্থায়ী বিচারক যিনি সভাপতির কাজ করেন ইঁহাদের লইয়া আদালত গঠিত হয়। আপীল বিচারের ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক বিচারক থাকে। সোভিয়েট বিচার-ব্যবস্থায় ব্রিটেনের ও অনেক দেশের মত জুরিপ্রথা নাই। স্থায়ী বিচারক-গণ ও এ্যাসেসরগণ একভাবেই এবং একই মেয়াদের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন এবং উভয়কেই বরখাস্ত (Recall) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগকারী সংস্থা অপসারণ করিতে পারে। বিচারকদের তাঁহাদের মেয়াদকালে নিয়মিতভাবে কাজ করিতে হয়, কিন্তু এ্যাসেসরা সাধারণতঃ বৎসরে 10 দিন কাজ করে। তবে মামলাটি ঐ সময়ের মধ্যে শেষ না হইলে কাজের সময়সীমা বাড়ান প্রয়োজন হয়; এই সময়ের জন্য বেতনাদি তিনি তাঁহার কর্ম্মস্থল হইতেই পাইয়া থাকেন। বিচারক ও এ্যাসেসরদের বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা দায়ের হইতে পারে। নিম্নস্তরের আদালতগুলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন রিপাব্লিকের প্রেসিডিয়ামের অনুমোদনক্রমে জেলা প্রকিউরেটর এই মামলা দায়ের করেন এবং ইউনিয়ন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক ও এ্যাসেসরদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়ামের অনুমোদনক্রমে 'ইউ, এস, এস্, আর' এর প্রকিউরেটর-জেনারেল এই মামলা দায়ের করেন।

সপ্তমতঃ, সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের ন্যায় কোন সুপ্রীম কোর্ট বা অন্য কোন আদালতেরই সংবিধানের ধারা ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা নাই। একমাত্র কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়ামকে ও ইউনিয়ন রিপাব্লিকের ক্ষেত্রে সেখানকার প্রেসিডিয়ামকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এছাড়া কোন সুপ্রীম কোর্টেরই বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার (judicial review) ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক পাশ করা কোন আইন সংবিধান বিরুদ্ধ কিনা এই প্রশ্ন বিচার করিবার

এবং সংবিধান বিরুদ্ধ বিবেচিত হইলে আইনটি অবৈধ ঘোষণা করিবার ক্ষমতা সোভিয়েট সুপ্রীম কোর্টের নাই। কারণ সুপ্রীম সোভিয়েটকে চূড়ান্ত সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সংস্থা বলিয়া গণ্য করা হয়।

বিচারব্যবস্থার বিন্যাস :

এখন আমরা সোভিয়েট বিচার ব্যবস্থার বিন্যাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'ইউ, এস্, এস্, আর' এর সুপ্রীম কোর্ট বিচারব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। সোভিয়েট ইউনিয়নে এইটিই একমাত্র নিয়মমাফিক আদালত যাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কয়েকটি সংস্থাও পরোক্ষভাবে বিচার-বিভাগীয় কাজের সহিত লিপ্ত থাকে। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্য সব আদালত অঙ্গরাজ্য ইউনিয়ন রিপাব্লিক ও তাহার নিম্নে অন্যান্য আঞ্চলিক বিভাগগুলির। 1936 সালের ষ্ট্যালিন সংবিধান গৃহীত হইবার পূর্ব্বেও সুপ্রীম কোর্টের অস্তিত্ব ছিল। নূতন সংবিধানের 104 এবং 105 নং ধারায় সাধারণভাবে ইহার গঠন ও কার্য্যক্রম বর্ণিত হইয়াছে। এছাড়া ইহার সংগঠন ও এক্তিয়ারের বিস্তারিত বিবরণ 1938 সালের (16ই আগষ্ট) একটি আইনে বিবৃত হইয়াছে। আদালতগুলি ও প্রকিউরেটরের দপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে 1955 ও 1958 সালের দুইটি আইনের 2 নং ধারায় (1955 Statute on Supervisory powers of the Procurator's Office (art 2) and 1958 Fundamentals of Legislation on the Judicial system of the U. S. S. R. and the Union and Autonomous Republics (Art. 2)। সংবিধানের 104 নং ধারায় বলা হইয়াছে 'ইউ, এস্, এস্, আর' এর সুপ্রীম কোর্ট সর্ব্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় সংস্থা হইবে। ইউ, এস, এস, আর ও ইউনিয়ন রিপাব্লিকসমূহের যাবতীয় বিচারবিভাগীয় সংস্থাগুলির বিচারসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের উপর আইন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে তদারকি ক্ষমতা উহাতেই ন্যস্ত থাকিবে। 105 নং ধারায় বলা হইয়াছে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোভিয়েট দ্বারা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবে এবং উহাতে ইউনিয়ন রিপাব্লিকের সুপ্রীম কোর্টগুলির সভাপতিবৃন্দ পদাধিকারবলে সদস্য থাকিবেন। সংবিধানে যদিও সুপ্রীম সোভিয়েটকেই বিচারকদের নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে আসলে কিন্তু তাঁহাদের পার্টির নেতৃত্বই মনোনীত করিয়া থাকে। নিম্নস্তরের বিভাগগুলিতে আদালতগুলি

একই পদ্ধতিতে গঠিত হয়। যেমন ইউনিয়ন রিপাব্লিকের সুপ্রীম কোর্ট উহার সুপ্রীম সোভিয়েট কর্ত্তৃক, স্বয়ংশাসিত (autonomous) রিপাব্লিকের সুপ্রীম কোর্ট উহার সুপ্রীম সোভিয়েট কর্ত্তৃক এবং টেরিটরিগুলি (Territories), অঞ্চলগুলি (Region), প্রধান প্রধান শহর (major cities), স্বয়ংশাসিত অঞ্চল (Autonomous Regions) ও জাতীয় এলাকাগুলির (National Areas) আদালতগুলি নিজ নিজ সোভিয়েট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। ফৌজী আদালতগুলির (Military Tribunals) সভাপতি, উপসভাপতি ও সদস্যগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়াম কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। যে কোন সোভিয়েট নাগরিক অন্যূন 25 বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে এবং ভোটাধিকারী হইলে বিচারক বা এ্যাসেসর নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য এবং সেনাবাহিনীতে কর্ম্মরত কোন নাগরিক যে কোন বয়সেই ফৌজী আদালতে এ্যাসেসর নির্ব্বাচিত হইতে পারে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়,—(1) একজন সভাপতি, (2) একজন উপসভাপতি, (3) কিছুসংখ্যক সাধারণ বিচারপতি, (4) 25 জন জনগণের এ্যাসেসর বা অবিশেষজ্ঞ সহ বিচারপতি। সাধারণ বিচারপতির সংখ্যা সময় সময় পরিবর্ত্তিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 1938 সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল 45 ; 1946 সালে এই সংখ্যা হয় 68। এ্যাসেসরগণ সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়াম কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, কিন্তু আসলে পার্টির নেতৃত্ব কর্ত্তৃক মনোনীত। কোন কায়েমী স্বার্থের প্রভাব নিরসণ করিবার জন্যই ইঁহাদের নিয়োগ। সাধারণ বিচারপতিদের পেশাদার আইনজীবী হইতে লওয়া হয় না, তবে সাধারণতঃ বিচারকের কাজে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা আছে এমন লোকদেরই লওয়া হয়। সুপ্রীম কোর্ট মামলার বিষয় অনুযায়ী পাঁচটি স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত,—(1) ফৌজদারী, (2) দেওয়ানী, (3) ফৌজী (military), (4) রেলরোডযান সংক্রান্ত ও (5) জলযান সংক্রান্ত। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যে কোন বিভাগে সভাপতিত্ব করিতে পারেন। তিনি যে কোন আদালত হইতে কোন মামলা সুপ্রীম কোর্টের পূর্ণ অধিবেশনে স্থানান্তরিত করিতে পারেন। বিভিন্ন বিভাগের অধিবেশন মস্কো ও অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশন সাধারণতঃ প্রকাশ্যেই হইয়া থাকে, বিশেষ ক্ষেত্রে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রীম কোর্ট মুখ্যতঃ আপীল আদালত। এখানে ইউনিয়ন রিপাব্লিকের সুপ্রীম কোর্ট হইতে আপীলের শুনানী হয়। আবার সারা ইউনিয়নের স্বার্থজড়িত বিষয় বা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিরোধ সংক্রান্ত বিষয় শুনানির জন্য ইহা আদিম (original) বিচারালয়ও বটে।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা :

(1) সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং ইউনিয়ন রিপাব্লিকসমূহের আদালত-গুলির কার্য্যাবলী তদারক করিয়া থাকে ;

(2) সুপ্রীম কোর্ট সুপ্রীম সোভিয়েটে আইন সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে ;

(3) বিচার বিষয়ে অন্যান্য আদালতকে নির্দ্দেশ দিয়া থাকে ;

(4) বিভিন্ন আদালতের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা সুপ্রীম কোর্ট করিয়া থাকে ;

(5) এই সর্ব্বোচ্চ আদালতের উপর মূল (original) এবং আপীল সংক্রান্ত (appellate) বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছে ;

(6) ইউনিয়ন রিপাব্লিক ও অন্যান্য রিপাব্লিকগুলির সর্ব্বোচ্চ আদালতগুলি এবং বিশেষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানি সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সুপ্রীম সোভিয়েট অথবা প্রেসিডিয়ামের নির্দ্দেশে সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি, সহ-সভাপতিবৃন্দ, সদস্যগণ এবং সহযোগী বিচারকগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ পদ হইতে অপসারণ করা যাইতে পারে।

সুপ্রীম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন (Plenum) হয় ইহার সভাপতি, উপসভাপতি, তিনটি বিভাগের সভাপতিগণ, 4 জন সাধারণ বিচারপতি, এবং ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্টগুলির সভাপতিদের লইয়া ; শেষোক্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন বটে তবে সদস্য হিসাবে নয়। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রকিউরেটর-জেনারেলের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। এই অধিবেশন প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার বসে। ইহা সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হয়। ইহা নিম্ন আদালতদের অভিযোগ বিচার বিবেচনা করে এবং আদালতের কার্য্যবিধি ও পদ্ধতি সম্পর্কীয় নির্দ্দেশ জারি করে যাহাতে সারা ইউনিয়নে একই নিয়ম চালু থাকে। তাছাড়া সময়ে সময়ে ইহা জটিল আইনের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে এবং অঙ্গরাজ্যদের শাসনকর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যকলাপের সমীক্ষাও করিয়া থাকে। সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন বিভাগের রায় বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকিউরেটর-জেনারেলের অথবা সুপ্রীম কোর্টের সভাপতির আপত্তির শুনানি এই অধিবেশনে হইয়া থাকে। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনই সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন বিভাগ গঠিত করে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া কয়েকটি

বিশেষ আদালতের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহারা হইল ফৌজী আদালত, রেলওয়ে ও জলযান সংক্রান্ত বিশেষ আদালত। ইহাদের এক্তিয়ার অপরাধের ধরণের উপর এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির মর্যাদার উপর নির্ভর করে। বিশেষ আদালতগুলিও সুপ্রীম সোভিয়েট কর্ত্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্ট :

ইউনিয়ন রিপাবলিকের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোচ্চ আদালত। ইহা রিপাবলিকের সমস্ত নিম্ন আদালতের তদারকি করে এবং প্রকিউরেটর-জেনারেল, অথবা কেন্দ্রীয় সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি বা নিজ সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি বা প্রকিউরেটরের নিকট প্রাপ্ত সকল অভিযোগ সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করে। এছাড়া অধস্তন সব আদালতের রায় হইতে আপীলের নিষ্পত্তি করিয়া থাকে এবং ইচ্ছা করিলে ঐ রায় খারিজ করিতে পারে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ মামলা এবং রিপাবলিকের সর্ব্বোচ্চ প্রশাসকগণ যেসব গুরুতর অপরাধে জড়িত হন তাহার বিচারও এই আদালত করিয়া থাকে।

স্বয়ংশাসিত রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্ট :

পরবর্ত্তী নিম্ন আদালত হইল স্বয়ংশাসিত রিপাবলিকের (Autonomous Republic) সুপ্রীম কোর্ট। ইহা অধস্তন আদালতগুলির বিচার-সংক্রান্ত কার্য্যাবলীর তদারকি করিয়া থাকে। যেসব ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার আইনে ইহাকে এক্তিয়ার দেওয়া হয় ইহা সেগুলি বিচার করে এবং অধস্তন আদালত হইতে আপীলেরও নিষ্পত্তি করে।

আঞ্চলিক আদালতসমূহ :

পরবর্ত্তী নিম্ন আদালতগুলি হইল বিভিন্ন নামের আঞ্চলিক আদালত। এগুলি হইল Autonomous Regions, National Areas, Territories, Regions, Areas ইত্যাদির আদালতগুলি। ইহাদেরও আদিম ও আপীল দুই প্রকারেরই এক্তিয়ার আছে। নিজ নিজ এলাকার নিম্ন আদালত অর্থাৎ জনতার আদালতগুলির রায়ের বিরুদ্ধে আপীল ইহাদের নিকট আসে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারের ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার প্রাথমিক বিচারও তাহারা করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই সব আদালতের বিচারকরা নিজ নিজ এলাকার মেহনতি মানুষদের প্রতিনিধি

সোভিয়েট কর্ত্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন এবং প্রয়োজনবোধে তাঁহারা বরখাস্তও (recall) হইতে পারেন।

জনতার আদালতসমূহ :

সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার সর্ব্বনিম্ন ধাপ ও মূল সংস্থা হইল জনতার আদালতগুলি। একজন বিচারক ও দুইজন এ্যাসেসর লইয়া এই আদালত গঠিত। বিচারক ও এ্যাসেসরগণ এলাকার সকল ভোটার কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন, অন্যান্য আদালতের ন্যায় পাঁচ বৎসরের জন্য নয়। ইঁহারাও প্রয়োজনবোধে বরখাস্ত (recall) সাপেক্ষ। ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় ক্ষেত্রেই এই আদালতের এক্তিয়ার থাকে, তবে ছোটখাট অপরাধের ক্ষেত্রেই ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের প্রাথমিক বিচারের এক্তিয়ার উর্দ্ধতন আদালতগুলিতে গুরুত্ব অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত বিভিন্ন আদালতে বর্ত্তায়। ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে মারামারি, নারী-ধর্ষন, চুরি, ডাকাতি, সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যে অবহেলা, বা ক্ষমতার অপব্যবহার, রাষ্ট্র নির্দ্দেশিত কর্ত্তব্যে অবহেলা প্রভৃতির অভিযোগ সম্বন্ধে ইহারা বিচার করে আর দেওয়ানী অপরাধের ক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত, শ্রমসংক্রান্ত নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রভৃতির ইহারা বিচার করিয়া থাকে।

প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তাঁহার দপ্তর :

সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার পরিদর্শন ও তদারকির ভারপ্রাপ্ত এই সংস্থার পর্যালোচনা না করিলে বিচারব্যবস্থার আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কেননা সোভিয়েট আদালতগুলি ও প্রকিউরেটর-জেনারেলের দপ্তর পরস্পরের পরিপূরক সংস্থা। প্রথমটির কার্য্য হইল বিচারকার্য্যের পরিচালনা ও আইনকে কার্য্যকরী করা ; দ্বিতীয়টির কার্য্য হইল ঐ কার্য্যের তদারকি করা ও দেখা যাহাতে কোন আইনভঙ্গকারী অপরাধী বিচার হইতে অব্যাহতি না পায় এবং নাগরিকদের অধিকার যথাযথ-ভাবে রক্ষিত হয় ও রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। উভয় প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত বিচারব্যবস্থা ফলপ্রসূ হইতে পারে না, কেননা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উভয়েরই উদ্দেশ্য একই। প্রকিউরেটর-জেনারেলের পদটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশের এ্যাটর্ণি জেনারেলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কিছুটা সাদৃশ্য

থাকিলেও উহারা অনুরূপ নয়। প্রকিউরেটর-জেনারেলের কার্য্য, ক্ষমতাবলী ও বিচারব্যবস্থায় তাঁহার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক। এই সব দিক হইতে পদটিকে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলা যায়। ঠিক এই ধরণের পদ এখনও পর্যন্ত কোথাও সৃষ্টি হয় নাই। ইঁহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব এতই বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক এবং তাঁহার অধীনস্থ অনুসন্ধানী সংস্থা এতই সর্ব্বব্যাপী যে তাঁহার দপ্তরকে রাষ্ট্রশক্তির একটি অচ্ছেদ্য বিশেষ অঙ্গ বলা যায়। এই পদটি সৃষ্টি করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সংবিধানের 113 নং ধারায় এইভাবে বিবৃত হইয়াছে।

"ইউ, এস্, এস্, আর" প্রকিউরেটর জেনারেল সকল মন্ত্রক ও উহাদের অধস্তন সকল প্রতিষ্ঠান, সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য নাগরিকদের যথাযথ আইন মানিয়া চলা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত তদারকি ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।" অর্থাৎ সোভিয়েট আইন যাহাতে রাষ্ট্রের সকলেই নিখুঁতভাবে পালন করিয়া চলে এবং আইন যাহাতে সম্যকভাবে কার্য্যকরী হয় তাহার তদারকি করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রকিউরেটর-জেনারেলে ন্যস্ত হইয়াছে। যাহারা আইনের মর্ম্ম অনুধাবন না করিয়া বা ইচ্ছাকৃত ভাবে নাশকতামূলক উদ্দেশ্যে আইন ভঙ্গ করে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিচারের জন্য সোপর্দ্দ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। এজন্য তাঁহার অধীনে একটি গুপ্ত অনুসন্ধানীদল নিযুক্ত আছে। তাহারা সর্ব্বত্র গোপনে ছড়াইয়া তাঁহার উপদেশমত কাজ করিয়া যায় ও তাঁহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। কোন প্রকার আইন বিচ্যুতি বা অপরাধের সন্দেহ হইল তাহারা তাঁহাকে সঙ্কেত করে এবং অনুসন্ধানের ফলে উহার কিছু ভিত্তি পাইলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন।

দেখা গিয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত বিচারে এইসব ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হয় এবং অপরাধীর সাজা হয়।

সংবিধানের 114 নং ধারায় বলা হইয়াছে প্রকিউরেটর-জেনারেল 7 বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোভিয়েট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ন্যায় এক্ষেত্রেও আনুষ্ঠানিকভাবে সুপ্রীম সোভিয়েট নিয়োগ করিলেও আসলে তাঁহার নিয়োগ পার্টি নেতৃত্বেরই হাতে। 115 নং ধারায় বলা হইয়াছে ইউনিয়ন রিপাবলিক, টেরিটরি, রিজয়ন স্বয়ংশাসিত রিপাবলিক ও রিজিয়নগুলিরও প্রকিউরেটরদের কেন্দ্রীয় প্রকিউরেটর-জেনারেল পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োগ করিবেন। 116 নং ধারা অনুসারে জাতীয় এলাকা (National Areas), জেলা (District) ও শহরগুলির (Towns) প্রকিউরেটরদের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন

রিপাবলিকের প্রকিউরেটর কেন্দ্রীয় প্রকিউরেটর জেনারেলের অনুমোদন সাপেক্ষে পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিবেন। এইসব প্রকিউরেটরের কার্য্যাবলী ও ক্ষমতা নিজ নিজ এলাকায় প্রকিউরেটর জেনারেলেরই অনুরূপ, কিন্তু তাঁহারা প্রকিউরেটর জেনারেলের কর্তৃত্বাধীন, যদিও তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির অধীন নন (117 নং ধারা)। প্রকিউরেটর জেনারেল নিজেও সুপ্রীম সোভিয়েট ছাড়া অন্য কাহারও এমন কি মন্ত্রিপরিদেরও অধীন নন। অবশ্য পার্টি ও পার্টি প্রেসিডিয়ামের তিনি অধীন। যেহেতু তাঁহার এক্তিয়ার সারা ইউনিয়নব্যাপী, নিম্নস্তরের আঞ্চলিক প্রকিউরেটরগণ তাঁহাদের সংস্থাসহ তাঁহারই কর্তৃত্বাধীন। তাঁহাদের সহযোগিতায় তিনি তাঁহার গুরু দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন।

প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তাঁহার দপ্তরের কার্য্যক্রম :

প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তাঁহার দপ্তরের কাজ আদালতগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির আদি হিসাবে এরূপ সম্পত্তির ক্ষেত্রে কাহারও অসাধুতা, নাশকতামূলক কার্য্য বা অপব্যবহারে সন্দেহের কারণ হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য হইল সে সম্বন্ধে পূর্ণ তদন্ত করা এবং দোষীকে বিচারের জন্য সোপর্দ্দ করা। সোভিয়েট বিরোধী অন্যান্য অনেক অপরাধ সম্বন্ধেও তাঁহার একই কর্ত্তব্য। সংবিধানে প্রদত্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার নাগরিকরা যাহাতে যথাযথভাবে ভোগ করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করার দায়িত্বও প্রকিউরেটর-জেনারেল এবং তাঁহার অধস্তন কর্ম্মীদের। প্রত্যেক নাগরিকেরই তাঁহাদের নানা অভিযোগ ইঁহাদের গোচরে আনার অধিকার আছে এবং তাঁহাদের অধিকার ও কর্ত্তব্য হইল সরকারী দপ্তর ও কর্ম্মচারীদের বেআইনী সিদ্ধান্ত ও কার্য্যের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করা। ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, পদমর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে বিচারের জন্য সোপর্দ্দ করা এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত চালান, সাক্ষ্যসাবুদ সংগ্রহ ইত্যাদি করাও ইঁহাদের কর্ত্তব্য। আদালত যখন বিচারকার্য্য চালায় প্রকিউরেটর সোভিয়েট রাষ্ট্রের নামে মামলা পরিচালনা করেন। বিচারের শেষে আদালত উহার রায় ও দণ্ডাজ্ঞা প্রকিউরেটরের হাতেই সমর্পন করে। প্রকিউরেটর উহা আইনসঙ্গত হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়া তবে কার্য্যকর করিবেন। তাঁহার মতে আইন সঙ্গত বিবেচিত না হইলে উহার বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন আদালতে আপীল রুজু করিবেন। এক কথায়

প্রকিউরেটর-জেনারেলের কার্য্য হইল সমাজতান্ত্রিক আইনানুগতার (Socialist legality) অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সংবিধান (113 নং ধারা) তাঁহার উপর সকল মন্ত্রক ও উহাদের অধীনস্থ সংস্থা-গুলি, সকল সরকারী কর্ম্মচারী ও অন্যান্য নাগরিকবৃন্দ কর্ত্তৃক যথাযথ-ভাবে আইন মানিয়া চলা নিশ্চিত করার চূড়ান্ত তদারকি ক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছে। এই ক্ষমতা এতই ব্যাপক ও সর্ব্বাত্মক যে প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তাঁহার দপ্তর সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী বলিয়া গণ্য হয়। কেননা সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা শুধু অধস্তন আদালতগুলির বিচারসংক্রান্ত কর্ম্মতৎপরতার তত্ত্বাবধানেই সীমাবদ্ধ। একমাত্র পার্টি ইহা অপেক্ষা শক্তিশালী।

Suggested Readings

Harper & Thompson : Op. cit., Ch. XII.
A. C. Kapur : Op. cit., pp. 535-542
A. S. Vyshinsky : Op cit., Ch. VIII.
L. Schapiro : Op. cit., Ch. VIII.
Grigoryan & Dolgopolov : Op. cit., Part I. Ch. 1., Part III, Ch. VI, Sec. 8.

নবম অধ্যায়

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা—কেন্দ্র-অঙ্গরাজ্য সম্পর্ক
(Soviet Federal System—Centre-Unit Relations)

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উৎপত্তি :

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি নভেম্বর বিপ্লবোত্তর যুগে বিপ্লবী বলশেভিক সরকারের একটি প্রধান সমস্যা দাঁড়াইল জারশাসিত রুশিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্ম্ম, বর্ণ, আচার ব্যবহার, ঐতিহ্য প্রভৃতিতে পৃথক বহু জাতি গোষ্ঠীকে মিলাইয়া এক জাতিতে পরিণত করিয়া উহার ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা ; কেননা পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন সদা বিবদমান কতকগুলি জাতি লইয়া শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নহে। সেজন্য লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিক নেতারা এমন একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সংকল্প করিলেন যে অঙ্গরাজ্যগুলি সর্ব্বাধিক আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভোগ করিবে অথচ রাষ্ট্রের ঐক্য ব্যাহত হইবে না, যাহাতে পৃথক পৃথক জাতিগোষ্ঠীগুলি তাহাদের নিজস্ব জাতীয় ভাবধারা ও রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াও একটি বৃহত্তর মহাজাতির অঙ্গ হিসাবে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও সহমর্মিতাবোধে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। তাহাদের একত্র মিলনের ভিত্তি প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল মার্ক্স লেনিনীয় মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে একটি শোষণহীন শ্রেণীহীন কেবলমাত্র সর্ব্বহারা শ্রমজীবীদের আধিপত্য সম্বলিত নূতন একটি সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জারতন্ত্রের উচ্ছেদের পর জারসাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত অংশগুলি পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে বলশেভিক নেতাদের পরিকল্পিত এই যুক্তরাষ্ট্রের নূতন আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা একে একে স্বেচ্ছায় বিভিন্ন সময়ে মূল সোভিয়েট রাষ্ট্রে যোগদান করে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূলগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য :

1924 সনের সংবিধানে কয়েকটি রাজ্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠিত হয়, 1936 সনের সংবিধানে উহা আরও সম্প্রসারিত হয়। সোভিয়েট নেতারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন রুশিয়ার মত বিশাল, বহুজাতি, বহুভাষাভাষী বহুকূলগত পৃথক মানবগোষ্ঠীর (Racial Groups) দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই উপযোগী এবং তাহাও প্রচলিত ধারার নয় ; এখানে

যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচ এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে এইসব বিবিধ জাতির বিশেষ স্বার্থ ও বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে উহাদের যতদূর সম্ভব অধিক স্বাতন্ত্র্য এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সৃজনী শক্তি বিকাশের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সৃজনীশক্তি বিকাশের সুযোগ কতটা কার্য্যকরী সে অন্য প্রশ্ন। কিন্তু উপরোক্ত উদ্দেশ্য লইয়াই বহুজাতি বিশিষ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর অঙ্গরাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চারটি প্রধানভাবে উল্লেখযোগ্য—(1) সংযোগী প্রজাতন্ত্র (Union Republics), (2) স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republics), (3) স্বয়ংশাসিত অঞ্চল (Autonomous Regions) ও (4) জাতীয় এলাকা (National Areas)। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ এবং প্রাথমিক অঙ্গ সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলি সাধারণভাবে জাতিভিত্তিক; কিন্তু এই অঙ্গরাজ্যগুলিতেও আবার একাধিক সংখ্যালঘু উপজাতি বা কুলগত গোষ্ঠী (Racial Groups) আছে। উহাদের লইয়া স্ব স্ব এলাকায় স্বয়ংশাসিত শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইয়াছে, তাহাদের নিজস্ব সংবিধান এবং স্ব স্ব প্রয়োজনমত শাসনব্যবস্থা গড়িতে দেওয়া হইয়াছে। ফলে মূল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকাগুলিতে সাংবিধানিক সূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে।

এগুলি সর্ব্বনিম্ন হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তর ইউ, এস, এস, আর পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরে পরস্পরের সহিত শৃঙ্খলিতভাবে বিন্যস্ত। এই দিক হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নকে কতকগুলি যুক্তরাষ্টের যুক্তরাষ্ট্র (Federation of federations) আখ্যা দেওয়া যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থায় রহিয়াছে 15টি সংযোগী প্রজাতন্ত্র (Union Republics), 20টি স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republics), 8টি স্বয়ংশাসিত অঞ্চল (Autonomous Regions) ও 10টি জাতীয় এলাকা (National Areas)।* ইহাদের

---

* সংবিধানের 13নং ধারায় সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির নিম্নোক্ত নাম উল্লেখ করা হইয়াছে;

(1) Russian Soviet Federative Socialist Republic,
(2) Ukrainian S. S. R.**
(3 Byeloru.sian S. S. R.

মাধ্যমে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের আইন প্রকাশিত হয় সংখ্যাগুরুর নিজস্ব ভাষায়, কোন কোন রাজ্যে আবার সংখ্যালঘুদের ভাষাতেও আইন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংখ্যা গুরুর ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যেই আদালতের কাজকর্ম সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয় ভাষাতেই সম্পাদিত হয়। এছাড়া মূল সংবিধানে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সীমানাগত পরিবর্ত্তন (Territorial Change) করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির সম্মতি ও স্বেচ্ছামূলক ঘোষণার ভিত্তিতেই করিতে হয়। এইসব ব্যবস্থাতেই বিবিধ ভাষা ও সংস্কৃতি বিশিষ্ট বহুজাতিগোষ্ঠীর মিলনে সোভিয়েট নেতৃবর্গের একটি নূতন ধাঁচের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টার সমর্থন পাওয়া যায়। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক হইয়া থাকে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সেগুলিতেও এককেন্দ্রিকতা ও যুক্তরাষ্ট্রীয়তার সংমিশ্রণ দেখা যায়।

---

(4) Uzbek S. S. R.
5) Kazakh S. S. R.
(6) Georgian S- S. R.
(7) Azerbaijan S. S. R.
(8) Lithuanian S. S. R.
(9) Moldavian S. S. R.
(10) Latvian S. S. R.
(11) Kirghiz S. S. R.
(12) Tajik S. S. R.
(13) Armenian S. S. R.
(14) Turkomen S. S. R.
(15) Estonian S. S. R.
** S. S. R.—Soviet Socialist Republic,

20টি স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের (Autonomous Republics) মধ্যে 16টি আর, এস, এফ, এস্, আর-এর অন্তর্গত, 2টি জর্জিয়ায়, একটি আজারবাইজানে ও আর একটি উজবেকিস্থানে।

8টী স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের (Autonomous Regions) মধ্যে 5টী আর, এস্, এফ, এস্, আর-এর অন্তর্গত, একটি জর্জিয়ায়, একটি আজারবাইজানে ও আর একটি তাজিক প্রজাতন্ত্রে। এগুলির অবস্থান (Status) ইউ, এস্, এস্, আর এর এবং যে সংযোগী প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত তাহার সংবিধানে বিবৃত।

সব জাতীয় এলাকাগুলিই (National Areas) সোভিয়েট ইউনিয়নের সুদূর উত্তর ও পূর্ব্বে আর, এস্, এফ্‌ এস্ আর-এর অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে অবস্থিত।

সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়। এখানে সেগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(1) সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সার্ব্বভৌমত্বের স্বীকৃতি :

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সোভিয়েট সংবিধান রচয়িতাগণের মতে সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি বহুজাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্র যাহার প্রত্যেকটি জাতির ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার বহুলাংশে পৃথক এবং ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি জাতিই জারতন্ত্রের পতনের পর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। পরে তাহারা আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নে যোগ দেয়। ষ্ট্যালিন সংবিধানে ইউ, এস, এস, আর কে 15টি সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের স্বেচ্ছাকৃত মিলনে এবং সকলের সমান অধিকার ভোগের ভিত্তিতে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (13 নং ধারা)। সোভিয়েট সংবিধানের 15নং ধারায় সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সার্ব্বভৌম ক্ষমতার (Sovereign Powers) সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। ব্যতিক্রম শুধু 14 নং ধারায় বর্ণিত ইউ, এস, এস, আর-এর এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি। অবশ্য এগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে এগুলি এতই ব্যাপক যে উহার আওতায় অঙ্গরাজ্যগুলির তথাকথিত সার্ব্বভৌমত্বের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট হইয়া থাকে না। ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে 17 নং ধারায় প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। 18ক ধারায় প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের বিদেশীরাষ্ট্রের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ও কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে ইউক্রেন ও বেলোরুশিয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হইয়াছে। 18খ ধারায় উহাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনী গঠনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এগুলির কোনটিই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রের ধারণার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই ধারণার প্রবক্তা অধ্যাপক ডাইসির উক্তি এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—"যুক্তরাষ্ট্র হইল এমন একটি রাজনৈতিক কৌশল যাহা দ্বারা জাতীয় ঐক্যের সহিত অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাধিকারের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস করা হয়।" ("Federation is a political contrivance intended to reconcile National unity with the maintenance of State rights") অর্থাৎ এখানে দুইটি বিপরীত ধর্ম্মী শক্তির মধ্যে একটা

ভারসাম্য স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। শক্তি দুইটি হইল গোটা রাষ্ট্রের ঐক্যরক্ষা ও উহার বিভিন্ন অঙ্গের নিজস্ব পৃথক সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার স্পৃহা। অধ্যাপক ডাইসি যুক্তরাষ্ট্রকে সফল ও সার্থক করিয়া তোলার অনুকূল অবস্থাগুলির মধ্যে একটি সর্ব্বপ্রধান অবস্থা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন এই যে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে সকলের মিলনে এক হইয়া থাকার বাসনা ও তাহার সাথে অঙ্গরাজ্যগুলির নিজস্ব সত্তা হারাইয়া না ফেলার আকাঙ্খা বর্ত্তমান থাকে। প্রথমটির উপর অতিমাত্রায় জোর দিলে যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে (Unitary) পরিণত হয়। আবার দ্বিতীয়টির উপর বেশী জোর দিলে উহা রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে (Confederation) পরিণত হয়। ঐতিহাসিক কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের উৎপত্তি। জারের সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েকটি জাতি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বলশেভিক নেতারা প্রথম দিকে বিশ্ব-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং তাহা মূর্ত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন বিশ্বব্যাপী সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির একটি যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে। পরে অবশ্য তাঁহারা ষ্ট্যালিনের মত অনুযায়ী "একটি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র" এই এই নীতি গ্রহণ করেন। রুশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণের বিশেষ কারণ হইল দেশের মধ্যে প্রতিবিপ্লবীদের এবং বাহিরে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার তাগিদ। একই মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও পৃথক সত্তা বজায় রাখার বিষয়ে আশ্বাস পাইয়াই স্বেচ্ছায় একটি যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হয়। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে এবং সংবিধানের ভাষায় সোভিয়েট ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। ইহার কারণ এখানে ক্ষমতার উৎস হইল একটিমাত্র রাজনৈতিক দল—'কমিউনিষ্ট পার্টি' যাহার কর্ত্তৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও একই পার্টির আধিপত্য থাকায় তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখার বিশেষ কোন তাগিদ নাই। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক হুয়্যার (Prof. Wheare) ষ্ট্যালিন সংবিধানকে বিশুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের একটি দৃষ্টান্ত মনে করেন না, তিনি ইহাকে আংশিক যুক্তরাষ্ট্র (Quasi federal) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(2) সংবিধানের চূড়ান্ত প্রাধান্যের অভাব :

যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানের আর একটি বিশেষত্ব হইল এই যে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানে বিশেষ মর্য্যাদা স্বীকৃত ও

সংবিধানই দেশের সর্ব্বোচ্চ আইন বলিয়া গৃহীত হয় যাহার সহিত অসঙ্গতি হইলে অন্য যে কোন আইন নাকচ হইয়া যায় এবং এইরূপ অসঙ্গতি সর্ব্বোচ্চ আদালতের বিচার্য। কিন্তু সোভিয়েট সংবিধান সম্বন্ধে একথা খাটে না। এখানে সংবিধানের এরূপ অলঙ্ঘনীয়তা নাই। এখানে সর্ব্বহারাদের একনায়কত্বই শীর্ষস্থানে অবস্থান করে এবং তাহাদের সরকারের কোন কার্য্য সংবিধান সম্মত কিনা এ প্রশ্নই কেহ তুলিতে পারে না। সরকার ইচ্ছা করিলে যে কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারে, সংবিধান তাহার অন্তরায় হইতে পারে না, বরং সেগুলি সংবিধানে সম্বলিত হইয়া থাকে। কাজের সুবিধার জন্য সরকার যে কোন সময় সংবিধান সংশোধন করিতে পারে। সংবিধান সর্ব্বহারাদের প্রয়োজন মিটাইবার যন্ত্র মাত্র।

(3) **আদালতের সংবিধান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার অভাব :**

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আদালতের ভূমিকাও কিছু স্বতন্ত্র। ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বোচ্চ আদালত সংবিধানের তথা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। সংবিধানের যে কোন ধারার সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয় এবং কেন্দ্র বা অঙ্গ-রাজ্যের বিধানমণ্ডলী প্রণীত কোন আইন এই ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে ঐ আইন বা আইনের সংশ্লিষ্ট অংশ অবৈধ বলিয়া নাকচ করিয়া দিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। সুপ্রীম কোর্টকে কেন্দ্র বা অঙ্গরাজ্যের আইনসভাগুলির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন করা হইয়াছে যাহাতে বিচারকগণ নিঃশঙ্কভাবে ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। সংবিধানের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহারা যে সব টিকা বা ভাষ্য করেন সেগুলি সংবিধানের অংশ বলিয়া গৃহীত হয় এবং এগুলি সংবিধান সম্প্রসারণ ও পরিবর্ত্তনের একটি মুখ্য উৎস বলিয়া গণ্য হয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সেখানে সংবিধানের ধারার ব্যাখ্যার ভার অর্পিত হইয়াছে সুপ্রীম সোভিয়েট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভাপতিমণ্ডলীর (প্রেসি-ডিয়াম) উপর এবং যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েটকে আইন প্রণয়ন করার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রীম সোভিয়েটের আইন অবৈধ ঘোষণা করার প্রশ্ন ওঠে না।

(4) **সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির স্বকীয়তা :**

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির ব্যাপারেও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিছু বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য প্রায় সকল যুক্তরাষ্ট্রেই

সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে অঙ্গরাজ্যগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহার কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে একটা চুক্তির (contract) মত মনে করা হয়, যাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে দুইটি পক্ষেরই সম্মতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে শুধু কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষ দুই তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি পাশ করিলেই যথেষ্ট হয় না, তার পরেও অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভার বা বিশেষ সম্মেলনের (convention) সম্মতি প্রয়োজন হয়। তাছাড়া যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ সেনেটে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের দুইজন করিয়া প্রতিনিধি বর্ত্তমান কোন অঙ্গরাজ্য বা কয়েকটি অঙ্গরাজ্য মিলিতভাবে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রথম উপস্থাপিত করিতেও পারে। কাজেই সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে অঙ্গ-রাজ্যগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর একটি বিকল্প সংশোধন পদ্ধতিও আছে তাহাতেও অঙ্গরাজ্যগুলির ভূমিকা সমানভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর একথা খাটে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাই মুখ্য, অঙ্গরাজ্যগুলির বিশেষ কোন ভূমিকা নাই। 146 নং ধারা অনুসারে সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষ সংবিধান সংশোধনের কোন প্রস্তাব অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ করিলেই গৃহীত হয়, তাহার পর কোন অঙ্গরাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হর না। অন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের ন্যায় এ বিষয়েও পার্টির নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই শেষ কথা। উহা ছাড়া সংবিধানের কোন সংশোধন সম্ভব নয়। সুপ্রীম সোভিরেটের কার্য্য আনুষ্ঠানিক মাত্র। এখানেও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রিকতাই বিশেষ লক্ষণীয়।

(5) সংযোগী রাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান :

প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের এবং স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলিরও নিজস্ব সংবিধান আছে, যাহা রচনা বা সংশোধন করিবার ক্ষমতা শুধু উহারই সুপ্রীম সোভিয়েটের। অবশ্য এই সংবিধান সোভিয়েট যুক্ত-রাষ্ট্রের বা সংযোগী প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের এককগুলির (units) কোন সীমানাগত পরিবর্ত্তন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতি ও স্বেচ্ছামূলক ঘোষণা ব্যতীত হইতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অবশ্য এই বিশেষত্ব দেখা যায়, যদিও ভারতে এ বিষয়ে অঙ্গরাজ্যের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিশেষ অবকাশ থাকে না।

(6) দ্বৈত নাগরিকতা :

মার্কিন যুক্তরষ্ট্রের মত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেও দ্বৈত নাগরিকতা প্রথা প্রচলিত। প্রত্যেক নাগরিক সংযোগী প্রজাতন্ত্রের সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নেরও নাগরিক। স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে উহার নাগরিক সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এবং সংশ্লিষ্ট সংযোগী প্রজাতন্ত্রেরও নাগরিক। ভারতে কিন্তু দ্বৈত নাগরিকতার অস্তিত্ব নাই।

(7) কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রে অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধির উপস্থিতি :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সুপ্রীম সোভিয়েটের উচ্চ কক্ষে (Soviet of Nationalities) প্রতিটি সংযোগা প্রজাতন্ত্রের আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ প্রভৃতি নির্ব্বিশেষে সমানসংখ্যক অর্থাৎ 32 জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতি-মণ্ডলীতেও (Presidium) প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকেন যিনি আবার নিজ সুপ্রীম সোভিয়েট সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি। অনুরূপভাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদেও প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির আসন থাকে। এইভাবে শাসন বিভাগীয় নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যের সংযোগ রক্ষা করা হয়। এছাড়া প্রয়োজন বোধ করিলে যে কোন সংযোগী প্রজাতন্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের দাবি করিতে পারে এবং যে কোন সংযোগী প্রজাতন্ত্রের দাবিতে সুপ্রীম সোভিয়েট সারা ইউনিয়নে গণভোট গ্রহণ করিয়া থাকে।

(8) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পার্টির আধিপত্য :

সর্ব্বশেষে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বেই প্রসঙ্গত: বলা হইয়াছে সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রক্ষমতার আদি উৎস হইল এই পার্টি। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে সংগঠিত কমিউনিষ্ট পার্টিই সারা ইউনিয়নে রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিরা থাকে। সুতরাং কাগজকলমে এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে উহার পরিচালনায় কেন্দ্রিকতার নীতিই প্রাধান্য পাইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ একশিলা (monolithic) দলব্যবস্থা না থাকায় সেখানে এরূপ কেন্দ্রমুখীতার প্রবণতা দেখা দেয় নাই।

কেন্দ্র ও সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক : উহার বৈশিষ্ট্য :

পূর্ব্বে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাতেই সেখানে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বহুলাংশে বিবৃত হইয়াছে। এখন আমরা ইউ, এস্, এস্, আর ও উহার প্রত্যক্ষ অঙ্গরাজ্যগুলির অর্থাৎ সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। এই আলোচনার কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বর্ত্তমানে 15টি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের সমন্বয়ে ইউ, এস্, এস্, আর বা সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। এই প্রজাতন্ত্রগুলি শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে সমমর্য্যাদাবিশিষ্ট হইলেও, আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ প্রভৃতির দিক হইতে সমান নয়।* ইহাদের মধ্যে আর, এস্, এফ্, এস্, আর (রুশ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) শুধু সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন (1918 সালে প্রতিষ্ঠিত) ও মূলরাজ্যই নয়, ইহা সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের 75 শতাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং 10 কোটির উপর ইহার জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদেও ইহা অন্যসব সংযোগী রাজ্যের অগ্রগামী। অন্য রাজ্যগুলির মধ্যেও পরস্পর তারতম্য আছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোগী রাজ্যগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন স্বয়ংশাসিত সংস্থাগুলির অবস্থান সংবিধানে 13 নং হইতে 28 নং ধারায় বর্ণিত হইয়াছে।

---

* সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ইহাদের আইনগত ক্ষমতার প্রকাশ নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে প্রকট।

(1) তাহাদের আয়তন, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক মানের তারতম্য নির্বিশেষে প্রতিটি সংযোগী রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষ "জাতিসমূহের সোভিয়েটে" (Soviet of Nationalities) সমান প্রতিনিধিত্ব ;

(2) তাহাদের প্রত্যেকেরই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সারা ইউনিয়নব্যাপী গণভোট গ্রহণ আহ্বানের অধিকার (49 ও ধারা) ও ইউ, এস্, এস্, আর এর সুপ্রীম সোভিয়েটের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের অধিকার ;

(3) প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামের সভাপতির পদাধিকারবলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামের অন্যতম উপসভাপতি পদে অধিষ্ঠান ; প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির পদাধিকারবলে যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম সদস্যপদে অধিষ্ঠান এবং প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদাধিকার বলে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি পদে অধিষ্ঠান।

সোভিয়েট সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে 15টি সংযোগী রাজ্যের স্বেচ্ছাকৃত মিলনে এবং সমান অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে এবং যুক্ত-রাষ্ট্রে ন্যস্ত ক্ষমতার বাহিরে অঙ্গরাজ্যগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যগুলি উভয়েরই ক্ষমতার পরিধি সংবিধানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং সংবিধান নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে প্রতিটি সংযোগী রাজ্য সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রেরই মত তাহাদের নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে, আইনসভা, মন্ত্রিসংসদ, মন্ত্রক প্রভৃতি রাষ্ট্রশক্তির সংস্থাগুলি আছে, নিজস্ব সংবিধান ও নাগরিকত্ব আছে। অবশ্য তাহাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হয়। সংবিধানে সংযোগী রাজ্যগুলিকে এমন কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যেগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ধারণা বিরোধী,—যেমন তাহাদের যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইচ্ছামত বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের তাহাদের সহিত চুক্তি বা সন্ধিতে আবদ্ধ হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অপর পক্ষে সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে একই নাগরিকত্ব স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রতিটি সংযোগী রাজ্যের নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে চালু হইবে এবং কোন সংযোগী প্রজাতন্ত্রের আইনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের আইনের বিরোধ হইলে যুক্তরাষ্ট্রের আইনই বলবৎ হইবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গরাজ্য-গুলির উপর প্রভূত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। সংবিধানের 14 নং ধারায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা এতই ব্যাপক যে অঙ্গরাজ্যগুলির তথাকথিত সার্ব্বভৌমত্বের বিশেষ তাৎপর্য থাকে না। অবশ্য তাহাদের সার্ব্বভৌমত্বের সীমানির্দ্দেশ তাহারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় এবং সমানভাবে করার দরুণ তাহাদের সার্ব্বভৌমত্ব ঠিক ব্যাহত বলা যায় না।

সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির উপর সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাধান্য (para-mountcy) ইহার সারা ভূখণ্ডেই ব্যাপ্ত এবং পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ে ইহার পূর্ণ স্বাধীনতায় অভিব্যক্ত। তাছাড়া ইহার প্রকাশ দেখা যায় এই ব্যাপারে যে যুক্তরাষ্ট্রই নিজ ক্ষমতার পরিধি নির্ণয় করিতে পারে এবং ইহাই সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির ক্ষমতার আদি উৎস। ইহা ইচ্ছা করিলে নিজ ক্ষমতার পরিধি বাড়াইতে পারে সংযোগী রাজ্যের ক্ষমতার পরিধি

সঙ্কোচ করিয়া। উভয়ের ক্ষমতার মধ্যে এই হ্রাসবৃদ্ধি ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত তাল রাখিয়া চলে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ক্ষমতাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়,—(1) পররাষ্ট্র সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ; (2) জাতীয় অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ ; (3) যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব, অন্য রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিপত্র অনুমোদন বা বাতিল করা, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন, যুদ্ধ ও শান্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যুক্তরাষ্ট্রের সমূহ সেনাবাহিনী পরিচালনা এবং সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সেনাবাহিনীর সংগঠন সংক্রান্ত নীতিসমূহ নির্দ্ধারণ, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা, যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেট অনুমোদন ও উহার রূপায়ণের বিবরণ পেশ, যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় সংস্থাগুলির আয়ের জন্য কর প্রভৃতি নির্দ্ধারণ, মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাঙ্কসমূহ, কৃষিশিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সারা ইউনিয়নের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও শ্রম আইন সংক্রান্ত মৌল নীতিসমূহ প্রণয়ন ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধান ও উহার সংশোধন অনুমোদন, সংবিধান যাহাতে কার্য্যকরী থাকে তাহার তদারকি, সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে তাহা নিশ্চিত করা, যুক্তরাষ্ট্রে নূতন সংযোগী রাজ্যের প্রবেশ অনুমোদন, সংযোগী রাজ্যগুলির সহিত পররাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক সংক্রান্ত পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া, সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সীমানা পরিবর্ত্তনের অনুমোদন, সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে নূতন স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র বা স্বয়ংশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন, ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গরাজ্যগুলির উপর প্রভূত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বর্ত্তমান। সারা ইউনিয়নে অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার মাধ্যমেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার অঙ্গরাজ্যগুলির উপর যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করে। সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের যে নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে অর্থাৎ কেন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অন্যসব ক্ষমতাই অঙ্গরাজ্যগুলিতে বর্ত্তায় তাহা হইতে

মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এখানে অঙ্গরাজ্যগুলিকেই অধিক শক্তিশালী করা হইয়াছে। কিন্তু আসলে যে তাহা নয় পূর্ব্বের আলোচনা হইতেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ অর্থনীতি ও প্রশাসনের যেসব বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রের এক্তিয়ারে, সেক্ষেত্রে সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ও নির্দ্দেশসমূহ বরখাস্ত করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদে দুই শ্রেণীর মন্ত্রকের ব্যবস্থা আছে, কতকগুলি সারা ইউনিয়ন মন্ত্রক আবার অন্যগুলি সংযোগী প্রজাতন্ত্রী মন্ত্রক। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রকগুলি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রধানতঃ সংযোগী রাজ্যদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মাধ্যমেই সম্পাদন করিয়া থাকে যেক্ষেত্রে এই মন্ত্রকগুলি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অনেকটা নিয়ন্ত্রণাধীন। তাছাড়া প্রকিউরেটর-জেনারেলকে সোভিয়েট ইউনিয়নের আইন সারা দেশে কার্য্যকরী করার তদারকির যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তারিত যাহার মাধ্যমে অঙ্গরাজ্যগুলিতে কেন্দ্র যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করিতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। এসম্পর্কে যথাস্থানে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ক্ষমতাগুলির তালিকা হইতেই সংযোগী রাজ্যগুলি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অঙ্গরাজ্যগুলি নিজেদের বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে এগুলি স্বেচ্ছায় মানিয়া লইয়াছে এবং যেহেতু কোন সময়ে ইচ্ছা করিলেই তাহাদের যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার স্বাধীনতা আছে এই ব্যবস্থায় তাহাদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার কোন হানি হয় না। মূল যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংযোগী রাষ্ট্রগুলির যেরূপ সম্পর্ক সংযোগী রাজ্যগুলির সহিত উহার অন্তর্গত স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির এবং ইহাদের সহিত ইহাদের অন্তর্গত স্বয়ংশাসিত অঞ্চলগুলির সম্পর্কও অনেকটা একই ধাঁচের।

উপরে সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা ও কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেখা যায় ইহা অন্যান্য দেশে প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হইতে বেশ কিছু স্বতন্ত্র। সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিকতার নীতির অভূতপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠি, উপজাতি, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার রক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করিয়া একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সত্তার সজীব অঙ্গ হিসাবে যথাযথ স্থান করিয়া লইয়াছে। এটা সম্ভব হইয়াছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জনগণের একই আদর্শ ও লক্ষ্যে

উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য, সেই আদর্শ ও লক্ষ্য হইল একটি শোষণহীন, সাম্যভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং যাহার ধারক ও বাহক হইল সারা ইউনিয়ন ব্যাপী একটি দৃঢ়সংবদ্ধ কঠোর শৃঙ্খলাযুক্ত রাজনৈতিক সংস্থা অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টি।

Suggested Readings

1. H. Finer : "Governments of Greater European Powers", (1956), pp. 817-825.
2. S. N. Harper & R. Thompson : Op. cit., Ch. III, pp. 51-56.
3. J. Towster : Op. cit., Ch. IV, pp. 61-64.
4. A. Y. Vyshinisky : Op. cit., Ch. IV.
5. A. C. Kapur : Op. cit., pp. 501-505.
6. L. Grigoryan, Y. Dolgopolov : Op. cit., Part III Ch. V, Secs. 3-6.
7. L. Schapiro : Op. cit., Ch. 4.

দশম অধ্যায়

সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি

(The Communist Party of the Soviet Union)

সোভিয়েট ইউনিয়নে দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য : পশ্চিমী গণতন্ত্র হইতে পার্থক্য :

সোভিয়েট রাষ্ট্রে কমিউনিষ্ট পার্টির স্থান ও ভূমিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে উহাকে বাদ দিয়া সোভিয়েট. শাসনব্যবস্থার আলোচনা 'হ্যামলেটের' ভূমিকা বাদ দিয়া 'হ্যামলেট' নাটক অভিনয়েরই মত হইবে। আজকাল প্রায় সব দেশেই বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু এইসব দেশে রাজনৈতিক দল বলিতে যাহা বুঝায় সোভিয়েট কমুউনিষ্ট পার্টি ঠিক সে ধরণের নয়, ইহা কিছুটা স্বতন্ত্র। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় এক একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ জনগণের ভিন্ন ভিন্ন দল, যাহারা রাষ্ট্রে সহাবস্থান করে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর সর্বাধিক সমর্থনলাভের জন্য অবিরাম প্রতিযোগিতা চালাইয়া যায়। সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা ও সেগুলি সমাধানের উপায় সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও দেশের সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকে না। যে দল বা দলীয় জোট যখন নির্বাচকমণ্ডলীর সর্বাধিক সমর্থন লাভ করে তখন ক্ষমতাসীন হইয়া শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে। অন্য দল বা দলগুলি তাহাদের কার্য ও নীতির বিরূপ সমালোচনা করিয়া জনগণের সমক্ষে তাহাদের দোষত্রুটি তুলিয়া ধরিতে প্রয়াসী হয় যাহাতে পরের নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী শাসক-দলকে বর্জন করিয়া তাহাদের সমর্থন করে। একাধিক দলের সহাবস্থান ও নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন লাভের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা হইল গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার বিশেষত্ব। অপরপক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নে একটিমাত্র দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত, তাহা হইল কমিউনিষ্ট পার্টি। অবশ্য অন্যান্য অরাজনৈতিক সংগঠন থাকিতে পারে, যেমন সমবায় সংস্থা, শ্রমিক সংস্থা, যুব সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংস্থা, ইত্যাদি। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন দলের অস্তিত্ব সোভিয়েট ইউনিয়নে বরদাস্ত করা হয় না। বলা হইয়া থাকে এখানে আরও রাজনৈতিক দল থাকিতে পারে

মাত্র এই শর্তে যে উহাদের মধ্যে একটি মাত্র ক্ষমতাশান থাকিবে অন্যেরা থাকিবে কারাগারে।

সংবিধানে স্বীকৃতি :

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে অনেক দেশেই গণতন্ত্রের পতন হইয়া এক-দলীয় একনায়কত্বের উদ্ভব হয়, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জার্মানীর নাৎসিদল ও ইটালির ফ্যাসিষ্ট দল ; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই দুই দেশের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক দলীয় একনায়কত্বেরও অবসান হয়। কিন্তু রুশিয়ায় জারতন্ত্রের পতনের পর অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের সাথে বলশেভিক দলের যে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিতেছে। বলশেভিক পার্টি কিছুদিন পরে কমিউনিষ্ট পার্টি নাম গ্রহণ করে। সোভিয়েট ইউনিয়নে একদলীয় প্রথার আর একটি বিশেষত্ব হইল যে ইহার অস্তিত্ব সংবিধানে স্বীকৃত এবং সংবিধান অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দেয় নাই। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে যদিও রাজনৈতিক দলগুলি দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং প্রকৃতপক্ষে শাসনযন্ত্রের চালকশক্তি জোগায় বলা যায়। কিন্তু তাহা করে শাসনতন্ত্রের বাহিরে থাকিয়া, শাসনতন্ত্রে তাহাদের স্বীকৃতি নাই, যদিও তাহারা শাসনতন্ত্র বিরুদ্ধ নয় এবং শাসনতন্ত্র কোন দলকেই বিশেষ সুবিধা দেয় না। বর্তমান সোভিয়েট সংবিধানে দুইটি ধারা একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিকে শুধু স্বীকৃতিই দেয় নাই, উহাকে বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদাও দিয়াছে। সংবিধানের 126 নং ধারায় বলা হইয়াছে[1],—"শ্রমিকশ্রেণী, কর্মরত কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের সর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয় ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকগণ স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টিতে একত্রিত হয় এবং এই পার্টি কমিউনিষ্ট সমাজ গড়িয়া তুলিবার সংগ্রামে লিপ্ত মেহনতি মানুষদের অগ্রণী এবং সরকারী ও বেসরকারী সকল শ্রমিক সংগঠনগুলির পথপ্রদর্শক।"

---

1. "....The most active and politically conscious citizens among the working class, working peasants, working intelligentsia voluntarily unite in the Communist Party of the Soviet Union, which is the vanguard of the working people in their struggle to build communist society and is the leading core of all organisations of the working people, both governmental and non-governmental." (Art. 126).

141 নং ধারায় বলা হইয়াছে[1],—"নির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করিবার অধিকার মেহনতি মানুষদের নিম্নোক্ত সংস্থা ও সমিতিগুলিকেই নিশ্চিতভাবে দেওয়া হইবে : কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্থাগুলি, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি, সমবায় সমিতিগুলি, যুব সংগঠনগুলি ও সাংস্কৃতিক সমিতিগুলি।"

উপরোক্ত ধারা দুইটির একটিতে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনগণের নেতৃস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং অন্য ধারাটিতে কয়েকটি অরাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক দল হিসাবে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিকে নির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

আঁন্দ্রে ভাইসিন্সকি (Andrei Vyshinsky) কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"শ্রমিকদের একনায়কত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে ইউ, এস, এস্, আর-এর রাজনৈতিক ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রেই কমিউনিষ্ট পার্টির পথ-প্রদর্শক ও নেতৃত্বের ভূমিকা" (The political basis of the U. S. S. R. comprises—as the most important principle of the working class dictatorship—the leading and directing role of the Communist Party in all fields of economic, social and cultural activity.")। পার্টির এই নেতৃত্বের ভূমিকার প্রকাশ 1939 সনের 20শে মার্চ তারিখে পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে সংশোধিত আকারে গৃহীত পার্টি সনদের প্রস্তাবনায় (Preamble) পাওয়া যাইবে। উহাতে বলা হইয়াছে,—সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একটি অংশ হিসাবে ইউ, এস্, এস্, আর-এর শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ পুরোধা এবং ইহার শ্রেণী গঠনের সর্ব্বোচ্চ ধারা। ইহা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব দৃঢ়ীকরণের সংগ্রামে সমাজবাদী ব্যবস্থার সম্প্রসারণে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রভৃতি যাবতীয় সোভিয়েট জনগণকে নেতৃত্ব দেয়। ইহা শ্রমিক শ্রেণীর সকল সংস্থার প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ও ইহা সাফল্যের সহিত কমিউনিষ্ট সমাজ গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী।

---

1. "The right to nominate candidates (for election) shall be ensured for the organisations and societies of the working people ; Communist Party Organisations, trade unions, cooperatives, youth organisations and cultural societies." (Art. 141).

পার্টির সাংগঠনিক নীতিসমূহ : নেতৃত্বের একচেটিয়া কর্তৃত্ব, বজ্র-কঠিন নিয়মশৃঙ্খলা, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ও যৌথনেতৃত্ব ইত্যাদি :

পার্টির কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও মতাদর্শগত ঐক্য :

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতই কমিউনিষ্ট পার্টিও একটি বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী এবং তদনুযায়ী বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য, একটি যন্ত্রও বটে। মতবাদটি হইল বহুবিতর্কিত মার্ক্স-লেনিনীয় মতবাদ যাহাতে বলা হয় বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ধনিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আনুষঙ্গিক সামাজিক অন্যায়, অবিচার, উৎপীড়ন নিরসণ করিবার একমাত্র উপায় হইল ধনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন এবং শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যেখানে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের বিলোপ হইবে এবং অন্তর্বর্তীকালে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। মার্ক্সের মতে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই ধনতন্ত্র নিজের পতন ডাকিয়া আনিবে, কিন্তু লেনিন উহা ত্বরান্বিত করিবার জন্য সহিংস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন এবং এই কর্ম্মপন্থা লইয়াই বলশেভিক (পরে কমিউনিষ্ট) পার্টি সংগঠিত করেন এবং এই পার্টিই **রুশিয়ায়** জারতন্ত্রের পতনের পর রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তোলে এবং কমিউনিষ্ট পার্টিই উহার ধারক ও বাহকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই মতবাদের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য বিভিন্ন ধাপে তদানীন্তন পরিস্থিতি অনুযায়ী পার্টি তাহার নীতি ও কার্যক্রম (যাহাকে বলা হয় 'পার্টি লাইন') রচনা করিয়া চলে যেগুলি আবার পার্টি রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করে। এই 'পার্টি লাইন' নির্ধারণ করে উহার উর্দ্ধতন নেতৃত্ব যাহা পার্টি সংগঠনের সকল স্তরের সংগঠনগুলির উপর ও প্রতিটি সভ্যের উপর বাধ্যতামূলক। প্রত্যেকটি সভ্যকে উহা বিনা দ্বিধায় নিঃশর্ত্তভাবে ও নিখুঁতভাবে পালন করিয়া চলিতে হয় এবং উহার কোন প্রকার লঙ্ঘন বা প্রত্যবায় কোন সভ্যের পক্ষে অত্যন্ত হেয় বিচ্যুতি (deviation) ও জঘন্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত ও দণ্ডিত হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি সোভিয়েট ইউনিয়নে একটি একক, সম্পূর্ণভাবে একতাবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন **একশিলাতুল্য (monolithic)** দল যাহাতে একটিমাত্র ইচ্ছাশক্তি ও মতাদর্শ (যাহা পার্টির নেতৃত্ব নির্ধারণ করিয়া দেয়) কার্য্যকরী হয়। পার্টি সকল সভ্যের নিকট পূর্ণ মতৈক্য ও শৃঙ্খলাবোধ দাবী করে, কোনরূপ সঙ্কীর্ণ উপদল গঠন বরদাস্ত করে না যাহাতে পার্টির ঐক্য ব্যাহত হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি মার্ক্স-

লেনিনীয় মতবাদে অবিচল বিশ্বাসী জনগণের একটি দৃঢ়সংবদ্ধ, অখণ্ড সংগঠন।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা :

সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কিন্তু পার্টির অখণ্ডতার (monolithism) সঙ্গে ইহার আর একটি লক্ষণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার (democratic centralism) উপরও সমান জোর দিয়া থাকেন। ইহা পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত একটি মৌল নীতি যাহা পার্টির সর্ব নিম্নস্তরে সার্বজনীন অংশ গ্রহণের নীতির সহিত সর্বোচ্চ স্তরে নেতৃত্বের কেন্দ্রিকতার সমন্বয় ঘটায়। 1952 সালে গৃহীত পার্টির নিয়মাবলীতে (statutes) ইহার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। 21 নং নিয়মে নিম্নোক্ত সূত্রগুলিতে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :—

(ক) সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পার্টির সকল পরিচালক সংস্থার পর্যায়ক্রমে নির্বাচনের প্রথা ;

(খ) কিছুদিন অন্তর এই পরিচালক সংস্থাগুলিকে পার্টির যে সংগঠন উহাদের নির্বাচিত করে তাহার নিকট জবাবদিহি করার দায়িত্ব ;

(গ) পার্টির কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও সংখ্যালঘুর সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট নতি স্বীকার ;

(ঘ) নিম্নস্তরের সংস্থাগুলির উচ্চতর সংস্থার সিদ্ধান্ত নিঃশর্তে পালনের বাধ্যবাধকতা।

পার্টির সংগঠনের বিন্যাস সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। তাহা হইতে দেখা যাইবে ইহা পিরামিডের আকারে বিন্যস্ত যাহার ভূমিতে আছে অসংখ্য প্রাথমিক সোভিয়েট স্থানীয় সকল অধিবাসী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত এবং তাহাদের উপরে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত বিভিন্ন স্তরের পার্টিসংস্থানগুলি, প্রত্যেকটি স্তরের সোভিয়েট পরবর্তী উচ্চস্তরের সোভিয়েটকে নির্বাচিত করে। এইভাবে সারা-ইউনিয়ন স্তরে পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা—পার্টির নিখিল ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয়। বিভিন্ন স্তরের এই নির্বাচিত সংস্থাগুলি কিন্তু সর্বক্ষণ কাজ করে না। কিছুদিন অন্তর উহাদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং মধ্যবর্তীকালে উহাদেরই নির্বাচিত একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংস্থা একটি কমিটি দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া থাকে, কিন্তু কংগ্রেস বা সোভিয়েটের নির্ধারিত নীতিগুলির কাঠামোর মধ্যে এবং উহারা অনেক কাজই যাহা করে তাহা কংগ্রেস বা সোভিয়েটের অধিবেশনে সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করে। সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে এই যে নির্বাচনের

মাধ্যমে নিম্নস্তরের সংস্থাগুলি কর্তৃক উচ্চস্তরেয় সংস্থাগুলির গঠন এবং নির্বাচিত সংস্থার নির্বাচনকারী সংস্থার নিকট কার্যের বিবরণ দাখিল করা বা জবাবদিহি করার বাধ্যবাধকতা এগুলি পার্টির সংগঠনে গণতান্ত্রিক নীতির অভিব্যক্তি। এছাড়া গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি আর একভাবেও পার্টি সংগঠনের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের (inner party democracy) প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেয় তাহা হইল পার্টির সদস্যদের নানা অধিকার ও কর্তব্য প্রতিষ্ঠায়। পার্টির সনদে সদস্যদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে :—

পার্টি সংগঠনে আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া (Inner Party Democracy) ঃ

(ক) পার্টির সভায় ও পার্টির সংবাদপত্রে পার্টির নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে খোলাখুলিভাবে কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার অধিকার ;

(খ) পার্টির সভায় (বাহিরে নয়) পার্টির কোন পদাধিকারী ব্যক্তির সমালোচনা করার অধিকার ;

(গ) পার্টি সংস্থাগুলিতে নির্বাচন করিবার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার ;

(ঘ) যখন কোন সদস্যের আচরণ বা কার্যকলাপের সম্বন্ধে পার্টির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব হয় তাহাতে উক্ত সদস্যের উপস্থিত থাকিবার অধিকার ;

(ঙ) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে যে কোন পার্টি সংস্থার নিকট প্রশ্ন করিবার বা বিবৃতি দিবার অধিকার।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে এগুলি সরকারের স্তরে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের অনুরূপ।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন উপরে বর্ণিত পার্টির সভায় বা সংবাদপত্রে খোলাখুলিভাবে আলোচনার অধিকারের অর্থ হইল যতক্ষণ পর্যন্ত পার্টি নীতিসংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই ততক্ষণই এই অধিকার প্রযুক্ত হইতে পারে। কোন নীতি একবার গৃহীত হইলে পার্টির কোন সদস্যের সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার থাকে না, তখন তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইল উহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। না করিলে পার্টির শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে দণ্ডগ্রহণ করিতে হয়। তাছাড়া উর্ধ্বতন পার্টিস সিদ্ধান্তগুলি নিম্নতন সংস্থাগুলির উপর বাধ্যতামূলক। ইহাই হইল গণতান্ত্রিক

কেন্দ্রিকতা নীতির তাৎপর্য। নিম্নতম সংস্থাগুলির বা একক সদস্যদের স্বাধিকার ততদূরই স্বীকৃত যতদূর পার্টির নেতৃত্ব আপত্তিজনক মনে না করে।

পার্টির কার্যপালিকা সংস্থাগুলি তাহাদের নির্বাচক সংস্থা, যেমন কংগ্রেস, কনফারেন্স বা সোভিয়েটদের কাছে দায়ী, কিন্তু তাহারাই আবার উহাদের অধিবেশন ডাকার মালিক। সুতরাং অধিবেশন অতিরিক্ত বিলম্বিত করিয়া কার্যতঃ দায়িত্ব এড়াইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে পার্টি সংস্থাগুলি সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা খুবই গণতান্ত্রিক। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন স্তরেই বিশেষ করিয়া উর্ধ্বতন স্তরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার রীতি নাই। কাহাকে নির্বাচন প্রার্থী করা হইবে প্রাথমিক পর্যায়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা হইলেও পার্টি নেতৃত্ব একজনকেই প্রার্থী মনোনীত করে এবং তাহার পর অন্য কোন সদস্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া শৃঙ্খলাভঙ্গ বলিয়া ধরা হয় এবং কেহই তাহা করিতে সাহস করে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কমিউনিষ্ট পার্টির "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায়" গণতন্ত্র অপেক্ষা কেন্দ্রিকতার মাত্রাই অনেক বেশী।

সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কমিউনিষ্ট পার্টির এই একাধিপত্য যে অগণতান্ত্রিক তাহা স্বীকার করেন না। গ্রিগোরিয়ন ও ডলগোপোলভের ভাষায়—"ইউ, এস্, এস্, আর-এ একটিমাত্র পার্টি অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টির অস্তিত্ব গণতন্ত্রের নীতি খণ্ডন করা দূরে থাক বরং উহার পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব করে।"* তাঁহাদের মতে সোভিয়েট ইউনিয়নে একটিমাত্র দল থাকার কারণ সোভিয়েট সমাজ বর্তমানে একীভূত এবং অখণ্ড। সেখানে বর্তমানে অন্য কোন দলের শ্রেণী ভিত্তি নাই; কৃষক, মজদুর, বুদ্ধিজীবী সকলেই একই স্বার্থ ও লক্ষ্যের দ্বারা একতাবদ্ধ এবং কমিউনিষ্ট পার্টি সকল মেহনতি মানুষদের সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করে। তাঁহাদের মতে কমিউনিষ্ট পার্টির একচ্ছত্র আধিপত্য জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই, স্বাভাবিক ঐতিহাসিক কারণেই ইহার উৎপত্তি। তাঁহারা উল্লেখ করেন সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে কমিউনিষ্ট পার্টি অন্যান্য দলের সহযোগিতায় সরকার গঠন করে, কিন্তু উহারা প্রতিবিপ্লব চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সহিত তাহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়। বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জি, ডি, আর প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে

* L, Grigoryan & Y. Dolgopolov—Fundamentals of Soviet State Law, (1971), p. 94.

আজও একাধিক দলের অস্তিত্ব রহিয়াছে কারণ সেখানকার সামাজিক পরিস্থিতিতে নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলার কাজে সকল দলের সহযোগিতা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং একটি দল থাকা বাঞ্ছনীয় কি একাধিক দল সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হইল কে দলের নেতৃত্ব করিবেন এবং কি নীতি অনুসৃত হইবে। কমিউনিষ্ট পার্টি ইহার উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে, জনগণের স্বার্থের যথার্থ প্রতিফলন করিতে পারিয়াছে এবং সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা গঠনে দক্ষ নেতৃত্ব দিতে পারিয়াছে বলিয়া। ইহার ব্যাপক সদস্য তালিকাই ইহার প্রচুর জনসমর্থনের তথা গণতান্ত্রিক প্রকৃতির সাক্ষ্য দেয়। পার্টির আর একটি নীতি হইল যৌথ নেতৃত্ব (collective leadership)। লেনিন এই নীতির উপর জোর দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে একজন মানুষ যতই প্রতিভাধর হউন তাঁহার মত ভ্রান্ত হইতে পারে বা একদেশদর্শী হইতে পারে। সুতরাং অনেকের যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণই শ্রেয়ঃ। সংবিধানে একজন রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে সভাপতিমণ্ডলীর (Presidium) প্রবর্তন এই নীতিরই স্বীকৃতি। অবশ্য সময়ে সময়ে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন নেতার আবির্ভাবে এবং জরুরী অবস্থায় এই নীতির সাময়িক বিরতি হইয়াছে, যেমন ষ্ট্যালিনের আমলে এবং ক্রুশ্চেভের আমলের শেষের দিকে। কিন্তু তাহা সাময়িক বিচ্যুতি। বর্তমানে যৌথ নের্তত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যগোষ্ঠী :

কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও ঐক্যের প্রয়োজনের উপর পার্টি কতটা গুরুত্ব আরোপ করে সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের কমিউনিষ্ট দলভুক্তি যে খুবই সীমাবদ্ধ হইবে একথা বলা বাহুল্য। হিটলারের নাৎসী পার্টি ও মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট পার্টির মতই কমিউনিষ্ট পার্টিও দেশের নূতন বাছাই করা লোকদের লইয়া একটি সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী। ইচ্ছা করিয়াই ইহার সভ্যপদ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে যাহাতে সভ্যসংখ্যা এমন সীমিত থাকে যাহাতে পার্টির সদস্যদের গুণগতমান এবং কঠোর শৃঙ্খলা উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকে। সোভিয়েট নেতাদের মতে পার্টির শক্তি সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, করে উহার ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধের উপর। 1917 সালে যখন পার্টি (বলশেভিক) প্রথম ক্ষমতা দখল করে তখন উহার সভ্য সংখ্যা দুই লক্ষের উপর ছিল না। পরবর্তী দশকে উহা বাড়িয়া 1,500,000-এ দাঁড়ায় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে উহা 3,000,000 তে দাঁড়ায় ও যুদ্ধের মধ্যে জরুরী কাজের প্রয়োজনে সভ্য সংখ্যা আরও

বাড়ান হয়।* পার্টির বাহিরেও পার্টির মতবাদে বিশ্বাসী ও পার্টির সমর্থক বহুলোক পার্টির সদস্য তালিকাভুক্ত হইতে উৎসুক সব সময়েই থাকে কিন্তু পার্টি নীতিগতভাবে যথেচ্ছ সংখ্যাবৃদ্ধির বিরোধী, সেজন্য পার্টিতে প্রবেশ লাভের শর্ত এতই কঠিন রাখা হইয়াছে যাহাতে খুব বেশী সংখ্যক লোক তাহা পূরণ না করিতে পারে। 1934 সালে ষ্ট্যালিন এ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,—"যে কেহ এ রকমের পার্টির সভ্য হইতে পারে না, এ পার্টির সভ্যপদ রাখিতে হইলে যে রকমের কষ্টসহিষ্ণু ও দুঃসাহসী হওয়া প্রয়োজন সকলের সে যোগ্যতা থাকে না। সকলের আগে মেহনতি মানুষদের সন্তানরা যাহারা অভাব ও সংগ্রাম, অবিশ্বাস্য কষ্ট এবং বীরোচিত প্রয়াসের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহারাই এই পার্টির সভ্য হইবার যোগ্য।"

পার্টির নিয়ম অনুসারে পার্টির সভ্যপদ প্রার্থীদের তাহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে পার্টি সভ্যদের সুপারিশ প্রয়োজন হয়। কতজনের সুপারিশ দরকার সেটা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হইয়াছে। 1939 সাল হইতে নিয়ম হইয়াছে প্রার্থীকে এমন তিনজন সভ্যের সুপারিশ দিতে হইবে যাহারা অন্ততঃ তিন বৎসর সভ্য পদভুক্ত আছেন এবং উক্ত প্রার্থীকে অন্ততঃ এক বৎসর পূর্ব হইতে জানিয়াছেন। প্রার্থীর বয়স অন্ততঃ 18 বৎসর হওয়া প্রয়োজন। 23 বৎসরের কম বয়সের প্রার্থীদের কমিউনিষ্ট যুব সংস্থা কমসোমলের '(Komsomol) সদস্য হইতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তিন জনের মধ্যে একজন কমসোমল কমিটির সদস্যের সুপারিশ দিতে হয়। সভ্য তালিকাভুক্ত হইবার পূর্বে অন্ততঃ এক বৎসর প্রার্থী বা শিক্ষানবীশ থাকিতে হয়। এই সময় তাহাকে পার্টির ইতিহাস, উহার মূলনীতি, উহার ক্রিয়াকৌশল প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাকে যেসব কর্তব্যের ভার দেওয়া হয় তাহা যথাযথ পালন করিতে হয়। তারপর যাহারা নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহারা প্রাথমিক পার্টি সংস্থার সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ণ সভ্যপদ লাভ করে। প্রাথমিক সংস্থার সিদ্ধান্ত জেলা বা শহরের সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষ। নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে প্রার্থীকে প্রমাণ দিতে হইবে যে তাহার কোন স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্য নাই, বুর্জোয়া মানসিকতা নাই, সে একান্তভাবে কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী, তাহার

---

*1947 স্যলে পার্টি সচিবের রিপোর্ট অনুসারে ছয় লক্ষেরও অধিক সভ্যদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক যুদ্ধের মধ্যে সভ্যপদভুক্ত হয়। 1956 সালে ফেব্রুয়ারী মাসে 7,215,505 সভ্যের মধ্যে 6,796,896 জন পূর্ণ সভ্য ছিল এবং 419,609 জন প্রার্থী সদস্য (candidates or alternates) ছিল। (A. C. Kapur—Select constitutions, 1968 p. 555)

নাগরিক দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। সকলে কিন্তু প্রার্থী হইবার যোগ্য নয়। ব্যবসাদার, [illegible], যাজক ও কুলাকরা প্রার্থী হইবার অযোগ্য বিবেচিত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে পার্টিতে প্রবেশলাভ অতিমাত্রায় আয়াসসাধ্য ও দুষ্কর এবং এখনই দেখা যাইবে পার্টির সভ্যপদ রক্ষা করিয়া চলাও সমান আয়াসসাধ্য, কিন্তু সভ্যপদ হইতে খারিজ হওয়া মোটেই কঠিন নয়। যে কোন সময় সভ্যপদ ত্যাগ করা যায় তাহাতে কোন বাধা নাই, তাছাড়া পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা বিন্দুমাত্র অবহেলা করিলে বা সভ্যদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করিলেও সদস্য পদচ্যুত হয়।

সদস্যদের কর্তব্য ও দায়িত্ব ঃ

কমিউনিষ্টরা পার্টিকে সচেতন লৌহকঠিন নিয়মশৃঙ্খলা দ্বারা গ্রথিত একটি সুসংহত সংগ্রামশীল সংস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। সুতরাং পার্টির সভ্যদের উপর নানাবিধ কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। অবশ্য সভ্যদের কোন গুপ্তমন্ত্র গ্রহণ করিতে হয় না বা বিশেষ কোন বর্ণের শার্ট বা ইউনিফর্ম পরিতে বা ব্যাজ ধারণ করিতে হয় না। কিন্তু প্রতিটি সদস্যকে মস্কোর কেন্দ্রীয় দপ্তরে তথা স্থানীয় দপ্তরে নাম তালিকাভুক্ত করিতে হয় এবং সভ্যপদের কার্ড পাওয়া মাত্রই তাহার উপর কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। নিম্নে প্রধান প্রধানগুলি বর্ণিত হইল।

(1) নূতন সদস্যকে একটি প্রবেশিকা ফী দিতে হয় তারপর নিয়মিত-ভাবে মাসিক চাঁদা দিতে হয় যাহা সময় সময় তাহার আয়ের শতকরা তিন অংশ পর্যন্ত হইতে পারে। তাছাড়াও নানাবিধ দাতব্য, স্মৃতিরক্ষামূলক প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও সাময়িক অনুদান দিতে হয়।

(2) নিজ মনোমত হোক্ বা না হোক্ অকুণ্ঠভাবে পার্টির নীতি ও কার্যসূচীসম্বলিত 'পার্টি লাইন' মানিয়া লইতে হয়।

(3) প্রতিটি সদস্যকে অবিচলভাবে পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা ও পার্টির নির্দেশ বা নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। সেখানে ভালমন্দ বিচার করিবার অবকাশ থাকে না বা নিজস্বার্থ বা হিতের কথাও চিন্তা করিতে পারে না।

(4) প্রত্যেক সদস্যকে দেশের এবং পার্টির রাজনৈতিক জীবনে একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ শুধু নিষ্ক্রিয় সমর্থন ও প্রশস্তি নয়, নিজ জীবিকা অর্জনের জন্য শ্রম ছাড়াও পার্টির সেবায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হয়, যেমন পার্টির সভার অনুষ্ঠান করার আয়োজনে সাহায্য করা, নূতন সদস্য সংগ্রহ করা, পার্টি কমিটিতে কাজ করা ইত্যাদি।

(5) কমিউনিষ্ট মতাদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিতে মার্কস্-লেনিনের নীতি ও পার্টির গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ব করিয়া সেগুলি পার্টি বহির্ভূত জনগণের কাছে বুঝাইয়া দিতে পার্টির সদস্যকে নিরলস কাজ করিতে হয়।

(6) রাষ্ট্র ও শ্রমের ক্ষেত্রে নিয়মশৃঙ্খলা পালনে ও উৎপাদন এবং নিজ কাজে যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যাপারে অন্যদের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হয়।

(7) ব্যবসাদারী ও অন্যান্য অর্থকরী বৃত্তি হইতে বিরত থাকা ও মুনাফার দিকে দৃষ্টি না দেওয়া এবং নিজের আয়ের যতটা অংশ সম্ভব পেন্সন ভাণ্ডার প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর ভাণ্ডারে প্রদান করা সদস্যদের কর্তব্য।

পার্টির সভ্যদের এইসব কঠিন দায়দায়িত্ব পালন করিতে হয়। অপর-পক্ষে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সদস্যদের কিছু সুযোগ-সুবিধাও আছে। প্রথমতঃ রুজি-রোজগার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা ও পদোন্নতি সম্পর্কে কিছুটা বিশেষ সুবিধা পার্টি-সভ্যরা পায়। আরও অনেক বিষয়ে, যেমন হাঁসপাতালে বা বিশ্রামভবনে আসন সংগ্রহ ব্যাপারে পার্টি সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অবশ্য প্রথম কথা সদস্যদের দায়দায়িত্ব পালন, তারপর সুযোগ সুবিধা।

আত্মসমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ :

যেহেতু সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় দল নাই কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে আত্মসমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পার্টি বাহির হইতে সমালোচনা চায় না। সেজন্যই আভ্যন্তরীণ সমালোচনার ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি সদস্যের কার্যকলাপের কিছুদিন অন্তর সমীক্ষা করা হয়, সে কতটা পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা এবং সভ্য হিসাবে কর্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথ পালন করে কিনা, পার্টির প্রতি তার আনুগত্য অবিচলিত কিনা অথবা পার্টির নীতি হইতে বিপথগামী হইতেছে (deviation) কিনা সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রমাণিত হইলে দণ্ডের ব্যবস্থা হয়, চরমদণ্ড হইল পার্টি হইতে বহিষ্কার। পার্টির কোন সভ্য যদি কোন সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয় তাহার উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয় এবং গুপ্তচরদের নজর রাখিতে অন্য লোকদের নিযুক্ত করা হয়। তদন্তের ফলে যাহাদের সম্বন্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ, পার্টি নীতি হইতে বিচ্যুতি (deviation) বা নাশকতামূলক কাজের অভি-

যোগ পাওয়া যায় দলের সভায় ডাকাইয়া তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখন কোন ক্ষেত্রে অভিযুক্ত সভ্য অভিযোগ অস্বীকার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে সফল হন আবার কেহ ত্রুটি স্বীকার করেন। সেক্ষেত্রে গুরুতর অপরাধ না হইলে তাহাকে সতর্ক করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হয়, আবার গুরুতর অপরাধ হইলে পার্টি হইতে অপসারণ (purge) করা হয়, যাহার অর্থ তাহার রাজনৈতিক মৃত্যু, কখনও কখনও বিশেষতঃ ষ্ট্যালিনের আমলে পৃথিবী হইতেও অপসারণ করা হইত। সময়ে সময়ে এই অপসারণ ক্রিয়া (purge) ব্যাপক আকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যেমন হইয়াছিল 1922-23 সালে, আবার ষ্ট্যালিনের আমলে 1928-29 সালে এবং 1933 হইতে 1938 সালের মধ্যে।

কমিউনিষ্ট পার্টির শাখা-সংস্থাসমূহ ঃ

পার্টির মূল সংগঠন ছাড়াও কতকগুলি শাখা আছে যেগুলি ইহার নিয়মিত সভ্যসংগ্রহে সাহায্য করে। এগুলি অল্পবয়স্ক কিশোর ও যুবকদের লইয়া গঠিত। কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের অভিনব সংগঠনের সাফল্য ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে কতটা তাঁহারা আগামী দিনের বংশধরদের—যাহাদের জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন অভিজ্ঞতা নাই—নিজেদের মতবাদে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন। সেজন্য তাঁহারা তরুণ বংশধরদের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য এইসব তরুণদের সংস্থার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। নিম্নে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

(1) লিটল্ অক্টোব্রিষ্টস্ (Little Octobrists) ঃ

8 হইতে 11 বৎসরের বালকদের লইয়া এই সংস্থাটি গঠিত। একজন 'পায়োনিয়ারের' (Pioneer) নেতৃত্বে পাঁচজনের এক একটি ক্ষুদ্র দলে (Links) বিভক্ত হয়। আবার এরূপ পাঁচটি ছোট দল লইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক একজন 'কমসোমলের' সভ্যের নেতৃত্বে এক একটি বড় দল (Group) গঠিত হয়। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট কাজ নাই। ইহাদের নেতৃস্থানীয়রা দলগত ক্রীড়াদির মাধ্যমে তাহাদের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার মনোভাব ও দায়িত্বজ্ঞান উন্মেষের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

(2) পরবর্তী সংস্থা হইল 'ইয়ং পায়োনিয়ারস্' (Young Pioneers)। ইহা গঠিত হয় 9 হইতে 14 বৎসর বয়সের কিশোরদের লইয়া। ইহারা

কয়েকটি ব্রিগেডে (brigade) বিভক্ত, প্রতিটি ব্রিগেডের নেতৃত্ব করেন একজন 'কমসোমলের' সভ্য। এই সংস্থার একটি কাজ হইল সভ্যদের মধ্যে পড়াশুনা, শ্রমমূলক কাজ ও সমষ্টিগত কর্মের প্রতি একটা সশ্রদ্ধ মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং তাহাদের মধ্যে সত্য ও সততা, নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সাহচর্যের মনোভাব জাগ্রত করা। এই সংস্থায় প্রবেশলাভ সহজ, কিন্তু যদি কোন সভ্য দলের কাছে প্রত্যাশিত গড় মানে মাস দুই-এর মত সময়ে পৌঁছাইতে না পারে তবে তাহাকে অপসারিত করা হয়। প্রায় দুই কোটির মত বালক-বালিকা এই সংস্থার সভ্য। সভ্যদের প্রধান কাজ হইল বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সহায়তা করা। পড়াশুনায় মনোযোগ ও সদাচরণে তাহারা অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এদের ব্যবহারের জন্য সারা দেশে বড় বড় প্রাসাদ, ভবন, উদ্যান ও খেলার ময়দান রাখা হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহারা নানাস্থানে প্রমোদ-ভ্রমণ ও অভিযানে বাহির হয় এবং স্থানে স্থানে শিবির স্থাপন করে।

(3) ইহার উপরের সংস্থাটি হইল 'কমসোমল' (Komsomols)—15 হইতে 26 বৎসর পর্যন্ত বয়সের যুবকগণ এই সংস্থায় যোগদান করিতে পারে। ইহাদের কার্যতঃ কমিউনিষ্ট পার্টির অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ সভ্য বলা যাইতে পারে। এই সংস্থায় প্রবেশ প্রার্থীর উহার দুইজন সভ্যের অথবা কমিউনিষ্ট পার্টির একজন সদস্যের সুপারিশ লাগে। অযোগ্য প্রার্থীকে প্রার্থী থাকা কালেই অপসারণ করা হয়। 26 বৎসর বয়স অতিক্রমের পরও সভ্য থাকা যায় তবে ভোটাধিকার বিহীন উপদেষ্টা হিসাবে। কোন কমসোমলের সভ্য কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য নির্বাচিত হইলে কমসোমলের সভ্যপদ খারিজ হইয়া যায়, যদি না তিনি ঐ সংস্থার কোন কর্মসচিবের পদাভিষিক্ত থাকেন।

কমসোমল সংস্থার শাখা কারখানায়, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে, নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে দেখা যায়। ইহাদের প্রধান কাজ হইল ইহার সভ্যগণকে তথা সাধারণ যুবসম্প্রদায়কে নিজেদের মাতৃভূমির সেবায় একান্তভাবে নিয়োজিত করিবার সম্বন্ধে শিক্ষিত করা। কমসোমল সংস্থা দেশের রাজনৈতিক জীবনে এবং কমিউনিষ্ট সমাজ গড়িয়া তোলার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া ইহা কমিউনিষ্ট পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে নানাভাবে সাহায্য করে, যেমন নিরক্ষর ভোটারদের ভোট দিতে শিক্ষা দিয়া, বিমান চালকদের শিক্ষা দিয়া, গৃহহীন, অভিভাবকহীন, বিপথগামী শিশুদের বড় বড় শহরের পথ হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহাদের সংশোধন

করিয়া এবং সাধারণভাবে যুবসংগঠনগুলিকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়া। কমসোমল সভ্যদের খেলাধূলার ব্যাপক কর্মসূচী পরিচালিত করে, তাহাদের সাধারণ শিক্ষার বিস্তারিত ব্যবস্থা করে এবং সভ্যদের মধ্যে যাহারা প্রতিশ্রুতিবান তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এককথায় বলা যায় দেশের যুবশক্তিকে সংগ্রামী কমিউনিষ্ট ঐতিহ্যে শিক্ষিত করিয়া তোলা ইহার প্রধান ব্রত। এক-লক্ষেরও অধিক কমসোমল সদস্যগণ বিভিন্ন সোভিয়েটের নির্বাচিত প্রতি-নিধি। প্রায়ই বিভিন্ন কমসোমল সংস্থা সারা দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রকল্পে উদ্যোগী হয়।

পার্টির দুইটি সমর্থক ও সহায়ক সংস্থা :

কমিউনিষ্ট পার্টিতে প্রবেশাধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় মোট সোভিয়েট জনসংখ্যার অল্প অংশই পার্টির সদস্য হইয়া থাকে। মোট জনসংখ্যা 20 কোটির মধ্যে 4 কোটির মত কমিউনিষ্ট পার্টি ও উহার শাখাগুলির সভ্য তালিকাভুক্ত অর্থাৎ প্রায় 20 শতাংশ মাত্র এবং ইহাদের মধ্যে মাত্র 60 লক্ষের মত প্রাপ্তবয়স্ক। সেজন্য অন্যান্য সংস্থা হইতে পার্টির সমর্থনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই রকম দুইটি সংস্থা হইল শ্রমিক ইউনিয়ন ও সমবায় সমিতি। ষ্ট্যালিন অনুভব করিয়াছিলেন যে শ্রমিক ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি ও বিভিন্ন স্তরের সোভিয়েটগুলির সাহায্য ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎসাদন করিয়া সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা বা সমাজতন্ত্র গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। সংবিধানে এই দুই শ্রেণীর সংস্থাগুলির অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হইয়াছে। 126 নং ধারায় পার্টি ছাড়া যে সমস্ত সংস্থায় সোভিয়েট নাগরিকদের একত্রিত হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে এই দুইটির স্থান আছে। 142 নং ধারায় নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করিবার অধিকারও পার্টিসংস্থা ছাড়া এই দুইটি সংস্থাকে দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিক সংস্থাগুলিকে "কমিউনিজমের বিদ্যালয়" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ উহারা শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রসর ও অনগ্রসর অংশের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করিবে এবং জনসাধারণের সহিত তাহাদের পুরোগামীদের মিলন ঘটাইবে। সমবায় সমিতি সম্পর্কে সংবিধানের 5 নং ধারায় ইহাদের সম্পত্তিকেও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির সঙ্গেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন বিন্যাস :

সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠনের একটি বিশেষত্ব হইতেছে যে ইহা সারাদেশের জনগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার কাঠামো পিরামিডের আকৃতি বিশিষ্ট এবং ভূমি হইতে শিখর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত (hierarchical)। পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা বুঝিয়াছিলেন যে জনগণের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ না রাখিতে পারিলে কোন দল জনগণের আস্থা বা সমর্থন রাখিতে পারে না এবং উহার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। সেজন্য তাঁহারা পার্টির সংগঠনকে সারা দেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং উচ্চস্তরের সংস্থাগুলি নিম্নস্তর হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' পার্টি সংগঠনের আর একটি মৌল নীতি। উহার তাৎপর্যও পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একটি লক্ষণীয় বিষয় যে সোভিয়েট ইউনিয়নে পার্টির সংগঠন ও সরকারের সংগঠন সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত। এখন আমরা সংক্ষেপে সংগঠন-বিন্যাসের বর্ণনা করিব।

পার্টি পিরামিডের ভূমিতে রহিয়াছে অসংখ্য প্রাথমিক সংস্থা, এগুলিই হইল পার্টির মেরুদণ্ডস্বরূপ যেহেতু ইহারা প্রত্যক্ষভাবে জনগণের মধ্যে দৈনন্দিন কাজ করে। দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে পার্টির সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করা, তাহাদের মধ্যে দল সম্বন্ধে প্রচারকার্য চালাইয়া রাজনৈতিক দিক হইতে শিক্ষিত করা, বিভিন্ন কলকারখানা ও ক্ষেতখামারের অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে শ্রমিকদের উদ্যোগী করিয়া তোলা এগুলিই হইল দলের প্রাথমিক সংস্থাগুলির কর্তব্য, এক কথায় দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা। এই প্রাথমিক সংস্থাগুলি স্থাপিত হয় কলে, কারখানায়, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারগুলিতে, যন্ত্র ও ট্র্যাক্টর কেন্দ্রগুলিতে ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, লালফৌজ ও নৌবাহিনীর কেন্দ্রগুলিতে, অফিসে, গ্রামগুলিতে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেখানেই অন্ততঃ তিন জন পার্টির সভ্য থাকে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রত্যেক স্তরের কাঠামোটি মোটামুটি একই ধরনের যদিও অংশগুলির নামে পার্থক্য থাকিতে পারে। প্রত্যেক সংস্থাতেই একটি নির্বাচিত সাধারণ সভা থাকে যাহা কনফারেন্স বা কংগ্রেস নামে অভিহিত। ইহা অনেকদিন অন্তর মিলিত হয়; মধ্যবর্তীকালে ইহার দ্বারাই নির্বাচিত একটি কমিটি উহার কাজ চালাইয়া যায়, অবশ্য উহার সিদ্ধান্তগুলি মূল সংস্থার অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হয় এবং উহা দ্বারা বাতিলও

হইতে পারে। এছাড়া সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার জন্য এক বা একাধিক সচিব সহ একটি কর্মদপ্তর (executive bureau or committee) থাকে বিভিন্ন নামে। সব স্তরেই উচ্চস্তরের সিদ্ধান্তগুলি নিম্নস্তরের সংস্থাগুলির অবশ্য পালনীয় এবং ঐসব সিদ্ধান্তের কাঠামোর মধ্যেই ইহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। বিভিন্ন স্তরগুলি হইবে—প্রাথমিক সংস্থা—নগর (city) ও জেলা (district) সংস্থা—এলাকা সংস্থা (Area Party Organisation)—অঞ্চল (Region), চত্তর (Territories) ও সহযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির (Union Republics) সংস্থা—সারা ইউনিয়নের পার্টি সংস্থা। সর্বশেষ সংস্থাটির সংগঠন সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

কমিউনিষ্ট পার্টির শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হইল সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেস (All-Union Congress) এবং ইহার কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee)। পার্টির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত। সারা ইউনিয়নে প্রতি 1000 হাজার সভ্য পিছু একজন করিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া এই কংগ্রেস গঠিত হয়, কাজেই ইহার আয়তন হয় বিশাল। বিংশতম কংগ্রেসে সভ্য সংখ্যা হইয়াছিল 1355। কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক কংগ্রেস বর্তমানে প্রতি 4 বছরে অন্ততঃ একবার করিয়া আহূত হয়, পূর্বে হইত প্রতি 3 বছরে একবার। মস্কোতে ইহার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় আড়ম্বরযুক্ত বর্ণাঢ্য পরিবেশে। অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে অনুষ্ঠিত পার্টির কার্যের বিবরণী পেশ করা হয়, ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের প্রস্তাবও উপস্থাপিত হয় এবং অনেক সময় যাহা করা হইয়াছে তাহার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লওয়া হয়। কিন্তু 1939 হইতে 1952 পর্যন্ত কোন কংগ্রেস আহূত হয় নাই। কংগ্রেসের প্রতিঅধিবেশনে দুইটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য অবশ্যই সম্পাদন করা হয়—(1) সমকালীন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পার্টির নীতি নির্ধারণ ও (2) কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন।

পার্টির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হইল কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee), ইহাকে পার্টি সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র বলা যায় এবং পার্টির নীতি নির্ধারণের উৎসও বটে। ইহা পার্টি ও সরকারের মধ্যে সেতুস্বরূপ। লেনিন বলিয়াছিলেন, "আমাদের প্রজাতন্ত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক প্রশ্নে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেশ ছাড়া কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানই সিদ্ধান্ত লইতে পারে না।" কংগ্রেস অধিবেশনগুলির অন্তর্বর্তীকালে কেন্দ্রীয় কমিটিই সমূহ কার্য নির্দেশনা করে। আগের নিয়ম অনুসারে কেন্দ্রীয় কমিটি 70 জন করিয়া পূর্ণ সদস্য ও সহযোগী সদস্য (alternates) লইয়া গঠিত হইত। বৎসরে তিন চারবার করিয়া ইহার

অধিবেশন হইত। নূতন নিয়মে ইহা 133 জন পূর্ণ সভ্য এবং 122 জন সহযোগী সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং বৎসরে অন্ততঃ দুইবার ইহার অধিবেশন হয়। পূর্বে বছরে অন্ততঃ একবার বা একাধিকবার কেন্দ্রীয় কমিটি বিভিন্ন স্তরের সংস্থার কর্মসচিব (Party Secretaries) ও অন্য নেতৃস্থানীয় সভ্যদের লইয়া গঠিত পার্টি সম্মেলন (Party Conference) আহ্বান করিত।[1] যদিও সাধারণতঃ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করাই কেন্দ্রীয় কমিটির মুখ্য কাজ, কংগ্রেসের অধিবেশন অনেক দিন অন্তর হওয়ায় কমিটিকে অনেক বিষয়ে নিজের উদ্যোগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে পরবর্তী কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে। কমিটির সিদ্ধান্তগুলি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তেরই সমপর্যায় ভুক্ত।

বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত পার্টির কয়েকটি সংস্থা :

কেন্দ্রীয় কমিটির আয়তনও এত বড় যে কার্যকরভাবে এবং দ্রুতভাবে ইহার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য ইহাকে অনেক কাজের ভারই ইহার সভাপতি, মুখ্যসচিব, কয়েকজন সহকারী সচিব ও কয়েকটি বিশেষ সংস্থার উপর ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এই বিশেষ সংস্থাগুলি হইল—পলিট বুরো (Polit Buro), অর্গ বুরো (Org Buro), সচিবালয় (Secretariat), হিসাব পরীক্ষক কমিটি ও পার্টি নিয়ন্ত্রণ কমিশন (Auditing Committee and the Party Control Commission)। এখন আমরা সংক্ষেপে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

1952 সালের পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রধানতঃ ইহার দুইটি সাবকমিটির —পলিটবুরো ও অর্গ বুরো—মাধ্যমে কাজ করিত। এখন এই দুইটির স্থলে প্রেসিডিয়াম নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। তবুও এই দুইটি

---

1. 1919 সাল হইতে ইহা বৎসরে আরও বেশীবার আহূত হইত, কিন্তু 1934 সালে বন্ধ হইয়া যায়। আবার 1939 সালে কংগ্রেস ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং বৎসরে একবার করিয়া ইহার অধিবেশনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু 1949 হইতে 1952 পর্যন্ত ইহার অধিবেশন ডাকা হয় নাই। 1952 সালের নূতন নিয়মে ইহার কোন উল্লেখ নাই। পার্টির আঞ্চলিক নেতাদের লইয়া গঠিত এই সংস্থাটি দুইটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করিত। একদিকে ইহা দেশের অভ্যন্তরে কি ঘটিতেছে বা না ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে পার্টির সদর দপ্তরকে অবহিত করিত, অন্যদিকে মস্কোস্থিত পার্টির উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিক নেতাদের চিন্তাভাবনার আভাব পাইবার সুযোগ পাইতেন। সম্মেলনগুলি সাধারণতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও পার্টির কাজকর্মের দিকেই মনোযোগ দিত।

সংস্থার গুরুত্ব হেতু সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। 1919 সালে পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই দুইটি সংস্থার সৃষ্টি হয়। পার্টির শীর্ষস্থানীয় অল্পসংখ্যক নেতাদের লইয়া পলিটবুরো গঠিত হয়। সেজন্য ইহার আয়তন বড় একটা পরিবর্তন হইত না। প্রথমে ইহা পাঁচ জন পূর্ণাঙ্গ সদস্য লইয়া গঠিত হয়। পরে এই সংখ্যা 11 জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহার সঙ্গে কয়েকজন সহযোগী সভ্যও (alternates or candidates) লওয়া হইত। ষ্ট্যালিন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ইহার সভাপতি ছিলেন এবং বলা বাহুল্য অতিমাত্রায় ইহার কার্য্য প্রভাবিত করিতেন। কাজের সুবিধার জন্য এবং এক এক বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবার জন্য ইহার কয়েকটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। তাছাড়া বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ ও অনুসন্ধানের জন্য একদল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছিল। তত্ত্বগতভাবে যদিও পলিটবুরো কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সাবকমিটি মাত্র ছিল এবং শেষোক্ত সংস্থা পার্টি কংগ্রেসের অধীন ছিল, আসলে কিন্তু পলিটবুরোই সমগ্র পার্টি সংগঠনের তথা সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যমণি স্বরূপ ছিল। ষ্ট্যালিনের ভাষায়, "পলিট-বুরো পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা, রাষ্ট্রের নয়, এবং পার্টিই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্দেশক শক্তি।" যে মৌল নীতিগুলি পার্টির কার্যকলাপ তথা সোভিয়েট রাষ্ট্রের কার্য্যক্রম নিয়ন্ত্রিত করিত সেগুলি পলিটবুরোই প্রধানতঃ রচনা করিত। ইহা হইতেই এই সংস্থার গুরুত্ব প্রতিভাত হইবে।

অর্গবুরো (Orgburo)—কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা গঠিত দ্বিতীয় যে সাবকমিটি পার্টি সচিবালয় ও পার্টির সদর দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল তাহা হইল অর্গবুরো। পার্টির সংগঠনে ইহার স্থান পলিটবুরোর মত গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। পলিটবুরোর মতই ইহার আয়তন সময় সময় কিছুটা কমবেশী হইত বটে তবে খুব বেশী পরিবর্তন হইত না। পলিটবুরোর মতই ইহাও পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের লইয়া গঠিত হইত এবং অনেক নেতা দুইটি সংস্থারই সাধারণ সদস্য থাকিতেন। ইহার কর্মতৎপরতা প্রধানতঃ পার্টির সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিত, অপরপক্ষে পলিটবুরো প্রধানতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সক্রিয় থাকিত।

প্রেসিডিয়াম (Presidium)—1952 সালের পার্টি কংগ্রেসে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন নিয়ম ('New Statute for the Communist Party') গৃহীত হয়। এই পরিবর্তনের হেতু সম্বন্ধে সে

সময় নানা জল্পনাকল্পনা হয়। ইহার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ এই যে পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বকে জটিলতা মুক্ত করা ও অপেক্ষাকৃত তরুণ ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তথা আঞ্চলিক নেতাদের এই সংস্থায় স্থান দিবার জন্য পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বকে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে নূতন নিয়ম গৃহীত হয়। এই নিয়ম অনুসারে পলিটবুরো ও অর্গবুরো বিলোপ করিয়া উহাদের স্থলে যে প্রেসিডিয়াম স্থাপিত হয় তাহা প্রথমে 25 জন পূর্ণাঙ্গ সভ্য ও 11 জন সহযোগী সভ্য মোট 36 জনকে লইয়া গঠিত হয়। একজন বাদে পলিট বুরোর পূর্বেকার অন্য সব সদস্যই ইহাতে স্থান পান এবং পূর্বের ন্যায় ষ্ট্যালিনই ইহারও সভাপতি থাকেন। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর 1953 সালে নিয়ম পরিবর্তন করিয়া ইহার সভ্য সংখ্যা 14তে কমান হয়—10 জন পূর্ণাঙ্গ সদস্য ও 4 জন সহযোগী। ষ্ট্যালিনের স্থলে ম্যালেনকভ ইহার সভাপতি হন। এই নূতন সংস্থাই পার্টির শক্তিকেন্দ্র হইয়াছে। তত্ত্বগতভাবে যদিও কেন্দ্রীয় কমিটিই পার্টির যৌথ নেতৃত্ব প্রদান করে আসলে কিন্তু প্রেসিডিয়ামই এখন এই নেতৃত্ব দেয় শুধু পার্টিকেই নয়, রাষ্ট্রকেও বটে। কি পররাষ্ট্রসম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়ে, কি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, কি বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং পার্টির সাংগঠনিক ব্যাপারেও রুশিয়ার যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি রচনা হয় প্রথমে পার্টির এই সংস্থাটিতে অর্থাৎ প্রেসিডিয়ামেই হইয়া থাকে এবং সেগুলি পার্টির সচিবালয় (Secretariat) সর্বস্তরের পার্টি সংস্থার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। রাষ্ট্রীয় বিষয় সংক্রান্ত নীতিগুলি রাষ্ট্রশক্তির সংস্থাগুলির মাধ্যমে রূপায়িত হয়। যেহেতু রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বেও অবস্থিত পার্টি ও রাষ্ট্রের মৌলনীতিতে কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে না। তত্ত্বের দিক হইতে প্রেসিডিয়াম কেন্দ্রীয় কমিটির সৃষ্টি হইলেও আসলে ইহা কেন্দ্রীয় কমিটিকে পরিচালনা করে। প্রেসিডিয়ামই কমিটির অধিবেশন আহ্বান করে এবং অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য পরিচালনা করে।

সচিবালয় বা পার্টির সদর দপ্তর (Secretariat—Party Headquarters) **:**

পার্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হইল সেক্রেটারিয়েট বা পার্টির সদর দপ্তর। 1952 সালের নূতন নিয়ম পলিটবুরো ও অর্গবুরোর বিলোপসাধন করিলেও এই সংস্থাটিকে রাখিয়া দেয়, যদিও ইহার গঠনে সামান্য কিছু পরিবর্তন করে, যেমন পূর্বের সেক্রেটারি জেনারেলের পদটি তুলিয়া দিয়া উহার স্থলে দশজন সদস্য বিশিষ্ট একটি সচিবমণ্ডলী প্রবর্তন করে এবং

ষ্ট্যালিনকে উহার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত করে। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ইহার সংখ্যা পাঁচে কমান হয়। ষ্ট্যালিন 1922 সাল হইতে 1953 সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত একাদিক্রমে প্রথমে সেক্রেটারি জেনারেল ও পরে সেক্রেটারি হিসাবে পার্টির সদর দপ্তরের পরিচালনা করেন এবং 1941 সাল হইতে ইহার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রীর পদটিও গ্রহণ করেন, এইভাবে পার্টি ও সরকারের যৌথ নায়ক হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ম্যালেনকভ প্রধান সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। কিন্তু পরে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলে প্রধান সেক্রেটারি পদে ইস্তফা দেন এবং ক্রুশ্চেভ প্রধান সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি দুইটি পদেই অধিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ ষ্ট্যালিনের দুই পদ একই ব্যক্তির গ্রহণ করার নীতিতে ফিরিয়া যান। বর্তমানে অর্থাৎ ক্রুশ্চেভের পতনের পর হইতে কিন্তু আবার পদ দুইটিতে একই ব্যক্তির যুক্ত থাকার নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কমরেড ব্রেজনেভ প্রথম সচিব ও কোসিগিন প্রধানমন্ত্রী রহিয়াছেন।

পার্টি সেক্রেটারিয়েট পার্টির সকল কাজ পরিচালনা করে, শুধু কেন্দ্রীয় সংস্থাতেই নয় পার্টির বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরেও বটে। ইহার বিভিন্ন বিভাগে বহু সহস্র স্থায়ী কর্মচারী কাজ করে, অন্য কোন দেশে পার্টির এত বৃহৎ দপ্তর দেখা যায় না। ইহা অন্য দেশের পার্টির তুলনায় সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির কাজের গুরুত্ব ও বিস্তারেরই সাক্ষ্য দেয়। মস্কোতে অবস্থিত পার্টির সদর দপ্তর সারা দেশে, এমন কি বিদেশেও পার্টির কার্য-কলাপের তদারকি করে। ইহার সংগঠন প্রায় সরকারী দপ্তরগুলিরই অনুরূপ। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, যানবাহন প্রভৃতি তত্ত্বাবধানের জন্য সরকারের ন্যায় পার্টির দপ্তরেও বিভিন্ন বিভাগ আছে, এগুলি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির প্রশাসনের উপর নজর রাখে এবং পার্টির নীতি অনুসৃত হইতেছে কিনা লক্ষ্য রাখে। অর্গবুরো বিলুপ্ত হইবার পর পার্টি-সেক্রেটারিয়েট উহার অনেক কাজের ভার লইয়াছে। পার্টির সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও ইহার বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন কার্যের তত্ত্বাবধান করে, যেমন একটি বিভাগ পার্টির সভ্যদের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করে, অন্য একটি বিভাগ শিক্ষানবীশ সদস্যদের পার্টির মতবাদে দীক্ষিত করার তত্ত্বাবধান করে, আবার আর একটি বিভাগ পার্টির প্রচারকার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এই সম্পর্কে প্রেস, প্রকাশন কার্য, ক্লাব, রেডিও, নাট্যমঞ্চ, গ্রন্থাগার প্রভৃতি জনসংযোগ যন্ত্রের মাধ্যমে পার্টির কর্মসূচী বিজ্ঞাপিত করে। ইউনিয়ন রিপাবলিক, অটোনমাস্ রিপাবলিক, রিজিয়ন, এলাকা, নগর ও জেলাস্তরেও সদর দপ্তরের ধাঁচে কিন্তু অত ব্যাপক আকারে নয় এক একটি আঞ্চলিক

দপ্তর থাকে উহাদের সীমিত ক্ষেত্রে পার্টির কার্যকলাপ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য। মস্কোস্থ পার্টির সদর দপ্তর ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। একাদিক্রমে 30 বৎসর ধরিয়া ইহার অধ্যক্ষ হিসাবে ষ্ট্যালিনই সেক্রেটারিয়েটের এই বিশাল সংগঠন দক্ষতার সহিত গড়িয়া তোলেন। টাউস্টারের (Towster) ভাষায় ষ্ট্যালিন পার্টি সেক্রেটারিয়েটকে নূতন রূপ দান করিয়াছিলেন এবং ইহাকে "কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েট ব্যবস্থার পরিচালক যন্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন" ("made it the gear box of the Communist Party and of the Soviet system")।

হিসাব পরীক্ষক কমিটি ও পার্টি নিয়ন্ত্রণ কমিশন (Auditing Committee and the Party Control Commission) ঃ

1934 সালে সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি পুনর্গঠন সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী পার্টি কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়াও একটি হিসাব পরীক্ষক কমিটি ও একটি পার্টি নিয়ন্ত্রণ কমিশন নির্বাচিত করে। প্রথমটির কার্য উহার নাম হইতেই বুঝা যায়। তাহা হইল পার্টির সকল কেন্দ্রীয় সংস্থার অর্থ তহবিলের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করা। দ্বিতীয়টির কার্য্য আরও ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। ইহাকে "পার্টি বিবেকের যৌথরক্ষক" ("collective keeper of the party conscience") বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাকে পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষাকারী অঙ্গ বলা যাইতে পারে। পার্টির সভ্য তালিকা ইহার জিম্মায় থাকে। বিভিন্ন পার্টি সংস্থা ও কমিটির সভায় পরিদর্শক পাঠাইয়া লক্ষ্য রাখে যে কোথাও পার্টির নীতি লঙ্ঘিত হইতেছে কিনা। যেসব সভ্যের বিরুদ্ধে পার্টিদ্রোহিতার সন্দেহ উপস্থিত হয় প্রয়োজনবোধে তাহাদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কাহাকেও পার্টি হইতে অপসারণের হুকুম দিলে তার বিরুদ্ধে আপীলের চূড়ান্ত শুনানিও এই সংস্থাতেই হইয়া থাকে। পার্টি কংগ্রেস বা কেন্দ্রীয় কমিটিতে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলি পার্টির নিম্নতর সংস্থাগুলি এবং সোভিয়েট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ কার্যকরী করিতেছে কিনা তাহা দেখাই পার্টি নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মুখ্য কর্তব্য। যে কেহ পার্টির নিয়মকানুন বা কর্মসূচী ভঙ্গ করিলে কমিশন তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছে পার্টি নিয়ন্ত্রণ কমিটি। পূর্বে বিভিন্ন অঞ্চলে কমিশনের প্রতিভূ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় কমিটি কাজ করিত, যাহারা স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত হইলেও কমিশনের কাছেই দায়ী থাকিত। বর্তমানে ইহারা নিয়ন্ত্রণ কমিটি দ্বারাই সরাসরি নিযুক্ত হয় এবং সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক

সংস্থা বা উহার সচিবদের এক্তিয়ারের বাহিরে। এই কমিটিগুলি ইউনিয়ন রিপাবলিক, স্বয়ংশাসিত রিপাবলিক, টেরিটরি, রিজিয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের সংস্থার সহিত যুক্ত আছে এবং তাহাদের কাজ হইল কেহ পার্টির নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত অমান্য করিলে তাহা বা পার্টি সভ্যদের বেআইনী বা অশালীন আচরণ খুঁজিয়া বাহির করা এবং সকল আঞ্চলিক স্তরেই পার্টি হইতে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে আপীল শুনানি করা। একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কার্য্যকলাপের তত্ত্বাবধানে পার্টির এই সংস্থাটির সহিত রাষ্ট্রের অনুরূপ একটি সংস্থা যাহার নাম সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণ কমিশন (Commission of Soviet Control) এবং যাহা পরে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রকে (Ministry of State Control) রূপান্তরিত হইয়াছে, উভয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং আরও লক্ষণীয় যে শেষোক্ত সংস্থাটি যদিও সরকারের অঙ্গ, কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক মনোনীত হয়। ইহা সোভিয়েট ইউনিয়নে পার্টি ও সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সাক্ষ্য দেয়।

কমিউনিষ্ট পার্টি ও সরকার ঃ

কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়-মান হইবে যে সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মত সরকার পার্টি হইতে শুধু পরোক্ষভাবে সৃষ্ট হয় না বা অনুপ্রেরণা পায় না সরকার পার্টি সংগঠনের সঙ্গে সর্বস্তরে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দুই-এরই একই লক্ষ্য একই কার্য্যসূচী এবং অনেকক্ষেত্রে কর্মীও এক। সোভিয়েট ইউনিয়নে একদলীয় ব্যবস্থার ফলেই এটা সম্ভব হয়। অবশ্য কাগজে কলমে সরকার ও পার্টি দুটি স্বতন্ত্র, যদিও পরস্পর পরিপূরক সংস্থা। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি পার্টি ও সরকারের পিরামিড আকৃতি সংগঠন, সংযোগী রিপাবলিক, স্বয়ংশাসিত রিপাবলিক, রিজিয়ন, জেলার মধ্য নিয়া সর্বনিম্ন প্রাথমিক সংস্থাগুলি পর্যন্ত পর্যায়ে দুইটিই সমান্তরালভাবে সহাবস্থান করে; দুইটিরই নিজস্ব সদর দপ্তর, সম্মেলন, কেন্দ্রীয় কমিটি। বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত সংস্থা ও কর্মপরিষদ স্থায়ী কর্মচারী, তহবিল, সংবাদপত্র ইত্যাদি আছে। সরকারীভাবে সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ সুপ্রীম সোভিয়েট, কেন্দ্রীয় কমিটি, মন্ত্রিপরিষদ ইত্যাদি আইন প্রণয়ন করে, ডিক্রি জারি করে, আইন বা ডিক্রি বলবৎ করে, প্রশাসন পরিচালনা করে, আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে, স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখে, পররাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পর্ক নির্ণয় করে, সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ মজবুৎ করার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে দেশের অর্থ-

নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক কার্য্যসূচী পরিচালনা করে, এককথায় সামগ্রিকভাবে জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। পার্টি প্রত্যক্ষভাবে এগুলির কিছুই করে না, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারের এসকল কর্মকাণ্ডেরই প্রেরণা ও নির্দেশ আসে যবনিকার অন্তরালবর্তী পার্টির বা পার্টি নেতৃত্বের নিকট হইতে। রাষ্ট্র জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পার্টিই মূলনীতিগুলি নির্ধারণ করিয়া দেয় যাহাকে বলা হয় "party line" বা পার্টি নীতির রূপরেখা। সরকারী সংস্থাগুলির কার্য্য হইল সেগুলি সমর্থন করা ও কার্য্যকরী করা। গ্রিগোরিয়ন ও ডলগোপোলভের ভাষায়, "সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি কখনও রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে নাই এখনও করে না। ইহা রাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক রূপরেখা রচনা করিয়া দেয়, কিভাবে উহা রূপায়িত করা যায় তাহা দেখাইয়া দেয় এবং রাষ্ট্রীর সংস্থাগুলি ও অন্যান্য জনসংগঠনগুলি উহা যথাযথ পালন করিতেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখে।"* রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে পার্টি অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের সুবিদিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলিয়া থাকে। উক্ত সিদ্ধান্তটি হইল,—"পার্টি সোভিয়েট সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে ইহার সিদ্ধান্তগুলি সোভিয়েট সংস্থাগুলির মাধ্যমে কার্য্যকরী করিবে। পার্টি সোভিয়েটগুলির কার্য্যকলাপের নির্দেশ দিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবে না।" এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্টি অনেক নিয়মকানুনও রচনা করিয়াছে যাহা দুই-এর মধ্যে সম্পর্ক স্থির করিয়া দেয়। কিভাবে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে পার্টি উহার মূলনীতির রূপরেখা রচনা করিয়া থাকে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা আছে এবং উহা স্থির হইয়া গেলে সরকারী সংস্থাগুলির ও কর্মচারীদের সকল কার্য্যকলাপ উহারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদন করিতে হয় এবং পার্টি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তদনুযায়ী বিশেষ বিশেষ নির্দেশও জারি করে, যেগুলি সকল সরকারী সংস্থা ও কর্মচারীদের উপর বাধ্যতামূলক। সরকারকে চালনা করিবার পার্টির আর একটি উপায় হইল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে এমন সব ব্যক্তিকে নিয়োগ

---

* "The CPSU has never exercised state power itseif nor does it do so in the present period. It work out the main political line of the State showing the ways to realise it, and seeing to the strict abservance of it by all organs of the State and all mass organisations".—(L. Grigoryan & Y. Dolgopolov op. cit., p. 99).

করা যাহারা কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কার্য্যসূচীতে আস্থাশীল এবং যাহারা ঐ কর্মসূচী ও নীতিসমূহ রূপায়ণে সক্ষম। সাধারণতঃ পার্টির কর্ণধার গণই রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি, যেমন প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান প্রধান মন্ত্রী, প্রেসিডিয়ামের সভাপতি ও সভ্য, সুপ্রীম সোভিয়েটের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যবৃন্দ, প্রকিউরেটর জেনারেল ইত্যাদি অধিকার করেন; সুতরাং কোন অবস্থাতেই পার্টি ও সরকারের মধ্যে কোন মতভেদ বা সংঘর্ষের সম্ভাবনাই থাকে না। লেনিন বা ষ্ট্যালিন বা ক্রুশ্চেভ বা ব্রেজনেভ প্রভৃতি সোভিয়েট দিক্‌পালগণ যাঁহারা রুশিয়ায় রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবেই সে সুযোগ পাইয়াছিলেন।

বলা হইয়াছে,—"বস্তুতঃ, আনুষ্ঠানিকভাবে না হইলেও পার্টিই সরকার এবং কমিউনিষ্ট একনায়কত্ব বলিতে কমিউনিষ্ট পার্টিরই একনায়কত্ব বুঝায়।"* ষ্ট্যালিনও বলিয়াছিলেন,—"পার্টি প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করে যে ইহা সরকারকে পথ প্রদর্শন করে ও সাধারণভাবে নির্দেশ দিয়া থাকে।" পার্টি আর এক উপায়েও সরকারকে চালিত করিয়া থাকে তাহা হইল সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি প্রভৃতি লোকায়ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও যে সব কমিউনিষ্ট কর্মী কাজ করেন তাহাদের উপর অবিরত সতর্ক দৃষ্টি ও কাজের সমীক্ষা চালাইয়া। কর্তব্যে কোন ত্রুটি বা অবহেলা নজরে পড়িলে তাহাদের দণ্ডদানের সম্মুখীন হইতে হয়। কাজেই সরকারী সংস্থাগুলিকে কর্তব্য পালনে সর্বদা অবহিত ও সতর্ক থাকিতে হয়। পার্টি শুধু সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে বিশ্বস্ত পার্টি সভ্যদের নিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, তাহারা যাহাতে তাহাদের কর্তব্যপালনে ক্ষমতার অপব্যবহার না করেন, পার্টির আদর্শ, নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি হইতে বিচ্যুত না হন সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখে। সরকারের সহিত কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পর্ক স্যামুয়েল হার্পার (Samuel Harper) সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"যদিও সরকারীভাবে সরকারই (পার্টি নয়) আইন প্রণয়ন করে, রাষ্ট্র পরিচালনা করে, শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেনাবাহিনীকে পরিচালিত করে, পার্টিই (অবশ্য বেসরকারীভাবে) এইসব কার্য্য করিয়া থাকে এবং শুধু তাহাই নয় এক অর্থে এইসব কাজের জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণ করে।"

---

* In point of fact the party is the Government in all but form, and the Communist dictatorship is the dictatorship of the Communist Party." (Ogg & Zink—Modern Foreign Governments, 1953, p. 812).

("While officially it is the Government and not the party that makes the laws, runs the state, administers industry and controls the army, it is also, though unofficially, the party which does all these things and, in a certain sense, is even primarily responsible for them." S. Harper, quoted in Select Constitutions by Prof. A. C. Kapur, p. 548).

Suggested Readings

1. V. I. Lenin : "The State and Revolution", (1917).
2. W. E. Rappard, W. R. Sharp and Others : "Source Book on European Governments", (1937)
3. S. N. Harper and R. Thompson : Op. cit., Ch. IV.
4. F. A. Ogg and H. Zink : Op. cit., Ch. XXXVII.
5. J. Towster : "Political power in the U.S.S.R. (1917-1947)" Ch. VIII.
6. A. L. Vyshinsky : "The Law of the Soviet State", (1951), Ch. III.
7. H. Finer : "Governments of Greater European Powers," (1956) Ch. VII.
8. L. Grigoryan & Y. Dolgopolov : Op. cit., Part II, Ch. III
9. A. C. Kapur : Op. cit., pp. 547-560
10. L. Schapiro : Op. cit. Ch. III

একাদশ অধ্যায়

সোভিয়েট আঞ্চলিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা

(Regional and Local Government in Soviet Union)

রুশিয়ার স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন :

সোভিয়েট রুশিয়ার মত বিশাল, বহু জাতি ও কৌলিক গোষ্ঠী (ethnic groups) অধ্যুষিত ; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট একটি রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্র হইতে একই রকম শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব নয়। প্রাক্-বিপ্লব জারতন্ত্রের রুশিয়াতেও যদিও শাসন কর্তৃত্ব রাজধানীতে সপরিষদ জারের হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল, শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্র ছাড়াও আরও তিনটি আঞ্চলিক স্তরে বিন্যস্ত ছিল—এগুলি হইল প্রদেশ (Provinces) কাউণ্টি বা ক্যাণ্টন (Counties or Cantons) এবং গ্রাম (Rural Districts)। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জার দ্বিতীয় এ্যালেক্জাণ্ডার প্রদেশ ও জেলা পর্যায়ে কিছুটা স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা দিলেও মূলতঃ স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারেরই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি বিপ্লবের পর লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিক নেতারা সমগ্র রুশিয়ায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সংকল্প করেন যেখানে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক অঙ্গরাজ্যগুলি সর্বাধিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভোগ করিবে অথচ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। 1924 সালের সংবিধানে কয়েকটি সংযোগী রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাকৃত মিলনের ভিত্তিতে একটি সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের (ইউ, এস্, এস্, আর) পত্তন হয় এবং 1936 সালের সংবিধানে ইহা আরও সম্প্রসারিত হয়। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ রুশ রাষ্ট্রের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামো সম্পূর্ণ নূতনভাবে পুনর্বিন্যাস করেন।

বিপ্লবোত্তর যুগে আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস :

দুইটি বিভিন্ন নীতিতে আঞ্চলিক বিভাগ করা হয়—(1). জাতিভিত্তিক ও (2) প্রশাসনিক সুবিধাভিত্তিক। প্রথম নীতির ভিত্তিতে যে বিভাগগুলি সৃষ্ট হয় সেগুলি হইল—(1) সংযোগী প্রজাতন্ত্র (Union Republics), (2) স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republics), (3) স্বয়ংশাসিত অঞ্চল (Autonomous Regions), ও (4) জাতীয় এলাকা (National

Areas)। ইহাদের মধ্যে সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলি উভয় নীতিরই আওতায় পড়ে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রত্যেক সংযোগী প্রজাতন্ত্রেই অন্য জাতিভিত্তিক বিভাগগুলি বর্তমান থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ জাতীয় এলাকাগুলি সমস্তই রুশ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (আর, এস্, এফ, এস্, আর) মধ্যে অবস্থিত, অন্য কোন সংযোগী প্রজাতন্ত্রে এগুলি নাই। 8টি স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের মধ্যে 5টি আর, এস্, এফ্, এস্, আর-এর অন্তর্গত, বাকী 3টি একটি করিয়া অন্য তিনটি মাত্র সংযোগী প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। সুতরাং 11টি সংযোগী প্রজাতন্ত্রে এই বিভাগটি আদৌ নাই। অনুরূপভাবে স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি আর্, এস্, এফ্, এস্, আর সমেত 4টি সংযোগী প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত, বাকী সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলিতে এই বিভাগ বর্তমান নাই। ইহার কারণ যেসব সংযোগী রাজ্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এমন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী থাকে যাহাদের ঐ রাজ্যের প্রধান জাতি হইতে বিশেষ পার্থক্য আছে তাহাদের স্বকীয়তার স্ফুরণের সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই বিভাগগুলি সৃষ্ট হয়। যে সংযোগী রাজ্যে এরূপ কোন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকে না সেখানে এই বিভাগগুলিও বর্তমান থাকে না।

দ্বিতীয় নীতির ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রশাসনিক সুবিধার কারণে যে আঞ্চলিক বিভাগগুলি সৃষ্ট হইয়াছে সেগুলি হইল—অঞ্চল (Region and Territory), জেলা (District or 'Raioni'), শহর (Cities, Oblasti, Towns or Urban Districts), গ্রাম (Village or rural districts, Stanitsas, hamlets, Kishlaks, auls)।

বর্তমান রুশিয়ায় স্থানীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব :

রুশিয়ার স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা বলিতে এগুলি এবং স্বয়ং শাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকাগুলির সংস্থাগুলিকেই বোঝায়। 1936 সালের সংবিধানে 94 নং হইতে 101 নং ধারায় ইহাদের সংগঠন বিবৃত হইয়াছে। ইহাদের সাংগঠনিক কাঠামো মোটামুটি একই ধরণের। সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলির ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইহারা স্ব স্ব এলাকায়—কি আঞ্চলিক, কি স্বয়ংশাসিত প্রশাসনিক বিভাগগুলিতে—সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা পরিচালনা করে। এক কথায় বলা যায় স্থানীয় সোভিয়েটগুলি সোভিয়েট রাষ্ট্রের সকল কর্ম সূচীতেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে নিজ নিজ আঞ্চলিক সীমানায়

মধ্যে। যেমন তাহারা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংগঠনে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সোভিয়েট নাগরিকদের অধিকার রক্ষা, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সকল জাতির সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা এইসব বিষয়েও তাহারা সাহায্য করিয়া থাকে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা হইতে সর্বনিম্ন সংস্থা অর্থাৎ স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলি পর্যন্ত তাহাদের লক্ষ্য ও কার্যক্রমের দিক হইতে একই সূত্রে গ্রথিত। গ্রিগোরিয়ন ও ডল্গোপোলভের ভাষায়,—"ইউ, এস্, এস্, আর-এ রাষ্ট্রশক্তি একীভূত ও অখণ্ড। কারণ সোভিয়েট রাষ্ট্র কমিউনিষ্ট সমাজ গঠনরূপ একই সাধারণ লক্ষ্য দ্বারা ঐক্যবদ্ধ একটি জনসমষ্টির রাষ্ট্র। সুতরাং উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের শাসন সংস্থার মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। একটি মাত্র রাষ্ট্রশক্তিই উচ্চ-স্তরের ও স্থানীয় সংস্থাগুলি দ্বারা প্রযুক্ত হয়।"* সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্রশক্তির সংস্থাগুলির ঐক্যের প্রতীক হইল সর্বত্র শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিবিশিষ্ট সোভিয়েটগুলির সর্বময় কর্তৃত্ব অবশ্য সংবিধান ও আইনের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে।

স্থানীয় সোভিয়েটগুলির বিন্যাস তাহারা যে সংযোগী প্রজাতন্ত্র বা স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত তাহার আঞ্চলিক বিভাগবিন্যাস অনুসারে ভিন্ন হয়। কোন প্রজাতন্ত্রে চার স্তরের, কোথাও তিন স্তরের, কোথাও বা দুই স্তরের হয়। আর, এস্, এফ্, এস্, আর-এ চার স্তরের স্থানীয় সোভিয়েট প্রচলিত—অঞ্চল (Territory), স্বয়ং শাসিত অঞ্চল (Autonomous Region), জেলা (District) ও গ্রাম (Village), আবার আর্মেনিয়া (Armenia) প্রজাতন্ত্রে দুই স্তরে বিন্যস্ত সোভিয়েট প্রচলিত—জেলা ও গ্রাম। কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে স্থানীয় সোভিয়েটগুলির স্তর বিভাগের এই পার্থক্য উহাদের কার্যকলাপ বা সংগঠনের মৌলনীতিগুলির কোন বৈলক্ষণ ঘটায় না। সেগুলি সর্বত্র একই।

---

*"State power in the U.S.S.R. is unified beacause the Soviet State is one of the whole people united by a single goal, namely, the construction of the communist society. Accordingly, there is no antithesis between the higher and the local authorities : there is only one State power which is exercised by the higher and local organs." L. Grigoryan & Y. Dolgopolov—Fundamentals of Soviet State Law, Part III, Ch. VI (7), p. 282.

স্থানীয় সোভিয়েটগুলির কার্যাবলী ও ক্ষমতা ঃ

সোভিয়েট ইউনিয়ন, সংযোগী প্রজাতন্ত্র ও স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের সংবিধানগুলি সাধারণভাবে স্থানীয় সোভিয়েটদের কার্যক্রমের পরিধি নির্ণয় করে। এই কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুধু স্থানীয় সমস্যাগুলিতেই নিবদ্ধ নয়, অনেক রাষ্ট্রীয় সমস্যাও ঐ কার্যক্রমের আওতায় পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থানীয় শিল্প উন্নয়ন ছাড়াও তাহারা যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী বা সংযোগী প্রজাতন্ত্রব্যাপী শিল্পসংস্থাগুলি, যাহারা তাহাদের এলাকায় সক্রিয়, তাহাদেরও নানাভাবে সাহায্য করে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাহাদের কর্মতৎপরতা বিশেষ লক্ষণীয়। তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব স্থানীয় সোভিয়েটদেরই, তাছাড়া তাহারা স্থানীয় থিয়েটার, সিনেমা, ক্লাব, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। স্থানীয় স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি যেমন হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্য নিবাস, অবসরযাপন, নিবাস ইত্যাদির পরিচালনাও স্থানীয় সোভিয়েটদেরই দায়িত্ব। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, সোভিয়েট আইন কার্যকরী করা ও সোভিয়েট নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় সোভিয়েটগুলির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট সরকার (ইউনিয়ন ও সংযোগী রাজ্যস্তরে) স্থানীয় সোভিয়েটদের কার্য্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে এবং যথা সম্ভব তাহাদের নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেয়। বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সোভিয়েটদের ক্ষমতা ও কার্য্যক্রম সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত।

স্থানীয় সোভিয়েটগুলির সাংগঠনিক আকৃতি ঃ

যে কোন সরকারী সংস্থার মত স্থানীয় সোভিয়েটগুলিরও ইহাদের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রধান অঙ্গ হইল নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে শ্রমজীবী জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সমষ্টি বা সোভিয়েট। ইহারাই বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসনিক বিভাগের রাষ্ট্রশক্তির সংস্থা। 1936 সালের সংবিধানের 95 নং ধারায় বলা হইয়াছে নিম্নোক্ত শ্রেণীর বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাগের সোভিয়েটগুলি স্ব স্ব এলাকার শ্রমজীবী মানুষগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া দুই বছরের জন্য গঠিত হইবে,—টেরিটরি বা রিজন (অঞ্চল), স্বয়ংশাসিত অঞ্চল (Antonomous Region), জাতীয় এলাকা (National Area), জেলা (District), শহর (City) ও গ্রামসমূহ (Stanitsas, Villages, hamlets, Kishlaks, auls)। প্রতিটি সোভিয়েটে প্রতিনিধিত্বের হার সংশ্লিষ্ট সংযোগী প্রজাতন্ত্রের (Union Republic) সংবিধানে নির্দিষ্ট হইবে (96 নং ধারা)। শ্রমজীবী মানুষদের

প্রতিনিধিবর্গ যাঁহারা স্থানীয় সোভিয়েটের সদস্য তাঁহারাই সোভিয়েটের কার্যাবলী যৌথভাবে সম্পাদন করেন। কেন্দ্র ও সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে স্থানীয় সোভিয়েটের প্রতিনিধি সভ্যগণ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নির্দেশ জারি করিয়া থাকেন, (98 নং ধারা)। স্থানীয় সোভিয়েট অধীনস্থ সংস্থাগুলির কার্যের তত্ত্বাবধান ও পথ নির্দেশ করে। বর্তমানে অঞ্চল (Territory and Region), জাতীয় এলাকা (National Area), বড় শহর (City) ও তাহার ওয়ার্ড (Ward) সোভিয়েটগুলির সাধারণ অধিবেশন বছরে অন্ততঃ 4 বার এবং জেলা (District), নগর (Town) ও তাহার ওয়ার্ড ও গ্রাম (Village) সোভিয়েট-গুলির অধিবেশনে অন্ততঃ 6 বার করিয়া আহুত হয়। প্রতিটি সোভিয়েটের কর্মপরিষদ (Executive Committee) সংশ্লিষ্ট সংযোগী রাজ্য ও স্বয়ং-শাসিত প্রজাতন্ত্র কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে এই অধিবেশন আহ্বান করিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে এইসব স্থানীয় সোভিয়েটের জরুরী অতিরিক্ত (extraordinary) অধিবেশনও আহুত হইতে পারে। স্থানীয় সোভিয়েটের আইনে এরূপ অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে বা সংশ্লিষ্ট সোভিয়েটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের দাবিতেও উহা কর্মপরিষদ (Executive Committee) কর্তৃক আহুত হইতে পারে, আবার উর্ধ্বতন সংস্থার তাগিদেও অতিরিক্ত অধিবেশন আহুত হয়।

যেহেতু সমগ্র সোভিয়েটের অধিবেশন সব সময় বসে না, বেশ কিছুদিন অন্তর বসে ইহার অধিবেশনে এক্তিয়ারভুক্ত সকল বিষয় বিবেচিত হইতে পারে না; কিন্তু কতকগুলি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শুধু সমগ্র সোভিয়েটের অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে, যেমন কার্যকরী ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলির গঠন, কর্মপরিষদের (Executive Committee) নির্বাচন, বিভাগীয় প্রধানদের মনোনয়ন অনুমোদন, স্থায়ী কমিটিগুলির (Standing Committees) গঠন, স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বাজেট ও স্থানীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুমোদন, কোন নির্বাচিত সোভিয়েট সদস্য উক্ত এলাকা ছাড়িয়া যাইলে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল করা ইত্যাদি। এগুলি ছাড়া এবং অন্য যেসব বিষয় সমগ্র সোভিয়েটে বিবেচিত হয় বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলি ছাড়া অন্য সব এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে কর্মপরিষদ বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সোভিয়েটের দুই অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালেও কর্মপরিষদই স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে। অবশ্য উহার সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব সোভিয়েটের পরবর্তী অধিবেশনে পেশ করিতে হয় এবং সোভিয়েট উহা বাতিল করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা করে না।

স্থানীয় সোভিয়েটের কর্মপরিষদ (Executive Committee) একজন সভাপতি (Chairman), কয়েকজন উপ-সভাপতি (Deputy Chairman), একজন সম্পাদক (Secretary) এবং কয়েকজন সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং সমগ্র সোভিয়েট কর্তৃক নির্বাচিত হয়। সংশ্লিষ্ট সংযোগী রাজ্যের সংবিধান অনুযায়ী এই পরিষদই অঞ্চল (Territory, Region), স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, জাতীয় এলাকা, জেলা, নগর ও গ্রামসমূহের সোভিয়েটের কার্য্যকরী ও প্রশাসনিক সংস্থা। সংবিধানের 101 নং ধারা অনুযায়ী শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিবিশিষ্ট সোভিয়েটের কার্য্যকরী সংস্থা,—যে সোভিয়েট ইহাকে নির্বাচিত করে তাহার কাছে এবং উর্ধ্বতন সোভিয়েটের নিকটও প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকে। কর্মপরিষদ (Exeucitive Committee) ছাড়া সোভিয়েট কয়েকটি স্থায়ী কমিটি (Standing Committees) গঠন করে, প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি এক একটি বিশেষ বিষয়, যেমন জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাজেট, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতির অভিজ্ঞ ও খুঁটিনাটি বিবেচনার ভার গ্রহণ করে।

কর্মপরিষদের একটি বিশেষ কার্য্য হইল সমগ্র সোভিয়েটের অধিবেশনের জন্য প্রস্তুতি। অধিবেশনের সাফল্য বহুলাংশে সুষ্ঠু প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে। প্রস্তুতি কার্য্যে পড়ে,—অধিবেশন আহ্বান করা, কার্য্যসূচী (agenda) রচনা করা, স্থায়ী কমিটিগুলিকে তাহাদের তথ্যানুসন্ধানে সাহায্য করা, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদির চুম্বক প্রস্তুত করা এবং উহা সোভিয়েটের নিকট পেশ করা। কর্মপরিষদের সদস্যগণ সোভিয়েটের ডেপুটিদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হন। ইহাতে কর্মপরিষদ, সোভিয়েট ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সদস্যগণের কার্য্যক্রম নির্বাচকদের মনোমত না হইলে তাঁহারা অপসারণযোগ্য (subject to recall) বিবেচিত হইতে পারেন।

প্রতিটি সোভিয়েটের প্রথম অধিবেশনেই কর্মপরিষদ নির্বাচিত হয় এবং পরবর্তী সোভিয়েটের প্রথম অধিবেশনে নূতন কর্মপরিষদ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত উহা চালু থাকে। অবশ্য সোভিয়েটের অধিবেশনে তাঁহারা অপসারিত হইতে পারেন। সোভিয়েটগুলির অধিবেশন প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং সদস্য ছাড়াও অন্য লোক যেমন উর্ধ্বতন সোভিয়েটের সদস্যগণ, বুদ্ধিজীবীগণ, যৌথ খামার ও সমবায় সংস্থার সভ্যগণ অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন। কর্মপরিষদকে উহার কার্য্য সম্বন্ধে সোভিয়েটের নিকট রিপোর্ট পেশ করিতে হয় এবং জবাবদিহিও করিতে হয়। এছাড়াও প্রশাসনের উর্ধ্বতন সংস্থাগুলির নিকটও উহার দায়িত্ব থাকে। কোন স্থানীয় সোভিয়েটের

সিদ্ধান্ত উর্ধ্বতন সোভিয়েট নাকচ করিতে পারে বা উহার কর্মপরিষদও তাহা স্থগিত রাখিতে (suspend) পারে, নাকচ করিতে পারে না। উর্ধ্বতন সোভিয়েটের কর্মপরিষদ নিম্নতন সোভিয়েটের কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারে না। ইহার কারণ কর্মপরিষদ সোভিয়েট অপেক্ষা নিম্নমানের রাষ্ট্রীয় শক্তিসংস্থা। কর্মপরিষদের ক্ষমতার উৎস হইল শ্রমজীবীপ্রতিনিধি-বিশিষ্ট সোভিয়েট। সভাপতি, উপ-সভাপতিবৃন্দ, সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ সমেত কর্মপরিষদের প্রধান কার্য্য হইল সংশ্লিষ্ট সোভিয়েট ও উর্ধ্বতন সোভিয়েট যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করা।

স্থানীয় শাসন সংস্থার স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ ঃ

অঞ্চল, জাতীয় এলাকা, জেলা, শহর বা নগর ও ওয়ার্ড এমন কি গ্রাম সোভিয়েটদের কর্মপরিষদকে তাহাদের ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য অল্প-বিস্তর প্রশাসনিক যন্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। কর্মপরিষদ প্রশাসনিক কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়া থাকে, যদিও তাহাদের চাকুরি পাকা করিবার ক্ষমতা অথবা কর্মচ্যুত করিবার ক্ষমতাও সমগ্র সোভিয়েটের হাতে। অবশ্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্মতি লইয়াই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। স্থানীয় সংস্থার কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কাজের উপযোগী বিশেষ শিক্ষার যোগ্যতার উপর খুব একটা জোর দেওয়া হয় না, কেননা শহর ছাড়া অন্যত্র এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া সহজ নয়। সাধারণ শ্রমিকশ্রেণী হইতেই কর্মচারী নিয়োগ হয় এবং কাজ করিতে করিতে তাহারা যোগ্যতা অর্জন করে। তবে সম্প্রতি কিছু কিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে। কিছুদিন যাবৎ একটি প্রথা প্রচলিত হইয়াছে যাহাতে এইসব সংস্থায় বিভিন্ন কার্য্যে স্বেচ্ছাকর্মী (volunteer) এবং প্রধানতঃ অবেতনভুক্ (honorary) স্বেচ্ছাকর্মী লিপ্ত হইতেছে। প্রথমে এই শ্রেণীর স্বেচ্ছাকর্মীরা ছুটির দিনে স্থানীয় সংস্থায় কাজ করিত, কিন্তু বর্তমানে ইহারা নিয়মিতভাবে কাজ করিয়া থাকে। অনেক সময় স্থানীয় যৌথ খামার বা সমবায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কিছুদিনের জন্য স্থানীয় সংস্থায় কাজ করা কালীন ঐসব প্রতিষ্ঠান হইতে বেতন পাইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে কাজের বিশেষ যোগ্যতা থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

স্থানীয় শাসন সংস্থায় স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের এই প্রথা সোভিয়েট রুশিয়া ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। ইহা সোভিয়েট ইউনিয়নে নাগরিকদের স্থানীয় শাসনে সক্রিয় অংশ গ্রহণে আগ্রহের স্বাক্ষর বহন করে।

বলা হইয়াছে মস্কো এবং লেনিনগ্রাড শহরে এককালে অন্ততঃ 50,000 স্বেচ্ছাকর্মী পৌরকর্মে লিপ্ত থাকে।[1] উল্লেখ করা যাইতে পারে পৌর-সংস্থায় লিপ্ত কর্মচারীদের অধিকাংশই কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। কর্মপরিষদের সভাপতি, যাঁহার ভূমিকা স্থানীয় শাসন সংস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তিনিও সাধারণতঃ পার্টির উচ্চ পর্যায়ের কর্মী হইয়া থাকেন। ইহাদের মাধ্যমে স্থানীয় শাসনসংস্থার সহিত পার্টির যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং উহার নীতি ও কার্যক্রমে পার্টির প্রভাব বিসর্পিত হয়।

স্থানীয় শাসন-সংস্থার স্থায়ী কমিটি ঃ

স্থানীয় শাসন সংস্থার কার্য্যপরিচালনায় স্থায়ী কমিটিগুলি (Standing Committees) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যদিও 1936 সনের সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানে বা উহার ভিত্তিতে রচিত সংযোগী ও স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধানেও এরূপ কমিটি গঠনের কোন উল্লেখ নাই, সোভিয়েটগুলির প্রয়োজনের তাগিদে ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার পরি-প্রেক্ষিতেই ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে এবং পরে ইহাদের আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের নামই ইহাদের বিশেষ কাজ করিবার জন্য স্থাপিত বিশেষ কমিটি বা কমিশন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া চিহ্নিত করে। ইহারা সোভিয়েটের কার্য্যাবলীর একটি বিশেষ বিভাগ যেমন জনস্বাস্থ্য বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি লইয়া স্থায়ী-ভাবে ব্যাপৃত থাকে। এগুলির মাধ্যমে অধস্তন প্রশাসনের উপর সোভিয়েটের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়মূল হইয়াছে, সোভিয়েট সদস্যদের স্থানীয় শাসন-ক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় হইবার সুযোগ আনিয়াছে ও সাধারণ মানুষের সাথে তাহাদের যোগাযোগ ব্যাপকতর করিতে সাহায্য করে। লেনিন সাধারণ মানুষের সাথে সোভিয়েটগুলির নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগের উপর এবং প্রতিনিধিদের (Deputy) সোভিয়েটের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন।[2]

স্থানীয় সোভিয়েটগুলিতে স্থায়ী কমিটি প্রবর্ত্তন ব্যবস্থা লেনিনের এই মত অনুযায়ীই হইয়াছে। কেননা স্থায়ী কমিটিগুলি সোভিয়েট সদস্যদের সিদ্ধান্তগুলির রূপায়ণে নিরবিচ্ছিন্ন অংশ গ্রহণ করিবারও কার্য্যকরী সংস্থা-

---

1. Ogg & Zink—Modern Foreign Governments (1953), Ch. XLI, p. 917.

2. Grigoryan and Dolgopolov—Op. Cit., P. 306.

গুলির কর্ম্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ সুযোগ দেয়। ইহাদের বিপুল সংখ্যাই ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত আইনে বিভিন্নস্তরের সোভিয়েটে কত সংখ্যক স্থায়ী কমিটি নিযুক্ত হইবে সে সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। প্রত্যেক সোভিয়েট নিজ নিজ প্রয়োজন মতই তাহা নির্দ্ধারণ করে বা কোন কমিটিতে কতজন সদস্য থাকিবে তাহাও ঠিক করে। তাহারা উহা নির্দ্ধারণ করে এই নীতিতে যে সোভিয়েটের কার্য্যক্রমের সকল বিভাগই কোন না কোন কমিটির আওতায় থাকিবে। স্থায়ী কমিটির কার্য্য অবশ্য অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সুপারিশ পেশ করা। কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি সমগ্র সোভিয়েটে বিবেচিত হয় এবং শেষে কর্ম্মপরিষদ ও স্থায়ী কর্ম্মচারীরা সেগুলি কার্য্যে পরিণত করে।

স্থানীয় সোভিয়েট সদস্য (Deputy) :

স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে কর্ম্মপরিষদ, উহার সভাপতি, উপসভাপতিগণ সম্পাদক, স্থানীয় কমিটিগুলির কর্ম্মতৎপরতা ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে ডেপুটিদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ডেপুটিরা যৌথভাবে স্থানীয় সোভিয়েটের কার্য্য পরিচালনা করেন, আবার ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ নির্ব্বাচনী এলাকার সাধারণ মানুষদের সহিত মিলিত হইয়া ও আলোচনা করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ অবগত হন এবং সেগুলির নিরসনে সোভিয়েটে সক্রিয় হন। আবার স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে সোভিয়েট কর্ত্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি, কার্য্যক্রম ও নীতি এবং ডেপুটির নিজ কর্ম্মতৎপরতা তাঁহার এলাকার জনগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের প্রস্তাব, ইচ্ছা ও মতামত ডেপুটিরা সোভিয়েটে উপস্থাপিত করেন এবং উহার সিদ্ধান্ত সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করেন, প্রশাসনযন্ত্রকেও তাহার নিরীখে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে একটি অঞ্চলের ডেপুটিগণ একত্র মিলিত হইয়া যুক্তভাবে সাধারণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কাজ করেন। ইঁহাদের বলা হয় ডেপুটি চক্র (Deputy group)। এইভাবে ডেপুটিরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় ব্যক্তিগতভাবে এবং একটি অঞ্চলে যুক্তভাবে সোভিয়েট ও জনসাধারণের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করেন এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সদা জাগ্রত জন-কল্যাণের ধারক ও বাহক করিয়া তুলিতে সাহায্য করেন।

উপরে সংক্ষিপ্তভাবে সোভিয়েট রুশিয়ার স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির প্রকৃতি, সংগঠন ও কার্য্যক্রমের বিবরণ দেওয়া হইল। বিভিন্ন স্তরের

সংস্থাগুলির বিশদ বিবরণ স্থানাভাবে এখানে দেওয়া সম্ভব নয় এবং বিশেষ প্রয়োজনীয়ও নয়। কেননা যদিও এগুলির মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, সংগঠন, কার্য্যক্রম, লক্ষ্য প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে ইহারা অনুরূপ এবং উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই তাহাদের সম্বন্ধে এবং সোভিয়েট রুশিয়ায় স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।

সোভিয়েট স্থানীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ

উপসংহারে আমরা সোভিয়েট স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন স্থানীয় শাসন বলিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যত্র ঠিক একই জিনিস বোঝায় না। আমরা দেখিয়াছি সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বস্তরেই স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো একই ধাঁচের হয় এবং স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির কার্য্যক্রম যুক্তরাষ্ট্রীয় বা অঙ্গরাজ্যগুলির কার্য্যক্রম হইতে বিশেষ ভিন্ন নয়। সেখানে জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে কার্য্য বা কার্য্যপদ্ধতির বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না যেমন অন্যত্র দেখা যায়। যুক্তরাজ্য বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির কার্য্যাবলী স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ, সারাদেশব্যাপী সমস্যা যেমন প্রতিরক্ষা, জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা, নাগরিকদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি বিষয় তাহাদের এক্তিয়ারের বাহিরে থাকে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি সোভিয়েট ইউনিয়নে স্থানীয় সোভিয়েটগুলি সকল বিষয়েই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে অবশ্য নিজ নিজ এলাকার মধ্যে। সেখানে জাতীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে কোন সীমারেখা নির্দেশ করা হয় না। তাহার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রশক্তি একই লক্ষ্য (অর্থাৎ কমিউনিষ্ট সমাজ গড়িয়া তোলা) সাধনের জন্য একীভূত এবং এই একই শক্তি উর্ধ্বতন ও স্থানীয় শাসনসংস্থার মাধ্যমে কার্যকরী হয়। অন্যান্য দেশে স্থানীয়-সংস্থাগুলির, কোন পৃথক্ সত্তা নাই। তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারেরই সৃষ্টি এবং তাহাদের ক্ষমতা কেন্দ্র কর্তৃক অর্পিত এবং সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের ইচ্ছাধীন। এমন কি তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে কেন্দ্রের মর্জ্জির উপর। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই সংস্থাগুলি সংবিধানে নির্দিষ্ট তাহাদের গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী যদিও অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন সোভিয়েট নিম্ন সোভিয়েটের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে

পারে। উর্ধ্বতন ও নিম্ন সোভিয়েটদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতেই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু যেহেতু কমিউনিষ্ট পার্টি সকল স্তরের শাসনসংস্থার কর্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রিত করে এবং মূলনীতি নির্ধারণ করে বিভিন্ন স্তরের সংস্থার মধ্যে কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না।

সোভিয়েট স্থানীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব হইল উহার বিভাগগুলি সর্বত্র একরূপ নয় যেমন অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি প্রধানতঃ দুইটি নীতির ভিত্তিতে এই বিভাগ সম্পন্ন হইয়াছে—জাতি ও প্রশাসনিক সুবিধা। বিপ্লবের পর লেনিন প্রমুখ বলশেভিক নেতারা লক্ষ করেন সমগ্র রুশিয়ার প্রায় এক শতর মত ছোটবড় জাতিগোষ্ঠী ও কুলগত গোষ্ঠীর (ethnic group) অস্তিত্ব। জারের আমলে ইহারা কেহই জাতি হিসাবে স্বীকৃতি বা স্বায়ত্বশাসন পায় নাই। অপরপক্ষে নির্মম অত্যাচার ও নিষ্পেষণের ফলে কতকগুলি ছোট ছোট গোষ্ঠী অবলুপ্তির পথে চলিয়া যায়। বলশেভিক নেতারা জাতীয় সমস্যা সমাধান করিতে উদ্যোগী হন বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাহাদের নিজস্ব প্রতিভার বিকাশের জন্য স্বায়ত্ব শাসনাধিকার প্রদান করিয়া। এই ভাবেই সোভিয়েট রুশিয়ার স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার সৃষ্টি হয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুযায়ী, কেননা বিভিন্নগোষ্ঠী বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে অবস্থিত ছিল। কোনটি ধনতন্ত্রের পথে, কোনটি সামন্ততান্ত্রিক স্তরে, আবার কোনটি আদিম অবস্থায়। সোভিয়েট স্বায়ত্বশাসন নীতিতে নমনীয়তা (flexibility) রাখা হয়। একটি গোষ্ঠী অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রগতির সাথে সাথে একপ্রকার স্বায়ত্বশাসন সংস্থা হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইতে পারে।

সোভিয়েট স্বায়ত্বশাসনেরও আবার দুই রকম প্রকার ভেদ করা হয়—স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসন (political autonomy), আবার স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্বায়ত্বশাসন। আবার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় শাসনবিভাগ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ভিন্ন রূপ হইয়াছে। কোথাও চারটি স্তর, কোথাও তিনটি, কোথাও বা দুইটি। অন্যান্য দেশে কিন্তু স্থানীয় শাসনব্যবস্থা এরূপ জটিল নয় এবং এত স্তরে বিন্যস্তও নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পরই স্থানীয় শাসনসংস্থার স্থান, শুধু নাগরিক (urban) ও গ্রামীন (rural) স্থানীয় শাসনসংস্থার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য করা হয়।

———

Suggested Readings

1. F.A. Ogg & H. Zink : Op. Cit., Chap. XLI.
2. A.C. Kapur : Op. Cit., Chap. VII.
3. L. Grigoryan & Y. Dolgopolov : Op. Cit. Part III, Chap. V, Secs, 6 & 7, Chap. VI, Sec. 7.
4. A.Y. Vyshinsky : Op. Cit., Ch. VII.
5. Sidney & Beatrice Webb : Soviet Communism (Third Ed., 1944).
6. W. Anderson : "Local Government in Europe", (1939), pp. 404—446.
7. L, Schapiro : Op. Cit., Ch. VIII.
8. V. M. Chkhikvadze : "The Soviet Form of Popular Government." Moscow (1972). Ch. 6.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন নং	যাহা আছে	যাহা হইবে
1	5	প্রকৃতিও	প্রকৃতি ও
1	11	লক্ষ্য	লক্ষ
9	10	সচনা	সূচনা
11	27	ভস্বামী	ভূস্বামী
26	22	প্রকৃক্তি	প্রকৃতি
28	2	লর্ডাসভা	লর্ডসভা
33	14	ধাপ	ধাপে
34	16	রাজ্য	রাজা
43	8	রাষ্ট্রদত	রাষ্ট্রদূত
52	6	রাজ্য	রাজা
52	7	রাজ্য	রাজা
62	15	প্রয়োজম	প্রয়োজন
63	24	আনগত্য	আনুগত্য
65	2	জজ্জের	জর্জ্জের
71	8	মকব	মকুব
73	7	আদেশনামার ।	আদেশনামা,
79	25	বাজার	রাজার
90	শেষ হইতে 8	লক্ষ্য	লক্ষ
93	শেষ হইতে 4	সহকর্মীদের না	সহকর্ম্মীদের
97	12	ক্যাবিনেট	ক্যাবিনেটে
99	15	আজকাল	আজিকার
102	4	ভমিকা	ভূমিকা
106	9	ক্ষমতা	ক্ষমতার
106	21	পরিপ্রেক্ষিতে	পরিপ্রেক্ষিতে ।
106	সর্ব্বশেষ	প্রই	এই
107	11	সভা	সত্তা
107	13	অধঃস্তন	অধস্তন
115	সর্ব্বশেষ	সেক্রেটারিা	সেক্রেটারি
120	11	ূতন	নূতন

পৃষ্ঠা	লাইন নং	যাহা আছে	যাহা হইবে
129	23	Treasure	Treasury
129	সর্ব্বশেষ	সামাগ্রক	সামগ্রিক
159	10	এযাবৎ সব	এযাবৎ যে সব
162	3	কর্ম্মসূচাতে	কর্ম্মসূচীতে
167	4	হইলৰ্	হইলে
169	23	ক্লিফ্‌ট ব্রাউনের	ক্লিফ্‌টন ব্রাউনের
176	2	সহকারীবন্দ	সহকারীবৃন্দ
176	18	চাপেলের	চাপ্লেনের
188	1	দইটি	দুইটি
194	5	সম্পর্ণ	সম্পূর্ণ
194	11	মঞ্জরী	মঞ্জুরি
194	14	মঞ্জরী	মঞ্জুরি
208	20	পার্লামেণ্টে	পার্লামেণ্ট
216	শেষ হইতে 6	দিও	যদিও
	শেষ হইতে 5	ve	tive
	শেষ হইতে 4	ধান	প্রধান মন্ত্রী
220	সর্ব্বশেষ	পর্ব্বের	পূর্ব্বের
221	শেষ হইতে 6	স্বরুপ	স্বরূপ
223	8	Soverdign	Sovereign
232	14	পরও	পর
237	শেষ হইতে 8	প্রণাত	প্রণীত
239	শেষ হইতে 9	স্থানীর	স্থানীয়
239	শেষ হইতে 2	ইচ্ছক	ইচ্ছুক
242	7	লে	'ল'
244	1	Brich	Birch
247	14	স্বরাজ	সমাজ
251	শেষ হইতে 2	মতাদশের	মতাদর্শের
277	20	কছাড়াও	এছাড়াও
286	2	কেন্দ্রায়	কেন্দ্রীয়
287	শেষ হইতে 4	রুপরেখা	রূপরেখা
288	সর্ব্বশেষ	কেষ্ট	কেণ্ট
298	10	পার্লামেণ্ট	পার্লামেণ্টে

পৃষ্ঠা	লাইন নং	যাহা আছে	যাহা হইবে
299	শেষ হইতে 3	Harvey Bather	Harvey & Bather
308	7	ঁটিয়ে	ঝোঁটিয়ে
313	1	ছিল।	ছিল (। বাদ যাইবে)
318	Chapter Heading	ইতিবৃস্ত	ইতিবৃত্ত
320	8	কেন্দ্রায়	কেন্দ্রীয়
322	5	হওয়ার	হওয়ায়
325	5	দলের নেতৃর	দলের নেতৃত্ব
334	12	অংশ	অংশ"
344	3	অটট	অটুট
345	8	সমাজ ব্যবস্থার	সমাজ-ব্যবস্থায়
348	12	ৃদ্ধি	বৃদ্ধি
350	শেষ হইতে 10	মুদ্রনের	মুদ্রণের
350	শেষ হইতে 3	তাৎপর্যপূণ	তাৎপর্যপূর্ণ
353	14	নির্যাতীত	নির্যাতিত
354	11	হাঁসমর্গী	হাঁসমুর্গী
355	শেষ হইতে 5	সংস্কৃতি	সংস্কৃতির
355	শেষ হইতে 4	সম্পত্রি	সম্পত্তির
357	শেষ হইতে 13	ক্তরাষ্ট্রের	যুক্তরাষ্ট্রের
358	16	idealogy	ideology
359	9	মা ুষের	মানুষের
359	17	যক্তরাষ্ট্রে	যুক্তরাষ্ট্রে
359	27	কাঠামোর	কাঠামোয়
363	7	——	(35 নং ধারা)র পর 1 হইবে
369	1	সংবিধানের	সংবিধানে
369	27	অরিশিষ্টরাও	অবশিষ্টরাও
370	21	পরিবত্তন	পরিবর্ত্তন
380	Heading	মন্ত্রীপরিষদ	মন্ত্রিপরিষদ
404	শেষ হইতে 9	এলাকাগুলিতে	এলাকাগুলিকে
407	সর্ব্বশেষ	সংবিধানে	সংবিধানের
408	11	যুক্তবাষ্ট্রে	যুক্তরাষ্ট্রে

পৃষ্ঠা	লাইন নং	যাহা আছে	যাহা হইবে
408	শেষ হইতে 4	——	"হইয়াছে"র পর (।) স্থলে (,) হইবে
412	14	চূক্তি	চুক্তি
417	1	ক্ষমতাশীন	ক্ষমতাসীন
421	শেষ হইতে 2	পার্টিস	পার্টিসংস্থার
429	শেষ হইতে 8	মং	নং
437	শেষ হইতে 10	নিয়া	দিয়া
438	Footnote line 2	Work out	Works out
441	2	অধ্যষিত ;	অধ্যুষিত,
443	সর্ব্বশেষ	বৈলক্ষণ	বৈলক্ষণ্য